উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই 12B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল— 'কোর কোর্স', 'ইলেকটিভ কোর্স', 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' 'স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স', 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স' এবং 'ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NEQF) National Credit Framework (NCrF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালযের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি
ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপাচার্য,
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Arts (Honours) : History
Programme Code : NHI
Course Type : Discipline Specific Core (DSC)
Course Title : Social Formations And Cultural Patterns of The Medieval World

Course Code : 6CC-HI-04

First Print : March, 2025
Print Order :

Printed in accordance with the regulations of the University Grant Commission
–Distance Education Bureau

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Arts (Honours) : History
Programme Code : NHI
Course Type : Discipline Specific Core (DSC)
Course Title : Social Formations And Cultural Patterns of The Medieval World
Course Code : 6CC-HI-04

: বিষয় সমিতি :

বর্ণনা গুহঠাকুরতা (ব্যানার্জি)
Director, School of Social Science, NSOU

ঋতু মাথুর মিত্র
Associate Professor of History, NSOU

সব্যসাচী চ্যাটার্জী
Professor of History, University of Kalyani

মনোশান্ত বিশ্বাস
Professor of History, Sidho-Kanho-Birsha University

চন্দন বসু
Professor of History and Chairperson, BoS, NSOU

অমল দাস
Professor of History (Former), University of Kalyani

মহুয়া সরকার
Professor of History (Former), Jadavpur University

রূপ কুমার বর্মণ
Vice-Chancellor, Bankura University

বিশ্বজিৎ ব্রহ্মচারী
Associate Professor of History Shyamsundar College

: পাঠ রচয়িতা :

একক ১- ১১ : অরুণিমা রায়চৌধুরী, *Assistant Professor of History, Sundarban Mahavidyalaya*

একক ১২-১৬ : অশোক কুমার চক্রবর্তী, *Registrar (Former), Institute of Historical Studies, Kolkata*

একক ১৭ : লক্ষ্মী প্রামাণিক, *Assistant Professor of History, Gourav Guin Memorial College*

: পাঠ সম্পাদনা : ঋতু মাথুর মিত্র, *Professor of History, School of Social Sciences, NSOU*

: বিন্যাস সম্পাদনা : ঋতু মাথুর মিত্র, *Professor of History, School of Social Sciences, NSOU*

Notification :

All rights reserved. No part of this Self-Learning Material (SLM) should reproduce in any form without permission in writing from the Registrar of Netaji Subhas Open University.

Ananya Mitra
Registrar *(Addt'l Charge)*

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Four Year Degree Programme

Under NEP 2020

পাঠক্রম : 6CC-HI-04

পর্যায়-১ রোমান প্রজাতন্ত্র

একক -১	❐ প্রাচীন রোমের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস—প্রজাতন্ত্র, প্রিন্সিপেট এবং সাম্রাজ্য	7-14
একক ২	❐ রোমের অধীনে ইতালির ঐক্যবদ্ধকরণ	15-27
একক ৩ (ক)	❐ রোমের কৃষিজ অর্থনীতি	28-34
একক ৩ (খ)	❐ রোমান বাণিজ্য ও নগরায়ণ	35-43

পর্যায় ২ রোমান সমাজ

একক ৪	❐ প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান দ্বন্দ্ব	44-53
একক ৫	❐ প্রাচীন রোমের দাস ব্যবস্থা	54-60
একক ৬	❐ রোমে নারীর অবস্থা	61-66

পর্যায়-৩ প্রাচীন রোমে ধর্ম ও সংস্কৃতি

একক ৭	❐ রোমের ধর্মীয় সমন্বয়বাদ	67-73
একক ৮ (ক)	❐ রোমান সভ্যতার সাহিত্য	74-82
একক ৮ (খ)	❐ রোমের শিল্প ও স্থাপত্য	83-87

পর্যায়-৪ রোমান সাম্রাজ্যের সংকট

একক ৯ ❒ তৃতীয় শতাব্দীর সংকট 88-94

একক ১০ ❒ কনস্টানটাইনের সংস্কার 95-102

একক ১১ (ক) ❒ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয় 103-109

একক ১১ (খ) ❒ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন 110-115

পর্যায়-৫ সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে অর্থনৈতিক উন্নয়ন

একক ১২ ❒ দশম শতকের সংকট এবং সামন্ততন্ত্রের পত্তন 116-124

একক ১৩ ❒ উৎপাদন ব্যবস্থা, নগরের পত্তন এবং ব্যবসা বাণিজ্য 125-137

একক ১৪ ❒ সামন্ততন্ত্রের সংকট 138-145

পর্যায়-৬ মধ্যযুগীয় ইউরোপে ধর্ম এবং সংস্কৃতি

একক - ১৫ ❒ খ্রিস্টধর্ম, গীর্জা এবং পোপতন্ত্র 146-154

একক - ১৬ ❒ মঠজীবনবাদ 155-163

একক - ১৭ ❒ নগরায়ণ এবং বাণিজ্য 164-182

পর্যায় ১ : রোমান প্রজাতন্ত্র

একক - ১ ❐ প্রাচীন রোমের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস—প্রজাতন্ত্র, প্রিন্সিপেট এবং সাম্রাজ্য

গঠন

১.০ : **উদ্দেশ্য**

১.১ : **ভূমিকা**

১.২ : **রোমের কেন্দ্রীয় প্রশাসন**

১.৩ : **নাগরিকত্বের ধারণা**

১.৪ : **দ্বাদশ বিধান বা The Code of the Twelve Tables**

১.৫ : **উপসংহার**

১.৬ : **অনুশীলনী**

১.৭ : **সহায়কগ্রন্থপঞ্জি**

১.০ : উদ্দেশ্য

- প্রাচীন বিশ্বের পাশ্চাত্য সভ্যতার লীলাভূমি রোমের প্রশাসনিক কাঠামোর বহুমাত্রিক উপাদান অনুধাবন করার প্রয়াস আলোচ্য এককের মূল উদ্দেশ্য।
- প্রাচীন রোমের প্রজাতান্ত্রিক কাঠামোয় প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করা এই এককের অপর উদ্দেশ্য।
- এই একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা রোমের সামরিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর ধরন, নাগরিকত্ব লাভ এবং দ্বাদশ বিধান সম্পর্কেও অবগত হবে।
- রোমের প্রশাসনে প্রীটর, সেন্সর, কোয়েস্টার সহ বিভিন্ন প্রতিনিধি পরিষদের ভূমিকা জানতে পারবে।
- কলনিয়া ও মিউনিসিপিয়াম কিভাবে রোমের প্রাদেশিক শাসনব্যাবস্থাকে উন্নত ও সুসংহত করতে সক্ষম হয়েছিল -সেই বিষয়টিও আলোচ্য এককে স্থান পেয়েছে।

১.১: ভূমিকা

রোমান সভ্যতার প্রশাসনিক কাঠামোর ইতিহাস একমাত্রিক নয়। দীর্ঘ সময় জুড়ে তা বিবর্তিত হয়ে এক বহুমাত্রিক প্রকৃতি গ্রহণ করেছে। একেবারে আদিপর্বে এই সভ্যতা ছিল রাজতান্ত্রিক কাঠামোর দ্বারা পরিচালিত। রোমিওলাস এবং রোমাস এই কাঠামোর সূচনা করেছিলেন। কিন্তু খুব দীর্ঘ সময় এই কাঠামো স্থায়ী হয় নি। অচিরেই রোমানরা এই

এট্রুস্কান শাসকদের সিংহাসন থেকে উচ্ছেদ করে এবং প্রজাতান্ত্রিক শাসনকাঠামোর প্রতিষ্ঠা করে। শেষ এট্রুস্কান শাসক টার্কুইনাস সুপারবাস শাসনের অবসানের সাথে সাথেই রোমে রাজতন্ত্রেরও অবসান ঘটে।

যে বিপ্লবের দ্বারা এই রাজতন্ত্রের সমাপ্তি ঘটেছিল তা ছিল অভিজাতদের দ্বারা পরিচালিত এবং অভিজাতদের জন্যই পরিকল্পিত। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রাথমিক পর্য্যায়ে রোমান প্রজাতন্ত্র ছিল অভিজাততন্ত্রেরই নামান্তর। সেই সময়ে রোমান সমাজ দুটি মূল শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অভিজাতশ্রেণী পরিচিত ছিল প্যাট্রিসিয়ান নামে। আর সাধারণ মানুষ পরিচিত ছিল প্লেবিয়ান নামে। রোমান প্রজাতন্ত্রে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে আসীন ছিলেন দুজন কনসাল। এঁরা নির্বাচিত হতেন সেনেট নামক নাগরিক পরিষদ থেকে। প্রাথমিকভাবে এই সেনেটের সদস্যপদ সংরক্ষিত ছিল শুধুমাত্র প্যাট্রিসিয়ানদের জন্যই। প্লেবিয়ানরা প্রশাসন থেকে বঞ্চিতই ছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে রোমান প্রজাতন্ত্রের নারী এবং পুরুষ উভয়ই নাগরিকত্ব লাভ করলেও ভোটাধিকার সংরক্ষিত ছিল শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যই।

রোমান প্রশাসনের ইতিহাসে দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়ী প্যাট্রিসিয়ান-প্লেবিয়ান দ্বন্দ্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছাপ ফেলেছিল। প্রথা অনুসারে এই দুই শ্রেণীর পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। তবে ক্রমশ প্লেবিয়ানরা তাদের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হতে থাকলে সেনেটে তাঁদের শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে ট্রিবিউনের নিয়োগ করা হয়। এই ট্রিবিউন সেনেটে ভেটো প্রয়োগের অধিকারী ছিলেন। সময়ের সাথে সাথে প্লেবিয়ানরা আরও শক্তিশালী হতে শুরু করেন এবং কনসাল পদের দাবিদার হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। তবে তা সত্ত্বেও প্যাট্রিসিয়ান তাদের ধন সম্পদবল এই সামগ্রিক প্রশাসনের উপর অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান দ্বন্দ্বের সমাপ্তি রোমের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। ইতিমধ্যে একাধিক যুদ্ধে রোম জয়যুক্ত হওয়ায় তার গৌরব আন্তর্জাতিকভাবে বৃদ্ধি পায়। বিশেষত ইটালিয় যুদ্ধ, গল যুদ্ধ, ল্যাটিন যুদ্ধ এবং স্যামনাইট যুদ্ধ রোমকে বিশেষ শক্তি প্রদান করে। এর ফলে রোমের প্রজাতন্ত্র ক্রমশ সমৃদ্ধ এবং পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে।

১.২ : রোমের কেন্দ্রীয় প্রশাসন

রোমান সভ্যতার সার্বিক প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হত একটি নির্দিষ্ট সংবিধান অনুসারে। এই সংবিধান অনুযায়ী সামরিক এবং প্রশাসনিক বিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন দুজন কনসাল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রাজতন্ত্রের সমাপ্তির পর রোমানরা স্বৈরতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে একেবারেই অনিচ্ছুক ছিলেন। এইকারণে দুজন কনসালের উপর দায়িত্ব আরোপ করা হয়। কারণ একজন নির্বাচিত কনসালের উপর সমস্ত দায়িত্বভার অর্পিত হলে তার পক্ষে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক সম্ভাবনা। কিন্তু এই দায়িত্ব দুজন সমক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির উপর আরোপিত হলে এই সম্ভাবনা অনেকটাই হ্রাস পায়। যদি কোনও একটি বিষয়ে উভয় কনসালের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে সেনেট মধ্যস্থতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হত। স্বৈরতান্ত্রিক সম্ভাবনা অবদমনের জন্য কনসালদের কার্য্যনির্বাহের সময়কাল ছিল মাত্র এক বছর। কারণ মনে করা হত কোনও কনসাল এক বছরের বেশি সময় জুড়ে একই পদে থাকলে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

এইভাবে দেখা যায় রোমের মানুষ সব সময় চেষ্টা করেছে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদকে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার। তবে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কোনও একজন কনসাল ম্যাজিস্ট্রেট পপুলি বা একনায়ক হিসেবে

ছ'মাস কার্য্যনির্বাহ করতে পারত। এই পদে থাকাকালীন আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে এবং শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে তিনি শাস্তিপ্রদানেরও অধিকারী ছিলেন। তবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে ম্যাজিস্ট্রেট পপুলি আবার কনসাল পদে ফিরে আসতেন।

১.৩ : নাগরিকত্বের ধারণা

রোমান প্রজাতন্ত্রের নাগরিকত্বের ধারণা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে এবং পরবর্তী রোমান সাম্রাজ্যের সময় তাৎপর্য্যপূর্ণভাবে তা পরিবর্তিত হয়েছে। এট্রুস্কানদের স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি লাভ করার পর রোমানরা প্রজাতন্ত্র স্থাপনের সময় পনের বছরের ঊর্ধ বয়স্ক সমস্ত পুরুষ যারা রোমের আদি জাতি তাদের সকলকেই নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। রোমের নাগরিকরা একটি বিশেষ ধরণের বস্ত্র পরিধানের মাধ্যমে নিজেদের ক্রীতদাস ও অনাগরিকদের থেকে পৃথক করত। সাধারণ নাগরিকরা অধিকাংশ সময়ে সাদা রঙের এই বিশেষ বস্ত্র পরিধান করত। এই বস্ত্র পরিচিত ছিল টোগা নামে। সাম্রাজ্যের যুগে রোমান সম্রাট নিজেকে সাধারণ নাগরিকদের থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে বেগুনী রঙের বিশেষ ধরণের টোগা বস্ত্র ব্যবহার করতেন। নাগরিকদের মধ্যেও একাধিক শ্রেণী স্তর ছিল বর্তমান। সম্পূর্ণ নাগরিক শ্রেণীর মানুষ ভোটাধিকারের যোগ্য ছিলেন। তাঁরা যেকোনও মুক্ত নারীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম ছিল। বাণিজ্য করার জন্য তাঁদের আলাদা কোনও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হত না। কিছু নাগরিক ভোটদানের বা সরকারী পদে অধিষ্ঠানের অধিকারী না হলেও অন্যান্য অধিকার ভোগ করতেন। আবার তৃতীয় এক শ্রেণীর নাগরিকের উল্লেখ পাওয়া যায় যারা ভোটাধিকার এবং বাণিজ্য করার অধিকারী হলেও সরকারী পদ এবং মুক্ত নারীকে বিবাহ করার অধিকারী ছিলেন না। প্রজাতন্ত্রের শেষের দিকে মুক্তিপ্রাপ্ত পুরুষ ক্রীতদাস সম্পূর্ণ নাগরিকত্ব লাভ করতে পারত। ৯০ খ্রি: পূ: নাগাদ রোমান প্রজাতন্ত্রের মিত্র অ-রোমান জাতিগোষ্ঠী নাগরিক অধিকার ভোগ করত। ২১২ খ্রি: নাগাদ কারাকাল্লা-র লিপি অনুসারে রোমান সাম্রাজ্যে বসবাসকারী সমস্ত মুক্ত মানুষ নাগরিক হিসাবে স্বীকৃত হয়।

১.৪ : দ্বাদশ বিধান বা The Code of the Twelve Tables

রোমান প্রজাতন্ত্রের অন্যতম উদ্ভাবন ছিল আইনের চোখে সমতার ধারণা। প্রাথমিকভাবে এই সমস্ত প্রচলিত আইনের কোনও লিখিত বিধান না থাকায় প্রায়শই তার অপপ্রয়োগ দেখা যেত। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ৪৪৯ খ্রি: পূ: নাগাদ রোমান প্রজাতন্ত্রের কিছু নেতার উদ্যোগে রোমের প্রধান প্রধান আইনগুলি বারোটি প্রস্তরের খণ্ডের উপর খোদাই করা হয়। এই আইনবিধি দ্বাদশ বিধান নামে পরিচিত। এটি ছিল রোমান প্রজাতন্ত্রের প্রথম লিখিত বিধি অনুশাসন। যদিও আজকের প্রেক্ষিতে এই আইনগুলি ছিল যথেষ্ট কঠোর কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় যে এই আইন সমস্ত নাগরিকের জন্য আইনের চোখে সমান মর্য্যাদার ধারণাকে স্বীকৃত করেছিল।

আইন এবং নাগরিকত্বের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে রোমানরা তাঁদের নতুন নতুন অধিগৃহীত ভূমির প্রতি এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। অধিগৃহীত অঞ্চলের মানুষদের অধিকৃত প্রজা হিসাবে হীন মর্য্যাদায় পর্য্যবসিত না করে বরং তাঁদের নাগরিক হিসেবেই স্বাগত জানাতে সচেষ্ট হয়েছেন। ফলত এই মানুষরা নিজেদের খুব স্বাভাবিকভাবেই রোমের প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু মনে না করে রোমের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেন। বলা বাহুল্য যে খুব স্বাভাবিকভাবেই এই নতুন নাগরিকরা রোমে আদি নাগরিকদের মত একই আইনের অধিকার ভোগ করত।

প্রীটর

রোমের সাধারণ প্রশাসন শুধুমাত্র কনসালদের হাতেই নিয়োজিত ছিল না। এক্ষেত্রে প্রীটর নামে একটি পদের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই পদটি রোমান প্রশাসনের একটি অন্যতম প্রাণশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা অত্যুক্তি হবে না। রোমান প্রশাসনকে মসৃণভাবে পরিচালনা করাই এই পদের মূল কাজ ছিল। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কনসালের পাশে বিশ্বস্ত সেনানায়ক হিসাবে প্রীটররা অংশগ্রহণ করতেন। রণকৌশল, যুদ্ধের উপকরণ এবং সৈন্যদের রসদ সরবরাহ, সৈন্যবাহিনীর সংগঠন প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর যুদ্ধের সময় প্রীটররাই নজর দিতেন। একইসঙ্গে রণক্ষেত্রে কনসালের আদেশও এরা পালন করতেন। যুদ্ধের বিষয় ও স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রীটররা কনসালদের পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করতেন। কনসাল এবং প্রীটর মিলিতভাবে যুদ্ধ ও শান্তিস্থাপন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করতেন। প্রীটররা নিযুক্ত হতেন একবছরের জন্য। এই পদের ক্ষমতা ও গুরুত্বের কারণে এই পদ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

সেন্সর

সেন্সর পদটির মূল কাজ ছিল অর্থনীতি সংক্রান্ত। মূলত রোমান প্রজাতন্ত্রের আর্থিক নীতির পথ নির্ধারণই ছিল এই পদের মুখ্য সাংবিধানিক উদ্দেশ্য। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই সেন্সররাই জনগণনার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পালন করতেন। রোমে বসবাসকারী নাগরিকদের সম্পত্তির পরিমাণভিত্তিক তালিকা নির্ধারণ করা এবং সেই তালিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের উপর কর ধার্য্য করাও ছিল সেন্সরদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। আর ছিল রোমের কোষাগারের জন্য রাজস্ব সংগ্রহের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব। রোমান প্রজাতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল তাঁর শক্তিশালী অর্থসংক্রান্ত নীতি। সেন্সররা তাঁদের পদে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন।

কোয়েস্টার

রোমান প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ হল কোয়েস্টার। এই পদটি ছিল মূলত কোষাধ্যক্ষের পদ। এঁরা মূলত মুদ্রার ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। এর পাশাপাশি সম্পত্তির নথিপত্র সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও স্বীকৃতি দানের ক্ষেত্রেও এঁদের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ফৌজদারি আইনের প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়েও তাঁদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রীটরদের মতই কোয়েস্টারদের কার্য্যকালেরও মেয়াদ ছিল এক বছর।

এডিল

সমাজে আইনের অনুশাসন এবং শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল এডিলদের উপর। মূলত আরক্ষা বাহিনীর কার্য্যকলাপ তত্ত্বাবধান করে এঁরা সমাজের অভ্যন্তরে অপরাধ দমনে সাহায্য করত। এডিলদের উপর ন্যস্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল পৌরপ্রশাসন। এক্ষেত্রে তাঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগের প্রচেষ্টায় রত থাকতেন মসৃণভাবে পৌর প্রশাসন পরিচালনার জন্য। এডিল পদেরও কার্য্যকালের মেয়াদ ছিল এক বছর।

সেনেট

রোমের প্রশাসন ব্যবস্থার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল সেনেট বা প্রতিনিধি পরিষদ। প্রায় তিনশত সদস্যকে নিয়ে এই সেনেট গঠিত হয়। মূলত অভিজ্ঞ এবং বয়ঃজেষ্ঠ্য মানুষই এর সদস্যপদ লাভের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতেন। সেনেট ছিল একটি স্থায়ী সভা। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এর সদস্যপদও ছিল আজীবন। যদিও রোমের প্রজাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরে

ছিলেন কনসাল কিন্তু তাঁর অধিকাংশ কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হত সেনেটের পরামর্শক্রমেই। তাই সহজভাবে বলা যায় যে সেনেটের মূল কাজ ছিল কনসালদের পরামর্শদান করা। এর পাশাপাশি সেনেট বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করত। তাঁরা রাষ্ট্রীয় আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করত। এছাড়া সৈন্যবাহিনীর নিয়োগ, প্রাদেশিক প্রশাসন এবং রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে সেনেটেই নীতি নির্ধারিত হত। কোনও আইনই সেনেটের স্বীকৃতি ব্যতীত বৈধতা প্রাপ্ত হত না। তাই রোমের জনসাধারণের কাছে সেনেট ছিল অতি উচ্চ মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। রোমান প্রশাসনে সেনেটের ভূমিকা ছিল বর্তমান সময়ের আইনবিভাগের অনুরূপ। একথা বলা বাহুল্য যে সেনেটের সদস্যদের সততা, আন্তরিকতা এবং আত্মনিবেদনের মানসিকতা রোমান প্রজাতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ ছিল।

রোমান সেনেটের ইতিহাস প্রায় রোম নগর রাষ্ট্রের ইতিহাসেরই সমপ্রাচীন। সর্বপ্রথম এক শত জন সদস্যকে নিয়ে এট্রুস্কান রাজাদের আমলেই এই পরামর্শদাতা পরিষদটি গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী সময়ে এট্রুস্কান রাজাদের হাত ধরেই এর সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় এবং তিন শত স্থির হয়। এট্রুস্কান রাজাদের অপসারণের পর রোমে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। প্রজাতন্ত্রের কালে সেনেট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অঙ্গে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে শুধুমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শদানের ক্ষমতাই যে সেনেট ভোগ করত তা নয়, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসন অধিকর্তা কনসালরা নির্বাচিতই হতেন এই সেনেট সদস্যদের ভোট দ্বারা।

বহু শতাব্দী জুড়ে সেনেটের সদস্যপদ শুধুমাত্র প্যাট্রিসিয়ানদের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন বাগ্মিতায় অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। রোমান ফোরামের ক্ষেত্রে অবস্থিত কিউরিয়া নামক ভবনে সেনেটের অধিবেশন বসত এবং সেখানেই বিভিন্ন আইন স্বীকৃতি পেত। জুলিয়াস সীজারের আমলে সেনেটের বিস্তারের জন্য তিনি একটি বৃহত্তর কিউরিয়া নির্মাণ করান। খ্রী: পূ: তৃতীয় শতাব্দী নাগাদ রোম তার সাম্রাজ্য বিপুল পরিমাণে বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়। এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য জুড়ে সেনেট সদস্যরা সৈন্য প্রেরণ, সন্ধিচুক্তির শর্ত নির্ধারণ এবং প্রজাতন্ত্রের সার্বিক অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেন।

বিপুল ক্ষমতা সত্ত্বেও ৮২ খ্রী: পূ: নাগাদ সুল্লা সেনেটের নিয়ন্ত্রণের উপর প্রশ্ন তোলেন এবং প্রকাশ্যে অমান্য করতে শুরু করেন। সুল্লার আমলে শতাধিক সেনেটর নিহত হন এবং একই সঙ্গে সেনেটের সদস্যসংখ্যা তিন শত থেকে বৃদ্ধি করে ছয় শত করা হয়। এই সময়েই প্যাট্রিসিয়ান ছাড়াও বহু প্লেবিয়ানও সেনেটর পদে নিয়োগের ছাড়পত্র পান। জুলিয়াস সীজার এই সংখ্যা বৃদ্ধি করে নয় শত করেন। তবে তাঁর হত্যার পর এই সংখ্যা হ্রাস করা হয়। ২৭ খ্রীঃ পূঃ রোমান সাম্রাজ্য সৃষ্টির পর সেনেট ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে বিশেষত যখন রোমান সম্রাট বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠতেন। তা সত্ত্বেও রোমের পতন পর্য্যন্ত এই সেনেট তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তবে ক্রমশ এটি সমৃদ্ধ বুদ্ধিজীবি মানুষের একটি আনুষ্ঠানিক সংগঠনে পরিণত হয়েছিল যার রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে কোনও ক্ষমতা আর ছিল না।

ট্রিবিউন

সাধারণ ভাবে সেনেটের সদস্যরা ছিলেন অভিজাত বা প্যাট্রিসিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত। এই কারণে প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান দ্বন্দ্বের সময়ে প্লেবিয়ানরা দাবি তোলেন যে প্যাট্রিসিয়ানদের অত্যাচারের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে সেনেট অক্ষম — কারণ তাতে প্লেবিয়ানদের প্রতিনিধিত্ব নেই। তাঁদের এই দাবির ফলে উত্থিত পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে ট্রিবিউন নামে প্রশাসনিক পদের সৃষ্টি করা হয়। প্লেবিয়ানদের জন্য সংরক্ষিত এই পদের মূল উদ্দেশ্য হল প্যাট্রিসিয়ানদের বৈষম্যমূলক আচরণ ও স্বৈরাচার থেকে প্লেবিয়ানদের রক্ষা করা। এক্ষেত্রেও কনসাল পদের

মতই দুটি সমক্ষমতাসম্পন্ন ট্রিবিউন পদ সৃষ্টি করা হয়, যাতে ট্রিবিউনরাও স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে না পারেন। সাধারণ মানুষের জন্য ট্রিবিউনরা সর্বদা সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। বিশেষত ম্যাজিস্ট্রেট অথবা কোয়েস্টারদের হাত থেকে সাধারণ মানুষদের সুরক্ষিত করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাই এঁদের মূল লক্ষ্য ছিল। জনকল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রেও এঁদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কমিশিয়া ট্রিবিউটা

প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান গোষ্ঠীর অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসানের পর রোমের প্রশাসনে প্লেবিয়ানদের ভূমিকাও হয়ে ওঠে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা একটি জাতীয় সভা গঠন করেন যা কমিশিয়া ট্রিবিউটা নামে পরিচিত। প্রাথমিক পর্য্যায়ে এই সভা প্লেবিয়ানদের স্বার্থবিষয়ক আইনই কেবলমাত্র প্রণয়ন করত। তবে পরবর্তী কালে কমিশিয়া ট্রিবিউটা এর গৃহীত আইন সর্বজনীনতা লাভ করে, অর্থাৎ প্যাট্রিসিয়ানরাও এর আওতাভুক্ত হয়। কমিশিয়া ট্রিবিউটার অন্যতম প্রধান কাজ ছিল ট্রিবিউন নিয়োগ করা। এছাড়া সাধারণ মানুষের জনকল্যাণ বিষয়েও এই সভা দায়িত্বশীল ছিল। এই কারণেই বলা যায় যে রোমের প্রশাসনে এর গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট।

কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়েটা

রোমের প্রশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত আরেকটি জাতীয় সভা হল কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়েটা। বহু রোমান অভিজাত ছিলেন এর সদস্য। এই সভা মূলত একটি বিচার বিভাগীয় সংগঠন হিসেবে কার্য্যকর ছিল। আরও সূক্ষ্ম ভাবে বললে বলা যায় যে এর মুখ্য ভূমিকা ছিল আপীল আদালত হিসেবে। কাউন্সিলদের বিরুদ্ধে উত্থিত বিভিন্ন অভিযোগের শুনানি এবং বিচার হত এই আদালতে। কাউন্সিলরা দোষী প্রমাণিত হলে এই সভা তাঁদের শাস্তিপ্রদানের ক্ষমতা ভোগ করত। এভাবে রোমান প্রজাতন্ত্রে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রহসন রুখতে কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়েটার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাদেশিক প্রশাসন — কলোনিয়া

রোমান সাম্রাজ্যে কলোনিয়াগুলি ছিল সাধারণত অধিগৃহীত অঞ্চলের রোমান ঘাঁটিস্বরূপ। তবে পরবর্তীকালে এই কলোনিয়া শব্দটির অর্থ পরিবর্তিত হয় এবং তা রোমান নগরগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী হয়। রোমান ঐতিহাসিক লিভি-র বর্ণনা অনুযায়ী ৭৫২ খ্রীঃ পূঃ নাগাদ রোমের প্রথম কলোনি স্থাপিত হয় অ্যান্টেম্নি এবং ক্রাস্টামেরিয়াম নগরীতে। অন্যান্য কলোনিগুলির মধ্যে সিগ্নিয়া নগরী খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে রোমের অধীনে আসে। এরপর ভেলিট্রি এবং নোরবা খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এবং অস্তিয়া, অ্যান্টিয়াম ও তাররাসিনা প্রভৃতি অঞ্চল খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকের শেষের দিকে রোমের অধীনস্থ হয়। প্রথম পর্য্যায়ের এই উপনিবেশিকরণের মূল উদ্দেশ্য ছিল সামরিকভাবে রোমান অধিগৃহীত অঞ্চলকে সুরক্ষিত রাখা। এই পর্য্যায় চলেছিল পিউনিক যুদ্ধের সমাপ্তির কাল পর্য্যন্ত।

কলোনিগুলি প্রাথমিকভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা — নাগরিকদের কলোনি এবং ল্যাটিন কলোনি। এই দুই ধরণের কলোনি আকার, অঞ্চল এবং সংবিধানগত দিক থেকে ছিল পৃথক। নাগরিকদের কলোনিগুলি ছিল মূলত উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত। তাই এগুলি সাধারণত coloniae maritimae নামে পরিচিত ছিল। আয়তনের দিক থেকে এগুলি ছিল ক্ষুদ্র এবং রোমের মূল অঞ্চলের নিকটবর্তী। সর্বাধিক তিন শত পরিবারকে নিয়ে এই কলোনিগুলি গড়ে উঠত এবং এর অধিবাসীরা স্বাধীন পৌর জীবনযাপনের অধিকারী ছিলেন না। সেরউইন-হোয়াইট মনে করেছেন এগুলি ছিল এথেনীয় ক্লেরুকি-র অনুরূপ। প্রজাতন্ত্রের শেষের দিকে ট্রিবিউন গায়াস রাক্কাস-এর মত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা রোমের ভূমিহীন নাগরিকদের বিভিন্ন কলোনিতে এবং অধিগৃহীত প্রদেশগুলিতে বসতি প্রদানের মত পোষণ করতেন। এই তত্ত্ব যদিও জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এবং একে বাস্তবায়িত

করবার বহু চেষ্টা দেখা দিয়েছিল কিন্তু বাস্তবে তা খুব একটা সাফল্য পায় নি। খুব অধিক সংখ্যায় ভূমিহীন রোমান নাগরিককে কখনওই রোমান সাম্রাজ্যের অধিগৃহীত প্রদেশে পুনঃস্থাপিত বাস্তবে করা হয় নি।

খুব বড় সংখ্যায় বৃহত্তর আকারে কলোনির প্রতিষ্ঠা প্রিন্সিপেট পর্বের আগে রোমে দেখা যায় নি। অগাস্টাসের আমলে তাঁর সমর্থনকারী শত সহস্রাধিক মানুষকে গৃহযুদ্ধের উত্তর পর্বে পুনঃস্থাপিত করার জন্য সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়ে বহুল কলোনি নির্মাণ করা হয়। তা সত্ত্বেও এই সমস্ত কলোনিই কিন্তু নতুন নগর ছিল না। এর মধ্যে অনেকগুলিই ছিল আগে থেকে অস্তিত্বশীল। তবে এই উপনিবেশিকরণের প্রক্রিয়ার ফলে পূর্বতন নগরগুলি নতুন করে বিস্তার লাভ করে। এদের মধ্যে অনেক কলোনি পরবর্তী কালে বৃহৎ নগরে পরিণত হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে আধুনিক নগর কোলোন প্রথমে এক রোমান কলোনি হিসেবেই স্থাপিত হয়েছিল। অগাস্টাসের আমলে প্রাদেশিক নগরগুলি অনেক সময়েই কলোনির মর্যাদা লাভ করে এবং বিশেষ কিছু অধিকার ও সুবিধা প্রাপ্ত হয়। সেভেরিয়ান সম্রাটদের পরবর্তী আমলে কলোনি ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। এই সময় থেকে শুধুমাত্র নগরের পরিবর্তে কলোনি হয়ে ওঠে বিশেষ ধরণের সুবিধাপ্রাপ্ত নগরী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিশেষ সুবিধাটি ছিল রাজস্ব থেকে মুক্তি।

মিউনিসিপিয়াম

মিউনিসিপিয়াম শব্দটি একটি ল্যাটিন শব্দ যার সাধারণ অর্থ হল শহর বা নগর। তবে প্রাচীনকালে রোমানরা এই শব্দটি ব্যবহার করত পৌর প্রশাসন বিষয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রোমান রাজ্যের অভ্যন্তরে কিন্তু মিউনিসিপিয়ামের উদ্ভব হয় নি। এর উদ্ভব হয়েছে রোম নগরের নিকটবর্তী প্রতিবেশী অঞ্চল থেকে রোমে জনসংখ্যা স্থানান্তরের পরবর্তী কালে রোমের নাগরিক কাঠামোয় উদ্ভূত পরিবর্তনের পরিণাম হিসেবে। রোমান প্রজাতন্ত্র রোম নগর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রতিবেশী জাতিগোষ্ঠীদের আত্তীকরণের নীতি গ্রহণ করলে রোমের শাসনক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে মিউনিসিপিয়ামের ধারণার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। রোমান প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন ধরণের মিউনিসিপিয়া এবং কলোনির মত বসতিগুলির মধ্যে যথেষ্ট প্রশাসনিক পার্থক্য ছিল। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের কালে এই প্রশাসনিক পার্থক্য ক্রমশ হ্রাস পায় এবং প্লিনির বর্ণনা অনুযায়ী ক্রমশ রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সমস্ত শহর ও নগর নির্বিশেষে নাগরিক মাত্রেই রোমের নাগরিকের সমমর্য্যাদা ও অধিকার লাভ করেন। ফলে এই স্তরে মিউনিসিপিয়াম পর্য্যবসিত হয় স্থানীয় পৌর প্রশাসন স্তরে যা সার্বিক প্রশাসনিক কাঠামোয় ছিল সর্বনিম্ন স্তরভুক্ত।

প্রাথমিক পর্বে মিউনিসিপিয়ার সদস্যরা দুটি স্তরে বিভক্ত ছিলেন। যথা — প্রথম শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণী। প্রথম শ্রেণীর নাগরিকরা সম্পূর্ণ রোমান নাগরিকত্ব এবং নাগরিক অধিকারসমূহ civitas optimo iure ভোগ করত। এই অধিকারসমূহের মধ্যে রোমের সর্বোচ্চ নাগরিক অধিকার তথা ভোটদানের অধিকারও সংযুক্ত ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপিয়ার নাগরিকরা পূর্ণ রোমান নাগরিকত্ব প্রাপ্ত হয় নি। এই শ্রেণী ছিল মূলত রোমের নিয়ন্ত্রণে আসা উপজাতীয় কেন্দ্রগুলির অধিবাসীরা। তবে এই সমস্ত অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটরা অবসর গ্রহণের পর পূর্ণ নাগরিকের মর্য্যাদা লাভ করতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকরা পূর্ণাঙ্গ নাগরিকের সমান কর্তব্য দ্বারা আবদ্ধ হলেও অধিকারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নাগরিক অধিকার তথা ভোটদানের অধিকার থেকে তাঁরা ছিলেন বঞ্চিত।

মিউনিসিপিয়ামের প্রশাসন পরিচালিত হত চারজন নির্বাচিত প্রধানের দ্বারা। এদের মধ্যে দুটি পদ ছিল দাম্ভির এবং দুটি পদ ছিল এডিল। এঁরা একবছরের জন্য নির্বাচিত হতেন। এই চারজন প্রধানের পরামর্শদাতা সভা হিসেবে ডেকিউরিয়ান নামে একটি স্থানীয় পরিষদ ছিল যাকে সেনেটের স্থানীয় বিকল্প বলা যায়। পরবর্তীকালে এই ডেকিউরিয়ানের সদস্যপদ বংশানুক্রমিক হয়ে যায়।

১.৫ : উপসংহার

এইভাবে দেখা যায় প্রাচীন রোমের প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল অভিনব চরিত্রের। এটি ছিল অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক মাত্রায় সুষম। দুজন কনসালের উপস্থিতি একনায়কতন্ত্রের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছিল। প্রশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত কোনও ব্যক্তি ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তাঁকে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়েটার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্যাট্রিসিয়ানরা দীর্ঘদিন অধিক ক্ষমতাশালী হলেও তাঁদের স্বৈরাচার থেকে প্লেবিয়ানদের রক্ষা করার জন্য ট্রিবিউন পদের অস্তিত্ব ছিল। প্রাথমিক দ্বন্দ্বের অবসানের পর প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লেবিয়ান এই দুই সামাজিক গোষ্ঠীর পারস্পরিক সহযোগিতা প্রাচীন রোমে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিল। বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় রোমানরা তাঁদের এই বিজ্ঞানসম্মত প্রশাসন কাঠামোর কারণে সুবিখ্যাত।

পরিশেষে সামগ্রিক বিচারে বলা যায় যে রোমের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের একটি দীর্ঘ বিবর্তনের পথ ছিল বর্তমান। বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই শাসন কাঠামো এক সুসংহত রূপ ধারণ করেছিল। তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে যদিও সময়ের সাথে সাথে নানা পরিবর্তন রোমে দেখা যায় তবুও তার মূল শাসন কাঠামোর চরিত্র কিন্তু প্রায় অপরিবর্তিতই থেকে গিয়েছিল।

১.৬ : অনুশীলনী

১। রোমান সভ্যতার শাসন কাঠামোর বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

২। রোমান শাসন কাঠামোকে অভিজাততান্ত্রিক কাঠামো বলা কতদূর যুক্তিযুক্ত?

৩। প্রাচীন রোমের পৌর প্রশাসন সম্পর্কে টীকা লিখুন।

৪। দ্বাদশ বিধি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

১.৭ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

1. M. Cary and H. H. Scullard– *A History of Rome*– New York– 1975.
2. A. H. McDonald– *Republican Rome*– New York– 1966.
3. H. Mattingly– *Roman Imperial Civilization*– London– 1957.

একক - ২ ❐ রোমের অধীনে ইতালির ঐক্যবদ্ধকরণ

গঠন

২.০ : উদ্দেশ্য

২.১ : ভূমিকা

২.২ : প্রথম স্যামনাইট যুদ্ধ

২.৩ : দ্বিতীয় স্যামনাইট যুদ্ধ

২.৪ : তৃতীয় স্যামনাইট যুদ্ধ

২.৫ : রোমানদের গ্রীক উপনিবেশ দখল

২.৬ : রোম ও কার্থেজ সংঘাত

২.৭ : প্রথম পিউনিক যুদ্ধ

২.৮ : প্রত্যক্ষ কারণ

২.৯ : দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ

২.১০ : তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ

২.১১ : উপসংহার

২.১২ : অনুশীলনী

২.১৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

২.০ উদ্দেশ্য

- এই একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করতে স্যামনাইট উপজাতির সাথে রোমের যে তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল - সেই রাজনৈতিক ইতিহাসকে অনুধাবন করতে পারবে।
- উক্ত এককের অপর উদ্দেশ্য হল রোমের গ্রীক উপনিবেশ দখলের কারন ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাকে বিশ্লেষণ করা।
- সিসিলি দ্বীপকে কেন্দ্র করে রোম ও কার্থেজের মধ্যে যে তিনটি পিউনিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার বর্ণনা করাও এই এককের অন্যতম উদ্দেশ্য।

২.১: ভূমিকা

প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা ছিল রোম নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রোমান সভ্যতা। প্রাথমিক পর্যায়ে যদিও এই সভ্যতার ভরকেন্দ্র ছিল ইতালিয় উপদ্বীপ কিন্তু ক্রমশ পুরো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেই এর শক্তির ভরকেন্দ্র স্থাপিত হয়ে ছিল। এক্রুস্কান শক্তির পতনের পর ক্রমশ পুরো ইতালীয় উপদ্বীপই রোমের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সে সময়ে ইতালি ছিল বহু জাতি উপজাতি এবং গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। এই সমগ্র অঞ্চলকে একত্রিত করতে প্রায় দুই শতাব্দীর কাছাকাছি সময় লেগে গিয়েছিল। এটি বলা বাহুল্য যে এই ঐক্যবদ্ধকরণের পুরো প্রক্রিয়াটি না তো ছিল মসৃণ এবং না তো ছিল রক্তপাতহীন।

রোমান সম্প্রসারণের প্রথম পর্বটি ছিল মধ্য ইতালিতে। বিশেষত ল্যাটিয়াম অঞ্চলে এই প্রভাব সবার আগে বিস্তার লাভ করে ছিল। ল্যাটিন ভাষাভাষী অধ্যুষিত এই অঞ্চলটি রোমান সভ্যতার পটভূমি রচনা করেছিল। ল্যাটিয়াম অঞ্চলটি টাইবার নদীর মুখ থেকে সিরসিয়ান পর্বত ও তার সংলগ্ন পাদদেশ পর্য্যন্ত উপকূলীয় সমভূমি নিয়ে গঠিত। এই অঞ্চলটিতে ল্যাটিনদের পাশাপাশি আরও একাধিক উপজাতির বসবাস ছিল। কিন্তু এই সমস্ত উপজাতিদের অভিবাসন এতটাই সুপ্রাচীন পর্বে ঘটেছিল যে তার কোনও সামাজিক স্মৃতিও আর অস্তিত্বশীল ছিল না। অধিকাংশ রোমান লেখকই ল্যাটিনদের লাইগুরিয়ান এবং সিসিলিয় উপজাতির সম্বয়ে গঠিত জাতি বলেই মনে করেছেন। এক্রুস্কানদের পতনের পরেই রোম ল্যাটিন ভাষী গোষ্ঠীগুলির সাথে একটি সক্ষম হয়েছিল। এই জোট রোমানদের এক্রুস্কান, সেবাইন, ভলসি, এবং আউকির আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা করেছিল। অল্যাটিন প্রজাতিদের বিরুদ্ধে রোমের এই আগ্রাসন যখন যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ পর্য্যায়ে পৌঁছেছিল ঠিক সেই সময়েই খ্রি: পূ: ৩৯৬ অব্দ নাগাদ রোম এক্রুস্কান নগর হেই দখল করতে সক্ষম হয়। হেইয়ের বিজয় রোমানদের মধ্যে ইতালির অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে প্রবেশের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু এরপর ইতালিতে কেলটিক আক্রমণের কারণে রোমানদের সম্প্রসারণের গতি কিছুটা মন্দীভূত হয়ে যায়। কেলটিক উপজাতি ছিল ইন্দো ইউরোপীয় গোষ্ঠীর একটি শাখা। এই শাখার বিশেষত গল উপজাতি দীর্ঘকাল আগেই উত্তর ইতালিতে প্রবেশ করেছিল এবং বসবাস শুরু করে। ক্রমান্বয়ে এক শতাব্দীর মধ্যে তারা আল্পস এবং পো নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলটি দখল করে নিয়েছিল। খ্রি: পূ: ৩৯০ অব্দের দিকে রোম গলদের দ্বারা ব্যাপক ভাবে লুণ্ঠিত হয়েছিল। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই অভিযান ছিল রোমানদের জন্য একটি বড় ধাক্কা। তবে খুব তাড়াতাড়ি এই অভিঘাত থেকে নিজেদের ক্ষমতা পুনর্গঠিত করে খ্রি: পূ: চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রোম সম্প্রসারণবাদী কর্মসূচী গ্রহণ করে।

এই সম্প্রসারণবাদী অভিযানে প্রাথমিকভাবে রোমানরা ল্যাটিন জনগণের সমর্থন পেয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এবং ইতালিয় অঞ্চলে রোমের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দানা বাধতে শুরু করে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই প্রতিরোধের ফলস্বরূপ রোমানরা ল্যাটিয়ামে একাধিক অভিযান শুরু করে। দীর্ঘ এক পর্য্যায়ের সংঘর্ষের পর রোমানরা অবশেষে খ্রি: পূ: ৩৩৮ অব্দে ল্যাটিন রাজ্যগুলিকে পরাজিত করে সাফল্য অর্জন করেছিল।

ল্যাটিয়াম অঞ্চলে সফল অভিযানের পর রোমের দৃষ্টি পড়ে ক্যাম্পানিয়ার উর্বর সমভূমি অঞ্চলের দিকে। এই অঞ্চলটি ছিল স্যামনাইট উপজাতি অধ্যুষিত। স্যামনাইটরা ছিলেন অ্যাপেনাইন অঞ্চলের উসকান ভাষাভাষীর জনগোষ্ঠী। খ্রি: পূ: চতুর্থ শতকে স্যামনাইটদের অধ্যুষিত অঞ্চল অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ ছিল এবং সামরিক দিক থেকেও এই জাতি ছিল যথেষ্ট কুশলী। অধিকাংশ স্যামনাইটদের পেশা ছিল পশুচারণ এবং তারা নগরের তুলনায় গ্রাম্য জীবনেই বেশি অভ্যস্ত ছিল। স্যামনাইটদের সাথে রোমের সংঘাত অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এবং খ্রি: পূ: প্রায় ২৯৫ অব্দ পর্য্যন্ত এই সংগ্রাম চলেছিল।

গল উপজাতিদের আক্রমণের পটভূমিতে স্যামনাইট এবং রোমানদের সম্পর্ক ততটাও বৈরিতাপূর্ণ ছিল না। কিন্তু ক্রমশই উভয়ের মধ্যেকার বন্ধন আলগা হতে থাকে এবং খ্রি: পূ: ৩৪৩ অব্দে রোমান ও স্যামনাইট মৈত্রী বিনষ্ট হয়ে যায়। রোমানরা স্যামনাইটদের চরম বৈরী কাপুয়ানদের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছিল। স্যামনাইটদের সাথে রোমানদের আচমকা এই শত্রুতার কারণ সুস্পষ্ট নয়। তবে সম্ভবত সমভূমিগুলিতে বসতি স্থাপনকারী বিভিন্ন পশুচারক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভূমি দখলকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিক বৈরিতাই হয় তো এর পিছনে মূলত দায়ী ছিল। খ্রি: পূ: ৩৪৩ অব্দে প্রথম স্যামনাইট যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। এই যুদ্ধে রোমানরা কাপুয়ান নগর ক্যাম্পানিয়া থেকে স্যামনাইটদের বিতাড়িত করতে সাফল্য লাভ করেছিল। ল্যাটিয়ামের দক্ষিণে শক্তিশালী হয়ে রোমানরা যখন মধ্য ইতালির উর্বর অঞ্চল ক্যাম্পানিয়া দখলে সচেষ্ট হয় তখনই স্যামনাইটদের সাথে তাদের বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। কারণ স্যামনাইটরাও ক্যাম্পানিয়া দখল করতে সচেষ্ট হয়েছিল সমান ভাবে। ক্যাম্পানিয়াকে কেন্দ্র করে উভয়ের বিরোধ দুটি স্যামনাইট যুদ্ধের প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করেছিল। শেষ পর্য্যন্ত তৃতীয় স্যামনাইট যুদ্ধের পর এই অঞ্চল রোমের কর্তৃত্বের অধীনে চলে আসে।

২.২: প্রথম স্যামনাইট যুদ্ধ

খ্রি: পূ: ৩৪৩ অব্দে কাপুয়ানদের তরফ থেকে রোমানের কাছে স্যামনাইটদের ক্যাম্পানিয়ায় কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা হলে রোমান তাতে সম্মত হয়। এই ঘটনায় স্যামনাইটরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। কারণ রোমানদের এই আচরণ খ্রি: পূ: ৩৫৪ অব্দে রোম স্যামনাইট মৈত্রী চুক্তিকে লঙ্ঘন করেছিল। রোমানদের কাছে সমৃদ্ধ ক্যাম্পানিয়া নগর আকর্ষনীয় বোধ হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ক্যাম্পানিয়ার বাসিন্দাদের রোমান নাগরিকত্ব দান করে এই নগরীকে হস্তগত করা। কাপুয়ানরা তাতে সম্মত হলে রোমানরা আভ্যন্তরীন স্বশাসন বজায় রাখা সত্ত্বেও সামরিক ছাউনি সেখানে স্থাপন করে রেখেছিল। স্যামনাইটরা এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ক্যাম্পানিয়ায় অভিযান শুরু করে। ফলে রোমানরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে স্যামনাইটদের পরাজয় ঘটে এবং তারা বাধ্য হয়ে রোমানদের সাথে এক নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি অনুসারে স্যামনাইটরা তেহান অঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করে এবং ক্যাম্পানিয়ার উপর রোমানদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়।

২.৩: দ্বিতীয় স্যামনাইট যুদ্ধ

খ্রি: পূ: ৩২১ অব্দ নাগাদ ক্যাম্পানিয়া শহরের আভ্যন্তরীন লড়াইয়ে হস্তক্ষেপের ফলে স্যামনাইট এবং রোমানদের মধ্যে শুরু হয় দ্বিতীয় স্যামনাইট যুদ্ধ। ক্যাম্পানিয়া নগরে এই সময়ে স্পষ্টত দুটি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। একদিকে ছিল রোম সমর্থিত অভিজাত গোষ্ঠী এবং অন্যদিকে ছিল স্যামনাইট সমর্থিত গণতান্ত্রিক গোষ্ঠী। এই যুদ্ধে প্রাথমিক ভাবে রোমানরা কোণ ঠাসা হয়ে পড়ে। ৩২১ খ্রি: পূ: কৌডিন ফর্কস-এর যুদ্ধে রোমান বাহিনীর পরাজয় ঘটে। আসলে তারা পাহাড়ি অঞ্চলে যুদ্ধের ক্ষেত্রে খুব একটা কুশলী ছিল না। এই পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে রোমান সৈন্যবাহিনী নতুন ভাবে বিন্যস্ত করা হয়। রোমান ব্রিগেডকে ৩০ টি ম্যানিপলে বিভক্ত করে যুদ্ধ পরিচালনার নীতি রোমানরা গ্রহণ করেছিল। এই নতুন নীতি গ্রহণের ফলে দ্বিতীয় স্যামনাইট যুদ্ধের সমাপ্তি হয়েছিল রোমানদের সাফল্যের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় স্যামনাইট যুদ্ধের ফলে সাবেল উপজাতি এবং ক্যাম্পানিয়া নগরীর এক বৃহৎ অংশ সরাসরি রোমের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল।

২.৪: তৃতীয় স্যামনাইট যুদ্ধ

স্যামনাইটরা রোমানদের বিরুদ্ধে তাদের পূর্ববর্তী পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর ছিল। আর সেই কারণেই তারা তারাস এবং গলদের সঙ্গে জোটবদ্ধভাবে রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। প্রাথমিক ভাবে রোম বিরোধী এই জোট সাফল্য অর্জন করেছিল। কিন্তু অচিরেই তারা পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। খ্রি: পূ: ২৯৬ অব্দে স্যামনাইটরা রোমানদের বিরুদ্ধে বড়সড় পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। ইতিমধ্য এক্রুস্কানরা রোমানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং গলরাও উত্তরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই পরিস্থিতিতে স্যামনাইটদের পক্ষে একক ভাবে রোমের শক্তি প্রতিহত করা সম্ভবপর ছিল না। খ্রি: পূ: ২৯০ অব্দে রোমানদের বিরুদ্ধে স্যামনাইটদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। স্যামনাইটদের কেন্দ্রভূমি পুল্লিয়া রোমানরা দখল করে নেয়।

স্যামনাইট যুদ্ধের সমাপ্তির সাথে সাথে রোম মধ্য ইতালির প্রায় সমস্তটাই তাদের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করে ছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রোম একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ ইতালির গ্রীক উপনিবেশ বা ম্যাগনা গ্রেসিয়াগুলির সঙ্গে রোমের দ্বন্দ্ব ছিল অনিবার্য্য। খ্রি: পূ: তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে লুকানিয় এবং গ্রুটিয়ানরা এই গ্রীক উপনিবেশগুলিতে আক্রমণ চালায়। খ্রি: পূ: ২৮৩ অব্দে রোমান আঞ্চলিক শক্তির কাছে তারা সাহায্যের আবেদন করেছিল। তৎকালীন ম্যাগনা গ্রেসিয়ার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নগর ছিল টেরেন্টিয়াম।

২.৫: রোমানদের গ্রীক উপনিবেশ দখল

খ্রি: পূ: ২৯৫ অব্দ নাগাদ অধিকাংশ এক্রুস্কান অধ্যুষিত অঞ্চল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রোমানরা নিয়ে আসার পর দক্ষিণ ইতালির ম্যাগনা গ্রেসিয়া তথা গ্রীক উপনিবেশগুলি দখলের দিকে মনোনিবেশ করে। টেরেন্টিয়ামকে নেতৃত্ব স্থানে বসিয়ে গ্রীক উপনিবেশগুলি রোমের এই কার্য্যকলাপের যে তীব্র বিরোধিতা করেছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সে সময়ে দ: পূ: ইতালির অবস্থানটি ভূমধ্যসাগরীয় সমুদ্র বাণিজ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ভৌগোলিক অবস্থান এবং গ্রীসের সাথে ঔপনিবেশিক সম্পর্কের কারণে টেরেন্টিয়াম তৎকালীন ইতালিয় নগরগুলির মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী নৌবহরের অধিকারী ছিল। খ্রি: পূ: ৩০২ অব্দে টেরন্টিয়ামের সঙ্গে রোমানদের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যাতে স্থির হয় গ্রীক নৌ বাহিনীর স্বায়ত্তশাসনের সম্মানে রোমান নৌবহর টেরেন্টিয়াম উপসাগরে প্রবেশ করবে না।

এই চুক্তি সত্ত্বেও আঞ্চলিক নগর রাষ্ট্র লোক্রি, রিগিম, ক্রোটন এবং থুরির কাছ থেকে লুসানিয়দের বিরুদ্ধে সাহায্যের আহ্বানে রোম খ্রি: পূ: ২২২ অব্দে সমুদ্র পথে সৈন্য প্রেরণ করে। থুরি নগরে রোমান সৈন্য ঘাঁটি স্থাপিত হয় যা স্পষ্টতই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে। টেরেন্টিয়ামের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় রোমান নৌবহরটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এর প্রত্যুত্তরে রোমান সেনেট পোস্টুমিয়াস মেগেলাসের অধীনে টেরেন্টিয়ামে একটি দৌত্য প্রেরণ করে। কিন্তু রোমানরা দাবি করে যে, টেরেন্টিয়ামের পক্ষে রোমান দৌত্যকে অত্যন্ত অপমান করা হয়। এই পরিস্থিতিতে টেরেন্টিয়ামের বিরুদ্ধে রোম যুদ্ধ ঘোষণা করে।

টেরন্টিয়াম উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় নিজস্ব সেনা বাহিনী সমবেত করে রোমান স্বার্থের মধ্যে সমস্যা তৈরি করার প্রচেষ্টা শুরু করে। রোমানদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে টেরেন্টিয়াম এপিরাসের রাজা পিরহাসের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। ম্যাসিডোনিয়ার দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডারের আত্মীয় পিরহাস নিজেকে আলেকজাণ্ডার হিসেবেই

কল্পনা করতে স্বচ্ছন্দ ছিলেন। তাই তিনি সহজেই টেরেন্টিয়ামকে সহযোগিতার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যান। তবে এক্ষেত্রে তার অন্য উদ্দেশ্যও সম্ভবত কাজ করেছিল। প্লুটার্কের মতে এপিরাসের নিজের ক্ষমতা সুনিশ্চিত করার পর পিরহাসের আসল উদ্দেশ্য ছিল সিসিলির উর্বর অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করা। সে সময়ে ম্যাসিডোনিয় এই রাজ্যগুলি সামরিক বাহিনীর বিচারে রোমানদের তুলনায় অনেকটাই উন্নত ছিল। পিরহাস টেরেন্টিয়ামের কাছ থেকে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তার নিজস্ব বাহিনী এবং অন্যান্য আঞ্চলিক গ্রীক বাহিনীকে একত্রিত করে অ্যাড্রিয়াটিক অঞ্চল জুড়ে যুদ্ধযাত্রা করে ছিলেন এবং খ্রি: পূ: ২৮০ অব্দে ইতালিতে এক সুবিশাল বাহিনী নিয়ে অবতরণ করে ছিলেন। পিরহাসের হস্তী বাহিনী দেখে রোমানরা হতবাক হয়ে গিয়েছিল। কারণ এই বাহিনীর সঙ্গে তারা পরিচিত ছিল না। পিরহাসও অনুমান করেছিলেন যে, তার সামরিক বাহিনীর বহর দেখেই রোমানরা পরাজিত হবে। কিন্তু বাস্তবে রোমানরা তাদের আঞ্চলিক কর্তৃত্ব ত্যাগ করতে মোটেও আগ্রহী ছিল না।

উভয়ের মধ্যে প্রথম সাক্ষাত হয় হেরাক্লিয়ার উপকূলীয় নগরে। পাব্লিয়াস লাভারিয়াস লাভিনিয়াসের অধীনে রোমানরা পিরহাসের বাহিনীকে প্রবল বিক্রমে বাধা দেয়। এই যুদ্ধে রোমানরা পিরহাসের বাহিনীর কাছে পরাজিত হয় ঠিকই কিন্তু পিরহাসের যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয় তা ছিল কল্পনাতীত। বিপুল পরিমাণ সৈন্য এই যুদ্ধে হতাহত হয়, যা পিরহাসের জন্য ভয়াবহ ক্ষতির সৃষ্টি করে। এই ক্ষতি প্রায় অপূরণীয় হয়ে দাঁড়ায়। হেরাক্লিয়ার যুদ্ধে পিরহাসের এই আত্মঘাতী বিজয়ের দৃষ্টান্ত থেকে 'পিরহিক বিজয়' এই প্রবাদ বাক্যের উৎপত্তি হয়।

পিরহাস আশা করেছিলেন যে তার আক্রমণ রোমের ঐতিহ্যবাহী বৈরি গোষ্ঠীগুলিকে রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দিকে উৎসাহিত করবে। কিন্তু বাস্তবে তার এই অনুমান ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছিল। কারণ ততদিনে এই তথাকথিত বৈরি গোষ্ঠীগুলি রোমান প্রজাতন্ত্রের সদস্য হিসেবে রোমানিকৃত হয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণ ভাবে। খ্রি: পূ: ২৭৯ অব্দে অস্কুলামের যুদ্ধে আবারও রোমান বাহিনী এবং এপিরাস বাহিনী মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হয়। হেরাক্লিয়ার মতই অস্কুলামের যুদ্ধও পিরহাস 'পিরহিক বিজয়' লাভ করেছিলেন। ব্যয় বহুল এই বিজয় স্বীকার করে পিরহাস রোমের কাছে শান্তি প্রস্তাব দিলেও তার ইতালিতে অবস্থানকালীন এই শান্তির শর্ত বাস্তবায়িত হয় নি। তিনি কার্থেজের সঙ্গে রোমের বৈরিতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করলেও শেষ পর্য্যন্ত তার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ না হওয়ায় তিনি সিসিলিতে চলে যান। খ্রি: পূ: ২৪৫ অব্দে ইতালিতে প্রত্যাবর্তন করে দক্ষিণ ইতালির মালভেন্টাম শহরে পিরহাস আবার রোমানদের মুখোমুখি হন। কিন্তু এবারে তিনি চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত হন। ভগ্ন হৃদয়ে তিনি এপিরাসে প্রত্যাবর্তন করেন। পিরহাসের প্রত্যাবর্তনের পর টেরেন্টিয়ামসহ দক্ষিণ ইতালির গ্রীক উপনিবেশগুলি রোমের স্বাভাবিক অনুগ্রহমূলক প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল এবং টেরেন্টিয়াম ব্যতীত অন্যান্য রাজ্য ও উপজাতিরা আত্মসমর্পণ করেছিল। টেরেন্টিয়ামকে ল্যাটিন আইনের আওতায় এনে স্বশাসনের অনুমতি দেওয়া হলেও রোমান সেনা শিবির সেখানে স্থায়ীভাবে নির্মাণ করা হয়।

দক্ষিণ ইতালির গ্রীক বিজয় রোমের ছত্রছায়ায় প্রায় সমগ্র ইতালিকেই ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছিল। আর কেবল বাকি ছিল রোমের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী কার্থেজকে দমন করা। কার্থেজের সঙ্গে রোমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এবং প্রায় এক শতাব্দী জুড়ে স্থায়ী তিনটি পিউনিক যুদ্ধের পর কার্থেজ সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হলে রোম একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হয়।

২.৬ : রোম ও কার্থেজ সংঘাত

ইতালির দক্ষিণ দিকে অবস্থিত সিসিলি দ্বীপের অধিকারকে কেন্দ্র করে রোম ও কার্থেজের মধ্যে যে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সূচনা হয় ইতিহাসে সেই যুদ্ধ পিউনিক যুদ্ধ নামে খ্যাত। কার্থেজিয়রা জাতিতে ফিনিশীয় ছিল। ল্যাটিন জাতি ফিনিশীয়কে 'পুনি' উচ্চারণ করত। এই 'পুনি' থেকেই পিউনিক শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। ইতিহাসে তিনিটি পিউনিক যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই তিনটি যুদ্ধ এক শতাব্দীকাল ধরে চললেও কখনওই তা ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হয় নি — একাধিক বার যুদ্ধরত পক্ষ দ্বয়ের মধ্যে সাময়িক শান্তি স্থাপিতও হয়েছিল। কিন্তু এই শান্তি কখনওই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। এই কারণে কিছু বছর পরপর উভয় পক্ষই পুণরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে ছিল। শেষ পর্য্যন্ত কার্থেজিয় শক্তি ও নগরীর সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটেছিল রোমানদের হাতে এবং এরপরই সম্পূর্ণ রূপে পিউনিক যুদ্ধের অবসান ঘটেছিল।

২.৭: প্রথম পিউনিক যুদ্ধ

বহু যুদ্ধ বিগ্রহের পর রোমানরা যখন সমগ্র ইটালির অধীশ্বর হয়ে গিয়েছিল তখন স্বভাবতই তাদের দৃষ্টি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উপর পড়েছিল। কারণ এই অঞ্চল ছিল রোমানদের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তারের স্বাভাবিক কেন্দ্র। সুতরাং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উপর ইতালির একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ছিল কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা। ইতিপূর্বে এই অঞ্চলে কার্থেজের প্রাধান্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইতালির পশ্চিম উপকূলের কাছাকাছি অবস্থিত কর্সিকা, সার্ডিনিয়া প্রভৃতি দ্বীপগুলি কার্থেজিয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সিসিলি দ্বীপের পশ্চিমদিক পর্য্যন্ত কার্থেজের অধিকার বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। সমগ্র সিসিলিতে নিজের অধিকার কায়েম করার জন্য কার্থেজ গ্রীক উপনিবেশগুলির সঙ্গে বহুদিন ধরে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এসব কিছুর মধ্যে দিয়ে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্যে কার্থেজ তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল।

পিউনিক যুদ্ধের আভাস রাজা পিরহাস আগেই দিয়ে গিয়েছিলেন। সিসিলি থেকে চলে যেতে বাধ্য হলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে একদিন এই সিসিলি নিয়েই রোম ও কার্থেজের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠবে। পিরহাসের বিরুদ্ধে রোম ও কার্থেজ একজোট হলেও তিনি বিতাড়িত হবার পর দুই পক্ষই সিসিলিকে নিজের ক্ষমতার আওতায় আনার পরিকল্পনা সাজাতে থাকে।

কার্থেজের এই ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধিতে রোমানরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বিচার করলে কর্সিকা, সার্ডিনিয়া এবং সিসিলি প্রভৃতি দ্বীপগুলি প্রকৃতপক্ষে ইতালির অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে গণ্য করা যেতে পারে। এই দ্বীপগুলিকে সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে কার্থেজের পক্ষে ইতালি আক্রমণ ও জয় করা সহজসাধ্য ছিল। এই ঘটনা ইতালিকে যথেষ্ট চিন্তান্বিত করেছিল। রোমের কাছে সিসিলির গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। তাই কার্থেজ যদি সমগ্র সিসিলির অধীশ্বর হয়ে যেত তাহলে সহজেই ইতালির দক্ষিণ ও পূর্ব অংশে রোমান অধিকার বিপন্ন হয়ে পড়ত। সুতরাং ইতালির ভবিষ্যত নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করলে কার্থেজের শক্তিবৃদ্ধি লক্ষ্য করে রোমের পক্ষে উদাসীন থাকা অথবা নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করা ছিল আত্মহত্যার সামিল। এই কারণে রোম ও কার্থেজের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তাছাড়া কার্থেজের শক্তিবৃদ্ধি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রোমের বাণিজ্য বিস্তারের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইতিমধ্যে রোম সমগ্র ইতালিয় উপদ্বীপকে নিজের আয়ত্ত্বে নিয়ে আসতে সক্ষম হওয়ায় বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধিতে তারা সচেষ্ট হয়। তারা এটা ভাল করেই উপলব্ধি করেছিল যে কার্থেজকে দমন করতে না পারলে ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের রাশ নিজেদের হাতে নিয়ে আসা কখনওই সম্ভবপর হবে না। এইভাবে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আধিপত্য স্থাপনের বিষয়টিও উভয় শক্তির মধ্যে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

২.৮: প্রত্যক্ষ কারণ

প্রথম পিউনিক যুদ্ধের প্রাক্কালে সিসিলিতে প্রধান তিনটি পক্ষ ছিল - গ্রীক নগর রাষ্ট্র সিরাকিউজ, কার্থেজ আর ম্যামেরটাইন। ম্যামেরটাইনরা ছিল ক্যাম্পানিয়া থেকে আগত মার্সেনারি আর দস্যু। এরা একসময় অর্থের বিনিময়ে সিরাকিউজের রাজার পক্ষে কাজ করত। তবে ২৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এরা মেসানা দখল করে নেয়। সিসিলির উত্তরপূর্বে গ্রীক নগর রাষ্ট্র মেসানা ইটালির মূল ভূখণ্ডের সাথে মাত্র তিন মাইল চওড়া প্রণালী দিয়ে যুক্ত ছিল। কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চল অধিকার করতে ২৬৪-৬৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিরাকিউজের তৎকালীন শাসক দ্বিতীয় হিয়েরো মেসানা অবরোধ করেন। ম্যামেরটাইনরা তখন রোম ও কার্থেজ উভয়ের কাছেই সাহায্যের বার্তা পাঠায়। মেসানাকে কেন্দ্র করে সিসিলিতে আধিপত্য বিস্তারের অভিলাষে দুই পক্ষই সহযোগিতা করতে সম্মত হয়।

প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক ফিলিনাসের মতে, মেসানাতে হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে রোম কার্থেজের সাথে সম্পাদিত একটি চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করেছিল, যেখানে বলা হয়েছিল রোম সিসিলিতে এবং কার্থেজ ইতালিতে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করবে না। তবে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই তথ্যের সত্যাসত্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ ফিলিনাস কার্থেজের শুভানুধ্যায়ী এবং রোম বিদ্বেষী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অপরদিকে পলিবিয়াস, যাকে মোটামুটি নিরপেক্ষ ধরে নেওয়া হয়, তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী রোম ও কার্থেজের ছয়টি চুক্তির প্রমাণ পাওয়া গেলেও ফিলিনাসের বর্ণিত সেই চুক্তির কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

কার্থেজ থেকে সেনাপতি হ্যানোকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। কার্থেজের উপস্থিতিতে হিয়েরো অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হন। কার্থেজের সেনারা শহরে গ্যারিসন স্থাপন করে। এদিকে ২৬৪ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে নির্বাচিত রোমান কন্সাল অ্যাপিয়াস ক্লডিয়াস কডেক্স তার আত্মীয় গাইয়াস ক্লডিয়াসকে ম্যামেরটাইনদের কাছে পাঠান রোমান সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে। কার্থেজ আগে আসলেও ইতালির অংশ হিসেবে ম্যামেরটাইনরা রোমের কাছ থেকে সাহায্য নিতেই মনস্থির করে। আপসের ভিত্তিতে পিউনিক সেনাপতি শহর ত্যাগ করেন এবং কার্থেজের গ্যারিসন রোমান সেনা দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। ঘটনা এখানে শেষ হতে পারত, কিন্তু হ্যানো কার্থেজে ফিরে গেলে তাকে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অভিযোগে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। এবার কার্থেজ হিয়েরোর সাথে জোটবদ্ধ হয়ে মেসানা অবরোধ করে বসে। শুরু হয় প্রথম পিউনিক যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধ প্রায় চব্বিশ বছর ধরে চলেছিল। এই দীর্ঘ সময়ে প্রাথমিক ভাবে রোমানরা কোণঠাসা হয়ে পড়লেও ক্রমশ তারা নতুন ধরণের রণকৌশল উদ্ভাবনের ফলে জয়ী হয় এবং সিসিলিতে রোমান আধিপত্য স্থাপিত হয়। প্রথম পিউনিক যুদ্ধের ইতিহাসকে আলোচনার সুবিধার জন্য চারটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্বের সূচনা হয়েছিল খ্রি: পূ: ২৬৪ অব্দ নাগাদ। প্রথম পিউনিক যুদ্ধ শুরু হলে সিরাকিউজের শাসক দ্বিতীয় হিয়েরো আর

কার্থেজিনিয়ান সেনাপতি হ্যানো (প্রথমোক্ত হ্যানো থেকে ভিন্ন) মেসানা ঘিরে রাখে। ইতালি ও মেসানার সংযুক্তকারী প্রণালীতে কার্থেজের নৌবাহিনী আর স্থলভাগে সিরাকিউজের বাহিনী অবস্থান নেয়। ম্যামেরটাইনরা রোমের সাহায্য প্রার্থনা করলে ক্লডিয়াস তার সাথে থাকা বাহিনী নিয়ে প্রণালী পার হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু কার্থেজের বাধায় সেই চেষ্টা নস্যাৎ হয়ে যায়। এবার ক্লডিয়াস অন্য চাল চালেন। তিনি সিসিলি থেকে চলে যাচ্ছেন বলে গুজব ছড়িয়ে দেন এবং জাহাজের মুখ মেসানার দিক থেকে ঘুরিয়ে খোলা সাগরের দিকে যাত্রা করেন। এর ফলে কার্থেজের বাহিনীতে শিথিলভাব চলে আসে। এদিকে বাতাস মেসানার অনুকূলে বইতে শুরু করলে হঠাৎ করে ক্লডিয়াস সমস্ত জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে মেসানার দিকে যাত্রা করেন। এবার তিনি কার্থেজের সেনাদের ফাঁকি দিয়ে শহরে এসে পৌঁছলেন।

সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে, ক্লডিয়াসের সাথে ছিল একটি কন্সুলার আর্মির সমান সংখ্যক সৈন্য, অর্থাৎ ২০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী। তার সাথে যোগ দেয় ম্যামারটাইনরা। ক্লডিয়াস প্রথমে সমঝোতার চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয়। আর অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না মনে করে এবার তিনি সিরাকিউজের সেনাদের সাথে লড়াই শুরু করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, যুদ্ধ অমীমাংসিতভাবে শেষ হলেও হিয়েরো রোমের সাথে শত্রুতা আর বাড়াতে চাননি। সিরাকিউজের বাহিনী মেসানার অবরোধ তুলে নিয়ে ফিরে যায়। এবার ক্লডিয়াস আক্রমণ করেন হ্যানোর নেতৃত্বে থাকা কার্থেজিনিয়ান সেনাদলকে। এবারও যুদ্ধে শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে। কিন্তু পরিস্থিতি বিচার করে হ্যানো সিদ্ধান্ত নিলেন সিরাকিউজের সাহায্য ছাড়া মেসানা দখল করা সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি ফিরে গেলেন এবং মেসানার উপর রোমের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হলো।

পরবর্তী বছর অর্থাৎ ২৬৩ খ্রি: পূ: দুই রোমান কন্সাল নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্যসহ সিরাকিউজ অবরোধ করলেন। দ্বিতীয় হিয়েরো বৃথাই কিছুদিন কার্থেজের সহায়তার প্রত্যাশায় থাকলেন। কার্থেজের নীরবতায় অবশেষে হতাশ হয়ে হিয়েরো রোমের সাথে আপস করে নিতে বাধ্য হন। পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছর সিরাকিউজ রোমের বিশ্বস্ত মিত্র হিসেবে রোমকে বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিয়ে গেছে।

এরপর রোম সিসিলির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রীক নগর অ্যাগ্রিগেন্টাম অবরোধ করে। এরাও ছিল কার্থেজের মিত্র রাষ্ট্র। বস্তুত দক্ষিণ-মধ্য ইটালিতে অ্যাগ্রিগেন্টাম ছিল কার্থেজের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি। সিরাকিউজের সাথে চুক্তির পর থেকে সিসিলির পূর্ব উপকূলে রোমের ক্রমবর্ধমান প্রভাব কার্থেজের অভিজাতশ্রেণীর মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে ২৬২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ হ্যানিবাল নামে এক জেনারেলকে ৫০,০০০ সেনাসহ অ্যাগ্রিগেন্টামে পাঠান হয়। এই সেনারা বেশিরভাগই ছিল মার্সেনারি, তবে তাদের অফিসার ও জেনারেল ছিলেন কার্থেজিনিয়ান।

রোম থেকে দুই কন্সাল মেজিলাস ও ভেটুলাস তাদের বাহিনী নিয়ে অ্যাগ্রিগেন্টামের কাছে এসে পৌঁছেন। কাছাকাছি হার্বেসাস শহর থেকে রসদ ও অন্যান্য সরঞ্জাম যোগানের ব্যবস্থা করে তারা অ্যাগ্রিগেন্টাম অবরোধ করেন। হ্যানিবাল শহরের বাইরে এসে রোমানদের মোকাবেলা করলে তিনি পরাজিত হন। কাজেই তিনি অবশিষ্ট সেনাদের নিয়ে পিছু হটে শহরে চলে যান। মেজিলাস ও ভেটুলাস অবরোধ জারি রাখলে হ্যানিবাল ও তার সেনাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। তার বারংবার অনুরোধে কার্থেজ থেকে হ্যানোর নেতৃত্বে একটি সহায়তাকারী বাহিনী প্রেরণ করা হয়। হ্যানোর সাথে ছিল ৩০,০০০ সেনা এবং সাথে হস্তিবাহিনী ও অশ্বারোহী দল।

হ্যানো অতর্কিতে হামলা চালিয়ে হার্বেসাস দখল করে নেন। ফলে রোমান সেনাদলে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান বন্ধ হয়ে যায়। তবে সিরাকিউজ থেকে হিয়েরো তাদের কিছু সাহায্য পাঠাতে সমর্থ হন। এদিকে অবরুদ্ধ অ্যাগ্রিগেন্টামেও

রসদপত্রের অভাবে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ফলে নগরের অবরোধ ভাঙা হ্যানোর জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। তিনি রোমানদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু এবারও কার্থেজের বাহিনী পরাজিত হয়ে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। এরপর রোমানরা আবার অ্যাগ্রিগেন্টাম আক্রমন করে। হ্যানিবাল এবার শহর রোমানদের হাতে তুলে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় দেখলেন না। তিনি হ্যানোর সাথে যোগ দিতে চলে যান। জয়ী রোমান সেনাদল শহরে ব্যাপক লুঠতরাজ চালায়।

ইতিমধ্যে প্রয়োজন উপলব্ধি করে রোম নিজের নৌবাহিনী সুসংগঠিত করে। প্রাথমিক ভাবে লিপারার যুদ্ধে রোমান নৌবাহিনী পরাজিত হলেও অল্প দিনের মধ্যেই সিসিলিয় উপকূলে মাইলের যুদ্ধে কার্থেজিয় নৌবহর রোমান বাহিনীর হাতে চূড়ান্ত ভাবে পরাস্ত হয়। এরপর রোমান কন্সাল রেগুলাসের নেতৃত্বে রোমান বাহিনী একেবারে কার্থেজ অভিমুখে যাত্রা করেন। ইকনোমাসের নৌযুদ্ধে কার্থেজিয় নৌবাহিনীকে পরাস্ত করে রোমান বাহিনী উত্তর আফ্রিকার উপকূলে অবতরণ করে। এখানে কার্থেজকে পরাজিত করে তারা ক্লুপিয়া ও টিউনিস দখল করে। কিন্তু অচিরেই স্পার্টান বংশোদ্ভূত কার্থেজিয় সেনাপতি জান্থিপ্পাসের কুশলী নেতৃত্বে রোম পরাজিত হয় এবং আফ্রিকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধের তৃতীয় পর্ব সিসিলির অভ্যন্তরেই আবদ্ধ ছিল। এই পর্বে খ্রি: পূ: ২৫০ অব্দে রোমান সেনাপতি মেটেলাসের নেতৃত্বে প্যানরমাসের যুদ্ধে রোমান বাহিনী কার্থেজকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে। কিন্তু এরপর লিলিবিয়াম ও ড্রেপানামের যুদ্ধে রোমান বাহিনী পরাজিত হয়।

খ্রিঃ পূ: ২৪৯ অব্দে হ্যামিলকার বার্কা কার্থেজিয় সেনাবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণের পর শুরু হয় প্রথম পিউনিক যুদ্ধের চতুর্থ বা শেষ পর্ব। এই পর্বে ইগেটস এর নৌযুদ্ধে কার্থেজিয় বাহিনী রোমানদের হাতে পরাজিত হলে প্রথম পিউনিক যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

২.৯: দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ

প্রথম ও দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের মাঝে বিরতি ছিল তেইশ বছর। এই সময়ের প্রথমভাগে কার্থেজ জড়িয়ে পড়েছিল মার্সেনারিদের সাথে লড়াইয়ে। জেনারেল হ্যামিলকার বার্কারের নেতৃত্বে এই যুদ্ধে কার্থেজ জয়ী হয়। হ্যামিলকার প্রসিদ্ধি লাভ করেন একজন অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য কমান্ডার হিসেবে। এর পথ ধরে কার্থেজের শাসনক্ষমতায় বারসিড পরিবারের প্রভাব বাড়তে শুরু করে। এই পরিবার রোমের সাথে সম্পাদিত সন্ধি চুক্তিকে দাসত্বের সমতুল্য মনে করত, এবং রোমের সাথে আরেকটি যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিল। ক্রমেই তাদের মতানুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এদিকে প্রথম পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজের পরাজয়ের পর ভূমধ্যসাগরে রোমান নৌবাহিনী কার্যত একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। নতুন করে নৌবহর গড়ে তোলার মতো সামর্থ্য কার্থেজ হারিয়ে ফেলে, যা শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধে তার পরাজয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে মার্সেনারি যুদ্ধের শেষ দিকে কার্থেজ কর্সিকা ও সার্ডিনিয়াতে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে চাইলে রোম একে তাদের সাথে চুক্তিভঙ্গের সামিল বলে দাবী করে। ফলে কার্থেজকে সিসিলি ছাড়াও এই দুই দ্বীপ রোমের অধিকারে ছেড়ে দিতে হয়, এবং পিউনিক যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের সাথে আরো অর্থ শাস্তিস্বরূপ রোমকে দিতে বাধ্য হয়। এসব কারণে কার্থেজের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে রোম-বিরোধী মনোভাব ক্রমশ বাড়তে থাকে।

ইতিমধ্যে রোম কর্সিকা, সার্ডিনিয়া দখল করে অ্যাড্রিয়াটিক উপসাগর অঞ্চলের ইলিরিয় জলদস্যুদের দমন করলে গ্রীসের এথেন্স, করিন্থ প্রভৃতি রাষ্ট্রের সঙ্গে রোমের সংযোগ বৃদ্ধি পায়। খ্রি: পূ: ২২৫ অব্দে টেলামনের যুদ্ধে গলদের

সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে রোমান বাহিনী। এরপর ইনসুবারসরাও রোমের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এর ফলে রোমান সাম্রাজ্যের সীমা পো নদী ও আল্পস পর্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

কার্থেজ এই সময়ে স্পেনের দিকে প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়। রোমের সাথে আরেকটি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, এটাই ছিল হ্যামিলকার বার্কা ও বারসিড পরিবারের মূলমন্ত্র। এজন্য প্রয়োজন অর্থ ও লোকবল। সিসিলিসহ অন্যান্য দ্বীপ রোমের কাছে হারানোর পর হ্যামিলকার তাই স্পেনের দিকে নজর দিলেন এই দুটি জিনিস সরবরাহের জন্য। ২৩৭ খ্রি: পূ: প্রথম তিনি স্পেনে পা রাখেন। স্থানীয় গোত্র ও রাজাদেরকে দ্রুতই পরাভূত করে কার্থেজের উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ২২৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি যুদ্ধে নিহত হন। স্পেনে কার্থেজের সেনাদলের দায়িত্ব এবার কাঁধে তুলে নিলেন হ্যামিলকারেরই জামাতা হাসড্রুবাল। তাঁর নেতৃত্বে উপদ্বীপের দক্ষিণ ও পূর্ব অংশে কার্থেজের সরাসরি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

হাসড্রুবাল স্পেনে কার্থেজের ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে নিউ কার্থেজ নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকে নিয়মিত স্পেনের রৌপ্য খনি থেকে প্রাপ্ত অর্থ কার্থেজে পাঠানো হত। এই বার্ষিক পরিমাণ ছিল ২,০০০ থেকে ৩,০০০ ট্যালেন্ট। এই রাজস্বের প্রভাবে কার্থেজের কোষাগার ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে বারসিডদের সম্পদ ও প্রতিপত্তি।

স্পেনে কার্থেজের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতায় মেসালিয়া এবং তার উপনিবেশ এম্পোরিয়া ও রোডিয়ার গ্রীক শাসকদের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্পেনের নিকটবর্তী হওয়ার কারণের কার্থেজের আগ্রাসী মনোভাব তাদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। মেসালিয়া লম্বা সময় ধরে রোমের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। কাজেই তাদের অনুরোধে রোম হাসড্রুবালের সাথে মধ্যস্থতা করতে রাজি হয়। ২২৬ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে রোম ও হাসড্রুবাল পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে কার্থেজ ইব্রো নদীর উত্তরে কোনো সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ না করার অঙ্গিকার করে। এর কয়েক বছর পর ইব্রোর দক্ষিণে স্যাগুন্টাম শহরের সাথে রোমের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ২২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আততায়ীর হাতে হাসড্রুবাল নিহত হলেন। স্পেনে কার্থেজের সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নেয়ার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হলেন হ্যামিলকারের পুত্র হ্যানিবাল।

হ্যানিবল তাঁর রোম বিরোধী মানসিকতা উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার থেকে লাভ করেছিলেন। তার চরম লক্ষ্য ছিল রোম আক্রমণ ও ইতালি জয় করা। এই উদ্দেশ্যে হ্যানিবল স্যাগুন্টামে কার্থেজ আশ্রিত উপজাতিদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে এই অজুহাতে রোমের মিত্র নগরী স্যাগুন্টাম আক্রমণ করলে রোম ও কার্থেজের মধ্যেকার চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে ২১৮ খ্রিঃ পূ: দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে। এই যুদ্ধে কার্থেজ বাহিনী প্রায় একক ভাবে হ্যানিবালের উপরই নির্ভরশীল ছিল।

হ্যানিবাল রোমের বিরুদ্ধে এক দুঃসাহসী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভাল করেই জানতেন ভূমধ্যসাগরে রোমান নৌবাহিনীর সাথে পাল্লা দেয়ার ক্ষমতা কার্থেজের আর ছিল না। তাই রোম চাইলেই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সহজেই স্পেন বা আফ্রিকাতে হামলা করতে পারবে। রোমের দিক থেকে পরিকল্পনাও ছিল তেমন। এই উদ্দেশ্যেই রোম দুটি বাহিনী তৈরি করেছিল। পাব্লিয়াস কর্নেলিয়াস সিপিওর নেতৃত্বাধীন দল রোমের মিত্র মেসালিয়ার সহযোগিতায় হামলা করবে স্পেনে, আর সিসিলিতে জড়ো হতে থাকা সেনারা টাইবেরিয়াস সেম্প্রনিয়াসের অধীনে সরাসরি কার্থেজের বিরুদ্ধে আফ্রিকাতে অভিযান চালাবে — এটাই ছিল রোমের পরিকল্পনা। কিন্তু হ্যানিবাল চেয়ে ছিলেন রোমানদের ইতালিতে

আক্রমণ করতে এবং এজন্য সাগর পথে যাওয়া সম্ভব নয় বলে তিনি আল্পস পর্বতের দুর্গম পথ ধরে ইতালির উত্তরে রোমের একেবারে কাছে নেমে আসার কৌশল সাজালেন। তার এই চালে রোমের হিসাবনিকাশ এলোমেলো হয়ে যায়। হ্যানিবাল ভালো করেই জানতেন যে রোম জয় করা তার পক্ষে সেই মুহূর্তে কখনওই সম্ভবপর নয়। তার লক্ষ্য ছিল তাই রোম জয় করা নয়, বরং রোমান সেনাবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে তাদের নিজেদের মাটিতে পরাস্ত করা। তার আশা ছিল এর মাধ্যমে রোমের সামরিক শক্তি খর্ব করে দেওয়া সম্ভব হবে, যা তাদের অধীনস্থ নগর রাষ্ট্রগুলোকে বিদ্রোহ করতে প্রেরণা যোগাবে। এভাবে ইতালিতে রোমের একচ্ছত্র আধিপত্য নষ্ট করে দেওয়া গেলে রোমান ফেডারেশনের পতন হবে এবং রোম কার্থেজের অনুকূলে শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য হবে।

২১৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দের বসন্তের শেষে বা গ্রীষ্মের শুরুতে শুরু হয়েছিল কার্থেজিনিয়ান বাহিনীর বিখ্যাত যাত্রা। পিরেনিজ পর্য্যন্ত রাস্তায় বিভিন্ন শত্রুভাবাপন্ন গোত্রকে পরাজিত করে হ্যানিবাল এগিয়ে গেলেন। পিরেনিজের কাছে এসে তিনি যখন পৌঁছলেন তখন যুদ্ধে হতাহত আর পলায়নকারী সেনাসদস্য মিলে তার বাহিনীর সংখ্যা অনেকটাই হ্রাস পায়। দক্ষিণ গলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বেশ কিছু বিরোধী গোত্র হ্যানিবালের উপর আক্রমণ করে, কিন্তু কেউই সুবিধা করে উঠতে পারেনি। এভাবে হ্যানিবাল রাইন নদীর পশ্চিম তীরে এসে পৌঁছলেন। স্থানীয় গল উপজাতিদের বাধা অতিক্রম করে তিনি রাইন পার হয়ে গেলেন। অসহনীয় ঠান্ডা, প্রতিকূল আবহাওয়া ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জর্জরিত কার্থেজিনিয়ান সেনারা স্পেন থেকে রওনা করার পাঁচ মাস পর ইতালির গল অধ্যুষিত অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়। স্থানীয় শত্রুভাবাপন্ন উপজাতিদের পরাজিত করে হ্যানিবাল রোম বিরোধী অন্যান্য গল, যেমন- বই ও ইন্সাব্রেসকে তার সেনাবাহিনীতে যুক্ত করতে চাইলেন। তিনি এটা ভালো করেই বুঝেছিলেন যে রোমানদের একবার পরাজিত করতে পারলে পো নদীর অববাহিকায় বসবাসরত সমস্ত গল উপজাতি তার সাথে যোগ দেবে।

হ্যানিবালের নেতৃত্বাধীন কার্থেজ বাহিনীর সঙ্গে রোমান বাহিনীর প্রথম সংঘাত হয় টিসিনাসের রণক্ষেত্রে। সিপিওর নেতৃত্বাধীন অতি আত্মবিশ্বাসী রোমান বাহিনী হ্যানিবালের সুদক্ষ রণনীতির সামনে ভেঙে পড়ে এবং কার্থেজ এই যুদ্ধে জয়ী হয়। এরপর ট্রিসিয়া এবং ট্রাসিমেন হ্রদের যুদ্ধেও রোমান বাহিনী পরাজিত হলে ফ্যাবিয়াস ম্যাক্সিমাসের নেতৃত্বে রোম তার যুদ্ধ কৌশলে পরিবর্তন নিয়ে আসে। তারা গোপন আক্রমনের দ্বারা অতর্কিতে কার্থেজিনিয়ানদের বিব্রত করার নীতি নেয়। কিন্তু অচিরেই রোমের অভ্যন্তরে মতানৈক্য দেখা দিলে হ্যানিবালের লাভ হয়। ক্যানের যুদ্ধে কার্থেজের হাতে রোমান বাহিনী চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত হয়। এরপর হ্যানিবাল ক্যাম্পানিয়ার প্রধান নগর ক্যাপুয়াতে সসৈন্যে আশ্রয় নেন।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের প্রথম পর্বে পরাজিত হওয়ার পর রোমানরা ফ্যাবিয়াসের রণনীতিকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। এর ফলে তারা রণাঙ্গণ বিস্তারের নীতি গ্রহণ করে। পরিবর্তিত রণনীতির ফলে রোমান বাহিনী আবার জয়ের মুখ দেখে। নোলা, কুমা, নিয়াপোলিস এবং টরেন্টাম বন্দর দখল করতে হ্যানিবাল ব্যর্থ হলেন। তেমনই ব্যর্থ হলেন ক্যাপুয়া নগরকে রোমের প্রতিশোধের হাত থেকে রক্ষা করতে। খ্রি: পূ: ২১২ অব্দে রোমের হাতে হ্যানিবালের মিত্র রাষ্ট্র সিরাকিউজের পতন হয়। এর ফলে সিসিলিতে রোমের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পায়। ইতিমধ্যে খ্রি: পূ: ২১৫ থেকে খ্রি: পূ: ২১২ অব্দের মধ্যে সিপিও ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে রোম কার্থেজ অধিকৃত স্পেনে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনা করে। হ্যানিবালের ভ্রাতা হাসদ্রুবলের হাতে সিপিও ভ্রাতাদের মৃত্যু হলেও পাব্লিয়াস সিপিওর পুত্র খ্রি: পূ: ২০৮ অব্দে ব্যাকুলার যুদ্ধে হাসদ্রুবলকে পরাস্ত করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেন এবং স্পেনের নিউ কার্থেজ দখল করেন। ২০৬ খ্রি: পূ: গাডিস দখল করার পর স্পেনের উপর রোমের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

এরপর সিপিও স্পেন থেকে সিসিলি এসে সেখান থেকে আফ্রিকা আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে আফ্রিকায় কার্থেজের নিজস্ব ঘাঁটি বিপন্ন হলে হ্যানিবাল ইতালি ত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত কার্থেজ রোমের সঙ্গে সন্ধিতে সম্মত হয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই হ্যানিবাল মাতৃভূমি রক্ষার্থে ইতালি ত্যাগ করে কার্থেজে প্রত্যাবর্তন করেন। হ্যানিবাল ইতালি ত্যাগ করতেই রোমানরা চুক্তিভঙ্গ করে কার্থেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ২০২ খ্রি: পূ: জামার যুদ্ধে কার্থেজ রোমের কাছে পরাজিত হলে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

২.১০: তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের শেষে রোমের দাপটের সামনে নতজানু কার্থেজ তার অতীত ঐতিহ্য ছাড়া আর প্রায় সবকিছুই হারিয়েছিল। তার সামরিক শক্তি নিঃশেষিত প্রায়, আর নৌবহর দশটি জাহাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রোমের অনুমতি ছাড়া যেকোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছিল নিষিদ্ধ। তদুপরি বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ নিয়মিত রোমকে পরিশোধ করতে হচ্ছিল। কিন্তু তার ভৌগলিক অবস্থান তো আর পরিবর্তন হয়নি। সুতরাং কার্থেজ তার নৌবাণিজ্য চালু রাখতে পেরেছিল, এবং আফ্রিকার উপকূল হয়ে দিকে দিকে যেসব ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যদ্রব্য বেচাকনার তাগিদে পাড়ি জমাতেন তাদের সকলের কাছে কার্থেজ ছিল আকর্ষণীয় বাণিজ্যকেন্দ্র। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি কার্থেজকে লম্বা সময় শান্তি এনে দিয়েছিল, যে সময়টা তার অর্থনীতি দ্রুত পূর্বের সমৃদ্ধি ফিরে পাচ্ছিল। ১৯৬ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে হ্যানিবাল কার্থেজ থেকে নির্বাসিত হবার পর রোমও আর এদিকে খুব একটা নজর দেয়নি এবং কার্থেজ স্বাধীনভাবে তার ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা রোমের ক্ষতিপূরণও পুরোটাই পরিশোধ করে দিতে সক্ষম হয়।

রোম কিন্তু কার্থেজের এই শ্রীবৃদ্ধি ভালভাবে গ্রহণ করে নি। তারা গোপনে কার্থেজের প্রতিবেশী ন্যুমিডিয়াকে প্ররোচিত করতে থাকে কার্থেজের বিরুদ্ধে। কার্থেজ ন্যুমিডিয়ার শাসক ম্যাসিনিসার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হলেও রোমের অনুমতি ব্যতীত তারা যুদ্ধযাত্রায় ছিল অক্ষম। কিন্তু রোম ম্যাসিনিসাকে সমর্থন করলে কার্থেজে বিক্ষোভ দানা বাঁধে এবং জনগন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধে কার্থেজের পরাজয় ঘটলে বণিকশ্রেণী গনতান্ত্রিক শ্রেণীকে অপসারিত করে কার্থেজের ক্ষমতা পুনর্দখল করে। রোমের আক্রোশ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সেনাপতিদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে রোমেও কার্থেজ বিরোধী দল সেন্সর কেটোর নেতৃত্বে প্রভাবশালী হয়ে উঠলে তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ প্রায় সময়ের অপেক্ষা হয়ে দাঁড়াল।

রোমের দাবিতে কার্থেজ অস্ত্রসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তারপর রোম কার্থেজ নগরী খালি করে বারো মাইল উত্তরে কার্থেজবাসীকে অভিবাসিত হতে বললে তা মেনে নেওয়া কার্থেজের পক্ষে সম্ভব ছিল না। খ্রি: পূ: ১৪৯ অব্দে রোম কার্থেজ আক্রমণ করলে কার্থেজবাসী স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রায় দুই বছর সফলভাবে প্রতিরোধের পর শেষ পর্য্যন্ত কনিষ্ঠ সিপিওর নেতৃত্বে রোমানবাহিনীর হাতে কার্থেজের পতন ঘটে।

২.১১: উপসংহার

রোম এবং কার্থেজের মধ্যে এই সংঘর্ষকে কেবলমাত্র দুটি রাষ্ট্রের সাধারণ শক্তি পরীক্ষার দ্বন্দ্ব বলে মনে করলে তা অসঙ্গত হবে। কারণ এই সংঘর্ষের মূল কথা প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে নতুন বা নবজাগ্রত সভ্যতার যে চিরন্তন বিরোধ এবং যা সর্বত্রই যেমন হয় এক্ষত্রেও তাই ঘটেছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত নতুনেরই জয়লাভ ঘটেছিল। এই ঘটনাকে ঐতিহাসিকরা প্রাচ্য

সভ্যতা ও প্রতীচ্য সভ্যতার শাশ্বত সংঘর্ষ বলে উল্লেখ ও বর্ণনা করেছেন। রোম এবং কার্থেজের সংঘর্ষকে কোনও কোনও ঐতিহাসিক আর্য্য ও অনার্য্য জাতির সংঘর্ষ বলে উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে রোমানরা ছিল আর্য্য আর কার্থেজিয়রা ছিল অনার্য্য সেমেটিক জাতি। কার্থেজিয়দের অনার্য্য বলে বিশেষায়িত করলেও তারা অনেকাংশেই আর্য্য তথা রোমানদের থেকে উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল।

কার্থেজের পতনের পর রোমের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। সমগ্র ভূমধ্যসাগরের উপর রোমের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম হয়। শুধু তাই নয় ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা তিন মহাদেশ জুড়ে এক বিশাল সাম্রাজ্য তারা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। এভাবেই রোমের নেতৃত্বে সমগ্র ইতালিয় অঞ্চল ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে তিন মহাদেশ জুড়ে। রোম তথা ইতালিই হয়ে ওঠে আগামী প্রায় ছয় শতাব্দীব্যাপী ইউরোপীয় ইতিহাসের প্রধান ভরকেন্দ্র।

২.১২: অনুশীলনী

১। রোমের অধীনে ইটালির ঐক্যবদ্ধকরণ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

২। তিনটি স্যামনাইট যুদ্ধ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

৩। প্রথম পিউনিক যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। পিরহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

৫। হ্যানিবল কে ছিলেন? যোদ্ধা হিসেবে তাঁর মূল্যায়ণ করুন।

৬। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

৭। রোম ও কার্থেজের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

২.১৩: সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

1. M. Cary and H. H. Scullard– *A History of Rome*– New York– 1975.
2. A. H. McDonald– *Republican Rome*– New York– 1966.
3. H. Mattingly– *Roman Imperial Civilization*– London– 1957.

একক - ৩ (ক) ❑ রোমের কৃষিজ অর্থনীতি

গঠন

৩ (ক).০ : উদ্দেশ্য

৩ (ক).১ : ভূমিকা

৩ (ক).২ : খাবার উৎপাদনের জন্য ইতালিতে প্রাকৃতিক শর্ত

৩ (ক).৩ : কৃষির উন্নয়ন

৩ (ক).৪ : রোমান সাম্রাজ্যের নোবল কৃষকরা

৩ (ক).৫ : প্রাচীন রোমে খামার দাস

৩ (ক).৬ : ক্যাটো দ্য এল্ডার: প্রাচীন রোমে ফার্ম স্লেভস কীভাবে পরিচালনা করবেন

৩ (ক).৭ : প্রাচীন রোমে খাদ্য ভর্তুকি

৩ (ক).৮ : অনুশীলনী

৩ (ক).৯ : গ্রন্থপঞ্জি

৩ (ক).০: উদ্দেশ্য

- কৃষিভিত্তিক রোম সমৃদ্ধ হওয়ার পিছনে প্রাকৃতিক পরিবেশ কি ভূমিকা ছিল সেই বিষয়টি অনুধাবন করার প্রয়াস আলোচ্য এককের মূল উদ্দেশ্য।
- উক্ত এককের অপর উদ্দেশ্য হল রোমের কৃষি জমির প্রসার, কৃষিজ ফসল, খামারে দাসদের কাজকর্ম ও তাদের পরিচালনা ব্যবস্থা - ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের অবগত করা।
- শিক্ষার্থীরা রাজতন্ত্রের অধীনে রোমের খাদ্য ভর্তুকি নীতি ও তার সীমাবদ্ধতার দিকটি সম্পর্কে জানতে পারবে।

৩ (ক).১: ভূমিকা

রোম প্রাচীনকাল থেকেই খাদ্যোৎপাদনে যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। ফলে রোমে খাদ্য সংকটের সমস্যা কখনওই সেভাবে ছিল না। শহরের চারপাশের জমি উতাদনশীল ছিল এবং সাম্রাজ্য প্রসারিত হওয়ায় এটি তিউনিস এবং আলজেরিয়া এবং ক্রিমিয়ার উর্বর জমি দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল। ভার্জিল লিখেছেন: 'কৃষকরা সমস্ত আশীর্বাদ ছাড়াই কত আশীর্বাদপ্রাপ্ত, তাদের কত সুখ! অস্ত্রের সংঘর্ষের থেকে দূরে, আর্দ পৃথিবী তাদের জন্য একটি সহজ জীবনযাত্রার জন্ম দেয়।'

খামারগুলি সেইসময়ে মূলত দাসদের দ্বারা পরিচালিত হত। খামার বড় হওয়ার পাশাপাশি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শহরাভিমুখী অভিসরণের কারণে গ্রামীণ ভূমির মালিকদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে তারা কম শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। শহরগুলি কেন্দ্র করে অর্থনীতি নতুন মাত্রা লাভ করে। রোম নিজেই এক প্রভাবশালী নগর হিসেবে সার্বিকভাবে অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। প্রজাতান্ত্রিক পর্বে মূলত অভিজাত রাজনৈতিক শ্রেণিই সাম্রাজ্যকে শাসন করেছিল যতক্ষণ না সিজার রোমান সম্রাটকে একনায়কে পরিণত করেছিলেন।

ইতালির মাটি সাধারণত উর্বর, বিশেষত পো নদীর সমভূমি এবং ক্যাম্পানিয়ার ক্ষেত অঞ্চলগুলি। প্রাচীনকালে প্রধান পণ্যগুলি ছিল গম, জলপাই এবং দ্রাক্ষালতা। দীর্ঘকাল ধরে ইতালি জলপাই তেল এবং ফলভিত্তিক মদ্য উতাদনে বিশ্বের নেতৃত্ব নিয়েছিল। তবে রোম সাম্রাজ্য বিস্তারের সময়ে মিশরের মতো আরও উর্বর দেশগুলির সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আসার পরবর্তী কালে বিভিন্ন কারণে গমের উতাদন হ্রাস পায়।

হ্যারল্ড হোয়েটসন জনস্টন রোমানদের ব্যক্তিগত জীবন-এ লিখেছেন: একাধিক সাহিত্যে কৃষিকার্য্যের নৈমিত্তিক উল্লেখ পাওয়া যায়। এর পাশাপাশি আমাদের রোমান সাম্রাজ্যের কৃষিকাজ সম্পর্কিত তথ্যের উতগুলির মধ্যে জেষ্ঠ্য কাটো এর রচনা, ভেরো এবং ভার্জিলের রচনা, খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কলুমেলা, প্লিনি দ্য এল্ডার এবং চতুর্থ পল্লাদিয়াস প্রমুখের রচনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলির নিদর্শন মাটি খুঁড়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। রোমান বিশ্বের একাধিক প্রত্নক্ষেত্র থেকে এই সমস্ত নানা ধরণের কৃষি সরঞ্জামগুলির ধাতব অংশগুলি পাওয়া গেছে।

কৃষিক্ষেত্র ছিল ইতালির গোড়ার দিকে অর্থনীতির মূল ভিত্তি। রোমানদের উৎসবের দিনপঞ্জীতে কৃষিকাজ সংক্রান্ত উৎসবের বাহুল্য আর্থ-সামাজিক জীবনে এর গুরুত্বের ইঙ্গিত বহন করে। এমনকী সেনেটের সদস্যবৃন্দও কৃষিজমির অধিকারী ছিলেন। প্রারম্ভিক পর্বে প্রায় সব নাগরিকই কৃষিকার্য্যের সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত ছিলেন।

৩ (ক).২: খাবার উৎপাদনের জন্য ইতালিতে প্রাকৃতিক শর্ত

হ্যারল্ড হোয়েটস্টোন জনস্টন এর মতে মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় ইতালি প্রাকৃতিক পরিবেশের বিচারে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে হওয়ায় মাটি ছিল বিশেষ উর্বর। এর পাশাপাশি এই অঞ্চল ছিল অসংখ্য ছোট এবং বড় নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। সর্বাধিক দৈর্ঘ্যের রেখাটি সাধারণত যদি উত্তর-পশ্চিমে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলে তবে জলবায়ু অক্ষাংশের উপর সামান্য নির্ভর করে, কারণ এটি আশেপাশের জলের দ্বারা, পর্বতশ্রেণীর দ্বারা এবং প্রবাহিত বাতাসের দ্বারা পরিবর্তিত হয়। এই অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ রোমান সাম্রাজ্যের মূল অংশকে কৃষিজ উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত সহায়তা করেছিল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাই রোম কৃষিকার্য্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

লাটিয়ামের সমভূমি তৈরি হয়েছিল আগ্নেয়গিরির ছাই সঞ্চিত হয়ে। তাই এই মৃত্তিকা ছিল পটাশ এবং ফসফেট সমৃদ্ধ। বহু শতাব্দী ধরে অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে উর্বর এই সমভূমিতে এবং পাহাড়ের উপরেও অতি ঘন বন জন্মেছিল। পাহাড় থেকে ক্রমাগত যুগের পর যুগ ধরে কাঠ কাটার ফলে ক্ষয় ঘটেছিল এবং প্রচুর জমি উতাদনহীন হয়। পাহাড়ের উপর আর্দ্রতা ধরে রাখতে বনাঞ্চলের অভাবের ফলে নিম্নাঞ্চলেরও বেশ কিছু জমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবিকা নির্বাহ করতে তাই সেভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নি। বুনো শস্য, ফলমূল, বাদাম সবেরই যোগান ছিল চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর ছিল পশু তথা মাংসের যোগান। রোমান

সম্পদের প্রথম উৎস হিসেবে অধিকাংশ গবেষক গৃহপালিত পশুর পালকেই চিহ্নিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে ভাষাবিদ্‌রা বলেন যে পেকুনিয়া বা পেকুলিয়াম, ফ্যাবিয়াস, সিসেরো, পিসো এবং ক্যাপিও, পোর্সিয়াস, অ্যাসিনিয়াস, ভিটেলিয়াস এবং ওভিডিয়াস প্রভৃতি শব্দের অস্তিত্ব অতি প্রাচীন কাল থেকে এই অঞ্চলে পশুসম্পদ এবং কৃষিকাজের গুরুত্বকে ইঙ্গিত করে। সিসেরোর রচনাতেও রোমের জনজীবনে পশুর গুরুত্বের কথা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ফলের যোগান — বিশেষত আঙুর এবং জলপাই। ক্যাটো দ্য এল্ডারের মুখে সিসেরোর রচনায় রোমে অর্থনীতিতে কৃষকের বাগানের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন।

এগুলি যোগান দেয় সেই মদ যা মানুষের হৃদয়কে আনন্দিত করে এবং তার মুখকে উজ্জ্বল করার জন্য তেল এবং মানুষের হৃদয়কে শক্তিশালী করে তোলে এমন রুটি দেয়। এই তিনটির প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন ইটালির জনগণকে প্রাচীন কাল থেকেই সমৃদ্ধ করেছিল।

ভূমধ্যসাগরের অন্য অঞ্চল থেকেও খাবার আসত। সিসিরোর সমসাময়িক ভারোর একটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা সামোসের ময়ূরের তালিকা, ফ্রিগিয়ার হিস্ট-মোরগ, মিডিয়া থেকে ক্রেন, আম্ব্রাকিয়া থেকে ছাগলছানা, টারসেসাসের মুরেনা, টেরেসাসের মুরিনা, টেসেরিয়ামের ঝিনুক, স্কালপস চিওস থেকে, রোডসের স্টার্জন, সিলিসিয়া থেকে স্কারাস, থসাসের বাদাম, মিশর থেকে এসেছিল এবং স্পেনের চেস্টনিট রয়েছে।

৩ (ক).৩: কৃষির উন্নয়ন

মানব সভ্যতার ইতিহাসে কৃষিকাজের আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত নতুন। প্রায় ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ বছর আগে কৃষিকাজ শুরু হয়েছিল। আগুন নিয়ন্ত্রণ এবং সরঞ্জাম তৈরির পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানব অগ্রসর হিসাবে বিবেচিত, এটি লোককে নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে এবং শিকার এবং সংগ্রহ থেকে মুক্তি দেয়।

প্রাথমিক কৃষিকাজটি সবচেয়ে বেশি উর্বর ক্রিসেন্টের সাথে জড়িত, এটি একটি ভূখণ্ড যা দক্ষিণ তুরস্ক থেকে ইরাক এবং সিরিয়া এবং অবশেষে ইস্রায়েল ও লেবাননে বিস্তৃত ছিল। ইরাক এবং উত্তর সিরিয়ার জায়গাগুলিতে ১০,০০০ বছরের পুরানো চাষাবাদ করা গমের বীজ সন্ধান করা হয়েছে। এই অঞ্চলে প্রথম গৃহপালিত ভেড়া, ছাগল, শূকর এবং গবাদি পশুও উতাদিত হয়েছিল।

প্রথম ফসলগুলি হল গম, বার্লি, বিভিন্ন ফলমূল, আঙ্গুর, বাঙ্গি, খেজুর, পেস্তা এবং বাদাম। বিশ্বের প্রথম গম, মটর, চেরি, জলপাই, ছোলা এবং রাই তুরস্ক এবং মধ্য প্রাচ্যে পাওয়া বন্য গাছপালা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

বিজ্ঞানীরা জেনেটিক প্রমাণ পেয়েছেন যে বিশ্বের চারটি প্রধান শস্য --- গম, চাল, ভুট্টা এবং যব - একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ আগাছা বিকশিত হয়েছিল যা ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে বেড়েছে।

প্রথম গৃহপালিত ফসলটি আইকর্ন গম ছিল বলে মনে করা হয়, এক ধরণের পুষ্টিকর ঘাস দক্ষিণ-পশ্চিম তুরস্কের দাইরব্যাকিরের নিকটবর্তী করাকাদাগ পাহাড়ে বন্য প্রজাতির ঘাসের সাথে অভিযোজিত হয়েছিল এবং প্রায় ১১,০০০ বছর পূর্বে প্রথম চাষ হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা আইনকর্ন গমের আধুনিক স্ট্রেনের ডিএনএ পরীক্ষা করে এটিকে হ্রাস করেছিলেন এবং দেখতে পেয়েছেন যে অন্যান্য জায়গাগুলির তুলনায় কারাকাদাগ পাহাড়ে উত্থিত আইকর্ন গমের সাথে আরও বেশি মিল রয়েছে।

৩ (ক).৪: রোমান সাম্রাজ্যের নোবল কৃষকরা

হ্যারল্ড হোয়েটস্টন জনস্টন রোমানদের ব্যক্তিগত জীবন-এ সিসেরোকে অনুসরণ করে লিখেছেন যে: ক্রমশ প্রজাতান্ত্রিক সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে রোমের কৃষিকাজেও আসে ব্যাপক পরিবর্তন। কৃষিকাজের লক্ষ্য এবং পদ্ধতিতে আসে যুগ অনুসারী পরিবর্তন। ধনী জমির মালিকদের বিস্তীর্ণ সম্পদে অনেকগুলি ছোট ছোট জমি শোষিত হয়েছিল এবং কৃষিকাজের লক্ষ্য এবং পদ্ধতিগুলি পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়েছিল। ইতালিতে শস্য আর বাজারের জন্য উত্থাপিত হয়নি, কেবল বিদেশের থেকে বাজারে আরও কম দামে সরবরাহ করা যেতে পারে বলে।

আঙ্গুর এবং জলপাই ধন-সম্পদের প্রধান উত হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং স্যালাস্ট এবং হোরেস অভিযোগ করেছিলেন যে পার্ক এবং আনন্দ ভিত্তিতে তাদের জন্য কম এবং কম জায়গা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তবুও ওয়াইন এবং তেল তৈরির কাজটি অবশ্যই ইতালিতে খুব লাভজনক বলে এর উৎপাদনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অনেক সম্ভ্রান্তদের প্রদেশেও বৃক্ষরোপণ হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ রোমে অর্থনীতির সমৃদ্ধি বজায় রাখা সম্ভবপর হয়েছিল।

৩ (ক).৫: প্রাচীন রোমে খামার দাস

ফ্যামিলিয়া রুস্টিকা নামে সেই দাসদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে যেগুলি রিপাবলিকের সমাপ্তির অনেক আগে পূর্ববর্তী দিনের ছোট খামারগুলিকে হস্তান্তর করতে শুরু করেছিল বিস্তীর্ণ সম্পত্তির উপর নিযুক্ত ছিল। খুব নাম এই পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করে, কারণ এর থেকে বোঝা যায় যে এস্টেটটি এখন আর মালিকের একমাত্র বাড়ি ছিল না। তিনি বাড়িওয়ালা হয়ে গিয়েছিলেন; তিনি রাজধানীতে থাকতেন এবং কেবল আনন্দ বা ব্যবসায়ের জন্য মাঝে মাঝে তাঁর জমিগুলি পরিদর্শন করতেন। সম্পদগুলি তাই দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হতে পারে: আনন্দের জন্য বা ভোগবিলাসের জন্য উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী এবং খামারের জন্য বা লাভের জন্য উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী। খামারগুলি খুব যত্ন সহকারে নির্বাচিত হয়েছিল, ক্রেতারা তাদের শহর বা ফ্যাশনের অন্যান্য রিসর্টগুলির সাথে তাদের সান্নিধ্য, তাদের স্বাস্থ্যকরতা এবং তাদের দৃশ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিবেচনা করে। এখানে ভিলা এবং আনন্দ ক্ষেত্রগুলি, পার্ক এবং গেম সংরক্ষণকারী, মাছের পুকুর এবং কৃত্রিম হ্রদ, ওপেন-এয়ার বিলাসবহুল যাবতীয় সমস্ত কিছু ছিল। এই জায়গাগুলি যথাযথভাবে রাখার জন্য প্রচুর দাসের প্রয়োজন হয়েছিল। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন উচ্চ শ্রেণীর দাস। এদের মধ্যে ছিলেন একাধিক ল্যান্ডস্কেপ উদ্যান, ফল ও ফুলের সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ, এমনকি প্রজনন ও পাখি, খেলা এবং মাছ রাখার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। এছাড়া ছিল প্রত্যেক প্রকারের সহায়ক ও শ্রমিক। সমস্ত দাস একজন সুপারিনটেন্ডেন্ট বা স্টুয়ার্ডের (ভিলিকাস) কর্তৃত্বের অধীনে ছিলেন, যাকে মালিক কর্তৃক এস্টেটের দায়িত্বে ছিলেন।

ফার্ম দাস বা ফ্যামিলিয়া রুস্টিকা নামটি খামারগুলির উপর জরিপগুলির জন্য আরও চরিত্রগতভাবে ব্যবহৃত হয়, কারণ দেশসাগরীয়দের উপর নিযুক্ত দাসরা মালিকের ব্যক্তিগত সেবায় আরও সরাসরি ছিল এবং লাভের জন্য রাখা হয়েছিল বলে খুব কমই বলা যায়। বাজারের জন্য শস্য সংগ্রহ করা দীর্ঘকাল ধরে ইতালিতে লাভজনক হওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল; বিভিন্ন শিল্প খামারগুলিতে জায়গা করে নিয়েছিল। ওয়াইন এবং তেল মাটির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পণ্য হয়ে উঠেছে এবং যেখানেই জলবায়ু এবং অন্যান্য শর্ত অনুকূল ছিল সেখানে দ্রাক্ষাক্ষেত্র এবং জলপাইয়ের বাগান পাওয়া গেল। গরুর মাংসের চেয়ে গবাদি পশু এবং শূকর অসংখ্য সংখ্যায় উত্থাপিত হয়েছিল মাংস এবং দুগ্ধজাত পণ্যগুলির

জন্য। বিভিন্ন প্রকারে শুয়োরের মাংস ছিল রোমানদের প্রিয়। পশমের জন্য ভেড়া রাখা হয়েছিল; পশমের পোশাক ধনী ও দরিদ্র সকলেই পরতেন। পনির প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা হত। মৌমাছি পালন একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল, কারণ মধু পরিবেশন করতো, যতদূর সম্ভব, আধুনিক সময়ে চিনি ব্যবহার করা হয় এমন উদ্দেশ্যে।

এই কয়েকটি কাজের ক্ষেত্রে বুদ্ধি এবং দক্ষতা যেমন প্রয়োজন ছিল তেমনই প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছিল শক্তি ও সহনশীলতা। কারণ দাসরা আধুনিক সময়ের অনেক যন্ত্রের জায়গা নিয়েছিল। এটি বিশেষত সত্য কোয়ারগুলিতে নিযুক্ত পুরুষদের ক্ষেত্রে, যারা সাধারণত সবচেয়ে শোষিত এবং সবচেয়ে অবহেলিত শ্রেণি ছিল এবং তাদেরকে দিনের বেলা শৃঙ্খলে আবদ্ধ অবস্থায় কাজ করতে হত এবং রাতের বেলা অন্ধকূপে আটকে রাখা হত।

এই জাতীয় খামারটির পরিচালনাও একজন ভিলিকাসের কাছে অনুপ্রেরণা ছিল, যিনি প্রবচনীয়ভাবে কঠোর টাস্কমাস্টার ছিলেন, কেবল কারণ তার মুক্তির আশা তার মুনাফার পরিমাণটি বছরের শেষের দিকে তার মনিবের কফারে পরিণত হতে পারে তার উপর নির্ভর করে। তাঁর কাজটি সহজ ছিল না। ইতিমধ্যে উল্লিখিত দাসদের দলগুলির তদারকি এবং তাদের কাজের পরিকল্পনা করার পাশাপাশি, তিনি হয়তো তাঁর দোষে অন্য দাসের একটি সংস্থা থাকতে পারেন, যার সংখ্যা কম ছিল, অন্যের চাহিদা পূরণে নিযুক্ত ছিল। বড় সম্পদগুলিতে খামারের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই সেই জায়গায় উতাদন বা উতাদন করা হত, যদি না শুধুমাত্র শর্তগুলি কেবল উচ্চ বিশেষজ্ঞের কৃষিকে লাভজনক করে তোলে। খাদ্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে শস্য সংগ্রহ করা হয়েছিল, এবং এই শস্যটি ফার্ম মিলগুলিতে জমির মধ্যে ছিল এবং খামারে দাস হওয়া মিলার এবং বেকাররা ফার্ম ওভেনে বেকড ছিল। কলটি সাধারণত একটি ঘোড়া বা খচ্চর দ্বারা ঘুরিয়ে দেওয়া হত, তবে দাসদের প্রায়শই শাস্তি হিসাবে নাকাল করা হত। পশমকে জট মুক্ত, কাটানো এবং কাপড়ে বোনা হত। ভবনগুলি তৈরি করা হয়েছিল, এবং খামারের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি এবং সরঞ্জামগুলি তৈরি এবং মেরামত করা হয়েছিল। এই জিনিসগুলির জন্য বেশ কয়েকজন কাঠমিস্ত্রি, স্মিথ এবং রাজমিস্ত্রি প্রয়োজন, যদিও এই জাতীয় কর্মী উচ্চ শ্রেণীর লোকের ছিল না। এটি ছিল তাঁর ভাল লোকদের সর্বদা ব্যস্ত রাখার জন্য একটি ভাল ভিলিকাসের স্পর্শকাতর, এবং এটি বুঝতে হবে যে দাসরা পর্য্যায়ক্রমে লাঙল ও কাটা, দ্রাক্ষালতা এবং আঙ্গুরের চালক, সম্ভবত খাঁটিওয়ালা এবং কাঠওয়ালা ছিলেন, বছরের ঋতু অনুসারে এবং তাদের পরিশ্রমের জায়গা।

৩ (ক).৬: ক্যাটো দ্য এল্ডার: প্রাচীন রোমে ফার্ম স্লেভস কীভাবে পরিচালনা করবেন

উইলিয়াম স্টার্নস ডেভিস লিখেছিলেন: 'খ্রি: পূ: দ্বিতীয় শতাব্দীর রোমানদের মধ্যে কাতো দ্য এল্ডার সমস্ত পার্থিব জ্ঞানের অবতার স্বীকৃত হয়ে ছিলেন। এখানে প্রদত্ত আদেশগুলি নিঃসন্দেহে তাঁর নিজের খামারে কার্য্যকর করা হয়েছিল। প্রজাতন্ত্রের প্রথমদিকে, যখন এস্টেটগুলি ছোট ছিল, মনে হয় দাসদের পুরস্কৃত করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সদয় আচরণ করা হয়েছিল; খামারগুলি বড় হওয়ার সাথে সাথে পরিচালনার পুরো নীতিটি আরও নৈর্ব্যক্তিক হয়ে আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। কাতো ইচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরতার পক্ষে সমর্থন করেন নি --- তিনি দামী গরুর মতো শীতল বিধি অনুসারে দাসদের সাথে সহজ আচরণ করার কথা বলেছেন।' ক্যাটো দ্য এল্ডার লিখেছেন যে, 'শীতকালে দেশীয় দাসদের তাদের কাজের সময় চারটি মোদি শস্য পাওয়া উচিত গুএক মোডিয়াস এক চতুর্থাংশ বুশের সমানপ্প; এবং গ্রীষ্মকালে সাড়ে চারটি মোদি শস্য। সুপারিনটেন্ডেন্ট, গৃহকর্মী, প্রহরী এবং রাখাল তিনটি মোদি শস্য পেয়েছেন; শীতে দাসেরা চার পাউন্ড রুটি এবং যখন দ্রাক্ষালতার রোপণের কাজ শুরু হয় তখন থেকে ডুমুরের পাকা না হওয়া পর্য্যন্ত পাঁচ পাউন্ড রুটি পাওয়া উচিত।

দাসদের জন্য মদ — কাটো দ্য এল্ডারের মতানুসারে ভিনটেজ পরে তাদের তিন মাস ধরে টকযুক্ত ওয়াইন থেকে পান করতে দিন। চতুর্থ মাসে তাদের একটি হেমিনা রাখতে হবে গুপ্রায় অর্ধ পিন্টগ্ন প্রতিদিন বা দু'টি কংগি এবং গুসাত কোয়ার্টের বেশিগ্ন প্রতি মাসে। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম মাসের সময় তাদের একটি সিক্সটারিয়াস রাখুন গুপ্রায় এক পিন্টগ্ন প্রতি মাসে বা পাঁচ কংগিই প্রতি মাসে। শেষ অবধি নবম, দশম ও একাদশ মাসে তাদের প্রতি মাসে তিনটি হেমিনা গুএক কোয়ার্টের তিন চতুর্থাংশগ্ন বা প্রতি মাসে একটি এমফোরা গুপ্রায় ছয় গ্যালনগ্ন রাখুন। স্যাটার্নালিয়ায় এবং কমপিটালিয়ায় প্রতিটি মানুষের একটি কংগিয়াস থাকা উচিত গুতিন চতুর্থাংশের নীচে কিছুগ্ন।

যে জলপাইগুলি তাদের থেকে ফোঁটা যায় তাদের যতদূর সম্ভব রাখা উচিত। সেই ফসল কাটা জলপাইগুলিকেও রাখুন যা খুব বেশি তেল দেয় না কারণ তারা দীর্ঘকাল স্থায়ী। জলপাই খাওয়া হয়ে গেলে ভিনেগার দিন। আপনারা প্রত্যেককে প্রতি মাসে একটি সেচটারিয়াস বিতরণ করা উচিত। এক বছরের জন্য লবণের পরিমাণ কম।

জামাকাপড় হিসাবে, দু'বছরে একবার একটি সাড়ে তিন ফুটের একটি টিউনিক এবং একটি চাদর দিন। আপনি যখন কোনও টিউনিক দিবেন বা চাদরটি পুরানোগুলি ফিরিয়ে আনুন, কাসকগুলি বাইরে রাখার জন্য। দুই বছরে একবার, ভাল জুতো দেওয়া উচিত।

দাসদের জন্য শীতের ওয়াইন। একটি কাঠের কাস্কে অবশ্যই দশ অংশ (নন-ফার্মেন্ট ওয়াইন) এবং খুব তীব্র ভিনেগারের দুটি অংশ রাখুন এবং সেদ্ধ ওয়াইনটির দুটি অংশ এবং পঞ্চাশটি মিষ্টি জল যোগ করুন। এক প্যাডেল সহ এই পাঁচবার পরপর পাঁচ দিন প্রতিদিন এই তিনবার মিশ্রিত করুন। কিছু সময় আগে টানা সমুদ্রের জল একচল্লিশতম যোগ করুন। কাস্কের উপর ঢাকনা রাখুন এবং এটি দশ দিনের জন্য উত্তেজিত হতে দিন। এই দ্রাক্ষারসটি অস্তিত্বের আগে পর্য্যন্ত চলবে। সেই সময়ের পরে যদি কোনও অবশিষ্ট থাকে, এটি খুব তীক্ষ্ণ চমৎকার ভিনেগার তৈরি করবে।

৩ (ক).৭: প্রাচীন রোমে খাদ্য ভর্তুকি

ব্রুস বার্টলেট কাতো ইনস্টিটিউট জার্নালে লিখেছেন: মিশর কেন বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধরে রেখেছে এবং রোমান সাম্রাজ্যের সাধারণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় অংশ নিতে দেওয়া হয়নি তার কারণ হ'ল রোমের শস্য সরবরাহের মূল উৎস ছিল এটি। এই সরবরাহ রক্ষণাবেক্ষণ রোমের বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত রোমের সমস্ত নাগরিককে বিনামূল্যে শস্য (পরে রুটি) বিতরণের নীতির কারণে যা বি.সি. অগাস্টাসের মধ্যে, এই ডোলটি প্রায় ২০০,০০০ রোমানদের জন্য বিনামূল্যে খাবার সরবরাহ করছিল। সম্রাট এই শস্যের দাম কোষাগার থেকে, পাশাপাশি বিনোদনের জন্য মূলত মিসরে তাঁর ব্যক্তিগত অধিবেশন থেকে প্রদান করেছিলেন। মিশর থেকে রোমে নিরবচ্ছিন্ন শস্য প্রবাহ সংরক্ষণ করা তাই সমস্ত রোমান সম্রাটদের জন্য একটি প্রধান কাজ এবং তাদের শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ছিল।

বিনামূল্যে শস্য নীতি দীর্ঘ সময়ের সাথে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছিল এবং পর্য্যায়ক্রমিক সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে যায়। এই রীতির সূচনা হয় গাইস গ্র্যাচাসের, যিনি ১২৩ বি.সি. নীতিটি প্রতিষ্ঠিত করে যে রোমের সমস্ত নাগরিক একটি নির্দিষ্ট মূল্যে ভুট্টা এবং মাসিক রেশন কেনার অধিকারী ছিল। লোকেরা সারা বছর একই দাম পরিশোধ করার সুযোগ দিয়ে ভুট্টার দামে মৌসুমী ওঠানামা মসৃণ করার জন্য ভর্তুকি সরবরাহ করা প্রয়োজন ছিল।

সুল্লার একনায়কতন্ত্রের অধীনে শস্য বিতরণ প্রায় ৯০ বিসি তে শেষ হয়েছিল। বি.সি. ৭৩ এর মধ্যে, রাজ্যটি আবারও একই দামে রোমের নাগরিকদের ভুট্টা সরবরাহ করেছিল। ৫৮ বিসি তে, ক্লোডিয়াস চার্জটি বাতিল করে এবং বিনামূল্যে শস্য

বিতরণ শুরু করে। ফলস্বরূপ গ্রামীণ দরিদ্রদের রোমে প্রবেশের তীব্র বৃদ্ধি ছিল এবং সেই সাথে অনেক দাসকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল যাতে তারাও ডোলের জন্য যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। জুলিয়াস সিজারের সময়ে, প্রায় ৩২০,০০০ লোক নিখরচায় শস্য গ্রহণ করছিল। সম্ভবত নাগরিকত্বের প্রমাণ পরীক্ষা করার বিষয়ে বেশি যত্নশীল হয়ে প্রথাগত যোগ্যতা না রেখে নাগরিকের এও পরিমাণ সংখ্যাধিক্য দেখা দিয়েছিল।

অগাস্টাসের অধীনে, বিনামূল্যে শস্যের জন্য যোগ্য লোকের সংখ্যা আবার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২০,০০০। তবে, অগাস্টাস বিতরণ সীমাবদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন। অবশেষে যে শস্য গ্রহণকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা প্রায় ২০০,০০০ স্থিতিশীল হয়। স্পষ্টতই, এটি একটি চূড়ান্ত সীমা ছিল এবং এর পরে ভুট্টা বিতরণ টিকিটযুক্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যদিও পরবর্তী সম্রাটরা মাঝেমধ্যে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীতে শস্যের জন্য যোগ্যতা বাড়িয়ে দিতেন, যেমন ৫ খ্রিস্টাব্দে নেরোর প্রিটোরিয়ান গার্ডের অন্তর্ভুক্তি। শস্য প্রাপ্ত লোকের সামগ্রিক সংখ্যা মূলত স্থির ছিল।

রোমে বিনামূল্যে শস্য বিতরণ সাম্রাজ্যের শেষ অবধি কার্য্যকর ছিল, যদিও বেকড রুটি তৃতীয় শতাব্দীতে ভুট্টা প্রতিস্থাপন করেছিল। সেপ্টেমিয়াস সেভেরাসের অধীনে (১৯৩২-২১১১ খ্রি।) বিনামূল্যে তেল বিতরণও করা হয়েছিল। পরবর্তী সম্রাটরা বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বিনামূল্যে শুয়োরের মাংস এবং ওয়াইন যুক্ত করেছিল। অবশেষে, সাম্রাজ্যের অন্যান্য শহরগুলিও কনস্ট্যান্টিনোপল, আলেকজান্দ্রিয়া এবং এন্টিওক সহ একই জাতীয় সুবিধা প্রদান শুরু করে।

তবুও, মুক্ত শস্যের নীতি সত্ত্বেও, রোমের শস্য সরবরাহের বিরাট পরিমাণ মুক্ত বাজারের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে দুটি প্রধান কারণ আছে। প্রথমত, নিখরচায় শস্যের বন্টন বেঁচে থাকার জন্য পর্য্যাপ্ত ছিল না। দ্বিতীয়ত, শস্য শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ রোমান নাগরিকদের জন্যই পাওয়া যেত, সুতরাং রোমে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক মহিলা, শিশু, ক্রীতদাস, বিদেশি এবং অন্যান্য অ-নাগরিককে বাদ দিয়ে বেশিরভাগ অংশের জন্য সরকারী কর্মকর্তাদেরও দোল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ফলস্বরূপ, শস্যের জন্য একটি বৃহত বেসরকারী বাজার বাকী রইল যা স্বাধীন ব্যবসায়ীরা সরবরাহ করেছিল।

৩ (ক).৮: অনুশীলনী

১। প্রাচীন রোমের কৃষি অর্থনীতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

২। প্রাচীন রোমের অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা মূল্যায়ণ করুন।

৩ (ক).৯: গ্রন্থপঞ্জি

1. A. H. McDonald– *Republican Rome*–New York– 1966.
2. Alan Bowman and Andrew Wilson (Eds.)– *The Roman Agricultural Economy*– Oxford– 2013.
3. H. Mattingly– *Roman Imperial Civilization*– London– 1957.
4. M. Cary and H. H. Scullard– *A History of Rome*– New York– 1975.

একক - ৩ (খ) ❐ রোমান বাণিজ্য ও নগরায়ণ

গঠন

৩ (খ).০ : উদ্দেশ্য

৩ (খ).১ : ভূমিকা

৩ (খ).২ : রোমের বাণিজ্য

৩ (খ).৩ : নগরায়ণ

৩ (খ).৪ : উপসংহার

৩ (খ).৫ : অনুশীলনী

৩ (খ).৬ : গ্রন্থপঞ্জি

৩ (খ).০: উদ্দেশ্য

- এই একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা রোমের ব্যাবসা বানিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির কারন, ধারাবাহিকতা ও অর্থনীতিতে ব্যাবসা বানিজ্যের কতটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল -সেই বিষয়টিও অনুধাবন করতে পারবে।
- রোমের বৈদেশিক বানিজ্য সম্পর্কে সম্যক ধারনা দেওয়াও উক্ত এককের অন্যতম উদ্দেশ্য।
- এই একক অধ্যায়নের মাধ্যমে রোমের নগরায়নের কারন ও বৈশিষ্ট্য - ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করতে পারবে।

৩ (খ).১: ভূমিকা

রোমান অর্থনীতি কৃষি এবং বাণিজ্যের একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেহেতু এটি একটি নগর সভ্যতা ছিল, তাই এই কথাটি বলা বাহুল্য যে বাণিজ্য রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

খ্রি: পূ: পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে রোমান অর্থনীতির স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্যায়ে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা ছিল। নাগরিক সম্প্রদায় প্রায় পুরোপুরি ঐতিহ্যবাহী জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতি হিসেবে কৃষিতে নিযুক্ত ছিল।শাসক পরিবারগুলি তাদের মধ্যম সম্পদটি জমি থেকে উদ্ভূত করেছিল। বিশিষ্ট সিনেটররা তাদের জমিগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং ব্যক্তিগতভাবে খামার-কাজগুলি তদারকি করতে স্বচ্ছন্দ হলেও সরাসরি লাঙলের কাছে নিজের হাত রাখতে কখনওই প্রয়োজন অনুভব করেন নি।

৩ (খ).২ রোমের বাণিজ্য

খ্রি: পূ: পঞ্চম শতকের পর থেকে রোমান সমাধিগুলিতে গ্রীক মৃৎশিল্পের চরম অভাব চোখে পড়ে। এথেকে অনুমান করা যায় যে এই সময়ে রোমের আমদানী বাণিজ্য অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ভোগ্যপণ্যের পরিবর্তে খাদ্যশস্য আমদানী বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু খ্রি: পূ: চতুর্থ শতাব্দী থেকে আবার অন্যান্য পণ্যও আমদানী বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রোমের সঙ্গে যে গ্রীক শহরগুলির আন্তর্জাল ছিল সেগুলির মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ সালের পরে সাইরাকিউস এর গুরুত্ব হ্রাস পায়, তবে ম্যাসিলিয়া রোমের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছিল এবং সম্ভবত এর প্রধান আমদানিকারী এজেন্ট হিসাবে পরিণত হয়েছিল। বিদেশী বাণিজ্যের প্রতি রোমান আগ্রহের অভাবটি স্পষ্টভাবে কার্থেজের সাথে চতুর্থ শতাব্দীর চুক্তির শর্তাবলী দ্বারা চিহ্নিত করা যায়, যেখানে লাতিন উপকূলের অখণ্ডতা বিদেশী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সচেতন ভাবে সুরক্ষিত রয়েছে, তবে কার্থেজের দাবিতে বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল পশ্চিম ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে। ওস্টিয়া এবং অ্যান্টিয়াম সমুদ্র বোর্ডের উপনিবেশগুলি বিদেশে বাণিজ্য উন্মুক্ত করার পরিবর্তে উপকূলের জমিগুলিকে সামরিক অসচেতনার বিরুদ্ধে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ছিল।

রোমের অর্থনৈতিক বিকাশের শ্লথগতি এর মুদ্রার ইতিহাসে প্রতিফলিত হয়। প্রথম দিনগুলিতে গরু এবং ভেড়ার দিক দিয়ে মূল্য গণনা করা হত এবং ব্রোঞ্জ-এর টুকরো করে ব্যবহৃত হত। ধীরে ধীরে এবং আরও বিশেষ করে উত্তর অঞ্চলের কাস্ট ব্রোঞ্জের আয়তক্ষেত্রাকার টুকরো বিনিময়ের ধারা অনুসরণ করা হয়েছে। যার ফলে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। খ্রিস্ট পূর্ব ২৮৯ খ্রিস্টাব্দে রোমানরা সরকারী টাঁকশাল তদারকি করার জন্য একটি ট্রায়মভিরি মিনেটেল স্থাপন করেছিল। এই নতুন টাঁকশাল এএস সিগন্যাম উতাদন শুরু করে। এটি অর্থ ছিল তবে মুদ্রা নয় যেহেতু প্রতিটি টুকরোতে মূল্য চিহ্নের অভাব ছিল এবং ওজন করতে হয়েছিল। রোম বৃত্তাকার ব্রোঞ্জ-এর প্রকৃত মুদ্রাও নির্মাণ করতে শুরু করেছিল। এই মুদ্রাগুলি এক পাউন্ড ওজনের হত। প্রথম দিকের লিবারাল মুদ্রাগুলির একপিঠে জানুস এবং বুধের দু"পাশে মাথা খোদিত ছিল। এটির পরে জেনাস বা প্রৌউ সিরিজের ব্যবহার শুরু হয়। রোমে অন্য সিরিজের সমাপ্তি ঘটে যা রিপাবলিকান সময়কালে সাধারণ ধরণের রোমান ব্রোঞ্জ অ্যাশ মুদ্রার মতোই ছিল। পিরহাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলে রোম দক্ষিণের ইতালির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেছিল, যেখানে গ্রীক শহরগুলি রৌপ্য মুদ্রার দীর্ঘকাল ধরেই ব্যবহার করেছিল। টেরেন্টিয়াম দখল দিয়ে শেষ এই যুদ্ধ শেষ হয়েছিল। তারপরে খ্রিস্টপূর্ব ২৮৯ খ্রিস্টাব্দে রোমের টাঁকশালের কর্মকর্তারা একই কিংবদন্তি সহ রৌপ্য মুদ্রা তৈরি করেছিলেন এবং হারকিউলিস ও নেকড়ে এবং যমজ প্রকারের ধরণের বহন করেছিল। রোমা ও বিজয়ের চিত্রিত মুদ্রা প্রথম পিউনিক যুদ্ধের সময় থেকে জনপ্রিয় হয়। চারটি রৌপ্য মুদ্রা শীঘ্রই অনুসরণ করা হয় - রোমা চিহ্নিত এক মুদ্রা, খ্রিস্টপূর্ব 235 মধ্যে একটি ইয়ং জেনাস (?) রথে বিজয় দেখানো হয়েছিল, এক মুদ্রা চতুষ্কোণ মুদ্রা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল। এই সময়ের মধ্যে বা সামান্য আগে জানুস / prow ধার খোদাই ব্রোঞ্জ টাইপ গৃহীত হয়েছিল। সুতরাং প্রথমদিকে রোম যদি মুদ্রার ব্যবহার করতে ধীর হয়, তবে পিরারুস এবং কার্থেজের সাথে যুদ্ধের কারণে তাকে এই নতুন এক্সচেঞ্জের দ্রুত ও বৈচিত্র্যময় বিকাশের দিকে নিয়ে যায়। দক্ষিণ ইতালিতে কর্মরত রোমান সৈন্য এবং ব্যবসায়ীরাও এর ফলে উপকৃত হন। রোম আবারও রাষ্ট্রের বৃত্তে প্রবেশের মাধ্যমে প্রতিপত্তি অর্জন করে যা তাদের নাগরিকদের এই 'সভ্য' বিনিময় পদ্ধতির সরবরাহ করেছিল।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় এবং দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইতালীয় শিল্পের তুলনামূলকভাবে কয়েকটি পরিবর্তন ঘটেছিল। রোমে স্থাপত্যের সঙ্গে যুক্ত হস্তশিল্পগুলি যুদ্ধের লুণ্ঠনের প্রয়োগ থেকে নতুন জনস্বার্থের কাজগুলি নির্মাণে একটি উদ্দীপনা পেয়েছিল। কিন্তু

যুদ্ধের সম্পদের আগমন উতাদনকারীদের সাধারণ বৃদ্ধি বাড়ায় নি। নগর জনগণের বৃদ্ধিতে কারুকর্ম কর্মী ও মজুররা কিছুটা অবদান রেখেছিল, এবং নতুন শিল্প যেমন ছড়িয়ে পড়েছিল তা ছোট মাস্টারদের হাতেই ছিল। তবে বাণিজ্য ও শিল্পকে উতাহিত করার জন্য কোন দুর্দান্ত শিল্প বিপ্লব দেখা যায়নি এবং এটি ইতালির সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় স্থলপথে পণ্য পরিবহনের ব্যয় বহুবর্ষের সমস্যার কারণে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা গিয়েছিল। শিল্প বা প্রাকৃতিক পণ্য পরিবহনে, এবং জমি দিয়ে পরিবহণের ব্যয়টি পঙ্গু হয়েছিল: কাতো দেখায় যে একটি গরুর দল দ্বারা 4000 পাউন্ড ওজনের একটি তেল কল সরাতে কলের মূল ব্যয়টি প্রতিদিন প্রায় 2.5% বৃদ্ধি করে। আরও, এটি ধীর এবং প্রযুক্তিগতভাবে অক্ষম ছিল: ঘোড়াগুলির গলায় একটি কলার দিয়ে জড়ো করা হয়েছিল যা অর্ধেক তাদের দম বন্ধ করেছিল, এবং বলদরা আরও ভাল ফলিত হলেও একটি দল কেবল মাত্র দুই মাইল বেগে চলতে পারে; খচ্চরগুলি প্যাক প্রাণী হিসাবে ব্যবহার করা হত এবং ভারোর মতে, যিনি এগুলি রেট-এ প্রজনন করেছিলেন, যানবাহন চলাচলের জন্য ব্যাপকভাবে, যদিও সম্ভবত প্রধানত হালকা বোঝার জন্য। সমুদ্রপথে যাতায়াত খুব সস্তা ছিল, তবে এটি প্রায়শই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল এবং অন্তর্দেশের জন্য লোকদের সহায়তা করবে না। এগুলি জনগণের দারিদ্র্যের কারণে একটি সীমিত অভ্যন্তরীণ বাজারের সাথে একত্রিত হয়ে শিল্পের কোনও চমকপ্রদ প্রসারকে বাধা দেয়। বাণিজ্য অর্থনীতি ছোট দোকানে কাজ করে এমন কারিগরদের হাতেই থাকে এবং প্রায়শই তাদের পণ্যগুলি সরাসরি ভোক্তার কাছে বিক্রি করে দেয়। ইটালিয়ান শিল্পের পুরানো আসনগুলির মধ্যে টেরেন্টিয়াম হানিবালিক যুদ্ধে পরাজিত হতে পারেনি। অপরদিকে কাপুয়া রাজনৈতিক অবক্ষয় সত্ত্বেও একটি সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়েছিল। মৃৎশিল্প এবং ব্রোঞ্জের প্রাচীন শিল্পগুলির পাশাপাশি সেখানে আসবাবপত্র এবং সুগন্ধির নতুন নির্মাতারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ক্যাম্পানিয়া এক্রুরিয়াকে অবশ্যই ইতালির শিল্পকেন্দ্র হিসাবে ছড়িয়ে দিয়েছে। পিউটোলি টাস্কান লোহা শিল্পের কিছু অংশ নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং পম্পেই তার বস্ত্র বিক্রি করে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন বাণিজ্যের যথেষ্ট পরিমাণ ইতালিতে আকৃষ্ট হয়েছিল তবে এর আন্দোলন এককভাবে ছিল। কাপুয়ার ব্রোঞ্জ এবং ক্যাম্পানিয়ান ল্যাটিফাণ্ডিয়ার জলপাই তেল ছাড়া ইতালির রফতানি ছিল নগণ্য। অন্যদিকে রোম এখন সিসিলি থেকে প্রচুর পরিমাণে শস্য আমদানি করেছিল এবং স্পেনীয় রৌপ্য খনিগুলির বেশিরভাগ পণ্য গ্রহণ করেছিল। রোম নতুন ল্যাটিফাণ্ডিয়াকে নিয়ে ডেলোসের নিয়মিত দাসদেরকে গ্রহণ করেছিল, যা ইতালিয়ান বাজারের জন্য নির্ধারিত মানব কার্গোগুলির সংগ্রহ স্থল হয়ে যায়। রফতানির তুলনায় আমদানির এই অতিরিক্ত অংশ ছিল সেই মাধ্যম যা দিয়ে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলগুলি তাদের নতুন অধিপতিকে উপঢৌকন দিয়েছিল।

এটি ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা গেছে যে রোমান নীতিটি বাণিজ্যিক বিষয়গুলিতে সেভাবে পরিচালিত হয়নি। রোমান আভিজাত্য বিদেশী বাণিজ্যে এতটা ব্যক্তিগত আগ্রহ নিয়েছিল যে খ্রিস্টপূর্ব 218 সালে এটি এমন একটি আইন পাস করার অনুমতি দেয় যা এদের সমুদ্রে জাহাজ চালনের ক্ষমতা প্রদান করে না; তবুও কম পদমর্য্যাদার অভিজাতদের জন্য মার্চেন্টাইল একচেটিয়া প্রতিষ্ঠার বিষয়টি কিছুটা কম ছিল। বিজয়ী এবং মিত্র সম্প্রদায়ের সাথে সিনেটের যে বন্দোবস্তগুলি করা হয়েছিল সেগুলি ব্যবসায়ের প্রতি একই অবজ্ঞা দেখিয়েছিল। এই চুক্তিগুলি কোনও নিয়ম হিসাবে রোমান বা ইতালীয় ব্যবসায়ীদের উপর বিশেষ বিশেষ অনুমোদন দেয়নি; রোমান প্রদেশগুলিতে ইতালীয় বংশোদ্ভূত বণিকদের গভর্নরের দরবারে সহজ প্রবেশাধিকার ব্যতীত কোনও সুবিধা ছিল না। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের পরে সিনেট এমনকি জলদস্যুদের বিরুদ্ধে ইতালীয় ব্যবসায়ীদের রক্ষা করার যে দায়িত্ব আগে নিয়েছিল তাও সরিয়ে নিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ভূমধ্যসাগরের সাধারণ বাণিজ্য খুব স্বাভাবিক ভাবেই গ্রিক এবং ফিনিশিয়ানদের হাতেই ছিল। কার্থেজের পরিবহণ পথটি ইউটিকা এবং গ্যাডেসের উপর দিয়ে করিন্থ ও রোডসের ডেলোস এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়েছিল। ইতালীয় বণিকরা ডেলোসে যথেষ্ট সংখ্যায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত

করেছিল। কিছু সাহসী ব্যক্তি কর্নিশটিনের সন্ধানে আটলান্টিক পেরিয়ে গ্যাডসের সমুদ্রের মানুষদের অনুসরণ করেছিলেন। অন্যরা তাদের দেশের মদ গল এবং ডানুব জমিতে নিয়ে যায়। কিন্তু ডেলোসের বেশিরভাগ ইতালীয় বাসিন্দা - "রোমান" নামটি সত্ত্বেও গ্রীকরা তাদের উপর দৃঢ়ভাবে প্রভাব রেখেছিল - মধ্য ইতালির চেয়ে কাম্পানিয়া এবং দক্ষিণের গ্রীক শহর থেকে এরা এসেছিল এবং মূল বন্দরের মাধ্যমে বিদেশী পণ্যগুলি ইতালিতে প্রবাহিত হয়েছিল। রোমান উপনিবেশ হিসাবে এর অবস্থান সত্ত্বেও, মূলত গ্রীক বা ক্যাম্পানীয় জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ছিল এমন একটি শহর ছিল পুটিওলি। টিবার নদীর মোহনা অঞ্চলে অবস্থিত ওস্তিয়ার ঘাঁটিটি এই সময়েও তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিল।

তবে রোমানরা যদিও সাধারণ বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে ধীর হয়ে থাকে তবে তারা অর্থ পরিচালনার ক্ষেত্রে দ্রুত এই জাতীয় দক্ষতা অর্জন করেছিল যে তাদের আর্থিক ক্রিয়াকলাপে তারা গ্রীক এবং প্রাচ্যবাসীদের অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে। রোমের হাতে এই শাখার ব্যবসায়ের ঘনত্ব বিজয়ের যুদ্ধের একটি প্রাকৃতিক ফলাফল ছিল, যার প্রভাব ছিল রোমে ভূমধ্যসাগরীয় স্বর্ণ ও রৌপ্যের মজুদগুলিকে জমা করার জন্য। রোমানের অর্থ ঋণদানকারী ও কর কৃষকরা তাদের হাতে যে মূলধনের সম্পদ রেখেছিল তা তাদের প্রতিযোগীদের উপর একটি সুবিধা দেয় যা কখনও কখনও একচেটিয়া হিসাবে ছিল।

যদিও পূর্ববর্তী যুগের মতো রোমান সাম্রাজ্যের সময়কাল প্রযুক্তিগত আবিষ্কারগুলিতে বন্ধ্যা ছিল, তবুও একটি বিচ্ছিন্ন আবিষ্কার একটি বিস্তৃত নতুন শিল্পকে জন্ম দিয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব অর্ধ শতাব্দীতে সিডোনিয়ান কারিগররা ছাঁচনির্মাণের পরিবর্তে ফুঁ দিয়ে কাঁচের বাসন তৈরির শিল্প অর্জন করেছিলেন যাতে একটি হালকা এবং আরও স্বচ্ছ বাসন তৈরি করা যায় যা টেবিল পরিষেবাগুলির জন্য এবং জানলা নির্মাণের জন্য উপযুক্ত ছিল।

এ জাতীয় অনুকূল পরিস্থিতিতে বাণিজ্যের পরিসীমা ও আয়তন একটি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং শিল্পের বেশ কয়েকটি শাখা অনেক বড় আকারের উতাদন ক্ষমতা অর্জন করে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে রোমান সাম্রাজ্য একটি স্বল্প সংযুক্ত এককগুলির একটি অসংহত যৌগ থেকে একটি সুসংহত রূপে রূপান্তরিত হতে শুরু করে।

অ্যারেটিয়ামের পুরানো সিরামিক শিল্প এবং কাপুয়ার ব্রোঞ্জ প্রস্তুতকারীরা তাদের রফতানি বাজারের পরিসর বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়, ইতালির উত্তর ও দক্ষিণে নতুন শিল্প প্রসারিত হয়েছিল। দক্ষিণে পম্পেই, উত্তরে পেরমা, মেডিওলানাম (বর্তমান মিলান) এবং পাটাভিয়াম সমস্ত শ্রেণীর উলের পণ্য তৈরি করত। ক্যাম্পানীয় শহরগুলি ইতালিতে কাঁচের প্রবাহ প্রবর্তন করে এবং রোম তার নিজস্ব বিপুল বাজারে তা সরবরাহ করতে শুরু করে, বিশেষত কাগজ তৈরি এবং মূল্যবান ধাতুর মতো আরও বিশেষায়িত শিল্পগুলিতে।

লেভান্টের পুরানো প্রতিষ্ঠিত নির্মাতারা প্রাথমিক সম্রাটের অধীনে সমৃদ্ধির পুনরুজ্জীবন অনুভব করেছিলেন। তারা কেবল স্থানীয় বাজারগুলিতে তাদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে নি বরং রোমকে বিলাসবহুল জিনিসও সরবরাহ করেছিল এবং আরও পূর্ব দিকে নতুন বাজার খুঁজে পেয়েছিল। ফেনিসিয়া এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় নতুন কাঁচের শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছে। অর্ধেক রেশম সামগ্রীর প্রচলন কস এবং এশিয়া মাইনরের অন্যান্য শহরগুলিতে দেখা দিয়েছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের বৈদেশিক বাণিজ্য খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সর্বাধিক প্রসারিত হার অর্জন করেছিল। ব্রিটেনে ইতালীয় বা গ্যালিক বণিকরা রোমান সৈন্যদল দ্বারা সামরিক দখলের অর্ধ শতাব্দী আগে শান্তিপূর্ণ প্রবেশ শুরু করেছিল। রাইন এবং উপরের দানিয়ুব সম্রাটদের পাশাপাশি রোমান সীমান্তকে বিচ্ছিন্নকরণের নীতি দ্বারা সুরক্ষিত করার অভিপ্রায়, বর্ণিত ঘাঁটি ব্যতীত সীমান্তের জমি জুড়ে বাণিজ্যকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল। কিন্তু নেরোর দিনগুলিতে অ্যাম্বারের সন্ধানে একজন রোমান বণিকের দ্বারা একটি নতুন বাণিজ্য পথ খোলা হয়েছিল, যিনি কার্টুনটাম থেকে পূর্ব বাল্টিকের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন

এবং এই পথের সাথে নিয়মিত পণ্য বিনিময় উদ্বোধন করেছিলেন। রোমান বহর দ্বারা উত্তর সমুদ্রের অনুসন্ধানের ফলে নীচের রাইন থেকে জার্মানি এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়া পর্য্যন্ত একটি নতুন জলপথ চালু হয়েছিল, যার মাধ্যমে কাপুয়ার ব্রোঞ্জ এবং অন্যান্য ধাতব জিনিসগুলি এই দেশগুলিতে বহন করা হত।

পরে প্রথম এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর শিল্প ও বাণিজ্যিক বিকাশ পেরি পাসু রোমান বিশ্বের প্রশান্তি এবং রাস্তা ব্যবস্থার সম্প্রসারণের সাথে ঘটে যা দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে সমাপ্তির কাছাকাছি ছিল। বাণিজ্য বিনিময়ের সুবিধাগুলি এখন এত বেশি হয়ে গিয়েছিল যে স্বাবলম্বিত অর্থনীতির পুরাতন ঐতিহ্যগুলি সাধারণত ভেঙে যায়। এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলের জেলাগুলিতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের হোম প্রোডাকশনগুলি দোকান বা কারখানাগুলি থেকে পণ্য কেনার পথ দেখিয়েছিল। উতাদনের প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়াগুলি খুব সামান্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায় এবং শিল্পের সংগঠনটি নিরবচ্ছিন্ন থেকে যায়, তবে কাঁচামাল সরবরাহের জন্য নতুন উতগুলি উন্মুক্ত করা হয়েছিল। ডাসিয়ায় একটি নতুন নতুন সোনার ক্ষেত্র সজাগভাবে বিকাশ করা হয়েছিল। ব্রিটেনে সাসেক্স ওয়েল্ড এবং ডিন ফরেস্টের লোহার ঘাটতি নিবিড়ভাবে কাজ করেছিল এবং ফ্লেন্ডশিয়ার এবং ইয়র্কশায়ারের মেন্ডিপস এবং শ্রপশায়ারের খনি থেকে সিসার উতাদন সেই ধাতবটিতে রফতানি বাণিজ্যের জন্ম দেয়।

রোমান সীমান্তের বাইরের দেশগুলির সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূচনাটি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তার সর্বাধিক সীমাতে পরিচালিত হয়েছিল। আয়ারল্যান্ডের পূর্ব উপকূলে যে রোমান মুদ্রাগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি নিয়মিত বাণিজ্যের পরিবর্তে ব্রিটেন থেকে আসা ব্যবসায়ীরা মাঝে মাঝে সফরের প্রমাণ হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। নিয়মিত বাণিজ্য রুটগুলি জার্মানি এবং স্ক্যান্ডেনাভিয়ার সাথে রোমান প্রদেশগুলিকে সংযুক্ত করে। এক লাইনের ট্র্যাফিক হল্যান্ড এবং ফ্রিশিয়ার উপকূলে ছড়িয়ে পড়েছিল যেকোন একটি জার্মান নদীতে পরিণত হয়েছিল বা জুটিশ উপকূল ধরে ডেনমার্কে চলে গেছে। অপরটি কার্নুনটাম এবং মধ্য ড্যানুব থেকে ভিস্টুলায় অ্যাম্বার বণিকদের ট্র্যাক অনুসরণ করেছিল এবং বাল্টিক পেরিয়ে সুইডিশ দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে শেষ হয়েছিল। সাইলেসিয়া এবং পোসনানিয়ায় এবং বিশেষত সুইডিশ দ্বীপপুঞ্জগুলিতে রোমান মুদ্রার প্রচুর সন্ধান পাওয়া যায় পূর্ব রাস্তা বরাবর বেশ কয়েকটি ব্যবসায়ের পরিমাণকে ইঙ্গিত করে যদিও এই সময়টিতে সুইডেন বা নরওয়ের খুব কম প্রবেশ ছিল। আর একটি ধারা কার্নুনটাম থেকে উত্তর দিকে চলে যায় পোমারানিয়া এবং ডেনিশ বাল্টিক দ্বীপপুঞ্জ, বিশেষত জিল্যান্ডে, যা বাণিজ্যের খুব সক্রিয় কেন্দ্র ছিল।

রাশিয়ান নদীর তীরবর্তী রুটগুলি বাল্টিক বা এশীয় মহাদেশে কোনও নিয়মিত যানবাহন বহন করেছে বলে মনে হয় না। অন্যদিকে পার্থিয়ান অঞ্চল জুড়ে মূল ট্রান্সকন্টিনেন্টাল রাস্তাটি প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে একটি নতুন গুরুত্ব অর্জন করেছিল। পরিবহনের এই ধারাটি খোলার কাজ ছিল মূলত চীনের হান রাজবংশের কাজ, যার সুশৃঙ্খল ও উদ্যোগী প্রশাসন পশ্চিমের সিজারদের শাসনের উপযুক্ত অঙ্গ তৈরি করেছিল। খ্রিস্টীয় ১ ম শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বছরের সময়কালে চীনা সম্রাটরা তারিম মালভূমিসমূহকে সংযুক্ত করে এবং বক্রা এবং এন্টিওচিয়া মার্জিয়ানা যাওয়ার দুটি বাণিজ্য পথের ব্যবস্থা করেন, যেখানে সুদূর পূর্বের কাফেলারা গ্রীক বা সেলিয়ানিয়া বা ভূমধ্যসাগরীয় সীমান্তের সিরিয়ার ব্যবসায়ীদের সাথে দেখা করেছিলেন। পার্থিয়ার রাজারা রোমান সাম্রাজ্য এবং চীনের মধ্যে প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক সম্পর্ককে বাধাগ্রস্থ করেছিল, যারা এক সময়ের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম সম্রাটের মধ্যে সরকারী যোগাযোগ রোধে সফল হয়েছিল। কিন্তু খ্রি: প্রথম শতকেই কান-ইয়িং নামে একটি চীনা দূত একটি দেশ তা-সিন-সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, যেখানে আমরা সম্ভবত সিরিয়াকে চিনতে পারি। এই অঞ্চলটি সম্পর্কে এই বা পরবর্তী প্রতিবেদনগুলি থেকে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায় বিশেষত এর শহরগুলির ভিড়, তার রাস্তাগুলির মাইলফলক, সোনার কম দাম, তার ব্যবসায়ীদের সততা এবং উচ্চতর লাভের সাথে তাদের সম্ভাব্য প্রতিদান প্রভৃতি ট্র্যাজান এবং হ্যাড্রিয়ান পার্থিয়ান মহাদেশীয় পরিবহনের স্বাধীনতার জন্য পার্থিয়ান রাজার সাথে তাদের চুক্তি করার ক্ষেত্রে শর্ত রেখেছিলেন। হ্যাড্রিয়ান বা

অ্যান্টোনিনাসের রাজত্বকালে পৃথক গ্রীক বণিকরা তারিম মালভূমির প্রান্তে থামার জায়গাগুলির দিকে এগিয়ে যায়। এখানে একজন 'রোমান' বণিকের মেস টিয়ানাসের সাথে দেখা হয়েছিল 'চাইনিজ" বণিকের। গ্রীকো-সিরিয়ান শৈলীর ফ্রেসকোসগুলি থেকে বিচার করার জন্য যা বৌদ্ধ বিহারগুলিতে কুয়েন-লুন সীমার বাইরে সন্ধান পেয়েছিল, মাঝেমধ্যে ভূ-মধ্যের কারিগররা যথাযথভাবে চীনের সীমানায় প্রবেশ করেছিল। ভূমধ্যসাগর এবং পীত সাগরের মধ্য দিয়ে যে পণ্যসামগ্রীর বাণিজ্য চলত তার নমুনাগুলি তারিম মরুভূমিতে পাওয়া গেছে: একটি সিল্কের তাঁত থেকে সম্ভবত আগত রেশমের বেল এবং সূচিকর্মযুক্ত উলের কাপড় এই অঞ্চলের বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ ছিল।

তবে উপকূলীয় পরিবহনের বিকাশ সত্ত্বেও ইতালীয় মহাসাগর পূর্বের সাথে বাণিজ্যের প্রধান ধমনী হয়ে দাঁড়িয়েছে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে পৃথক গ্রীক উদ্যোগগুলি ভারতের পশ্চিম উপকূল থেকে পাঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য এবং বিশেষত উপদ্বীপের দক্ষিণে প্রধান রাজাদের অতিথিবৃন্দের দিকে প্রবেশ করেছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে বা মাঝামাঝি বছরগুলিতে গ্রীক নাবিকরা কন্যাকুমারীর ওপারে বেরিয়েছিল। সিংহলকে ঘিরে বেড়িয়েছিল এবং বঙ্গোপসাগর জুড়ে বেশ কয়েকটি উন্মুক্ত সমুদ্রের পথ অনুসন্ধান করেছিল। আলেকজান্ডার নামে এক অগ্রগামী যথাযথভাবে মালায়ার ইস্টমাস জুড়ে কেটেছিলেন এবং ক্যানটিগারা পর্য্যন্ত অ্যানামেস উপকূলকে এড়িয়ে গেছেন। অবশেষে খ্রি: প্রথম শতকে গ্রীক বণিকের একজন প্রতিনিধি যিনি সম্রাট "আন-টুন"-এর জন্য নিজেদেরকে" রাষ্ট্রদূত "হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন কিন্তু সম্ভবত ব্যক্তিগত বণিক ছিলেন, লয়াং-এ সম্রাট হুয়ান-টিয়ের দরবার পরিদর্শন করেছিলেন এবং নিয়মিত বিদেশী বাণিজ্যের জন্য আলোচনার পথ উন্মুক্ত করেছিলেন।

কন্যাকুমারীর ওপারে গ্রীক নাবিকের যাত্রা সুদূর পূর্বের সাথে একটানা বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপনে সফল ছিল না। তবে ভারতীয় পরিবহনের পরিমাণ এত বেশি আকারে পৌঁছেছিল যে ডোমিশিয়ানের সময়ে ওলিয়াতে মালবার উপকূলের মরিচের জন্য বিশেষ গুদাম তৈরি হয়েছিল। আমদানির পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে তাদের দামগুলি নেরোনিয়ার যুগের কল্পিত স্তর থেকে হ্রাস পেয়েছে; এবং তাদের জন্য অর্থ প্রদানের পরিবর্তে রোমান কয়েন তৈরি হওয়ার পরিবর্তে পণ্যদ্রব্য হিসাবে রেন্ডার করা হয়েছিল। মশলা এবং আতর, ভারতের মূল্যবান পাথর এবং মসলিনের জন্য তামা ও টিন, ওয়াইন, গ্লাস এবং সস্তা পশমের বিনিময় হয়েছিল। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভূমধ্যসাগর থেকে মূল্যবান ধাতুগুলির নিষ্কাশন, যা বড় প্লিনিকে শঙ্কিত করেছিল, সময়মতো শেষ হয়েছিল।

পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে বা দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রীক অধিনায়করা জাঞ্জিবারের দক্ষিণে কেপ দেলগাদোর দিকে এগিয়ে গেলেন বা মহান হ্রদের দিকে অভ্যন্তরীণ প্রান্তকে আঘাত করেছিলেন, যা নীল নদের উত সম্পর্কে সত্য কিন্তু নিরক্ষর তথ্য ফিরিয়ে এনেছিল। তাদের আবিষ্কারগুলি ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের উপর কোনও প্রশংসনীয় প্রভাব ফেলেনি, সম্ভবত হস্তদন্তের রোমান সরবরাহ বাড়ানো ছাড়া। দুইজন রোমান আধিকারিক, সেপটিমিয়াস ফ্ল্যাকাস এবং আইলিয়াস ম্যাটারনস, সাহারা জুড়ে সুদানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার ফলে ফেজানের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধি হয়েছিল।

বিদেশী বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এখন তার দ্রুত গতি অর্জন করেছে, তবুও এটি রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে তাল মিলাতে পারেনি। এই পরিবহনগুলির মধ্যে রোম এখনও সিংহের ভাগ ধরে রেখেছে। রাজধানী শহরের নিছক মাত্রা, এবং আদালত এবং ক্রমবর্ধমান আধিকারিকদের উপস্থিতি ভূমধ্যসাগরীয় বাজারগুলির মধ্যে এর অব্যাহত

আধিপত্যকে নিশ্চিত করেছিল। এই সময়ের মধ্যে ইতালীয় শহরগুলির মধ্যে রোমের অগ্রগতি চিত্রিত হয়েছে ক্যাম্পানিয়ান শহর পুটোলি থেকে টাইবারের মুখের দিকে ট্র্যাফিকের বিবর্তনের মাধ্যমে, যখন ক্লডিয়াস এবং ট্রাজানের বন্দরের কাজগুলি ওস্টিয়াকে বিশাল সমুদ্রগামী জাহাজের জন্য নিরাপদ করে তুলেছিল। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ওস্তিয়ার জনসংখ্যা বেড়েছে 1000–000 এরও কম নয় এবং এর নির্দিষ্ট গুদামগুলির অবশেষ থেকেই বোঝা যায় যে আলেকজান্দ্রিয়ার পরে এটি কোনও ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরগুলির বৃহত্তম আয়তনের হাত পরিচালনা করেছিল। রোমান বাজারের আকর্ষণীয় শক্তি দূর-পূর্ব থেকে বিলাসবহুলের আগমন এবং স্পেন এবং ব্রিটেন থেকে নগরীর জলের পাইপের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সীসা পরিবহনের মাধ্যমেও পরিমাপ করা যেতে পারে। তবে রোম গল এবং রাইনল্যান্ডের মতো বাণিজ্যের এত দ্রুত প্রসারণ দাবি করতে পারেনি, যার ক্রমবর্ধমান শিল্পকর্ম তাদের বাণিজ্যের পরিমাণে একই প্রবৃদ্ধির কারণ হয়েছিল। রাইন এখন প্রথমবারের মতো প্রাকৃতিকভাবে ইউরোপীয় পরিবহনের অন্যতম বৃহৎ ধমনী হিসাবে কাজ করেছে এবং কোলোন ভূমধ্যসাগরীয় ভূমি এবং আটলান্টিক এবং বাল্টিক সমুদ্রের অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রধান সংযোগকারী লিওনের পাশে জায়গা করে নিয়েছিল।

আন্ত: প্রাদেশিক পরিবহনের বৃদ্ধি ইটালিয়ান ব্যবসায়ীদের ক্রিয়াকলাপে একইভাবে হ্রাসের সাথে ছিল। গ্রীক এবং সিরিয়ানরা ভূমধ্যসাগর বহনকারী রেলপথে বাণিজ্যটির যথেষ্ট পরিমাণে অংশ নিয়ে ভার্চুয়াল একচেটিয়াকরণে যুক্ত করেছিল। এশিয়াটিক বাণিজ্যের উদ্বোধন, যতক্ষণ না এটি চীনাদের সাথে বিশ্রাম নেয়, গ্রীক অভিযাত্রীদের কাজ ছিল। ইউরোপীয় মহাদেশে সিরিয়ার বণিকরা গল এবং ব্রিটেনকে ঘন ঘন ঘুরে বেড়াত এবং দূর পালমিরার যাত্রীরা ডাসিয়ায় তাদের বাসভবন গ্রহণ করেছিল। তবে পাশ্চাত্য ট্র্যাফিক বেশিরভাগ গ্যালিক ব্যবসায়ীদের অংশেই নেমেছিল, যারা ব্রিটেন এবং ইতালিতে একসাথে পরিচিত ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিল। এমনকি ট্রেডিং ক্যাপিটালের বিধান, যা পূর্বে ইটালিয়ানদের বিশেষ কাজ ছিল, এখন বেশ কয়েকটি প্রদেশের স্থানীয় ব্যাঙ্কারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

৩ (খ).৩: নগরায়ণ

রোমান অর্থনীতি ছিল একটি সম্পূর্ণরূপে নগরের অর্থনীতি। সুতরাং এটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে নগরায়নের প্রক্রিয়াটি পুরো রোমান যুগে খুবই স্বাভাবিক বিষয় ছিল।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় এবং দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোম শহরটি পশ্চিমের সমস্ত শহরকে তার আকারের দিক থেকে ছাড়িয়ে যায় এবং এন্টিওক এবং আলেকজান্দ্রিয়ার হেলেনীয় রাজধানীগুলির সাথে স্থান লাভ করে। এর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার এখন বড় টিনেন্ট ব্লকগুলিতে আবাসনের সন্ধানে ছিল, যেগুলি ফ্ল্যাটে বা একক গৃহে দেওয়া হয়েছিল। এই ধরণের সস্তা আবাসটি ল্যাথ-ওয়ার্কে প্রতিকূল ছিল। আরও সমৃদ্ধ পরিবারগুলির ব্যক্তিগত প্রাসাদগুলির জন্য পাথরের অভ্যন্তরীণ আবরণযুক্ত প্রাসাদের ব্যবহার ছিল। রোমের দ্বিতীয় শতাব্দীর টাউন হাউজের সাধারণ পরিকল্পনাটি পম্পেইতে সমকালীন অবশেষ থেকে পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে, যেখানে মূল ইতালীয় "অ্যাট্রিয়াম" গ্রাহকদের অভ্যর্থনার জন্য একটি বিশেষ ভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল এবং মূল বসার ঘরগুলি গ্রীক ধরণের অন্তর্সজ্জাযুক্ত এবং অভ্যন্তরীণ কোর্টে বিভক্ত ছিল। এগুলি "পেরি-স্টাইল' নামে পরিচিত। ধনী রোমানরা গরমের সময় সাধারণত নগর উপন্ত্রে সুসজ্জিত 'ভিলায়' বসবাসের রীতি গ্রহণ করেছিলেন। তবে এই ছুটির জায়গাগুলি এখনও সাধারণ খামার বাড়ির সরলতার বেশিরভাগ অংশ বজায় রাখে: লিটার্নামে স্কিপিও আফ্রিকানাসের বাসিন্দা তার বাহুল্যের অভাবের কারণে পরবর্তী প্রজন্মকে অবাক করে দেয়।

বিভিন্ন যুদ্ধ বিজয়ীর দ্বারা বেসরকারী তহবিলের সাহায্যে এবং সেন্সরদের দ্বারা সরকারী অর্থের সাহায্যে নির্মিত অসংখ্য জনস্বার্থের কাজগুলির ফলে শহরের চেহারাটি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। ইতালির রাজপথগুলির বিস্তৃত বিল্ডিংয়ের সাথে সাদৃশ্য রেখে রোমের রাস্তাগুলি আলবান পর্বত থেকে শক্ত লাভার পাথর দিয়ে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল এবং খ্রিস্টপূর্ব ১৭৯ সালে অ্যামিলিয়াস লেপিডাস একটি পাথরের সেতুর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, যেটি এখন পর্য্যন্ত সমস্ত বাহন বহনকারী পুরাতন ট্রিলস ব্রিজটির পরিপূরক ছিল। তবে রাস্তাগুলি প্রশস্ত করতে বা সোজা করার জন্য কিছুই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ভেলিয়া থেকে ফোরামে পুরানো ভায়া সেরা এখনও যানবাহন চলাচলের একমাত্র বাণিজ্যিক রাস্তা ছিল, এবং ফোরামটি এর সরু এবং অনিয়মিত অঞ্চলটি ৫০ শতকের পূর্বে ৫০ শতাব্দীর মধ্যে জনজীবনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বাড়ানো হয়নি। অন্যদিকে শহরের জলনিকাশী ব্যবস্থা ভালভাবে পরিচালিত হয়েছিল। ব্যাসিলিকা পোর্তিয়া নির্মাণের পাশাপাশি কাতো রোমের নিকাশী ব্যবস্থার মেরামতের মাধ্যমে তার সেন্সরশিপকে স্মরণ করে। খ্রিস্টপূর্ব ১৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রিটর কি। মার্সিয়াস রেক্স রোমের প্রথম উচ্চ স্তরের জলজ, অ্যাকোয়া মার্কিয়া নির্মাণের জন্য সরবরাহ করেছিলেন, যে শহরগুলি ৩০ মাইল দূরত্বে অ্যানিও উপত্যকার মাথা থেকে বিশুদ্ধতম জল সরবরাহ করেছিল। সাধারণভাবে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর সর্বসাধারণের কাজগুলি রোমানদের ঐতিহ্যবাহী কর্মক্ষমতা প্রতিবিম্বিত স্থাপত্যের পরিবর্তে দৃঢ় এবং উপযোগিতা ভিত্তিক মানসিকতা প্রতিফলিত করে।

রোমান সাম্রাজ্যের সামগ্রিক সম্পদ পূর্ববর্তী কোনও সময়ের চেয়ে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৃহত্তর ছিল না, তবে এই আমলে এটি আরও ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়েছিল। রোমানদের যে বৃহত্তম সম্পদ সঞ্চিত হয়েছিল সেগুলি রোমে আর রক্ষিত ছিল না - পাবলিক ফান্ডের মধ্যে থেকে প্রচুর লাভের সম্ভাবনা এখন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল - তবে এশিয়া মাইনারে, এবং আশ্চর্য্যজনকভাবে গ্রিস থেকে যথেষ্ট সম্পদ আহরণের সম্ভাবনা ছিল। ট্রাজানের দিনগুলিতে অপ্রামোস নামে একজন লিসিয়ান গ্র্যান্ডি তার ধন-সম্পদকে এক বিশাল আকারে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, এবং রাজপরিবারের সম্রাটের পূর্ব অভিযানগুলিকে অর্থায়নে সহায়তা করেছিলেন। অ্যান্টোনিয়াসের অধীনে হেরোডস অ্যাটিকাস নামে এক এথেনিয়ান মানুষ গ্রীক নগরগুলিতে তাঁর প্রচুর অনুদানের দ্বারা নিজেকে স্মরণীয় করে রেখেছিলেন। তবে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর চেয়ে দ্বিতীয় শতাব্দী আরও অনেক ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্বের সাক্ষ্য লাভ করেছিল।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে নগর জীবনের প্রবণতার চূড়ান্ত চিহ্ন চিহ্নিত করা হয় যা গ্রীক ও রোমান সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ছিল। এটির পূর্ববর্তী শতাব্দীর একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হ'ল সীমান্ত অঞ্চলে স্থায়ী শিবিরগুলির চারদিকে বেসামরিক বসতিগুলির উত্থান। এই কানাবাটি পূর্বে পেশোয়ার এবং কোয়েটার মতো সামরিক স্টেশনের সাথে সংযুক্ত 'বাজার' এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে, কারণ এগুলিতে মূলত স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বসতি ছিল। তবে তারা পেনশনপ্রাপ্ত সৈন্যদেরও আকৃষ্ট করেছিল যারা বিবাহ ও তাদের পূর্ববর্তী চাকরির জায়গার নিকটে একটি বাড়ি নির্মাণ করে বসতি স্থাপন করেছিল এবং একবার গঠিত হলে তারা প্রায়শই আশেপাশের শিবিরে সৈন্যদের অন্য কোয়ার্টারে স্থানান্তরিত করার পরে তাদের নগর চরিত্র বজায় রেখেছিল। দানিয়ুব অববাহিকায়, শহর গঠনের এই প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। রোমান সৈনিক শহরগুলির একটি শৃঙ্খলা তৈরি করতে সহায়তা করেছিল যা অবশেষে ট্রাজান বা হ্যাড্রিয়ান দ্বারা ফ্লাভিয়ান সম্রাটদের দ্বারা উপনিবেশ বা পৌরসভা হিসাবে গঠিত হয়েছিল। শিবিরের এই পণ্যগুলির মধ্যে আমরা বনাই, মোগুনটিয়াকাম, অ্যাকোয়া ম্যাটিয়া এবং রাইনের উপর আর্জিন্টোরেট এবং ড্যানুবের ভিন্ডোবোনা, অ্যাকুইঙ্কাম এবং সিঙ্গিদুনুম গণনা করতে পারি। তবে প্রধান শহর গঠনের মূল শর্তটি ছিল শিল্প ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং কৃষির একযোগে তীব্রতা যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে আরও একত্রে আরও ছোট ছোট বাজার শহরে ক্লাস্টার বা সংহত করতে সক্ষম করে।

৩ (খ).৪: উপসংহার

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে যদিও নগরায়ন রোমান ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল তবে রোমান ভূমির নগরায়ণ অভিন্ন হারে অগ্রসর হয়নি। এশিয়া মাইনর এবং বলকান দেশগুলিতে সমুদ্র তীরবর্তী এবং নদী অববাহিকা ব্যতীত জনসংখ্যা খুব কম ছিল। মধ্য গল এবং ব্রিটেনে এই অঞ্চলগুলির সাধারণ সমৃদ্ধির বিবেচনায় শহরগুলি কম বেশি কিন্তু প্রত্যাশার চেয়ে কম ছিল। অন্যদিকে রাইন ও দানিয়ুবের উপত্যকাগুলি নতুন শহরগুলির সাথে সংযুক্ত হয়ে ওঠে এবং ডাসিয়া অঞ্চলে শহরের উৎপত্তি প্রায় ছত্রাকের মত বৃদ্ধি লাভ করে। আফ্রিকার শহুরে কেন্দ্রগুলি যেখানেই স্টেপিকে ফসলের জমিতে বা বৃক্ষরোপণে রূপান্তরিত করতে পেরেছিল সেখানেই বসতি স্থাপন করেছিল। একইভাবে প্যালেস্তাইন এবং ট্রান্স জর্ডনিয়ার গমের বলয় মিশরের অসংখ্য জনপদ থেকে একত্রিত হয়ে শহর ও মহানগরী বা দেশের শহরগুলির ফসল বাড়িয়েছে, যেখানে শেষ পর্য্যন্ত বৃহত্তর চাষীরা তাদের জমিদারিগুলির মধ্যে বসবাসের ধর্মনিরপেক্ষ অভ্যাস ত্যাগ করে সাধারণত গ্রেকো-রোমান ধাঁচের বুর্জোয়া শ্রেণিতে পরিণত হয়। নুমিডিয়া, যা প্রথম শতাব্দীতে মাত্র বারো পৌরসভা গণনা করতে পারে, তৃতীয়টির শুরুতে ৩৭ টি পৌর সভা সেখানে গড়ে ওঠে। তিউনিসিয়ার সমভূমি এবং সিরিয়ার ওরন্তিস উপত্যকায় রোমান নগরগুলির অবশেষ প্রায় অবিরত পরিবর্তনের রূপ নেয়। উনিশ বা বিশ শতকের আগে পর্য্যন্ত রোমান সাম্রাজ্যের দেশগুলিতে শহুরে জীবন আর একইরকম গুরুত্ব অর্জন করতে পারেনি।

৩ (খ).৫: অনুশীলনী

১। রোমান অর্থনীতিতে ব্যবসা বাণিজ্যের ভূমিকা মূল্যায়ণ করুন।

২। রোমান বণিকদের ব্যবহৃত বিভিন্ন সমুদ্র বাণিজ্যের পথ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। রোমান অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে নাগরিক অর্থনীতি ছিল একথা বলা কতদূর যুক্তিযুক্ত?

৪। প্রাচীন রোমের নগরায়ণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

৩ (খ).৬: গ্রন্থপঞ্জি

1. A. H. McDonald– *Republican Rome*– New York– 1966.
2. Alan Bowman and Andrew Wilson (Eds.)– *The Roman Agricultural Economy*– Oxford– 2013..
3. H. Mattingly– *Roman Imperial Civilization*– London– 1957.
4. M. Cary and H. H. Scullard– *A History of Rome*– New York– 1975.

পর্যায় ২ : রোমান সমাজ

একক - ৪ ❒ প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান দ্বন্দ্ব

গঠন

৪.০ : উদ্দেশ্য

৪.১ : ভূমিকা

৪.২ : প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান দ্বন্দ্বের পটভূমি

৪.৩ : প্যাট্রিসিয়ান গোষ্ঠী

৪.৪ : প্লেবিয়ান গোষ্ঠী

৪.৫ : সংঘাতের ধারা

৪.৬ : প্লেবিয়ানদের দাবির প্রেক্ষিতে প্যাট্রিসিয়ানদের প্রতিক্রিয়া

৪.৭ : দ্বাদশ বিধি

৪.৮ : দ্বিতীয় বিচ্ছিন্নতা ও লাইসেন্সিনিয়ান আইন

৪.৯ : উপসংহার

৪.১০ : অনুশীলনী

৪.১১ : গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ উদ্দেশ্য

- এই একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা রোমের প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান নামক দুই আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাতের কারনগুলি অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।
- উক্ত এককের অপর উদ্দেশ্য হল রোমের আইনে দ্বাদশ বিধি গুরত্ব সম্পর্কে অবগত করা।
- শিক্ষার্থীরা প্লেবিয়ানদের দ্বারা সংঘটিত সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিনতি সম্পর্কে জানতে পারবে।

৪.১ ভূমিকা

রোমান আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামো দীর্ঘকাল থেকেই দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম গোষ্ঠী প্যাট্রিসিয়ান এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠী প্লেবিয়ান নামে পরিচিত ছিল। প্যাট্রিসিয়ান বলতে সাধারণত অভিজাত বা সামাজিক ও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধাভোগী শ্রেণীকে চিহ্নিত করা হয়। অন্যদিকে প্লেবিয়ান বলতে বোঝায় সাধারণ মানুষকে। প্রাচীন রোমের প্লেবিয়ান

গোষ্ঠীর মানুষ কিন্তু নাগরিক হিসাবেই গণ্য হতেন যদিও কিছু বিশেষ রাজনৈতিক অধিকার ভোগ থেকে তাঁরা ছিলেন বঞ্চিত। এই সামাজিক পার্থক্য সম্ভবত প্রাথমিকভাবে খ্রি: পূ: পঞ্চম এবং চতুর্থ শতাব্দীর সময় কিছু নির্দিষ্ট পরিবারগুলির সম্পদ এবং প্রভাবের ভিত্তিতে ছিল যারা নিজেদের গোড়ার দিকে প্রজাতন্ত্রের অধীনে প্যাট্রিসিয়ান বংশে সংগঠিত করেছিল। খ্রি: পূ: চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে প্লেবিয়ানরা তাঁদের পূর্ণ নাগরিক মর্য্যাদা লাভ করার উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। এই অধিকার আদায়ের সংগ্রামই প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান দ্বন্দ্ব নামে পরিচিত। এটি খ্রি: পূ: ৪৯৪ থেকে খ্রি: পূ: ২৮৭ অব্দ পর্যন্ত প্রায় স্থায়ী হয়েছিল।

সুতরাং সংক্ষেপে এটি বলা যেতে পারে যে এই অধিকারের সংগ্রাম মূলত রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য প্যাট্রিসিয়ানদের বিরুদ্ধে প্লেবিয়ানদের লড়াই। প্যাট্রিসিয়ানরা যদিও সকলেই অভিজাত শ্রেণিভুক্ত ছিল এবং সাধারণত প্লেবিয়ানদের নিম্নবর্গীয় মনে করা হলেও বাস্তবে প্লেবিয়ান গোষ্ঠী একমাত্রিক ছিল না — সেখানে শ্রমিক, কৃষক যেমন ছিল তেমনই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষও প্লেবিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত বলেই গণ্য হত। তাই এই রাজনৈতিক অধিকার লাভের লড়াই পরিণত হয়েছিল আত্মমর্যাদা লাভের লড়াইতে।

প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লেবিয়ানদের মধ্যে যে লড়াই দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল তা প্রায় ২০০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এটি প্লেবিয়ানদের দমন করার জন্য আইন তৈরী, প্লেবিয়ানদের রক্ষার জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক অবস্থান এবং প্যাট্রিসিয়ানদের সাথে প্লেবিয়ান শ্রেণীর ধনী সদস্যদের মধ্যে শেষ পয্যন্ত সমঝোতা স্থাপন করেছিল। ক্রমাগত একাধিক ঘটনার পর এই দ্বন্দ্বের সমাপ্তি হয় সমঝোতার মাধ্যমে। তবে দ্বন্দ্বের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটলেও এর রেশ থেকে যায় বহুকাল পর্য্যন্ত — এমনকী রোমের গৃহযুদ্ধে এর ভূমিকা ছিল যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ যা শেষ অবধী রোমে প্রজাতন্ত্রের অবসানের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

এই সংগ্রামের মূল প্রশ্ন ছিল অধিকারের সমতা। প্লেবিয়ানরা শত শত বছর জুড়ে প্রজাতন্ত্রের মধ্যে তাঁদের বর্তমান অবস্থা সংশোধনের জন্য একাধিক দাবি জানান। সিসিয়েন্স, আইন সংশোধন এবং রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্লেবিয়ানরা অবশেষে তাঁরা যে পরিবর্তনগুলি কল্পনা করেছিল তা দেখতে শুরু করেছিল ক্রমশ। এই দ্বন্দ্বই ছিল conflict of the Orders নামে পরিচিত।

৪.২: প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান দ্বন্দ্বের পটভূমি

প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান দ্বন্দ্বের বিস্তারিত বিবরণের আগে অনুসন্ধান করা দরকার যে এই দুটি গোষ্ঠীর উৎস এবং তাঁদের এই পারস্পরিক লড়াইয়ের কারণ কী? আমরা জানি যে প্যাট্রিসিয়ানদের সঙ্গে প্লেবিয়ানদের মূল পার্থক্য ছিল নাগরিক অধিকার এবং কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধার। নির্দিষ্ট কিছু প্রশাসনিক পদ প্যাট্রিসিয়ানদের জন্যই সংরক্ষিত ছিল। এমনকী সেনেটও ছিল প্যাট্রিসিয়ানদেরই দখলে। তা সত্ত্বেও বলা যায় যে প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের এই বৈষম্যের সূচনা এখানেই নয় — এর শিকড় আরও অনেক গভীরে নিহিত ছিল। লিভির ঐতিহ্য অনুসারে রোমুলাস নিজেই প্যাট্রিসিয়ানদের তৈরি করেছিলেন এবং তাদের নীচে স্থান দিয়েছিলেন প্লেবিয়ানদের। ফলে সামাজিক মর্য্যাদার প্রশ্নে তারা বরাবরই থেকে গিয়েছিলেন নীচে। এথেকে প্লেবিয়ানদের রোমান প্রজাতন্ত্রের সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য চাপ দেওয়ার পিছনের নিহিত কারণ এবং উদ্দেশ্যগুলি আরও স্পষ্ট হয়।

বর্ণগত পার্থক্যের মত ঐতিহ্যগত চিন্তা ভাবনাগুলি উভয়ের মধ্যে বিভাজনের কারণ শুধু ছিল না — তা ছিল উভয়ের মধ্য বিরোধের প্রধানতম কারণ। এখানে বিত্তেরও একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। সাধারণত প্যাট্রিসিয়ানরা ধনী

ছিলেন এবং দরিদ্র বা নিম্নবর্গীয় মানুষকে প্লেবিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত মনে করা হয়। কিন্তু ক্রমশ কয়েকটি প্লেবিয়ান পরিবার বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল।

প্যাট্রিসিয়ানরা কীভাবে এগুলি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল সে সম্পর্কে আমাদের বোঝার জন্য রোমুলাসের সময়ের দিকে ফিরে তাকানো প্রয়োজন। লাতিন শব্দ প্যাট্রেস এর অর্থ হল পিতৃপুরুষ। জিন রিচার্ডের মতে প্যাট্রিসিয়ানরা রোমের প্রতিষ্ঠাতা পিতৃপুরুষদেরই বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং রোমুলাস কর্তৃক এরা সেনেটের মূল সদস্যপদ লাভ করে ছিলেন। দ্বিতীয়ত এই শব্দটি কেবল ব্যক্তিদের কাছে নয় বরং প্যাট্রিসিয়ান পরিবারকে বোঝায় যা এটিকে বংশের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে। এই কারণেই প্যাট্রিসিয়ান পরিবারগুলি রোমান সমাজের মধ্যে তাদের অবস্থান ও প্রতিপত্তি সুরক্ষিত করার জন্য আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করেছিল। খ্রি: পূ: পঞ্চম শতাব্দীতে প্যাট্রিসিয়ানরা তাদের শক্তি কেন্দ্রীকরণ এবং নিয়ন্ত্রণের প্রয়াসে প্লেবিয়ানদের ক্ষমতা আরও খর্ব করেছিল।

প্লেবিয়ানদের উৎস নির্ধারণ করা আরও জটিল। সাধারণভাবে যদিও মনে করা হয় যে তারা হলেন প্লেবসের আদি বাসিন্দা। যদিও এটি সর্বৈব সত্য একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় না। আসলে এই শ্রেণীর গঠন ছিল বহুমাত্রিক। আর্ণাল্ডো মোমিগ্লিয়ানো এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন। তিনি লিভিকে অনুসরণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে পপুলিয়াস প্লাবসেক শব্দটি যা থেকে প্লেবিয়ান শব্দের উৎপত্তি তার অর্থ প্লেবসের সাধারণ জনগণ নয় — বরং অস্ত্রধারী মানুষ। এথেকে অনুমান করা যায় যে রোমানদের অধীনে পদাতিক সৈন্যবাহিনী থেকেই প্লেবিয়ানদের উৎপত্তি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অ-প্যাট্রিসিয়ান সমস্ত নাগরিকই প্লেবিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ায় এই শ্রেণি একজটিল বহুমাত্রিক চরিত্র লাভ করে।

এইভাবে রোমান সভ্যতার আদিকাল থেকেই প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পদ এবং ক্ষমতার প্রশ্নে গভীর পার্থক্য ছিল বর্তমান। প্লেবিয়ানরা বৈষম্যের অবসানের দাবিতে সোচ্চার হলেও প্রাথমিকভাবে প্যাট্রিসিয়ানরা তাদের ক্ষমতাদানে আগ্রহী ছিলেন না। বলা বাহুল্য যে এই অনাগ্রহই এই সংঘাতের পথ প্রশস্ত করেছিল।

৪.৩: প্যাট্রিসিয়ান গোষ্ঠী

প্যাট্রিসিয়ান শব্দটি দ্বারা মূলত প্রাচীন রোমের শাসক ও অভিজাত শ্রেণীকে বোঝানো হয়। রোমের আদিপুরুষ রোমুলাস এই শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিলেন বলে রোমান ঐতিহ্য দাবি করে। এই ঐতিহ্য অনুসারে প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণী ছিল রোমের ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠাতা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই তৈরি করেছিল রোমের মূল শাসক গোষ্ঠী বিশেষত সেনেটর শ্রেণী। এরা ছিলেন একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে নির্বাচিত সদস্য। এই শাসনতান্ত্রিক সংরক্ষণের ফলে উদ্ভূত ক্ষমতার দম্ভই প্লেবিয়ানদের প্যাট্রিসিয়ানদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।

নিজেদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও একচেটিয়াকরণের উদ্দেশ্যে প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণী নিজেদের গোষ্ঠীকে একটি বদ্ধ গোষ্ঠীতে পরিণত করেছিল। তারা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছিল যে রোমের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে দৃঢ়ভাবে কুক্ষিগত থাকে। রিচার্ড মিচেল উল্লেখ করেছেন যে প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লেবিয়ান উভয়েই ঐক্যবদ্ধ ভাবে পূর্ববর্তী স্বৈরাচারী এক্রুস্কান শাসনের অবসান ঘটিয়ে রোমান প্রজাতন্ত্রের সূচনা করেছিল। কিন্তু এর অব্যবহিত পর থেকেই বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের মধ্যে বিরোধ ক্রমশ বাড়তে থাকে। ক্ষমতা নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে কুক্ষিগত করে রাখার উদ্দেশ্যে ম্যাজিস্ট্রেট পদ, বিচার বিভাগীয় পদসমূহ এবং প্রিস্টুড পদে প্লেবিয়ানদের অধিষ্ঠান নিষিদ্ধ করে প্যাট্রিসিয়ানরা। সেনেটের সদস্যপদও ছিল প্যাট্রিসিয়ানদের জন্যই

সংরক্ষিত। এই বৈষম্যের ক্ষেত্রে বিত্তের তুলনায় অভিজাত বংশমর্য্যাদাই অধিক গুরুত্ব লাভ করেছিল। তবে একথাও উল্লেখ্য যে রেক্স এবং সামরিক ট্রিবিউনগুলি কিন্তু প্লেবিয়ানদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তা সত্ত্বেও সামগ্রিক বিচারে একথা বলা যায় যে স্বৈরাচারী শাসনের অবসানের পর রোম পরিণত হয়েছিল একটি অভিজাততন্ত্রে — গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত হয় নি সেখানে।

রাজনৈতিক বৈষম্য শুধু ছিল না — সামাজিক বৈষম্যও রোমান প্রজাতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে প্লেবিয়ান এবং প্যাট্রিসিয়ানদের মধ্যে আন্তর্বিবাহ বৈধ ছিল না। কোনও প্যাট্রিসিয়ান খুব সহজেই প্লেবিয়ানদের বাস্তুচ্যুত করতে পারত, কিন্তু এর বিপরীতক্রম সম্ভব ছিল না কখনও। ঋণ সংক্রান্ত আইনেও গুরুত্বপূর্ণ বৈষম্য চোখে পড়ে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতা কুক্ষিগত করাই ছিল প্যাট্রিসিয়ানদের উদ্দেশ্য। এই বিষয়গুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের প্রশ্নে সংঘাতের ক্ষেত্রে প্লেবিয়ানদের অন্যতম প্রধান দাবির ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল।

৪.৪: প্লেবিয়ান গোষ্ঠী

প্লেবিয়ান কারা এবং রোমান সমাজে তাদের ঠিক অবস্থান কোথায় তা নির্ধারণ করা কোনও সহজ কাজ নয় এবং এটি দীর্ঘকাল ঐতিহাসিকদের সমস্যার সম্মুখীন করেছে। বেশ কয়েকটি বিষয়ে প্রথমে নির্ধারণ করা যেতে পারে। প্লেবিয়ান গোষ্ঠী সদস্য সংখ্যার দিক থেকে অত্যন্ত বৃহৎ ছিল। এর মধ্যে যেমন বিত্তশালী বা কিছু সমৃদ্ধ মানুষ ছিল তেমনই একইভাবে যারা শহরের মধ্যে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে সেই সব বিভিন্ন ধরণের লোকের সমন্বয়ে গঠিত। তাদের বেশিরভাগ একেবারে দরিদ্র ছিল না। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলাকালীন প্লেবিয়ানরা তাদের নিজস্ব নেতৃত্ব প্রদান করতে সক্ষম হয়েছিল। যা থেকে বোঝা যায় যে কিছু সুশিক্ষিত এবং বিত্তশালী মানুষ এই গোষ্ঠীরই সদস্য ছিলেন। তবে এটি সম্ভব হয়েছিল প্লেবিয়ানদের এই ধনী সদস্যরা পরে তাদের সাথে অন্যান্য আরও কিছু মিশ্র স্তরের মানুষকে এই সংগ্রামে লিপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বিশেষত সেইসব প্যাট্রিসিয়ানদের ক্লায়েন্ট গোষ্ঠী, যারা মানসিকভাবে প্যাট্রিসিয়ানদের একচেটিয়া ক্ষমতার বিরোধী ছিলেন।

রোমান সমাজের মধ্যে প্লেবিয়ানদের অবস্থান সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় ব্যাখ্যা অ্যাড্রিয়ানো মোমিগ্লিয়ানো উপস্থাপন করেছেন। তিনি দাবি করেন যে ঐতিহ্যবাহী লেখা পরীক্ষা করে এবং ঐতিহ্যবাহী ঘটনাগুলিকে দেখে আমরা অনুমান করতে পারি যে প্লেবিয়ানরা গড় পপুলাসের সদস্য ছিল না। মোমিগ্লিয়ানো আরও দাবি করেছেন যে এরা সেনাবাহিনীতে নিয়মিত চাকরি করে নি। বরং তার বদলে কারিগর, শ্রমিক, বণিক এইসব পেশার সঙ্গে মূলত তারা যুক্ত ছিল যা যোগ্যতার তুলনায় যথেষ্টই কম বলা যায়। তাই এরা সাধারণত দরিদ্র তথা নিম্নবর্গীয় বলেই প্রতিপন্ন হত। এর পাশাপাশি আরও একটি কারণ মোমিগ্লিয়ানো দাবি করেন বলে আমরা অনুমান করতে পারি, তা হল প্লেবিয়ানরা শুধুমাত্র গড়পড়তা মানুষ ছিল না। সেখানে ট্রিবিউন এবং কমিশিয়া এমনভাবে গঠন করা হয়েছিল যার দ্বারা বোঝা যায় যে তারা মূল বিদ্যমান ট্রিবিউন বা কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়েটা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এ প্রসঙ্গে তিনি যে যুক্তিটি তুলে ধরেছেন তা হল এরা যদি এইসব সংগঠনের অংশ হতেন তাহলে তাদের দাবির পক্ষে এই সংগঠনগুলিকেই ব্যবহার করতে পারত। আলাদা করে সংঘাতের পথে তাদের যেতে হত না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রোমান প্রজাতন্ত্র পরিচালনার জন্য যে আর্থিক ব্যয়ভার প্রয়োজন ছিল তার বহনকারী বৃহত্তম শক্তি ছিল এই প্লেবিয়ান জনগণ। কৃষি এবং বাণিজ্যই ছিল এই ব্যয়ভারের মূল যোগান ক্ষেত্র।

৪.৫: সংঘাতের ধারা

খ্রি: পূ: ৫ম শতাব্দীর সূচনাতে রোম বেশ কয়েকটি গুরুতর আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়েছিল। নতুন গড়ে ওঠা এই প্রজাতন্ত্রটি এত্রুস্কানদের নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। এর পাশাপাশি দুর্ভিক্ষ এবং বিদেশী শক্তির সঙ্গে যুদ্ধের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সদ্যজাত এই প্রজাতন্ত্রের মধ্যে প্যাট্রিসিয়ানরা শক্তিশালী স্থানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তাদের পরিবারকে সুরক্ষিত করার প্রতিযোগিতায় সদাব্যস্ত ছিলেন। রোমের অধিকাংশ নাগরিকই এই সমস্যাটি সম্পর্কে অনুধাবণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তারা এ বিষয়ে খুব ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন। এই পরিস্থিতির বর্ণনা লিভির রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। প্লেবিয়ানদের কঠিন সময় কেবল রাষ্ট্রের ঝামেলার বোঝাই তাদের উপর ছিল না এর পাশাপাশি প্যাট্রিসিয়ান শাসকরা তাদের উপর অতিরিক্ত বোঝাও চাপিয়া দিয়েছিল যা সম্পর্কেও তার যথেষ্ট অবহিত ছিল। এই কার্য্য দ্বারা তাদের শাসনের ভরকেন্দ্র থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল অন্যায় শাসন এবং জারি করা বিভিন্ন বিধি নিষেধের বুকে। এই সব কিছুই সুকৌশলে প্যাট্রিসিয়ান অভিজাতদের দ্বারা তাদের উপর প্রযুক্ত হয়েছিল। রোমের যুদ্ধগুলি প্লেবিয়ানদের প্রায় নিঃস্ব করে দিয়েছিল কারণ যুদ্ধের জন্য তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। এমনকী তাদের খামারগুলিও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে প্যাট্রিসিয়ানরা কেবলমাত্র রোম শহরের মধ্যে নিজেরা সুরক্ষিত জীবন যাপনে সক্ষম হয়েছিল। এখানে দারিদ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল। এর ফল স্বরূপ দরিদ্র প্লেবিয়ানরা জটিল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল।

অর্থনৈতিক সংস্কারের দাবির একটি প্রধান কারণ ছিল ঋণের বৈধ আইন যেগুলি তখনকার সময়ে প্রচলিত ছিল। দীর্ঘকালীন যুদ্ধ ও উদ্ভূত পরিস্থিতির স্বাভাবিক ফলস্বরূপ প্লেবিয়ানদের বিশাল অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এর ফলে প্লেবিয়ানরা বাধ্য হয়ে অর্থ ঋণ নিয়েছিল যা প্যাট্রিসিয়ানদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে বিশেষ সহযোগিতা করেছিল। ফলত প্যাট্রিসিয়ানরা নিজেদের কর্তৃত্ব আরও দৃঢ় করতে পেরেছিল এবং প্লেবিয়ানদের এই ঋণের আইনী জটাজালে সম্পূর্ণ আবদ্ধ করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এর ফলে বহু প্লেবিয়ান ঋণখেলাপী শ্রেণীতে পরিণত হয়, যা ছিল রোমান সমাজে চূড়ান্তভাবে তাদের প্রতি তাচ্ছিল্যের একটি অন্যতম কারণ। দারিদ্র্য এবং সামাজিক তাচ্ছিল্যে ভারাক্রান্ত হয়ে প্লেবিয়ানরা দাসত্ব গ্রহণের জন্য বাধ্য হয়েছিল। তাদের এখন আইনগত ভাবে শৃঙ্খলিত হওয়ার এবং প্যাট্রিসিয়ানদের দাস হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল যার দ্বারা প্লেবিয়ানদের নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে প্যাট্রিসিয়ানরা নিজেদের ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য এই ব্যবস্থাটিকে হাতিয়ারস্বরূপ কাজে লাগিয়েছিল।

প্লেবিয়ানদের একত্রিত ভাবে প্রতিবাদ করার আরেকটি ক্ষেত্র হল রোমের অভ্যন্তরের সরকারী জমি বন্টনের ক্ষেত্রে অসমতা। রোম তার সাম্রাজ্যিক বিস্তারের সাথে সাথে আরও বেশি জমি হস্তগত করতে সক্ষম হয়েছিল। প্যাট্রিসিয়ানরা তাদের নিজস্ব সুবিধার্থে এই জমিগুলিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল। এই জমিগুলি বন্টনের ক্ষেত্রে রোমের অভ্যন্তরে যে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় তা প্লেবিয়ানদের ক্ষুব্ধ করেছিল। তাদের দাবি ছিল উদ্ভুত দারিদ্রের মোকাবিলা করার জন্য এই জমিগুলির সুষম বন্টন প্রয়োজন। তার পরিবর্তে প্যাট্রিসিয়ানরা তাদের নিজেদের সম্পদ বাড়াবার জন্য স্বল্পহারে জমিগুলি নিজস্ব শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে বন্টনের অনুমতি দিয়েছিল। প্যাট্রিসিয়ানরা আসলে অধিগৃহীত সরকারী সম্পদকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ বলে মনে করেছিলেন।

রোমান সমাজের আইন ও বিচারের দিকটিও যথেষ্ট কঠোরতার আহ্বান জানিয়েছিল। প্যাট্রিসিয়ান বা অভিজাতদের হাতে আইনী পরিবর্তন প্রক্রিয়াটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল বলে যে আইন পাশ হয়েছিল সেই আইনে তারা নিজেদের গোষ্ঠীর

প্রতি আইনকে সংবেদনশীল রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এক্ষেত্রে প্লেবিয়ানদের কোনও আইনী প্রতিনিধিত্ব না থাকায় এই কাজ আরও সহজ সাধ্য হয়েছিল। এই সব আইনগুলিকে প্যাট্রিসিয়ানরা নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিল। এর ফল স্বরূপ প্লেবিয়ানরা এটি বুঝতে পেরেছিল যে তাদের বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে হলে সর্বাগ্রে আইনের পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন এবং এমন আইন তৈরি করতে হবে যা তাদের অধিকারকে সুরক্ষিত করবে।

৪.৬: প্লেবিয়ানদের দাবির প্রেক্ষিতে প্যাট্রিসিয়ানদের প্রতিক্রিয়া

প্লেবিয়ানরা নিজেদের দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে প্যাট্রিসিয়ান প্রশাসকদের চাপিয়ে দেওয়া অন্যায্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যগুলির বিরুদ্ধে একত্রিত হয়। এই উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয় একাধিক সেশন যেগুলি প্যাট্রিসিয়ানদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তৈরি হয়েছিল। অতি কঠোর ও অন্যায্য ঋণ আইনের বিরোধিতা করে এই প্লেবিয়ানরা রোমান সমাজ ত্যাগ করে নিষ্ক্রমণের হুমকি প্রদান করে। এমনকী তারা ৪৯৪ খ্রি: পূ: রোমান সেনাবাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করতেও অস্বীকার করে। এইরূপ পরিস্থিতিতে তারা আনিও'র অপর পারে একটি পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল যাকে তারা Sacred Mount বা পবিত্র পর্বত বলে চিহ্নিত করে। এখানেই নিজেদের বহুমাত্রিক চরিত্র সত্ত্বেও বৈষম্যের বিরোধিতায় তারা গোষ্ঠী হিসেবে প্রথম ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তারা একত্রিত হয়ে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিজেদের মধ্যে থেকে নেতাদের নির্বাচন করেছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে রোমের কাছে হুমকিসহ দাবি সনদ প্রেরণ করে নিজেদের বিষয়গুলি দ্রুত সুরাহার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। তারা রোমের কাছে এটাও জানিয়েছিল যে দাবি পূরণ না হলে তারা নিজেদেরকে রোমান প্রজাতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে। তাদের প্রাথমিক উদ্বেগের জায়গা ছিল ঋণ বন্ধন এবং আর্থিক সংকট যা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর কারণে তাদের জর্জরিত করেছিল। প্যাট্রিসিয়ানরা ভালোই উপলব্ধি করেছিলেন যে প্লেবিয়ানরা রোম ত্যাগ করলে তার পরিণাম সুখদায়ক হবে না। এর ফলে রোম কেবল মাত্র ভালো সংখ্যক সুদক্ষ যোদ্ধাই হারাবে না, তার পাশাপাশি দক্ষ শ্রমিক এবং কৃষকও হারাবে যাদের শ্রমের উপর ভিত্তি করেই রোমান সভ্যতা গতিশীলতা লাভ করেছিল। প্লেবিয়ানদের বাদ দিলে রোমের অস্তিত্বের সংকট দেখা দিত। ফলে প্যাট্রিসিয়ানরা বাধ্য হয় সমঝোতায় আসতে। তারা প্লেবিয়ানদের সঙ্গে সেসন বৈঠকে সম্মত হয়। প্রথম সেসন বৈঠকের ফলাফল ছিল যথেষ্ট ইতিবাচক। প্যাট্রিসিয়ানরা প্লেবিয়ানদের ঋণ সংক্রান্ত দাবি স্বীকার করে নেয় এবং দারিদ্র্যের কারণে বিক্রীত অথবা ঋণ খেলাপের কারণে দাসত্ব বরণের আইন বিলোপ করে। ঋণ খেলাপি দাসদের মুক্তি দানের কথাও স্বীকৃত হয়।

প্রথম সেসনের বৃহত্তম প্রাপ্তিগুলির মধ্যে একটি হল ট্রিবিউনি প্লেবিস বা প্লেবসের ট্রিবিউন প্রতিষ্ঠা। প্লেবিয়ানরা প্রথমবারের জন্য তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নেতা নির্বাচন করার সুযোগ লাভ করেন। তাদের দায়িত্ব ছিল প্যাট্রিসিয়ান ম্যাজিস্ট্রেটের সদস্য হওয়া এবং প্যাট্রিসিয়ানদের দ্বারা ভবিষ্যতে যে কোনও লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্লেবিয়ানদের অধিকার রক্ষা করা। এই কাজের জন্য ট্রিবিউনগুলির খুব শক্তিশালী ক্ষমতা ছিল। তারা ভেটো দানের ক্ষমতার অধিকারী ছিল। রোমান প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের প্রতি অন্যায় বলে বিবেচিত এমন কোনও পদক্ষেপ বন্ধ করার ক্ষমতা ট্রিবিউনদের ছিল। তারা প্লেবিয়ানদের মধ্য থেকে নির্বাচিত দুইজন এডাইলদের সহযোগিতা লাভ করেছিল।

সাফল্যের আরেকটি ক্ষেত্র ছিল প্লেবিয়ান অ্যাসেম্বলি প্রতিষ্ঠা। কন্সিলিয়াম প্লেবিস একটি স্থায়ী সংসদ ছিল, যার অধিবেশন আহূত হত ট্রিবিউনি প্লেবিস কর্তৃক। ট্রিবিউনকে জনগণের দাবি এবং উদ্বেগ শোনার অবাধ অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। কোনও রূপ কার্যে বাধা দেওয়া বা বন্ধ হওয়া ভয় না থাকার কারণে ট্রিবিউনগুলি প্লেবিয়ানদের সাথে কথা বলার এবং

আলোচনা করার অনুমতি প্রদান করেছিল। প্লেবিয়ান সংসদের অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদান করা হয় ট্রিবিউনদের।

প্লেবিয়ানরা অধিগৃহীত জমি ব্যবহার করা নিয়ে যে লড়াই চালিয়েছিল সেখানেও আংশিক সাফল্য দেখা দিয়েছিল। রাষ্ট্রনায়ক স্পুরিয়াস ক্যাসিয়াস জনগনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি একজন দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদও ছিলেন। তিনি প্রথম প্রকাশ্যে জমির অপব্যবহারকে রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ক্যাসিয়াস শাসককে কনসাল সম্বোধন করার রীতি প্রচলন করেছিলেন। রোমের প্রতিবেশী ল্যাটিন নগরগুলির সঙ্গে ইতিমধ্যে শান্তি স্থাপিত হওয়ায় তিনি রোমের আভ্যন্তরীন জমি সংক্রান্ত বিষয়ে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। খ্রি: পূ: ৪৮ অব্দে ক্যাসিয়াস রোমান অভিজাতদের আয়ত্ত্বের মধ্যেই ষষ্ঠ খ্রি: পূ: সরকারী জমির বিস্তারের সমস্যা সংশোধন করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনিই প্রথম কৃষি আইনের প্রস্তাবনা উত্থাপন করেছিলেন। এই আইনটি প্যাট্রিসিয়ানদের জমি কেড়ে নেওয়ার পরিবর্তে যে সরকারী জমি চুরি হয়েছিল সেই সব জমি জনগণকে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়াকে সুনিশ্চিত করেছিল। পূর্বাভাস যোগ্য পদ্ধতিতে প্যাট্রিসিয়ানরা এই বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেছিল এবং যখন এটি উপস্থাপিত হতে যাচ্ছিল তখন তারা এটিকে পাস না করার তীব্র প্রচেষ্টা চালিয়েও শেষ অবধি ব্যর্থ হয়েছিল। কনসাল হিসেবে ক্যাসিয়াসের মেয়াদ শেষ হলে তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী বিবেচনা করে তার বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া চলেছিল। শেষ পর্য্যন্ত তাকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে অভিযুক্ত করে তার শিরোশ্ছেদ করা হয়েছিল। তবে সাধারণ রোমান নাগরিকরা তাকে একজন নায়ক হিসেবে তাকে বিবেচনা করত। তিনি প্লেবিয়ানদের আন্দোলন পরিচালনার জন্য বিশেষ অনুপ্রেরণা দান করেছিলেন।

এরপরও প্লেবিয়ানদের এই আন্দোলন জারি ছিল। সাময়িক কিছু সীমিত অধিকার অর্জন করা সত্ত্বেও সামগ্রিক ভাবে প্লেবিয়ানরা তখনও পর্য্যন্ত রোমান প্রজাতন্ত্রের মধ্যে তাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল খুব স্বাভাবিক ভাবেই। ৪৭১ খ্রি: পূ: নাগাদ প্লেবিয়ানরা তাদের প্যাট্রিসিয়ান পৃষ্ঠপোষকদের উপরই নির্ভরতার মাধ্যমে নিজেদের মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। এই সময় ট্রিবিউন ভোলেরো পাবলিলিয়াসে একটি আইন পাশ হয় যাতে স্থির হয় যে প্লেবিয়ানদের উপজাতির দ্বারা সংগঠিত করা হবে। এই আইনে প্লেবিয়ান অ্যাসেম্বলি প্লেবিয়ান ট্রাইবাল অ্যাসেম্বলিতে পরিণত হয়। এই বছরেই প্লেবিয়ান রাজ্যগুলি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশের সম্মানও লাভ করে।

প্লেবিয়ানরা আইনের অধীনে সমতার জন্য চাপ প্রদান অব্যাহত রেখেছিল এবং খ্রি: পূ: ৪৬২ অব্দে ট্রিবিউন গিয়াস তেরেন্টিলিয়াস হারসা প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে এমন একটি কমিশন নিয়োগ করা উচিত যা আইনের প্রয়োগ এবং কার্য্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করবে ও সেটি রোমের পুরো জনগনের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। এই জাতীয় ঘটনা ঘটতে বাধা দেওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব প্যাট্রিসিয়ানরা তাদের কাছে কম ছাড় দিয়ে প্লেবিয়ানদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে প্রায় দশ বছর ধরে প্লেবিয়ানরা তাদের আইনের আওতায় সাম্যের জন্য লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন। প্লেবিয়ানরা দাবিতে অনড় থাকলেও প্যাট্রিসিয়ানরা সমঝোতায় খুব একটা আগ্রহী না হওয়ায় এই লড়াই দীর্ঘ হয়।

৪.৭: দ্বাদশ বিধি

শেষ পর্য্যন্ত প্লেবিয়ানদের ক্রমাগত আন্দোলনের ফলে প্যাট্রিসিয়ানরা আইন ব্যবস্থার পর্য্যালোচনা করতে এবং রোমান জনগনকে শাসন করার জন্য একটি নতুন বিধি সংকলন প্রণয়নের জন্য ডিসেম্ভিরি বা দশ সদস্যের কমিটি গঠন করতে

সম্মত হন। এই কমিটির সদস্য হন পদাধিকারবলে প্যাট্রিসিয়ান কনসাল, কোয়েষ্টার, আবেদিক ট্রিবিউন, এডাইল প্রমুখ ব্যক্তিরা। ৪৫০ খ্রি: পূ: এই ডিসেম্ভিরি একটি আইনের সংকলন প্রণয়ন করে যা পুরো রোমানদের আইনবিধি হিসেবে গৃহীত হয়। প্রাথমিকভাবে এই কমিটি দশটি বিধি সংকলন করে। পরে দ্বিতীয় ডিসেম্ভিরি আরও দুটি বিধি এর সঙ্গে সংযুক্ত করে। এই আইনগুলি যে খুব অভিনব ছিল তা বলা যায় না। বস্তুত প্রচলিত অলিখিত আইনগুলির একটি বিধিবদ্ধকরণ হয়েছিল এই দুই ডিসেম্ভিরির হাত ধরে।

৪.৮: দ্বিতীয় বিচ্ছিন্নতা ও লাইসেন্সিনিয়ান আইন

দ্বাদশ বিধিতে প্লেবিয়ানদের প্রাপ্তি খুব একটা উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। এই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় ডিসেম্ভিরি তার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও পদত্যাগে অসম্মত হলে প্লেবিয়ানদের সঙ্গে বিরোধ দেখা যায়। এই অনাচারের প্রতিক্রিয়ায় তারা আবার বিচ্ছিন্নতা ও স্বেচ্ছা নির্বাসনের পথে প্রত্যাবর্তন করে। এই বিচ্ছিন্নতা দ্বিতীয় বিচ্ছিন্নতার পর্ব নামে পরিচিত। এই ঘটনা রোমে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ডিসেম্ভিরি পদত্যাগে বাধ্য হয়। এরপর কনসাল হিসেবে নির্বাচিত হন ভ্যালিরিয়াস এবং হোরেটিয়াস, যারা প্লেবিয়ানদের বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করে ছিলেন।

৪৪৮ খ্রি: পূ: নাগাদ ভ্যালিরিয়াস এবং হোরেটিয়াস ভ্যালেরিও-হোরেন্টাইন আইন কার্য্যকর করেছিলেন। এই আইন প্লেবিয়ানদের অবস্থানকে পুনরায় নিশ্চিত ও সুরক্ষিত করে। তারা প্লেবিয়ান অ্যাসেম্বলি এবং প্লেবিয়ান ট্রিবিউনদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে প্লেবিয়ানদের অধিকার ও ক্ষমতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া খ্রি: পূ: ৪৪৫ অব্দে প্লেবিয়ান ও প্যাট্রিসিয়ানদের মধ্যে আন্তঃ বিবাহের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার অবসান ঘটে।

প্লেবিয়ানদের জন্য অবশেষে তাদের কাঙ্ক্ষিত অধিকার ও ক্ষমতা তথা সাম্যের বিষয়টি নিশ্চিত হতে শুরু করেছিল। খ্রি: পূ: তৃতীয় অব্দে দুইজন ট্রিবিউন লাইসিনিয়াস স্টোলো এবং সেক্সটিয়াসের উদ্যোগে অধিগৃহীত সরকারী জমির উপর প্লেবিয়ানদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা শুরু হয়। এরা উভয়েই প্লেবিয়ানদের পক্ষে এই সংস্কারের আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং রোমের অভ্যন্তরে সামগ্রিক সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তাও তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। নিম্নবিত্তদের মধ্যে ক্রমাগত সংকটের ধারাবাহিকতা দেখিয়েছিল যে কেবল দাতব্য কাজ করে বা জনসাধারণকে উত্তেজিত করে দারিদ্র্য বিলোপের চেষ্টা করা ছিল অকার্য্যকরী। দুই ট্রিবিউন লাইসিনিয়াস স্টোলো এবং সেক্সটিয়াসের নেতৃত্বে আরও একটি সংস্কারের পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল। এই ব্যক্তিরা ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ এবং উদার মনের রাষ্ট্রনায়ক। তারা ত্রাণ বা সরকারী দয়ার পরিবর্তে প্রকৃত সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। আর সেই কারণেই তারা সরকারী অধিগৃহীত জমিকে সকল রোমান নাগরিকের জন্য সাম্যের ভিত্তিতে উন্মুক্ত করেছিলেন। এক্ষেত্রে জমির সর্বাধিক পরিমাণ নির্দিষ্ট হয় ব্যক্তি বা পরিবার পিছু তিনশ' একর। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট জমিতে নিয়োজিত দাসের সর্বাধিক সংখ্যাও নির্দিষ্ট করা হয়।

এই সংস্কার প্লেবিয়ানদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তারা উপলব্ধি করে যে শান্তিপূর্ণ পথে তাদের মূল দাবিগুলির অধিকাংশই তারা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। প্যাট্রিসিয়ানদের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই উভয় শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্থক্য হ্রাস পায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উভয় গোষ্ঠীর জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত হয়ে যায়।

প্লেবিয়ানদের এই সংগ্রামটির চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে কুইন্টাস হর্টেন্সিয়াস এর শাসনাধীনে। তিনি ছিলেন প্লেবিয়ান বংশোদ্ভূত। স্বাভাবিকভাবেই প্লেবিয়ানদের শক্তি ও রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থানকে চূড়ান্ত পর্য্যায়ে উন্নীত

করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তার অধীনে হর্টেসিয়ান আইন প্রণীত হয় যা প্লিবিয়ান কাউন্সিলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং প্লেবিয়ান কর্মকর্তা ও সমাবেশগুলির উপর প্যাট্রিসিয়ানদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটান। এই আইন প্যাট্রিসিয়ানদের বিরুদ্ধে প্লেবিয়ানদের এই দীর্ঘ সংগ্রামের চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটায় সাফল্যের সঙ্গে। তা সত্ত্বেও বলতে হয় যে এই আইন বা এই সংগ্রাম কিন্তু রোমে সার্বিক গণতন্ত্র স্থাপন করতে পারেনি — পারে নি সাম্য আনতে। প্রতিটি মানুষকে সমানভাবে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ রোমে কখনওই প্রদত্ত হয় নি। এই সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে বলা যায় যে তা প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লেবিয়ান নির্বিশেষে ধনী অভিজাতদের পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল।

৪.৯: উপসংহার

প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের মধ্যেকার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা যা আপাতভাবে সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হলেও এর অনিশ্চয়তা এবং বিভ্রান্তির ক্ষেত্রগুলি দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিস্তার করেছিল রোমান বিশ্বে। এটি দেখিয়েছিল যে রাষ্ট্রের মানুষ তাদের দীর্ঘ বঞ্চনা ও অসাম্যের প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধভাবে ঐশ্বর্য্যশালী ও অধিকতর ক্ষমতাশালী প্যাট্রিসিয়ানদের কাছ থেকে দাবি আদায়ে সক্ষম। এই দুই গোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্পর্কে যে লোককথা প্রচলিত তা থেকে অনুমান করা যায় যে প্যাট্রিসিয়ানরা প্রথম থেকেই ক্ষমতা এবং সম্পদের উপর অধিকার কায়েম করতে পেরেছিলেন এবং একইসাথে তারা সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার উদ্দেশ্যে প্লেবিয়ানদের বৈষম্যের শিকার করেছিল।

প্রজাতন্ত্র থেকে নিজেদের সার্বিকভাবে প্রত্যাহারের ভীতি প্রদর্শন করে প্লেবিয়ানরা ক্ষমতাসীন প্যাট্রিসিয়ানদের মনোযোগ অর্জনে এবং দাবী আদায়ে সক্ষম হয়। এই প্রত্যাহার এবং একতাবলে প্লেবিয়ানরা তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় এবং এভাবে রোমান রাজনৈতিক কাঠামোয় আসে রূপের পরিবর্তন। তবে এই যাত্রাপথে প্লেবিয়ানরা কিন্তু একাধিক প্যাট্রিসিয়ান রাজনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রনায়কের সহযোগিতা লাভ করে ছিল। বস্তুত এই সমস্ত রাষ্ট্রনায়কদের পূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীত এই দাবী আদায় বাস্তবায়িত হত না।

তবে একথা বলা বাহুল্য যে বিত্তশালী প্লেবিয়ানরা এক্ষেত্রে যেভাবে লাভবান হয়েছিল দরিদ্র প্লেবিয়ানদের কিন্তু সেই অর্থে প্রাপ্তি কিছুই হয় নি। বস্তুত প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের এই দ্বন্দ্বে যে দাবীগুলি উত্থাপিত হয়েছিল সেগুলির কোনওটিই দরিদ্র মানুষের দাবীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। ফলে বিত্তশালী প্লেবিয়ানদের আত্মমর্য্যাদা লাভের লড়াইতে পরিণত হয়েছিল এই দ্বন্দ্ব। এই কারণেই এই দ্বন্দ্ব আপাত সাফল্য লাভ করলেও সম্পূর্ণ সমাপ্তি এর ঘটে নি। এই মনোমালিন্যের সূক্ষ্ম রেশই পরবর্তীকালে গৃহযুদ্ধ ও সংকটের সময় প্রকট হয়ে দেখা দিয়ে ছিল। তবে তা সত্ত্বেও একথা বলা বাহুল্য যে বিনা রক্তপাতে ঐক্যবদ্ধভাবে চাপ দিয়ে দাবী আদায়ের এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল প্লেবিয়ানরা।

৪.১০: অনুশীলনী

১। প্লেবিয়ান কারা? প্যাট্রিসিয়ানদের বিরুদ্ধে তাদের প্রধান ক্ষোভগুলি কী ছিল?

২। 'Struggle of order' কী? এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪.১১: গ্রন্থপঞ্জি

1. A. H. McDonald– *Republican Rome*– New York– 1966.
2. H. Mattingly– *Roman Imperial Civilization*– London– 1957.
3. M. Cary and H. H. Scullard– *A History of Rome*– New York– 1975.

একক - ৫ ❑ প্রাচীন রোমের দাস ব্যবস্থা

গঠন

৫০ : উদ্দেশ্য

৫.১ : ভূমিকা

৫.২ : দাস এবং দাস ব্যবসায়ের উৎস

৫.৩ : কৃষি দাসত্ব

৫.৪ : রোমান জনসংখ্যার দাস

৫.৫ : জাতি ও দাসত্ব

৫.৬ : সামাজিক অবস্থা

৫.৭ : দাসত্ব এবং আইন

৫.৮ : উপসংহার

৫.৯ : অনুশীলনী

৫.১০ : গ্রন্থপঞ্জি

৫০: উদ্দেশ্য

- এই একক পাঠের মূল উদ্দেশ্য রোমান অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি কেন এই দাস প্রথা ও এই দাস ব্যাবসার উৎস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করা।
- রোমের জনসংখ্যার নিরিখে দাসদের সংখ্যা, কৃষিকাজে তাদের ভূমিকা -ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করাও এই এককের অপর উদ্দেশ্য।
- দাস সম্পর্কিত রোমান আইন সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করাটাও এই এককের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৬.১: ভূমিকা

প্রাচীন বিশ্বের ইতিহাসে দাসত্বই ছিল অর্থনীতি এবং সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রোমান বিশ্বও এই কাঠামোর ব্যতিক্রম ছিল না। দাসত্বের দৃঢ় ভিত্তির উপরই প্রাচীন রোমান আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠে ছিল। যদিও এটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এবং প্রাচীন যুগে পূর্বের হেলেনীয় অঞ্চলগুলি জুড়ে সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল, কিন্তু এটি রোমের ইতিহাসে আধিপত্যের দিক থেকে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রোমানরা

ইতালি এবং সিসিলিয় অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং এরপরে নিয়মিতভাবে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে দাস হিসেবে রোম, ইতালির পল্লী এবং লাতিন উপনিবেশগুলিসহ পুরো ইউরোপে স্থানান্তরিত করে ছিল।

প্রাথমিকভাবে, রোম নগররাষ্ট্রের এমন একটি কাঠামো ছিল যা মূলত ক্ষুদ্র কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্য তৈরির প্রক্রিয়া তাদের খামারগুলি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর সময় স্পেন এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরে দীর্ঘকালীন যুদ্ধের ফলে যুদ্ধ বন্দীদের একটি বিশাল জনস্রোতের সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধবন্দীদের দাস হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল, বিশেষত জলপাই ও আঙ্গুর বাগিচাগুলিতে। ফলে প্রজাতন্ত্র এবং প্রিন্সিপেটের সমৃদ্ধির বেশিরভাগ অংশই তৈরি হয়েছিল দাসদের শোষন করে। দাস এবং মুক্তিদাতারা সাম্রাজ্যের পণ্য উৎপাদনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ ছিল এবং প্রারম্ভিক ব্যবস্থায় তারা এর সরকারী বিউরাসও চালাত। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা; পণ্য উতাদন এবং বাজার উন্নত; অভ্যন্তরীণ শ্রম সরবরাহের একটি অনুভূত ঘাটতি; এবং একটি উপযুক্ত নৈতিক, রাজনৈতিক এবং আইনী পরিবেশ সত্ত্বেও জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ দাসত্ব বরণে বাধ্য হয়ে ছিল। রোমান দাস সমাজের অবসান ঘটল কারণ দাসগণ আইনতভাবে কলোনী বা সার্ফে রূপান্তরিত হয়েছিল, এবং জমিগুলি জনবহুল হয়ে উঠল এবং সীমান্তবর্তীরা এতটা প্রত্যন্ত হয়ে গিয়েছিল যে বিপুল সংখ্যক বহিরাগত দাসের সন্ধান করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ে ছিল।

৫.২: দাস এবং দাস ব্যবসায়ের উৎস

দাসদের সবচেয়ে সাধারণ এবং প্রধান উৎস ছিল প্রজাতন্ত্রের সময় রোমান সামরিক সম্প্রসারণ। প্রাক্তন শত্রু সৈন্যদের ক্রীতদাস হিসাবে ব্যবহারই সম্ভবত পরবর্তী সময়ে দাস বিদ্রোহের পথ প্রশস্ত করেছিল। অনিবার্য্যভাবেই রোমের ইতিহাস সম্মুখীন হয়েছিল একসাথে সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং সার্ভিল যুদ্ধের যার শেষটি সংগঠিত হয়েছিল স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে। প্রথমদিকে রোমান সাম্রাজ্যের প্যাক্স রোমানার সময় (১ ম-দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় শতাব্দী) স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল এবং নতুন আঞ্চলিক বিজয়ের অভাব মানব পাচারের এই সরবরাহের ধারাকে শুকিয়ে দিয়েছে। দাসত্যাগী কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য দাসদের মুক্ত করার ক্ষেত্রে আইনী নিষেধাজ্ঞাগুলি কার্য্যকর করা হয়েছিল। প্রায়শই পুরষ্কারের জন্য পালানো দাসদের শিকার করে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হত। অনেক দরিদ্র লোকেরাও কষ্টের সময়ে দাস হয়ে ধনী প্রতিবেশীদের কাছে তাদের সন্তানদের বিক্রি করার ঘটনা ঘটেছিল।

দাসদের দাসের বাজারে প্রেরণ করা হত, যেখানে দাস ব্যবসায়ীরা তাদের কেনা বেচা করতেন। বাজারগুলিতে দাস বিক্রয় জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এগুলি তখনকার যে কোনও পণ্য হিসাবে ব্যবসায় স্বীকৃত ছিল। প্রায় প্রতিটি বড় শহরে দাস বাজার ছিল। দেলোস শহরে একটি উল্লেখযোগ্য বাজার ছিল, যার দৈনিক ১০,০০০ দাস প্রাপ্তি এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষমতা ছিল। যদিও বাজারে ক্রীতদাসদের বিক্রি একটি সরকারী ইভেন্ট ছিল, তবে ক্রীতদাসরা ব্যক্তিগত মালিকরাও ব্যবসা করতে পারেন।

এইডাইলদের অন্যতম কর্তব্য ছিল দাসদের ব্যবসায়ের তদারকি করা। তাদের আদেশক্রমে, বণিকদের প্রতিটি দাসের জন্য একটি লিখিত বিল সরবরাহ করতে হয়েছিল যাতে সেই দাসের শর্তাবলী স্বীকৃত হয়েছিল। সুতরাং, ক্রেতা দাসের অবস্থা, উভয় অক্ষমতা এবং উল্লেখযোগ্য দক্ষতা সহ জানত।

যদি রোমের নাগরিকের স্বল্প সময়ের জন্য কোনও দাসের প্রয়োজন হয় এবং সে কেনার জন্য কোনও অর্থ বিনিয়োগ করতে না চান, তবে সে দাসকে ভাড়া হিসেবেও নেওয়া যেত। ভাড়ার জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পরে দাসটিকে তার বা তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে হত। দাসের মালিকরা তাদের সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করত। ফলে তার যত্ন নেওয়ার জন্য একটি উতাহ তাদের মধ্যে কাজ করত। অন্যদিকে ভাড়া গ্রাহকরা দাসের মঙ্গল সম্পর্কে খুব কমই যত্ন নিয়েছিলেন।

দাসেরা অবশ্য অসাধারণ ব্যয়বহুল হতে পারে এবং রোমান গৃহের দাসের অবশ্যই আলাদা ভাগ্য হয়েছিল। রোমে পুরুষ দাসের জন্য অগাস্টাসের সময় দাম পাঁচ শ ড্যানারি করা হয়েছে। একটি মহিলা তিনশ’ ডেনারী হিসাবে যেতে পারে। ৯ খ্রিস্টাব্দে পম্পেইতে একটি রেকর্ডকৃত দাম ইঙ্গিত দেয় যে একটি দাস ২,৫০০ সেস্টার্তেই বা ২৫ দিনারিতে বিক্রি হয়েছিল।

দাসদের ব্যয় রোমানদের তাদের প্রতি ভাল আচরণ এবং তাদের সুস্থ রাখতে আকৃষ্ট করে তুলেছিল। এমনকি গ্ল্যাডিয়েটারদের ক্ষেত্রে, যা প্রায়শই ঐতিহাসিকভাবে রোমানদের রক্ত পিপাসা হিসেবে ভুল উপস্থাপন করা হয়। গ্ল্যাডিয়েটরের মৃত্যু বা শেষকে ভয়াবহ বিপর্য্যয় বলেই বিবেচনা করা হয়েছিল। এই ক্রীতদাসগুলি তাদের ওজনের সোনার দামের ছিল এবং এখনও নিবিড়ভাবে পাহারা রেখেছিল, উপযুক্ত হলে এগুলি সর্বাধিক বিলাসিতাও সরবরাহ করা যেতে পারে। দুর্দান্ত খ্যাতি এবং ভাগ্য কেবল মালিকের কাছেই আসতে পারেনি, তবে গ্ল্যাডিয়েটররাও এবং সেরাদের মধ্যে সেরাকেও এরূপ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল।

কিছু রোমান এমনকি প্রচুর ঋণ পরিশোধের জন্য বা বিখ্যাত হওয়ার প্রয়াসে এমনকি আখড়া সহ দাসত্বের মধ্যে নিজেকে বিক্রি করে দিত।

৫.৩: কৃষি দাসত্ব

যদিও শহরজুড়েই দাসপ্রথা পরিবারগুলির মধ্যে প্রচলিত ছিল, তবে এটি খামার এবং আবাদগুলিতে ছিল, যেখানে এর সর্বাধিক প্রভাব ছিল।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় এবং দ্বিতীয় শতাব্দীতে কার্থেজ, ম্যাসিডোনিয়া এবং গ্রিসের রোমান বিজয়গুলি একসময় শাসকগোষ্ঠীর জন্য বিলাসিতা এবং সুযোগ-সুবিধার বিষয়টিকে পরিবর্তিত করেছিল যেহেতু সামগ্রিকভাবে প্রজাতন্ত্রের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় নীতিই পরিচালিত করেছিল।

এই সময়কালে ক্রীতদাসদের জনসাধারণের আগমন প্রথমে প্রচুর ধন এবং শক্তির লক্ষণ ছিল, তবে পরে এটি ইতিমধ্যে ভঙ্গুর রোমান শ্রেণি কাঠামোর ব্যবস্থাটিকে অস্থিতিশীল করে তোলে। মূলত ইতালি জুড়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পরিবার দ্বারা পরিচালিত খামারগুলি শীঘ্রই উতাহিত হয়ে যায় এবং উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর মালিকানাধীন বিশাল বাগানগুলিতে দাসের নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সস্তা নাগরিক শ্রম গড় নাগরিকের কাজ প্রতিস্থাপিত করে। এর ফলে কিন্তু কর্মহীন নাগরিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তা প্রায় মহামারীর আকারে বেড়ে যায়।

এই বিষয়গুলি সামাজিক ব্যবস্থায় একটি দুর্দান্ত অস্থিতিশীল প্রভাব ফেলেছিল প্রজাতন্ত্রের পতনের ক্ষেত্রে যার প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। সেনেটরিয়াল অভিজাত বা সর্বোত্তম ও সমাজ সংস্কারক বা জনগণের মধ্যে যে বিভেদ বাড়ছিল, বেকার, ভূমিহীন, তবু নাগরিক জনতার ব্যবহার সিনেটের পরিচালনা করার ক্ষমতা থেকে দূরে ছিল।

প্রজাতন্ত্রের পতনের সাথে অনেকগুলি কারণ জড়িত থাকলেও দাসত্ব এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত প্রভাবগুলি সেই অশান্ত সময়ের প্রতিটি দিকেই ছড়িয়ে পড়ে।

৫.৪: রোমান জনসংখ্যার দাস

দাসত্ব কেবল রোমান নিম্নবিত্ত শ্রেণিকে সংগঠিত জনসমাগমের দিকে ঠেলে দিতে সহায়তা করে নি, বরং দাসরাও বোধগম্যভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় এবং প্রথম শতাব্দীর তিনটি সার্ভিল যুদ্ধ, এর মধ্যে স্পার্টাকাসের বিদ্রোহের কথা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এটি প্রমাণ করেছিল যে সামাজিক ব্যবস্থাটি বিপজ্জনক এবং অস্বাস্থ্যকর ছিল। এই গৃহযুদ্ধ শেষে রোমের শক্তির অবক্ষয় ঘটেছিল ব্যাপকভাবে।

দাসের জনসংখ্যা কমপক্ষে মুক্ত অ-নাগরিক এর সমান এবং শহরটির মোট জনসংখ্যার ২৫ থেকে ৪০ু পর্য্যন্ত কোথাও অনুমান করা হয়েছে। এরকম একটি অনুমান থেকে জানা যায় যে রোম দাসের জনসংখ্যা ৯০০,০০০ যা মোট বাসিন্দার মধ্যে ৩০০,০০০ থেকে ৩৫,০০০ এর বেশি হতে পারে। অন্তর্নিহিত প্রদেশগুলিতে সংখ্যাগুলি অবশ্যই খুব কম সংখ্যক, মোটের আনুমানিক ২ এবং ১০ু এর মধ্যে নেমে গেছে। তবুও, বর্তমান তুরস্কের পশ্চিম উপকূলে পার্গামামের মতো কিছু জায়গায়, দাসের জনসংখ্যা প্রায় ৪০,০০০ বা শহরের মোট জনসংখ্যার ১/৩ অংশ হতে পারে।

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সাম্রাজ্যের উচ্চতায়, কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে মোট দাসের জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি লোকের কাছাকাছি পৌঁছেছে বা পুরো জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক জন হতে পারে।

৫.৫: জাতি ও দাসত্ব

প্রাচীন বিশ্বে দাসদের কেবল প্রয়োজন বা প্রয়োজনের ভিত্তিতে নেওয়া হত। দাস গ্রহণের জন্য কোনও জাতিগত বা আঞ্চলিক পছন্দ ছিল না। যেহেতু বিপুল সংখ্যা রোমানদের হাতে যুদ্ধের ফলে বন্দী হয়েছিল, যেখানেই রোমান বিজয় ছিল সেখানে নতুন দাস থাকবে। জাতি বা আদি বাসভূমির ভিত্তিতে রোমানরা দাসত্ব বা ব্যাতিক্রমের জন্য কোনও অগ্রাধিকার দিয়েছে বলে প্রমাণ করার মত কোনও প্রমাণ নেই। রোমানদের শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে একমাত্র বিচার্য্য বিষয় ছিল যে কেউ আদি রোমান কিনা।

মধ্য থেকে অন্তিম পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যকালীন সময়ে নাগরিকত্ব ছিল একচেটিয়া মর্য্যাদা, এবং জাতিসত্তার কিন্তু খুব একটা ভূমিকা ছিল না সেখানে। রোমের নাগরিক প্রথমে ইটালিয়ান উপজাতিগুলির মধ্যে থেকে গঠিত হয়েছিল, যেখানে এটি কার্থেজ, গ্রীস, ম্যাসেডোনিয়া, গল এবং পূর্বের সমস্ত প্রদেশ থেকে আগত মানুষ ছিল, এক্ষেত্রে উতটির কথা সামান্যই বিবেচিত হয়ে ছিল। দাসদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য এবং সৈন্যরা দাসদের সংখ্যার কথাই চিন্তা করেছে — জাতি সত্ত্বা সেখানে গুরুত্ব পায় নি একেবারেই।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে খ্রিস্টপূর্ব ১৮৮ সালে তৃতীয় ম্যাসেডোনিয়া যুদ্ধের শেষে, এপিরাসের প্রায় দেড় হাজার বাসিন্দাকে রোমান দাস বাজারে বিক্রি করা হয়েছিল। এটাও অনুমান করা হয়েছে যে জুলিয়াস সিজার তাঁর গল বিজয়ের পরে ৫০০,০০০ মানুষকে বন্দী করে দাস বানিয়েছিলেন। যদিও আবারও বলা বাহুল্য যে রোমান ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে জাতিগোষ্ঠী খুব

কম ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে হয়। তবে তাদেরকে কোন সময় কী ধরণের সেবার দায়িত্ব অর্পণ করা হবে সে বিষয়ে হয় তো জাতির কিছুটা গুরুত্ব থাকতে পারে। স্পষ্টতই, যে যুগের দিকে তাকানো সেই যুগটি একটি ভূমিকা পালন করবে, কারণ প্রতিটি বড় বিজয় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষের নতুন আগমন ঘটায়, তবে কিছু বিষয় রোমান ইতিহাস জুড়ে সত্য বলে মনে হয়। গল, জার্মান এবং অন্যান্য "বর্বর" জাতি তাদের শক্তি এবং ধৈর্য্যের জন্য পছন্দ করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, রোমানরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কঠোর অর্থে দাস হিসাবে না হয়ে এই উপজাতিগুলিকে অক্সিলিয়া সেনাবাহিনীর ভূমিকাতে ব্যবহার করতে পছন্দ করেছিল। তবুও, এই লোকেরা প্রায়শই স্টেরিওটাইপগুলি প্রতিফলিত করে খনন, কৃষিকাজ এবং অন্যান্য শ্রম সম্পর্কিত শিল্পের সামান্য কাজকর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল।

গ্রীকরা তাদের সাংস্কৃতিক পরিশোধন ও শিক্ষা উভয়ের জন্য বিশেষত মূল্যবান দাস ছিল। রোমান যুবকদের শিক্ষিত করার দক্ষতা বা চিকিতার জ্ঞান সহ গ্রীকরা ব্যয়বহুল এবং অত্যন্ত যত্নবান ছিল।

সাম্রাজ্যের শেষের দিকে রোমের প্রধান গৃহকর্মীরা পুরোপুরিই প্রায় পূর্ব এবং এর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী থেকে এসেছিল, কারণ পশ্চিম ইউরোপ এবং আফ্রিকা প্রায় নাগরিক শ্রেণির ছিল।

৫.৬: সামাজিক অবস্থা

রোমান দাসদের পরিস্থিতি, পরিবার এবং সময়কাল অনুসারে বিভিন্ন ধরণের আচরণ করা হয়েছিল, যেমনটি প্রত্যাশিত।

স্পষ্টতই, কিছু রোমান দাসের বিপরীতে রোমান দাস হিসাবে খনিতে কাজ করার ইচ্ছা করা হত না। কিছু কিছু এতই সম্মানিত যে তারা পরিবারের অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়।

সমাধি এবং কবরস্থানগুলি কিছু রোমান তাদের দাসদের প্রতি যে প্রশংসা করেছিল তা সমর্থন করার জন্য প্রমাণ দেয়। কেউ কেউ সত্যিই এমন কাজ করেছিলেন যা আমরা নিয়মিত পরিস্থিতির ব্যতিক্রম হিসাবে বিবেচনা করতে পারি। অন্যরা সমাজের কর্ণধার বা তাদের কর্তাদের নিষ্ঠুরতার শিকার, সবচেয়ে সঙ্কটজনক ও কঠোর পরিস্থিতিতে জীবনযাপন করেছিল। প্রজাতন্ত্রের শেষদিকে, ক্রীতদাসদেরকে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা সম্পত্তি হিসাবে কঠোরভাবে দেখা হত, বিশেষত এমন সময়ে যখন নতুন "সম্পত্তি"র প্রাপ্যতা উদ্বেগজনক সংখ্যায় আসছিল। ভেরো তাদের "ভোকাল এগ্রিকালাল ইকুইপমেন্টস" নামে অভিহিত করেছিলেন এবং সম্ভবত ভোকাল অংশ না দিয়ে এগুলি পছন্দ করতেন।

"কার্থেজ ধ্বংস হতে হবে" খ্যাত মহান রাজনীতিবিদ কাতো এল্ডার একবার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে অর্থনীতির বিষয় হিসাবে পুরানো ও জীর্ণ দাসদের বিক্রি করা উচিত।

৫.৭: দাসত্ব এবং আইন

দাসত্ব সম্পর্কিত অনেক রোমান আইন ছিল এবং এগুলিও সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছিল। রিপাবলিকান আমলে দাসদের কোনও অধিকার ছিল না এবং তারা সর্বদা তাদের মালিকদের ইচ্ছার অধীনে থাকত।

তবে তাদের কিছু আইনী অবস্থান ছিল। তাদেরকে বিচারের সাক্ষী হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং তারা তাদের মালিকের কৃতজ্ঞতার দ্বারা আনুগত্যের সেবা পাওয়ার পরে বা আজীবন সেবা গ্রহণের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের

মাধ্যমে তা কিনে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রজাতন্ত্রের মালিকদের এক ঝাঁকুনিতে ক্রীতদাসদের হত্যা বা বিভক্ত করার অধিকার ছিল, তবে পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যীয় আইনগুলি এটিকে অবিলম্বে গ্রহণ করেছিল, যদিও বাস্তবে এই আইনটির প্রয়োগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা যেতে পারে।

সাম্রাজ্যের পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক পরিস্থিতি যত পরিবর্তিত হয় দাসত্বের প্রসারও তত কমে যায় এবং শেষ পর্য্যন্ত রূপান্তরিত হয়। খ্রিস্টান গির্জা এবং দাসত্ব সম্পর্কিত নীতিগুলি জনগণের শর্তসাপেক্ষ মানসিকতা পরিবর্তন করতে সহায়তা করেছিল। যদিও এটি এবং এর পুরোহিত প্রায়শই দাসের মালিক ছিলেন।

এর জন্য সম্ভবত ধর্মীয় ধারণাগুলির চেয়ে তৎকালীন অর্থনৈতিক এমনকি সামরিক পরিস্থিতি ছিল আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু রোমান সামরিক উদ্দেশ্যগুলি বিজয়ের এক থেকে সীমান্ত প্রতিরক্ষাতে পরিবর্তন করা হয়েছিল, নতুন দাস শ্রমের ক্রমাগত গণপরিবহন বন্ধ হয়ে যায়। সম্পূর্ণ অস্থিতিশীল অর্থনীতির পাশাপাশি দাস ক্রয়ের ব্যয় সস্তার মজুরিতে মুক্ত জনগণের কর্মসংস্থানকে আরও আকর্ষণীয় বিকল্প করে তুলেছে।

কেন্দ্রীয় রোমান সাম্রাজ্য শক্তি থেকে স্থানীয় প্রভু, রাজা এবং সামন্ততান্ত্রিকতার দিকে পরিবর্তনের ফলে সার্ফ বা কৃষক শ্রমের এক নতুন শর্ত তৈরি হয়েছিল যেখানে জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় দাস নয় বরং সরাসরি এই স্থানীয় প্রভুর মালিকানাধীন জমিতে আবদ্ধ করা হয়েছিল। তত্ত্বের ক্ষেত্রে যদিও প্রাচীন দাসত্ব থেকে মধ্যযুগের এই বিবর্তনটি আরও আকর্ষণীয় হতে পারে তবে ততালীন পরিস্থিতি এবং মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত সুযোগগুলি আরও খারাপ হতে পারে বা দাসত্বের প্রাচীন রোমান রূপের চেয়ে কম ভাল ছিল না।

আসলে পুরো রোমান রাজ্য এবং সাংস্কৃতিক কাঠামোটি তখন জনগণের এক অংশের শোষণের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল এবং তা জনগণের অন্য অংশের সরবরাহ করার জন্য। পণ্য হিসাবেই তারা ছিল বিবেচিত। কোনও দাসের প্রাপ্ত কোনও ভাল চিকিতার কারণ মূলত কেবলমাত্র শ্রমিক হিসাবে এবং ভবিষ্যতের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি সম্পদ হিসাবে তাদের মূল্য সংরক্ষণ করার জন্য ছিল। সন্দেহ নেই যে, কিছু দাস মালিক অন্যদের চেয়ে উদার ছিলেন এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে, কারও স্বাধীনতা অর্জনের সম্ভাবনা থাকলেও রোমান দাসদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের কঠোর দিনের বাস্তবতা অবশ্যই অবিশ্বাস্য।

৫.৮: উপসংহার

সামগ্রিক ভাবে একথা বলা যায় যে রোমান আর্থ সামাজিক কাঠামোটি দাস ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল। দাস ব্যবস্থা একটি ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করেছিল যার উপর ভর করে গড়ে উঠেছিল রোমের নাগরিক অর্থনীতির উপরি কাঠামো।

৫.৯: অনুশীলনী

১। প্রাচীন রোমের দাস ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখুন।

২। প্রাচীন রোমের উৎপাদন কাঠামোকে দাস নির্ভর বলা কতদূর যুক্তিযুক্ত?

৫.১০: গ্রন্থপঞ্জি

1. A. H. McDonald– *Republican Rome*– New York– 1966.
2. H. Mattingly– *Roman Imperial Civilization*– London– 1957.
3. M. Cary and H. H. Scullard– *A History of Rome*– New York– 1975.

একক - ৬ ❑ রোমে নারীর অবস্থা

গঠন

৬.০ : উদ্দেশ্য

৬.১ : ভূমিকা

৬.২ : অধিকার এবং মহিলা : সামাজিক প্রত্যাশা

৬.৩ : ব্যতিক্রমসমূহ

৬.৪ : পতিতাবৃত্তি

৬.৫ : উপসংহার

৬.৬ : অনুশীলনী

৬.৭ : গ্রন্থপঞ্জি

৬.০: উদ্দেশ্য

- এই একক অধ্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রাচীন রোমান সমাজে নারীদের অবস্থান কেমন ছিল -সেই বিষয়টিও অনুধাবন করতে পারবে।
- উক্ত একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আর জানতে পারবে যে কিভাবে বেশ কিছু বিশিষ্ট নারীরা তাদের যোগ্যতার দ্বারা সমসাময়িক রোমান রাজনীতি ও সমাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল।
- প্রাচীন রোমান সমাজে প্রচলিত পতিতাবৃত্তি কিভাবে নারীদের সম্মানে আঘাত হেনেছিল -সেই দিকটিও এই এককে তুলে ধরা হয়েছে।

৬.১: ভূমিকা

বিশ্বের অন্যান্য প্রায় সমস্ত দেশের মতই প্রাচীন রোমেও নারীদের সার্বিক পরিস্থিতির ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হল এর তথ্যসূত্রের অপ্রতুলতা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে সমস্ত তথ্যসূত্র পাওয়া যায় সেগুলি পুরুষদের দ্বারাই রচিত। ফলস্বরূপ, রোমান মহিলাদের সম্পর্কে আমরা প্রায় সমস্ত কিছুই রোমান পুরুষরা যেভাবে দেখেছে সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই দেখতে বাধ্য হই। যদিও, ইতিহাসবিদরা এখনও প্রাচীন রোমে মহিলাদের জন্য জীবন কেমন ছিল তার একটি চিত্র রচনা করতে পেরেছেন। সেই সব খণ্ডচিত্র জুড়ে একটি আপাত চিত্রকল্প রচনার চেষ্টা করা হল।

৬.২ অধিকার এবং মহিলা : সামাজিক প্রত্যাশা

প্রাচীন রোম ছিল এমন একটি সার্বিক পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যেখানে অবশ্যই মহিলারা সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করেন না। প্রাচীন রোমের মহিলাদের পুরুষদের সাথে সমান আইনী মর্যাদাও ছিল না। আইন অনুসারে, রোমান পারিবারিক কাঠামো ছিল প্যাটার ফ্যামিলিয়াস অর্থাৎ সর্বদাই মেয়েরা এবং মহিলারা পুরুষের অধীনে থাকতেন, স্বামী বা আইনত নিযুক্ত অভিভাবক হোক। তার জীবনকালে কোনও মহিলা এক পুরুষের নিয়ন্ত্রণ থেকে অন্য পুরুষের মধ্যে চলে যেতে পারে — সাধারণত বাবা থেকে স্বামী পর্যন্ত।

তাদের নিকৃষ্টতর আইনি অবস্থা সত্ত্বেও, রোমান মায়েদের বাড়ির মধ্যে শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, বাচ্চাদের লালন পালনের এবং শিক্ষার তদারকি করার ক্ষেত্রে এবং পরিবারকে প্রতিদিনের সুচারু পরিচালনা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার আশা করা হয়েছিল।

সর্বোপরি, রোমান স্ত্রী আশা করেছিলেন যে তারা স্বপ্রভাবিত করবে এবং প্যাটারফামিলিয়াদের - পক্ষে কোনও চ্যালেঞ্জ নয়, তার পক্ষে দৃঢ় সমর্থনই সরবরাহ করবে।

দরিদ্র পরিবারের ক্ষেত্রে রোমান মহিলারা প্রায়শই পরিবারের পুরুষদের মতোই কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য হত। বেশিরভাগ মহিলার প্রতিদিনের জীবন পুরুষদের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা ছিল না, যদিও আইনত তাদেরকে নিম্নমানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। উচ্চবিত্ত মেয়েরা প্রায় পুরোপুরি বাড়ির মধ্যেই বেড়ে ওঠে, খুব কমই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসে। উচ্চ শিক্ষিত মহিলাদের কয়েকটি বিখ্যাত উদাহরণ রয়েছে, তবে পুরো এবং বিশেষত প্রাথমিক ও মধ্য প্রজাতন্ত্রের সময়ে মহিলাদের মধ্যে অতিরিক্ত জ্ঞান বা বৌদ্ধিক দক্ষতা সন্দেহ এবং - বিচ্ছিন্নতার কারণ হিসাবে বিবেচিত হত। কোনও মেয়ের শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল কীভাবে তুলো থেকে সুতো বানানো এবং পোশাক বুনন সুচারু ভাবে করা যায়।

বেশিরভাগ সম্ভ্রান্ত মহিলারা সম্ভবত তাদের কৈশোর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন এবং কুড়ি বছর বয়সে বিবাহিত নন এমন মহিলাকে একজন সমাজ বিচ্যুত নারী বলে রোমান সমাজ মনে করত। পরে সম্রাট অগাস্টাস একটি আইন পাস করে এই রায়কে আনুষ্ঠানিকভাবে রূপান্তর করেন যাতে অবিবাহিত কুড়ি বছরের বেশি বয়সী যেকোনও মহিলাকে ভারী ভাবে দণ্ডিত করার বিধান ছিল। একটি মেয়ে বিয়ে করার ক্ষেত্রে সাধারণত তার পিতার নির্বাচিত পাত্রেই পাত্রস্থ হত এবং সাধারণত অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণ সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। রোমানরা আমাদের চেয়ে নিকটতম পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিবাহের অনুমতি দিয়েছিল। পরিবারের মধ্যে তুতো ভাইদের সঙ্গে বিবাহ করা বৈধ ছিল এবং সাম্রাজ্যের প্রথম পর্ব থেকেই মামা তাদের ভাগ্নিদেরও বিয়ে করতে পারতেন।

স্ত্রীর প্রধান কর্তব্য ছিল সন্তান জন্ম দেওয়া, কিন্তু শারীরিকভাবে পরিপক্ক হওয়ার আগেই বিবাহিত হওয়ার কারণে অনেক নারী প্রসবের সময় শারীরিক জটিলতায় মারা গিয়েছিলেন।

রোমান মহিলাদের ইতিহাসের তথ্যের অন্যতম প্রধান উৎস হ'ল তাদের সমাধিস্থল। এর মধ্যে অনেকগুলিই মেয়েদের দুঃখের কাহিনীগুলি লিপিবদ্ধ করেছে। এ থেকে দেখা যায় যে বহু নারীই বারো বা তেরো বছর বয়সে বিবাহিত হয়েছিল। অনেকেই প্রায় পাঁচ বা ছয়বার শিশুর জন্ম দিয়েছিল এবং কুড়ি বছর বয়সে পৌঁছানোর আগেই প্রসব করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। রোমান পুরুষরা তাদের স্ত্রীর যেসমস্ত গুণাবলীকে আদর্শ বলে বিবেচনা করতেন তা অনুধাবনের জন্যও এই সমাধিস্থলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র। স্বামীদের দ্বারা তাদের মৃত স্ত্রীদের বর্ণনা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা বেশ কয়েকটি সাধারণ

ইতিবাচক গুণাবলীগুলির মধ্যে রয়েছে - পবিত্র, আজ্ঞাবহ, মিত্রভাবাপন্ন, মিতব্যয়ী, ধার্মিক, সরল, সুতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন কার্যে সুনিপুণা প্রভৃতি।

সমাধিস্তম্ভগুলিতে রোমান পুরুষদের যেভাবে প্রশংসা করা হয়েছিল তা হ'ল তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সদয় আচরণ করেছিলেন এবং এই বোঝাতে যে এই ধরনের দয়া অপ্রয়োজনীয় এবং সম্ভবত এমনকি অস্বাভাবিকও ছিল। উদাহরণস্বরূপ, একটি মানুষের বিবাহের ক্ষেত্রে, একজন স্বামী তার স্ত্রীকে দায়মুক্তি দিয়ে মারতে পারে এবং আশা করা হয়েছিল যে যদি সে দুর্ব্যবহার করে।

স্বামী এবং স্ত্রীদের সন্তান জন্ম দেওয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল, তবে প্রায়শই মনে হয় না যে তাদের মধ্যে খুব স্নেহ ছিল। বিবাহকে রোমান্টিক নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক হিসাবে দেখা হত। এই উষ্ণতার অভাবগুলির মধ্যে কিছু সন্দেহ নেই যে অনেক রোমান পুরুষ এবং মহিলা নিজেই তাদের স্ত্রী বাছাই করেনি এবং প্রায়শই তাদের মধ্যে বয়সের বিশাল পার্থক্য ছিল।

একজন মহিলার বেশিরভাগ সময় বাড়ির সীমার মধ্যেই কাটানোর কথা ছিল। উচ্চবিত্ত মহিলারা যখন বাড়ি থেকে বের হয়ে মার্কেটপ্লেস, স্নান, মন্দির প্রভৃতি স্থানে যেতেন তখন তারা প্রায়শই দাসদের দ্বারা বহন করা পর্দাযুক্ত শকট ব্যবহার করতেন। এর ফলে একদিকে যেমন পথঘাটের নোংরা এড়ানো যেত তেমনই পরপুরুষের থেকে আব্রু রক্ষা করা সম্ভবপর হত।

মহিলাদের বিনয়ী ও পবিত্র বলে মনে করা হত। একটি রোমান ম্যাট্রন এর পোশাক তাকে পুরোপুরি ঢাকতে চেয়েছিল এবং দেবী মূর্তিগুলি প্রায়শই মহিলাদের একটি নির্দিষ্ট অঙ্গভঙ্গি করে যা তাদের পুডিসিটিয়া বা শালীনতা বোঝাতে বোঝায়। একজনের স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ততা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কোনও নারীর পক্ষে উদাসীন, উচ্চাভিলাষী, দুঃখিত বা স্বপ্রচার করা সামাজিক ভাবে নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হত।

৬.৩ ব্যতিক্রমসমূহ

আমরা যদি রোমান সভ্যতার ইতিহাসকে ভালো ভাবে লক্ষ্য করি তবে এমন কিছু মহিলার উদাহরণ পাওয়া যায় যারা তাদের কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের ব্যতিক্রমী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তারা স্ত্রী, প্রেমিক, মা, বোন বা কন্যা হিসাবে তাদের নির্ধারিত লিঙ্গ ভূমিকার মধ্যে কাজ করার পাশাপাশি রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা এমনকি সামরিক শক্তির অনুশীলন করেছেন কয়েকটি সীমিত ক্ষেত্রে। তাদের প্রতিভা নিজস্বভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। এই মহিলারা রোমান ভূখণ্ডে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাগুলি চলাকালীন একটি বড় চিহ্ন রেখে গেছেন। স্বাভাবিক ইতিহাস গ্রন্থে সাধারণত আমরা তাদের সম্পর্কে খুব একটা উল্লেখ পাই না। কিন্তু বলা বাহুল্য যে তাদের এই ব্যতিক্রমী কাজ অনুপ্রেরণামূলক। এগুলি রোমের সার্বিক পুরুষতন্ত্রের চিত্রকল্পের উপর কিছুটা ব্যতিক্রমী ছাপ ফেলেছিল।

এই সমস্ত ব্যতিক্রমী নারীদের মধ্যে লিভিয়া, বৌদিকা এবং সেন্ট হেলেনার মতো নারীদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। লিভিয়া ছিলেন সম্রাট অগাস্টাসের স্ত্রী এবং অংশীদার। আর একজন টাইবেরিয়াসের মা ছিলেন। বৌদিকা রোমান শাসনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং হেলেনা ছিলেন প্রথম খ্রিস্টান সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের মা ও প্রধান উপদেষ্টা। তবে অপর্যাপ্ত মহিলা নায়কদের কথাও বলা প্রয়োজন যারা সমানভাবে আকর্ষণীয়।

আতিয়া ছিলেন অগাস্টাসের মা। খ্রিস্ট পূর্ব ৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর স্বামী মারা গেলে তিনি তার ৪ বছরের ছেলেকে লালনপালন করেছিলেন এবং তাকে সাফল্য লাভে সহায়তা করেছিলেন। তিনি তখন কোনও সম্রাট ছিলেন না কেবল পিতৃহীন শিশু। যদিও তার প্রতিশ্রুতি ছিল , এবং আতিয়া নিশ্চিত করেছিল যে সে তার অতিরিক্ত পরিশ্রমী এবং এককমনা পিতৃব্য জুলিয়াস সিজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। খ্রিস্টপূর্ব ৪৪ সালে সিজারকে হত্যা করা হলে তিনি তাঁর ছেলেকে ছেড়ে চলে যান, এখন ১৮ বছর বয়সে তাঁর মরণোত্তর পুত্র গ্রহণ করেছিলেন। আতিয়া পর্দার পিছনে তার ছেলেকে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং প্রথম ব্যক্তি যিনি তাকে সিজারের উত্তরাধিকারী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও তিনি তাকে রোমের প্রথম সম্রাট হতে দেখার জন্য বেশি দিন বাঁচেন নি, এতিয়া জেনে সন্তুষ্টি পেয়েছিলেন যে তিনি তার ছেলেকে কঠোর ভাগ্য থেকে রাজনৈতিক খ্যাতিতে উন্নীত করেছেন।

প্রায় ৭৫ বছর পরে রোমের সাম্রাজ্যিক যুগে অগাস্টাসের সৎ সন্তান টাইবেরিয়াস রোমান সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে বসেছিলেন। ৩১ খ্রিস্টাব্দে টাইবেরিয়াস এবং আন্তোনিয়া পালাক্রমে অন্য এক মহিলার উপর নির্ভর করত, তিনি ছিলেন বিদেশি এবং কেনিস নামে দাস। প্রচুর মেধাবী এবং প্রতিভাধর, ক্যানিস আন্তোনিয়ার ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে কাজ করেছিলেন। অ্যান্টোনিয়া টাইবারিয়াসকে যে চিঠি লিখেছিল তা কেইনিসই লিখেছিলেন। এটি ধারণ করা তথ্যের সাথে সজ্জিত, বয়স্ক সম্রাট নিজেকে বিতাড়িত করেছিলেন এবং তার শত্রুদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর। করেছিলেন। আন্তোনিয়া অবশেষে ক্যানিসকে মুক্তি দেয়।

ত্রিশের দশকের এক পর্যায়ে, কেনিস একজন আগত রোমান অফিসার যিনি ভেস্পাসিয়ানের সাথে সম্পর্ক শুরু করে ছিলেন। এর কয়েক দশক পর বেশ কয়েকটি অভ্যুত্থান ও গৃহযুদ্ধের পরে তিনি সম্রাট হয়েছিলেন ৬৮ খ্রি:। রোমান আইন অনুসারে তার মত পদমর্যাদার মানুষের সঙ্গে মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের বৈবাহিক সম্পর্ক স্বীকৃত ছিল না। তবে তিনি কেনিসের সাথে তার সাধারণ আইনি স্ত্রীর মতই ব্যবহার করতেন ও এক সঙ্গেই বাস করতেন। সেই সময়কার উপাখ্যানগুলি দাবি করে যে তিনি এক্সেস এবং অফিস বিক্রি করার জন্য তার অবস্থানকে ব্যবহার করেছিলেন। যাই হোক না কেন তিনি রোমের শহরতলিতে বিলাস বহুল স্নানাগারের সাথে একটি ভিলা অর্জন করেছিলেন। সত্তর বছর বয়সে তিনি মারা যাওয়ার পর তার স্নানাগারগুলি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। তার মৃত্যুর পর তার সমাধি ফলক অতি যত্ন সহকারে নির্মিত হয়েছিল। কিউপিড এবং লরেলস এর মূর্তি দিয়ে তা সজ্জিত ছিল যারা ছিলেন যথাক্রমে প্রেমের এবং সম্রাটের প্রতীক।

প্রায় ৫০ বছর পরে রাজকীয় পরিবারের অন্য একজন মহিলা সাম্রাজ্যের রাশ নিজের হাতে ধরেছিলেন। তিনি ছিলেন সম্রাট ট্রাজানের স্ত্রী প্লোটিনা। ফ্রান্সের দক্ষিণে যা এখন ধনী এবং শিক্ষিত আভিজাত্য, প্লোটিনা তার প্রভাব প্রয়োগ করতে লজ্জা পাননি। তিনি এটিকে তার স্বামীর দূর সম্পর্কিত ভাই, হ্যাড্রিয়ান নামে এক যুবকের রাজনৈতিক ভবিষ্যতকে এগিয়ে নিইয়ে যেতে ব্যবহার করেছিলেন; তার স্বামী তার ক্ষমতা সম্পর্কে ততটা সচেতন ছিলেন না। ১১৮ খ্রিস্টাব্দে তার স্বামী মারা যাওয়ার সময় প্লোটিনা পূর্বের দিকে সামরিক অভিযানে ট্রাজানের সাথে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুবরণে ট্রাজান প্লোটিনার ইচ্ছা পোষন করেন এবং তার উত্তরসূরি হিসাবে তার নাম রাখেন। অনেকে মনে করেন যে তিনি কোনও উত্তরাধিকারীর নাম রাখেন নি, তবে এটা ঠিক যে তার স্বামীর মৃত্যুর আগে থেকেই প্লোটিনা পুরো বিষয়টি পরিচালনার ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন। হ্যাড্রিয়ান পরবর্তী সম্রাট হয়েছিলেন এবং গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। ইতিমধ্যে প্লোটিনা অবসরে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাচ্ছেন। তার হাত ধরেই রোমান সাম্রাজ্য ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছিল। এই উন্নতির পিছনে অনেকখানি ভূমিকা ছিল প্লোটিনার। প্লোটিনা মারা যাওয়ার পর হ্যাড্রিয়ান তাকে দেবী হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

প্রায় ৭৫ বছর পরে আরও এক শক্তিশালী মহিলা সম্রাটের রাজনৈতিক অংশীদার হিসেবে কাজ করেছিলেন। জুলিয়া ডোমনা সেপ্টিমিয়াস রোমান সম্রাট সেভেরাসের স্ত্রী ছিলেন, যিনি ১৯৩ খ্রি: সিংহাসন লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সিরিয়ান ও উত্তর আফ্রিকান। ২১১ খ্রিঃ সেভেরাসের মৃত্যুর পরে তার পুত্রেরা সিংহাসন ভাগ করে নিয়েছিল। তার বড় ছেলে কারাকাল্লা তাকে তার চিঠিপত্রের জন্য এবং আবেদনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দায়িত্বে রাখেন, ডোমনাকে এক ধরণের প্রেস সেক্রেটারি হিসাবে পরিণত করেছিলেন, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল। এই ধরনের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা রোমান সাম্রাজ্যে এক মহিলার জন্য শোনা যায় নি তবে কারাকালা প্রায়শই ব্যতিক্রমী নিয়ম তৈরি করতেন। তবুও সে শীঘ্রই তার ছোট ভাই গেটাকে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করে তার মায়ের হৃদয় ভগ্ন করে ছিলেন। যুবক পুত্র ডোমনার বাহুতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে যা মায়ের হৃদয় মেনে নিতে পারে নি। কয়েক বছর পরে কারাকাল্লাকেও হত্যা করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ভগ্ন হৃদয়ে এবং অসুস্থ ডোমনা আত্মহত্যা করেছিলেন। তার শক্তি এবং শোকের সংমিশ্রণটি তাকে রোমের রাজকীয় পরিবারের ইতিহাসে অনন্য করে তুলেছে।

রোমান সাম্রাজ্যে খ্যাতি অর্জন করা সমস্ত নারীই সম্রাটের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন তা নয়। জেনোবিয়া ছিলেন এক সিরিয় রানী যিনি রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশে একটি রাজ্য তৈরি করেছিলেন। তার রাজধানী পালমিরা থেকে তিনি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন যেগুলি আজ মধ্য তুরস্ক থেকে দক্ষিণ মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জয় করেছিল। সহনশীল শাসক, তিনি তার রাজ্যে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের প্রত্যেককে তাদের নিজস্ব রীতিনীতি অনুসারে আবেদন করেছিলেন। এদিকে, তিনি তাঁর আদালতকে শিক্ষার এবং দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছিলেন।

২৭২ খ্রি: রোমান সম্রাট অরেলিয়ান, একজন দুর্দান্ত সৈন্যাধ্যক্ষের নেতৃত্বে একটি আক্রমণ করে ছিলেন। তার অংশের জন্য, জেনোবিয়া তার সেনাবাহিনীকে সামনে রেখে সামনের দিকে চলে যান। তবে নিপুণ রণ কৌশল ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও তিনি জয়লাভ করতে পারেন নি এবং দুটি যুদ্ধে পরাজয়ের পরে জেনোবিয়া আত্মসমর্পণ করেছিলেন। একটি সূত্র বলেছে যে তাকে রোমে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং অবমাননাকর ভাবে বিজয়ী কুচকাওয়াজে অংশ নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। অনেকে অবশ্য মনে করেন যে তিনি ইতালিতে যাওয়ার পথেই মারা গিয়েছিলেন। তিনি সম্ভবত রোগের কারণে মারা গিয়েছিলেন। আরেকটি সম্ভাবনা হল যা রোমান যুগে অস্বাভাবিক নয়, তিনি হানাদারদের কাছ থেকে খাবার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বিরোধী প্রতিরোধে মারা গিয়েছিলেন।

এই মাত্র কয়েকজন নারী যারা তাদের রাজনৈতিক কৌশল এবং ব্যতিক্রমী হিসেবে ভূমিকা পালনের মাধ্যমে রোমান ইতিহাসের রূপ পরিবর্তন করেছিলেন। এই সমস্ত ব্যতিক্রমী মহিলাদের ইতিহাস রোমান সভ্যতায় লিঙ্গ চিন্তা এবং নারীদের অবস্থান সম্পর্কে একটি অন্যরকম ধারণা তৈরি করে। তবে এটাও ঠিক যে রোমের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাদের অবদান প্রমাণ করে যে তারা যে সমাজে বাস করতেন তা তাদের পুরোপুরি মূল্য দেয় না। বলা বাহুল্য যে তারা যদি এর বিপরীত লিঙ্গে জন্ম লাভ করত তবে সেই রোমান সমাজে তারা সাফল্যের শীর্ষে আরোহন করত নিঃসন্দেহে।

৬.৪ পতিতাবৃত্তি

প্রাচীন রোমে পতিতাবৃত্তি আইনী হিসেবে স্বীকৃত ছিল। প্রাচীন রোমে, এমনকি সর্বোচ্চ সামাজিক মর্যাদার রোমান পুরুষরাও নৈতিক অসন্তুষ্টি ব্যতীত উভয় লিঙ্গের পতিতাকে জড়িত করতে মুক্ত ছিল। একই সময়ে পতিতা নিজেরাই লজ্জাজনক বলে বিবেচিত হত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় ক্রীতদাস বা প্রাক্তন দাস, বা জন্মগতভাবে অবজ্ঞায় আবদ্ধ নারী পতিতা বৃত্তিগ্রহণে বাধ্য

হত। এদের সামাজিক অবস্থানের সম্পূর্ণ অভাব ছিল এবং রোমান আইনের আওতায় নাগরিকদের দেওয়া বেশিরভাগ সুরক্ষা থেকে এদের বঞ্চিত করা হত। বাধ্য হয়ে পতিতাবৃত্তিতে স্বেচ্ছাসেবীর ভারসাম্য নির্ধারণ করা কঠিন যেহেতু দাসগণকে রোমান আইনের অধীনে সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হত, তাই মালিকের পক্ষে পতিতা হিসাবে তাদের নিয়োগ করা আইনত বৈধ ছিল। যদিও প্রাচীন রোমে ধর্ষণ একটি অপরাধ বলে গণ্য হত, তবে আইনটি কেবল শারীরিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ক্ষেত্রেই শাস্তির বিধান দেয়। কারণ যেহেতু একজন দাসের ব্যক্তি হিসেবে আইনী স্বীকৃতি ছিল না। এই জরিমানার লক্ষ্য ছিল দাস মালিককে তার সম্পত্তি ক্ষতি করার ক্ষতিপূরণ প্রদান।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে মহিলা ক্রীতদাস বিক্রেতাকে পতিতাবৃত্তি থেকে রোধ করার জন্য মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলিতে একটি বিশেষ ধারা যা নেট সার্ভা ক্লজ নামে পরিচিত তা সংযুক্ত করে। এই ধারার অর্থ হ'ল নতুন মালিক বা তার পরে যদি কোনও মালিক সংশ্লিষ্ট দাসকে পতিতা হিসাবে ব্যবহার করে তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে।

৬.৫ উপসংহার

উপসংহারে এটি বলা যেতে পারে যে রোমান আইন এবং সামাজিক রীতিনীতিগুলি পুরুষদের দিকেই পক্ষপাতমূলক ছিল তবে নির্দিষ্ট আইনগুলির মধ্যে এই আইনগুলি এবং মনোভাবগুলির সম্পূর্ণ ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রায়শই নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষত প্রায় সমস্ত উৎস উপাদানগুলি যেহেতু পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত ফলে সেখানে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অনুধাবন করা কঠিন। নারীদের আইনানুগ দিক থেকে নিকৃষ্ট হিসাবেই বিবেচনা করা হয়েছিল এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে এখানে অগণিত পাঠ, শিলালিপি এমনকি আদর্শিক প্রতিকৃতি ভাস্কর্যও রয়েছে যে রোমান পুরুষের প্রশংসা এবং নারীদের বিস্ময় ও দৈনন্দিন জীবনে তাদের ভূমিকার নির্দেশ করে। রোমান পুরুষরা মহিলাদের তাদের সমান ভাবেন নি ঠিকই তবে তারা তাদের ঘৃণাও করেনি। সম্ভবত রোমান পুরুষদের তাদের মহিলাদের প্রতি দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবটি মেটেলাস নুমিডিকাসের কথায় সবচেয়ে ভালভাবে বর্ণনা করা যায়, আগস্টাসের ভাষণে সম্রাট যখন সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন তখন তিনি বলেন, "প্রকৃতি যা তৈরি করেছে যাতে আমরা তাদের সাথে বিশেষভাবে আরামে থাকতে পারি এবং আমরা তাদের ছাড়া কিছুতেই বাঁচতে পারি না।"

৬.৬ অনুশীলনী

১। প্রাচীন রোম নারীদের অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

৬.৭ গ্রন্থপঞ্জি

1. A. H. McDonald– Republican Rome– New York– 1966.
2. H. Mattingly– Roman Imperial Civilization– London– 1957.
3. M. Cary and H. H. Scullard– A History of Rome– New York– 1975.

পর্যায় ৩ : প্রাচীন রোমে ধর্ম ও সংস্কৃতি

একক ৭ ❒ রোমের ধর্মীয় সমন্বয়বাদ

গঠন

৭.০ : উদ্দেশ্য

৭.১ : ভূমিকা

৭.২ : রোমের প্রাচীন দেবদেবী সমূহ

৭.৩ : ঐশ্বরিক চুক্তিবাদ

৭.৪ : পারিবারিক ধর্মাচরণ

৭.৫ : রোমের পৌরোহিত্যের সংগঠন

৭.৬ : ঈশ্বর হিসাবে সম্রাটের আরাধনা

৭.৭ : রোমান ধর্মের বিবর্তন

৭.৮ : খ্রিষ্ট ধর্মের উত্থান

৭.৯ : উপসংহার

৭.১০ : অনুশীলনী

৭.১১ : গ্রন্থপঞ্জি

৭.০: উদ্দেশ্য

- এই একক অধ্যায়নের মাধ্যমে রোমের প্রাচীন দেবদেবী, ঐশ্বরিক চুক্তি মতবাদের তাৎপর্য ও পারিবারিক ধর্মীয় রীতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবগত হবে।
- উক্ত একক থেকে রোমের পুরোহিত সংগঠন, রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক তত্ত্ব -ইত্যাদি দিক সম্পর্কে জানতে পারবে।
- আলোচ্য এককের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কিভাবে প্রাচীন রোমে ধর্মের বিবর্তন ও খ্রিস্টধর্মের উথান হয়েছিল সেই দিকটি অনুধাবনে সক্ষম হবে।

৭.১: ভূমিকা

রোমের প্রাচীন তথা মূল ধর্মবিশ্বাস ছিল বহুশ্বরবাদী এবং পৌরাণিক কাহিনীনির্ভর। এই ধর্মের উৎসবিন্দু ছিল সেই ক্ষুদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাদের নিয়ে প্রাচীন রোমের সভ্যতার পথে প্রথম যাত্রা শুরু হয়েছিল। পৌরাণিক কাহিনীর ভিত্তিতে অজানা জড় বস্তু এবং জীবন্ত উপাদানগুলির উপর দেবত্ব আরোপ করায় আদি রোমান দেবমণ্ডল বা প্যান্থিয়ানের বহু দেব দেবীই মুখাবয়বহীন। নুমেন ছিল এই দেবমণ্ডলের আদি পিতা হিসেবে পূজিত। পরবর্তী কালে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটতে থাকে। এই ভাবে রোমান দেবমণ্ডলের একদিকে যেমন পরিসর বৃদ্ধি পেতে থাকে তেমনই অন্যদিকে তা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর আকার লাভ করতে থাকে।

আদি পর্বের রোমান ধর্ম ছিল সহজ সরল। ভয় ভীতি কৌতুহল এবং পারলৌকিক বিশ্বাসকে ঘিরে এই ধর্মীয় রীতি গড়ে উঠেছিল। অনেকে অবশ্য মনে করেছেন যে পারলৌকিক বিশ্বাস নয়, পারিপার্শ্বিক জগত থেকেই এই বিশ্বাস তার উৎস সংগ্রহ করেছিল।

একেবারে প্রাথমিক স্তরে রোমানরা প্রত্যেক দেবতার পৃথক ব্যক্তিত্বের বিষয়ে খুব কঠোর ছিল না। এমনকী দেবত্ব আরোপের ক্ষেত্রে কোন বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হবে সেই বিষয়েও খুব একটা কঠোরতা দেখা যায় নি। তবে কোন দেবতার দায়িত্ব কোন বিষয়ে তার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা রচনা করা হয়েছিল। জীবনের সমস্ত দিকগুলি, এমনকী সমস্ত অনুভূতিরও দেবতা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল রোমান দেবমণ্ডলে। ফিনিডিশের ঘরোয়া সংস্কৃতিতেও এই রোমান দেবমণ্ডলের প্রভাব দেখা যায়। একেকটি বিষয়ের দেবতার দেখভালের দায়িত্ব একেকটি পরিবারের উপর অর্পণ করা হয়, যা লার ফিনিডিশ বা লার্স নামে পরিচিত। সমস্ত পরিবারের ক্রিয়াকলাপে এই আধ্যাত্মিক অভিভাবকদের কোনও না কোনও রূপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। রোমানদের আধ্যাত্মিক অভিভাবকদের মধ্যে অন্যতম পুরুষ রূপকল্প হল জেনি ও নারী রূপকল্প হল জুনিই।

প্রাচীন রোমের আধ্যাত্মিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রোমান দেবমণ্ডলের মধ্য দিয়ে আদর্শ সামাজিক ও নৈতিক রূপকল্পের অবতারণা। প্রত্যেক দেবতার জীবনযাপন, সৃজনশীল শক্তির প্রতিনিধিত্ব, লিঙ্গভিত্তিক বিশেষ আচরণ এবং মূল্যবোধ ব্যক্তিকে সমাজের মধ্যে নৈতিক ভাবে বড় হতে এবং সামাজিক আচরণ শিখতে দৃষ্টান্তের ভূমিকা পালন করে। পরিবারের ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখা হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মা ও দেবতাকে নির্দিষ্ট পরিবারের নির্দিষ্ট কক্ষে আবদ্ধ রাখার কল্পনা দেখা যায়। এই কক্ষ সাধারণত বিশেষ ধরণের দ্বার দ্বারা সুরক্ষিত করা হত। এই দ্বারগুলি ফোরকুলাস দ্বার নামে পরিচিত। এর প্রান্তদেশ লিমেন্টিনাস এবং দ্বারের কব্জাগুলি কার্ডিয়া নামে পরিচিত ছিল।

৭.২: রোমের প্রাচীন দেবদেবী সমূহ

রোমের ধর্মের মধ্যে সমন্বয়বাদের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির আরাধ্য দেব দেবী অতি সহজেই রোমান দেবমণ্ডলে স্থান করে নিয়েছে। কখনও কখনও সামান্য কিছু পরিবর্তিত রূপ দেখা গেলেও সাধারণত প্রায় অবিকল রূপেই এরা রোমান দেবমণ্ডলে স্থান লাভ করেছে। বহিরাগত দেব দেবীদের মধ্যে অনেকের অভিসরণ ঘটেছিল দক্ষিণ ইতালির গ্রীক উপনিবেশগুলি থেকে। অনেক দেবতার আবির্ভাব ঘটেছিল এত্রুস্কানদের মধ্য থেকে। ল্যাটিন উপজাতীয় দেবতার সংখ্যাও খুব একটা কম ছিল না। এত্রুস্কান বা ল্যাটিন দেবতারা স্বনামে ও স্বপরিচয়েই রোমান দেবমণ্ডলে বিরাজমান হয়। অন্যান্য সংস্কৃতি

থেকে আগত দেবতাদের কখনও কখনও রোমানিকরণ যেমন দেখা যায় তেমনই কোনও কোনও প্রভাবশালী দেবতার কিন্তু সরাসরি আত্তীকরণের ঘটনাও বিরল ছিল না। বিশেষত কিছু গ্রীক দেবতার কথা এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য।

প্রাথমিক ভাবে রোমের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ছিল সহজ ও সরল। কিন্তু রোমান সভ্যতা যত বিস্তার লাভ করেছে ততই প্রসারিত হয়েছে তার ধর্মবিশ্বাস ও জটিল হয়েছে তার আচার অনুষ্ঠান। বিজিত অঞ্চলগুলির সাংস্কৃতিক প্রভাব রোমের উপর গভীর ভাবেই পড়েছিল এবং তাদের বিশ্বাসগুলি ক্রমশ রোমান ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করে এক সুসংহত রূপ লাভ করে ছিল। অনেক গ্রীক দেবতা এবং আচার অনুষ্ঠান রোমান ধর্মের অঙ্গে পরিণত হয়ে ছিল। গ্রীক শিল্প, সাহিত্য এবং পুরাণের পাশাপাশি দেবতাদেরও বহু ক্ষেত্রে রোমানিকরণ করা হয়েছিল। প্রাক্ এক্রস্কান পর্বে কিন্তু রোমানদের কোনও ধর্মীয় মন্দির বা মূর্তিপূজার রীতির কোনও নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। মূলত এক্রস্কান যুগ থেকেই মন্দির এবং মূর্তি নির্মাণ ও উপাসনার রীতি প্রচলিত হয় বলে মনে করা হয়। সব থেকে প্রাচীন মন্দির ছিল রোমের ক্যাপিটলিন পাহাড়ের উপর অবস্থিত জুপিটার, জুনো এবং মিনার্ভার প্রতি নিবেদিত।

খ্রি: পূ: ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ এক্রস্কান রাজাদের শাসনকালে রোমের ক্যাপিটলিন পাহাড়ে সুবিশাল মন্দির স্থাপন করে শুরু হয় জুপিটার, জুনো এবং মিনার্ভার অর্চনা। এই তিন দেবদেবীরই রোমান দেবমণ্ডলে আগমন ঘটেছিল হেলেনীয় সংস্কৃতি থেকে। সেখানে জুপিটার ছিলেন জিউস নামে পূজিত। জুনো এবং মিনার্ভা ছিলেন যথাক্রমে হেরা ও এথেনার প্রতিরূপ। ক্রমশ ভূমধ্যসাগরীয় বিশ্বে রোমের শক্তি বৃদ্ধি এবং ক্ষমতা প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে রোমান সংস্কৃতি বহু সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। যার ফলস্বরূপ বহু সংস্কৃতির মধ্যে এক গ্রহণ, বর্জন, সংশ্লেষ ও আত্তীকরণের প্রক্রিয়া দেখা যায় যা রোমান সংস্কৃতিকে এক বহুমাত্রিক ও বহুজাতিক চরিত্র প্রদান করে ছিল। এই সাংস্কৃতিক সচলতা রোমান সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের একটি বড় কারণ ছিল।

৭.৩: ঐশ্বরিক চুক্তিবাদ

আদি পর্বে রোমানরা তাদের ধর্ম বিশ্বাসকে মানুষ এবং দেবতাদের মধ্যে সংঘটিত এক পারস্পরিক সমঝোতা হিসেবে বিশ্বাস করত। এই পারস্পরিক সমঝোতার তত্ত্বই ঐশ্বরিক চুক্তিবাদ নামে পরিচিত। এই বিশ্বাসের কারণেই রোমানরা তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিষ্ঠা ভরে পালনের বিষয়ে খুব যত্নশীল হয়ে উঠেছিল। তারা মনে করত যে এক্ষেত্রে ভুল ত্রুটি কিছু হলে দেবতাদের সঙ্গে চুক্তির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হবে। ফলে রোমান বিশ্বে অনিষ্টের ছায়া নেমে আসতে পারে। ঐশ্বরিক চুক্তিবাদের অনিবার্য্য অনুষঙ্গ হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করে ভটম নামক রীতি। এটি এক ধরণের ব্রত বা মানত প্রথা। এক্ষেত্রে যদি কেউ নির্দিষ্ট কোনও অনুগ্রহ বা আশির্বাদ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে তা লাভ করতে সক্ষম হয় তাহলে কিছু আচার অনুষ্ঠান পালনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিশ্রুত হতেন।

ঐশ্বরিক চুক্তির প্রভাব বিদেশী দেবতাদের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ হিসেবে ফিনিশীয় দেবতা সাইবেল এর উল্লেখ করা যায়। হ্যানিবল এর আরাধ্য এই দেবী দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সময়ে রোমানদের দ্বারাও পূজিত হতে থাকেন এবং হ্যানিবলের পরাজয়ের পরও তিনি রোমান ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই রয়ে গিয়েছিলেন। আরেক খুব জনপ্রিয় বিদেশী দেবতা ছিলেন পারস্য দেশের সূর্য্য দেবতা মিত্র। রোমে মিত্রকে কল্পনা করা হত এমন এক দেবতা হিসেবে যিনি অমর আত্মার জন্য চিরন্তন মুক্তির প্রস্তাব বহন করেন। রোমানদের দ্বারা বিদেশী দেবতাদের এই আত্তীকরণ পরবর্তী সময়ে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করেছিল।

৭.৪: পারিবারিক ধর্মাচরণ

সাধারণ ভাবে বিশ্বের সব ধর্মেরই দুটি রূপ থাকে। একটি হল সাধারণ ভাবে আচরণীয় ধর্ম এবং অন্যটি হল কুল ধর্ম বা পরিবারের অভ্যন্তরে বংশ পরম্পরায় চলে আসা পালনীয় আচরণ বিধি। রোমান ধর্মের ইতিহাসও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল না। সাধারণ ভাবে রোমান সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হওয়ায় পরিবারের জ্যেষ্ঠতম পুরুষ সদস্য পরিবারের কুলপতি হিসেবে পৌরোহিত্য করতেন। গৃহের অভ্যন্তরে সমস্ত ধর্মীয় আচার আচরণে কুলপতির এই পৌরোহিত্যের সহযোগিতা করতেন তার বিবাহিত স্ত্রী। রোমানরা বিশ্বাস করত যে পরকালে সুখের জন্য মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য দান করা একান্ত প্রয়োজনীয়। তারা এও বিশ্বাস করত যে, মৃত পূর্বপুরুষদের প্রতি তাদের কর্তব্য অবহেলা করলে অসন্তুষ্ট আত্মা পরিবারকে পীড়া দান করতে পারে। একারণেই পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপ এবং পূর্বপুরুষদের প্রতি নৈবেদ্য ও অর্ঘ্য দানের পারিবারিক রীতিকে এক গুরুতর ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে দেখা হত। একই ভাবে পরিবারের অস্তিত্ব ও প্রবহমানতা সুনিশ্চিত করার জন্য বিবাহকেও এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হত। বিবাহের ক্ষেত্রে অনুকূল বিবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কঠোর বিধি প্রচলিত ছিল। বিবাহের পর স্ত্রী তার পিতৃ পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বামীর পরিবারে প্রবিষ্ট হতেন। পিতৃপুরুষদের ধর্মের মতই পারিবারিক দেব দেবীও আত্মার যথাযথ উপাসনা রোমান সংস্কৃতিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সাধারণ ভাবে সান্ধ্যকালীন ভোজন এবং নৈশাহারের মাঝামাঝি সময়ে প্রার্থনা ও নৈবেদ্য অর্পণ করা হত। তবে কোণও কোনও ধার্মিক পরিবার সকালেও এই দায়িত্ব পালন করত। এগুলি তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। প্রতিটি বংশের কিছু নিজস্ব আচার ছিল, যা কেবল পরিবারের মধ্যেই নয়, রাষ্ট্রের জন্যও একটি প্রয়োজনীয়তা হিসেবে বিবেচনা করা হত।

৭.৫: রোমের পৌরোহিত্যের সংগঠন

প্রাচীন রোমে অগার নামক পুরোহিত গোষ্ঠী ঈশ্বরের ইচ্ছা ও নির্দেশ মানুষের মধ্যে ব্যাখ্যা করতেন। আবার পন্টিফরা প্রচলিত বিভিন্ন প্রথার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতেন। প্রাচীন রোমের পুরোহিতরা কিন্তু সন্ন্যাসী তথা সমাজ ত্যাগী ছিলেন না। তারা বৈবাহিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে সংসার ধর্ম পালন করতেন। তারা রোমান ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। রোমানদের পুরোহিত সংগঠন অনেক প্রাচীন কাল থেকেই গড়ে উঠেছিল। প্রাক্ প্রজাতান্ত্রিক যুগে যখন রোম ছিল এত্রুস্কান ও উপজাতীয় স্বৈরাচারী রাজাদের দ্বারা শাসিত তখন থেকেই এই ব্যবস্থার উৎপত্তি ঘটেছিল। রোমান কিংবদন্তী অনুযায়ী আচার অনুষ্ঠান, পূজা পার্বণ সঠিক ভাবে পালন করার জন্য রাজতান্ত্রিক রোমের শাসক নিউমা পম্পিলাসের দ্বারা গঠিত একটি স্থায়ী পুরোহিত শ্রেণি রোমে বর্তমান ছিল। রোমের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত যেকোনও পারিবারিক এবং রাষ্ট্রীয় ধর্মানুষ্ঠানের মূল দায়িত্ব এই সব পুরোহিতের উপরেই ন্যস্ত ছিল। এই সময়ে ধর্মীয় রীতি নীতি ও প্রশাসনিক বিষয়গুলিকে পন্টিফেক্স ম্যাক্সিমাস এর বা প্রধান পুরোহিতের নির্দেশে চারটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছিল। এই চারটি স্তর হল — রেক্স স্যাক্রোরাম, ফ্লেমিনেস বা ফ্ল্যামিনেস, পন্টিফেক্স ম্যাক্সিমাস ও ভেস্টালাস। এছাড়া ছিল পাখিদের ওড়া দেখে ভবিষ্য বাণী করা অগার নামক প্রাচীন পুরোহিত তথা জ্যোতিষী গোষ্ঠী।

রোমান প্রজাতন্ত্রের সূচনা পর্বে রেক্স স্যাক্রোরাম পদটি তৈরি করা হয়েছিল। তিনি সরাসরি শাসকের কাছ থেকে দ্বার রক্ষাকারী দেবতা জানুস এর পূজার দায়িত্ব ও অন্যান্য ধর্মীয় কর্তৃত্বের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। সাধারণত রোমান

অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কোনও যোগ্য ব্যক্তি এই পদটি অলংকৃত করত। এই পদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল ধর্মীয় বিষয়ের উপর রাজকীয় আধিপত্যের ঐতিহ্য যে কোনও ভাবে প্রতিষ্ঠা করা। যদিও পরবর্তী কালে পদটি ক্ষমতা বিহীন কেবল মাত্র একটি সাম্মানিক পদে রূপান্তরিত হয়েছিল। ফ্ল্যামিনেস পদটি হল কোনও নির্দিষ্ট দেব দেবীর উপাসনার দায়িত্ব প্রাপ্ত পুরোহিতের। এই পদের অধিকারী পুরোহিতরা এদের জন্য নির্দিষ্ট দেবতাদের উপাসনা করার পদ্ধতিটি সঠিক ভাবে জানতেন এবং সেই কারণেই এই পুরোহিতদের উপর ঐ নির্দিষ্ট দেবতার যাবতীয় দায়িত্ব পালনের কর্তব্য ন্যস্ত করা হত। এই রকম তিন পুরোহিত পদ ছিল বিশেষ জনপ্রিয়। এগুলি হল মার্সের জন্য ফ্লেমেন মার্সিয়ালিস, জুপিটারের জন্য ফ্লেমেন দিয়ালিস এবং কুইরিনাসের জন্য ফ্লেমেন কুইরিনালিস প্রমুখ। এই রকম আরও বারোটি ফ্ল্যামিনেস পুরোহিত পদের উল্লেখ বিভিন্ন উপাদানে পাওয়া যায়। তবে গুরুত্বের বিচারে এই বারোটি পদ অনেকটাই হীন ছিল। অন্তত প্রথম তিন ফ্ল্যামিনেস পুরোহিত পদের তুলনায়। পন্টিফেক্স ম্যাক্সিমাস নামক পুরোহিত গোষ্ঠী রোমান ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রধান সংগঠক ছিলেন। পরবর্তী কালে তারাই রোমান ধর্মীয় জীবনে প্রধান পুরোহিত শ্রেণিতে পরিণত হন। ভেস্টালাস নামক পুরোহিত পদটি ছিল মূলত রোমান কুমারী নারীদের জন্য সংরক্ষিত। এই সমস্ত কুমারী নারীরা ছিল মূলত রোমান অভিজাত বংশীয়। এই পদের সংখ্যা ছিল ছয়টি। এরা প্রাচীন রোমান অগ্নি ও চুল্লির দেবী ভেস্টার সেবায় মূলত নিয়োজিত ছিল। এদের আরও দায়িত্ব ছিল যে ভেস্টা দেবতার অগ্নি যাকে রোমানরা অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করত তার শিখাকে সব সময়ের জন্য প্রজ্জ্বলিত রাখা।

উপরোক্ত পুরোহিত গোষ্ঠী ছাড়াও রোমে আরও কিছু পুরোহিত গোষ্ঠীর কথা জানা যায়। যেমন সাতজন পুরোহিতকে নিয়ে গঠিত এপুলোনেস, ভ্রাতৃত্বমূলক পুরোহিত সংগঠন সোডালিটি, ষাট জন এত্রুস্কান পুরোহিত নিয়ে গঠিত হারুসপিসেস প্রভৃতি। এছাড়াও ছিল সালিই, ফেতিয়ালিস প্রভৃতি আরও নানান পুরোহিত সংগঠন।

৭.৬: ঈশ্বর হিসাবে সম্রাটের আরাধনা

রোমান সংস্কৃতিতে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির এক সুগভীর সংযোগ প্রথমথেকেই পরিলক্ষিত হয়। রোমান প্রজাতন্ত্র থেকে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় উত্তরণ কালে তা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করতে সম্রাটরা নিজেদের ঐশ্বরিক উৎপত্তি এবং ঐশ্বরিকতার ধারণার অবতারণা শুরু করেন। জুলিয়াস সিজার এক্ষেত্রে সব থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ছিলেন। তিনি নিজেকে ভেনাসের পুত্র আইওনিয়ের প্রত্যক্ষ বংশধর বলেও দাবি করতেন। একেবারে প্রাথমিক পর্য্যায়ে রাষ্ট্র নায়কের ঐশ্বরিক উদ্ভবের তত্ত্ব অতটা সাড়া না ফেললেও জুলিয়াস সিজারের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এই বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা দান করে। এর ফলে পরবর্তী রাষ্ট্র নায়কদের ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে যেমন সমস্যা হয় নি তেমনই ঐশ্বরিক গুণের কারণেই নিজেদের পদ মর্য্যাদাকে দৃঢ়তা দানেও কোনও অসুবিধা হয় নি। সম্রাটরা তাদের মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত ঐশ্বরিক সম্মান লাভ করতেন। এই জীবন্ত দেবতাদের আনুগত্যের চিহ্ন হিসেবে বলিদান ও অন্যান্য অর্ঘ্য উৎসর্গের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল বহুল ভাবে। সম্রাটরা নিজেরা রোমান দেবমণ্ডলের অনুগামী হওয়ায় সমগ্র দেবমণ্ডলের প্রতি রোমান প্রজাদের আনুগত্য প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এর অন্যথায় শাসকের রোষানল ছিল অনিবার্য্য। এই পুরো দেবমণ্ডলের উপর বলপূর্বক বিশ্বাস চাপানো প্রথম দিকে খ্রিষ্টানদের সাথে বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। খ্রিষ্টানরা একদিকে যেমন রোমান দেবমণ্ডলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না ঠিক তেমনই রোমান সম্রাটকে সর্ব শক্তিমান ঈশ্বর হিসেবে উপাসনা করতেও তারা রাজি ছিলেন না। এর ফলে খ্রিষ্টানদের সাথে রোমানদের সংঘাত ছিল অবশ্যম্ভাবী।

৭.৭: রোমান ধর্মের বিবর্তন

প্রাচীন রোমান ধর্ম দীর্ঘ বিবর্তনের পথ জুড়ে ক্রমশ তার আদি সহজ সরল রূপটি হারিয়ে বিপুল আকৃতি ধারণ করে ছিল। এর কারণ অবশ্যই ছিল রোমান সংস্কৃতির সর্ব গ্রাহ্য মানসিকতা। রোমান সংস্কৃতি ছিল অতি সচল। ফলে সাম্রাজ্যের ক্রম বিস্তারের সাথে সাথে সে যত ভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছে ততই সেই সমস্ত সংস্কৃতির বিবিধ উপাদান গ্রহণ, সংশ্লেষ এবং আত্তীকরণের মাধ্যমে শেষ পর্য্যন্ত এক বহুমাত্রিক চরিত্র লাভ করেছে। এর ফলে যে কেবল রোমান সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয় — বর্ধিত হয়েছে তার দেবমণ্ডলের আয়তনও।

প্রাথমিক ভাবে গ্রীক এবং এত্রুস্কানদের প্রভাব ছিল সব থেকে প্রকট। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের শেষ দিকে গ্রীক প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। তার পরিবর্তে অনেক বেশি বৃদ্ধি পায় প্রাচ্য ধর্মের সঙ্গে রোমান ধর্মের সংযোগ। মিশরের আইসিস কাল্ট, পারস্যের মিত্র তথা সূর্য্যের উপাসনা এই সময়ে খুব গুরুত্ব লাভ করে। সাম্রাজ্যের যুগে সম্রাট ঈশ্বর হিসেবে প্রতিভাত হওয়ায় রাষ্ট্র ধর্মের স্থান ক্রমশ এই সম্রাট কাল্ট বা অগাস্টান কাল্টই গ্রহণ করে। তবে সম্রাটেরও সমর্থকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী রোমে বিরাজমান ছিল। ইহুদী ধর্মের বহু মানুষও রোমান সাম্রাজ্যের কিছু অংশে বসবাস করতেন, যাদের বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রোমান ধর্মের উপর পড়ে ছিল।

৭.৮: খ্রিষ্ট ধর্মের উত্থান

প্রাথমিক ভাবে রোমানদের সঙ্গে খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক ছিল চূড়ান্ত বৈরিতার। কিন্তু খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন নিজে খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হন তখন থেকে খ্রিষ্ট ধর্ম রোমান ধর্মের একটি গ্রহণ যোগ্য অংশে পরিণত হয়। পরবর্তী কালে জুলিয়ানের মত রোমান সম্রাটরা রোমের সনাতন বিশ্বাসের পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করলেও তা খুব একটা ফলপ্রসূ হয় নি।

৭.৯: উপসংহার

যদিও রোমের প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্মের আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নি তবে একই সাথে একথাও বলা বাহুল্য যে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরাও একেবারে বিশুদ্ধ খ্রিষ্ট তত্ত্ব রোমান সাম্রাজ্যে জনপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম হন নি। গভীর ভাবে বদ্ধমূল সূর্য্য উপাসনা নির্ভর মিত্র কাল্ট বা অগ্নি উপাসনা এবং খ্রিষ্ট তত্ত্ব মিলিত হয়ে রোমান সমাজে ধর্ম একটি নতুন চরিত্র লাভ করে — এটিই ছিল রোমান ক্যাথলিক ধর্মের আদি রূপ। ৩৯২ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট থিওডোসিয়াস উদ্যোগী হয়ে ছিলেন রোমে প্রথম পৌত্তলিক ধর্মের অনুশীলন পুরোপুরি নিষিদ্ধ করতে। তিনিই প্রথম খ্রিষ্ট ধর্মকে কোনও রকম প্রশ্ন অথবা বিতর্ক ব্যতিরেকে রোমান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করে ছিলেন।

৭.১০: অনুশীলনী

১। রোমের ধর্মের সার্বজনীন চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। প্রাচীন রোমে সম্রাট পূজার সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

৭.১১ : গ্রন্থপঞ্জি

1. A. H. McDonald– *Republican Rome*– New York– 1966.
2. Geoffrey Parrinder (Ed.)– *An Illustrated History of the Worlds Religions*– Northampshire– 1983.
3. H. Mattisngly– *Roman Imperial Civilization*– London– 1957.
4. M. Cary and H. H. Scullard– *A History of Rome*– New York– 1975.

একক - ৮ (ক) ❐ রোমান সভ্যতার সাহিত্য

গঠন

৮(ক).০ : উদ্দেশ্য

৮(ক).১ : ভূমিকা

৮(ক).২ : ল্যাটিন সাহিত্যের আদিযুগ

৮(ক)৩ : ল্যাটিন সাহিত্যে ধ্রুপদী স্বর্ণযুগ

৮(ক).৪ : ল্যাটিন সাহিত্যে ধ্রুপদী রজত যুগ

৮(ক).৫ : ল্যাটিন সাহিত্যে খ্রিষ্টান যুগ

৮(ক).৬ : উপসংহার

৮(ক).৭ : অনুশীলনী

৮(ক).৮ : গ্রন্থপঞ্জি

৮(ক).০ উদ্দেশ্য

- এই একক অধ্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ল্যাটিন সাহিত্যের বিভিন্ন যুগ বিভাজন কিভাবে রোমান সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছিল সে বিষয়ে শিক্ষার্থীরা অবগত হবে।
- উক্ত একক থেকে শিক্ষার্থীরা ল্যাটিন সাহিত্যের বিভিন্ন প্রবাদ প্রতিম কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও ইতিহাসবিদদের কবিতা, রচনা, দর্শন ও ইতিহাস ইত্যাদি সৃজনশীলতা সম্পর্কে জানতে পারবে।

৮(ক).১: ভূমিকা

প্রাচীন রোমের সংস্কৃতির একটি অন্যতম উৎকৃষ্ট দিক ছিল এর সাহিত্য। ইউরোপীয় সভ্যতা এর পূর্বসূরীদের থেকেও রোমান সাহিত্য ছিল আরো অনেক পরিপক্ক। কবিতা, কৌতুক, বিয়োগাত্মক রচনা ইতিহাস এবং বক্তৃতা মূলক রচনা রোমান সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিল। ল্যাটিন ভাষায় রচিত ল্যাটিন সাহিত্য ভান্ডার প্রাচীন রোমের সংস্কৃতির স্থায়ী উত্তরাধিকার বহন করেছিল বহুকাল পর্য্যন্ত। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের অনেক পরবর্তী কোন পর্য্যন্ত ল্যাটিন ভাষা পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতা কৃষি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে চলেছিল্74

ল্যাটিন সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে একে চারটি কালপর্বে ভাগ করা যায়। যথা, আদিপর্ব, ধ্রুপদী স্বর্ণযুগ, ধ্রুপদী রজত যুগ এবং খ্রিস্টান যুগ। একেবারে আদিপর্বে প্রাচীন ল্যাটিন সাহিত্য কীর্তির খুব সামান্যই অবশিষ্ট

আছে। এই সময়কার অতিসামান্য টিকে থাকা কীর্তি গুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলো প্লেটাস এবং টেরেন্স নাটকগুলি। এই নাটকগুলি কালের প্রাচীর পার করে জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এই আমলের অধিকাংশ ল্যাটিন রচনা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। কখনো কখনো হয়তো বহু শতাব্দীর পরে তা আবিষ্কৃত হয়েছে। আবার কখনো কখনো তা একেবারে বিলীন হয়ে গেছে। ল্যাটিন সাহিত্যে ধ্রুপদী যুগের সূচনা হয় খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী নাগাদ। এই সময় থেকে আরও খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দি পর্য্যন্ত সময়কালকে ল্যাটিন সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যায়। এরপর খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ল্যাটিন সাহিত্যকৃতি রচিত হয়েছিল উৎকর্ষের ভিত্তিতে তা স্বর্ণযুগের তুলনায় ছিল খানিক হীন। এই যুক্তি তাই রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। দিতে শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ল্যাটিন সাহিত্যের উৎকর্ষের অনেকটাই অবনমন দেখা যায়। এই সময় রচিত সাহিত্য গুলি প্রায়শই উপেক্ষিত হয়েছে। পরবর্তীকালে পঞ্চদশ শতাব্দীর রেনেসাঁর সময় এই সময় কার অনেক লেখক কে আবার আবিষ্কার করে তাদের স্টাইল অনুকরণে রীতি দেখা গিয়েছিল। যদিও মধ্যযুগীয় ল্যাটিন কে প্রায়শই হীন ল্যাটিন হিসেবে বর্ণনা করা হয় তবুও প্রকৃতপক্ষে ল্যাটিন সাহিত্যের বহু উৎকৃষ্ট রচনা মধ্যযুগের রচিত হয়েছিল। মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপের বেশিরভাগ অঞ্চলে ল্যাটিন ভাষাই ছিল সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার প্রধান মাধ্যম। মধ্যযুগীয় এই সাহিত্যচর্চার ধারাটি খ্রিস্টান প্রভাব তারা এতটাই প্রভাবিত হয়েছিল যে একে খ্রিস্টান সাহিত্যের যুগ বলা অতুক্তি নয়।

রোমান সাম্রাজ্য পশ্চিম এবং পূর্ব দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর গ্রিক ভাষার প্রভাব পশ্চিম ইউরোপ থেকে অনেকটাই অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিকভাবে পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে পূর্ব ইউরোপের বিচ্ছেদ সাংস্কৃতিক জগতে এক নতুন মাত্রা দান করেছিল। পশ্চিমে ক্যাথলিক সংস্কৃতি এবং পূর্বে গ্রীক অর্থোডক্স সংস্কৃতির মধ্যে ধর্মীয় দূরত্ব এই সাংস্কৃতিক দূরত্বকে আরো বৃদ্ধি করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানী ভাষাগুলি কেবল কথিত ভাষা হিসেবে বিকশিত হয়েছিল। ল্যাটিন হয়েছিল হয়ে উঠেছিল সেখানে একমাত্র সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যম। অনেক পরে মধ্যযুগের একেবারে শেষের দিকে রেনেসার প্রথমদিকে পশ্চিমী ভাষা গুলিতে লেখার বিষয়টি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সম্ভবত নির্ধন বিপ্লবের পরবর্তীকালে স্থানীয় পশ্চিমী ভাষা গুলিতে সাহিত্য রচনার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অসত্য ল্যাটিন ভাষার চর্চা তখনও অব্যাহত ছিল। এমনকি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ল্যাটিন কবিতা এবং নাটকের বহু উৎসাহী শ্রোতা ছিলেন। বস্তুত উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত অধিকাংশ পশ্চিম ইউরোপের দেশ গুলিতে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসেবে ল্যাটিন এর ব্যবহার অব্যাহত ছিল। যদিও ল্যাটিন ভাষায় রচিত কথাসাহিত্য এবং সাধারন রচনা সংখ্যা এ সময় ক্রমশ কমে ছিল তবুও তা কিন্তু মৃত হয়ে যায়নি। উনিশ শতকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এবং গবেষণাপত্র গুলোতে ল্যাটিন ভাষায় ব্যবহার অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। বিশেষত রসায়ন, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রায়শই বিংশ শতকে ল্যাটিন ভাষায় রচিত হত। এখনো পর্যন্ত অক্সফোর্ড ক্লাসিক্যাল টেক্স বিবিলিওথিকা গ্রিকোরিয়াম রোমানোরাম টুবনারিয়ানা এবং আরো কিছু সিরিজের সম্পাদকরা ল্যাটিন ভাষাতেই সংস্করণ এবং নিজেদের পরিচয় জ্ঞাপন করেন।

৮(ক).২: ল্যাটিন সাহিত্যের আদিযুগ

ল্যাটিন সাহিত্যে একেবারে আদিপর্বে অতি সামান্য কিছু নিদর্শন পরবর্তীকালে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এই সমস্ত কীর্তি গুলি থেকে মূলত তিনজন সাহিত্যিকের নাম পাওয়া যায়। যথা, তিতাস ম্যাক্সিয়াস প্লেটাস, পুবলিয়াস তেরেনটিয়াস আফার

বা টেরেন্স এবং মার্কাস পোরসিয়াস ক্যাতো। প্লেটাস ছিলেন রোমান নাট্যকার। তার নাটকগুলি রচনাকাল মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে ১৮৪ অব্দের মধ্যে রচিত। ল্যাটিন সাহিত্যের আদি পর্বের অক্ষত রচনা গুলির মধ্যে তার কৌতুক নাটকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি গীতিনাট্য এর অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ ছিলেন। ল্যাটিন সাহিত্যে প্লেটাইন শব্দটি প্লেটাসের থেকে উদ্ভূত। মূলত তার কাজ গুলি বা তার অনুরূপ অথবা তার দ্বারা প্রভাবিত অর্থ বোঝাতে এই প্লেটাইন শব্দটি ব্যবহৃত হয়। পুবলিয়াস তেরেনটিয়াস আফার সাধারণত টেরেন্স নামে সুপরিচিত। রোমান প্রজাতন্ত্রের এই নাট্যকারের কৌতুক নাটক প্রথমবারের মতো পরিবেশিত হয়েছিল সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ১৭০ অব্দ নাগাদ তার রচনাগুলি খ্রিস্টপূর্ব ১৬০ অব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। রোমান সিনেটের টেরেনটিয়াস লুসানাস টেরেন্সকে রোমে ক্রীতদাস হিসেবে নিয়ে এসেছিল এবং তাঁকে শিক্ষা দান করেছিলেন। পরবর্তীকালে তার দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। টেরেন্স এর লেখা ৬ টি নাটক পরবর্তীকালে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ১৫৩ অর্ধেক গ্রীস বা রোমে ফিরে যাওয়ার সময় অল্প বয়সে তার মৃত্যু হয়। আদিত্বরি ল্যাটিন গদ্য সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথিকৃৎ ছিলেন মার্কাস পোরসিয়াস ক্যাতো। তিনি ছিলেন একাধারে রোমান রাজনীতিবিদ, সেন্সর, স্যাপিয়েন্স এবং প্লিস্কাস। তার পৌত্র ক্যাতো দ্য ইয়াংগার এর থেকে পৃথক করার জন্য তাকে সাধারণত জ্যেষ্ঠ ক্যাতো বা ক্যাতো দ্যা ইয়াংগার নামে অভিহিত করা হয়। তিনি ছিলেন এক প্রাচীন প্লেবীয় পরিবারের বংশধর। তার পিতৃপুরুষরা সামরিক ক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু তিনি সেদিকে আগ্রহ দেখাননি। লুসিয়াস ভ্যালারিয়াস ফ্ল্যাকাসের নজরে আসার পর তিনি রুমে আসেন। ২১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ট্রিবিউন ২০৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কোয়েস্টার, ১৯৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অ্যাডাইল, ১৯৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রিটর, ১৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কনসুল প্রভৃতি পদের দায়িত্ব লাভ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ১৮৪ অব্দে তিনি সোসর পদে নির্বাচিত হন। তার এই রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর রচিত গদ্য সাহিত্যের মধ্যে ফুটে উঠেছিল।

৮(ক).৩: ল্যাটিন সাহিত্যে ধ্রুপদী স্বর্ণযুগ

ল্যাটিন সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত। এই যুগে কাব্যনাট্য গদ্য সাহিত্য এবং ইতিহাস ভিত্তিক রচনার ক্ষেত্রে উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছে ছিল ল্যাটিন সাহিত্য। তাই এই কালপর্ব ল্যাটিন সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ নামে পরিচিত।

ধ্রুপদী স্বর্ণযুগের ল্যাটিন সাহিত্যে প্রবাদপ্রতীম সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হল লুক্রেটিয়াস, ক্যাটুলাস, ভার্জিল, হোরেস, ওভিড, টিবুল্লাস, প্রোপাটিয়াস প্রমুক কবি জুলিয়াস সিজার, সিসেরো, ভেরো, ভিট্রুভিয়াস প্রমুখ গদ্য সাহিত্যিক নেপোস, স্যালাসড, লিভি প্রমুখ ঐতিহাসিক না বিশেষভাগে উল্লেখ্য।

তিতাস লুক্রেটিয়াস কারাস ছিলেন একজন রোমান কবি ও দার্শনিক তার একমাত্র পরিচিত রচনাটি এপিকুরিয়ানিজম ডি রেরুর নাটুরা, অলনেচার অব থিংস এর উপর মহাকাব্যিক দার্শনিক কবিতা। পাইরাস ভ্যালারিয়াস ক্যাটুলাস ছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর একজন রোমান কবি ছিলেন। তাঁর কাজটি বহুলভাবে অধ্যয়নিত এবং তা কবিতা অন্যান্য শিল্পকে খুবই প্রভাবিত করেছিল।

রোমান কাব্য সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন ভার্জিলিয়াস মারো। যিনি ভার্জিলিয়াস বা ভার্জিল নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন শাস্ত্রীয়ও রোমান কবি। তাঁর মহাকাব্য মূলত তিনটি পদ্ধতির অনুযায়ী ছিল

যথা, বুকলিকস বা একলোকস, জর্জিক্স এবং আনিডযুক্ত সমাপ্তি। ভার্জিলের আনিড মূলত একটি বীরগাঁথা যা দ্বাদশগ্রন্থ দ্বারা সম্বলিত। এক্ষেত্রে হোমারের মহাকাব্যের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য চোখে পড়ে। সাধারণভাবে মাহাকাব্যে চব্বিশ সর্গ সম্বলিত হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে ভার্জিলের অ্যানিড রোমান সাম্রাজ্যে জাতীয় মহাকাব্যে পরিণতি হয়।

এই আমলে গীতিকবিতাও বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। অগাস্টাসের আমলে কুইন্টাস হোরেটিইয়াস ফ্লাকাস বা হরেস ছিলেন শীর্ষস্থানীয় রোমান লিরিক কবি। পাবলিয়াস ও ভিডিয়াস নাসো ছিলেন রোমান কবি যিনি ওভিড নামেই মূলত পরিচিত ছিলেন। তার কাব্যের মূল বিষয়বস্তু ছিল পৌরাণিক রূপান্তর প্রেম এবং নারী।ভার্জিল এবং হোরেসের পাশাপাশি ল্যাটিন সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম কবি হিসেবে ওভিডের নাম স্মরণীয়। এলিজিয়াক কাপলের অসাধারণ ব্যবহার ওভিডের রচনায় রচনায় পাওয়া যায়। বহু শতাব্দী জুড়ে ইউরোপীয় শিল্প সাহিত্যের উপর ওভিডের কাব্যগুলির গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ছন্দের ক্ষেত্রে ওভিড, বিস্তৃত আঙ্গিকের ব্যবহার করেন। তার রচনাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল আরস আমাতোরিয়া এবং রেমিডিয়া আমোরিস এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাঁর ট্র্যাজিক কাব্য মেডিয়া-তে তিনি আইম্বিক ট্রাইমিটার এবং এ্যানাপেস্টে ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। পৌরাণিক রূপান্তরকাব্যে হোমার এবং ভার্জিলের অনুকরণ করে ড্যাকটাইলিক হেক্রোমাসের ব্যবহার করেছেন।

আলবিয়াস টিবুল্লাস একজন ল্যাটিন কবি ও প্রবীণদের লেখক ছিলেন। তার জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। তার কবিতার প্রথম ও দ্বিতীয় বই প্রচলিত। তবে টিবুল্লাসের উপর আরোপিত অনেক কাব্য প্রশ্নাতীত নয়। পরবর্তী লেখকদের মধ্যে কয়েকজন তার সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন। যদিও তার পারিবারিক ক্ষেত্র সম্পর্কে খুব একটা জানা যায় না তবে সম্ভবত তিনি রোমান নাইট পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং যথেষ্ট সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। সম্ভবত ভার্জিল হোরেস এবং প্রোপারটিয়াসের মত তিনিও মার্ক অ্যান্টনি এবং অক্টাভিয়ানদের শাসনকালে বাজেয়াপ্ত করনের কারণে সম্পত্তি হারিয়েছিলেন বলে মনে হয়। সেক্রটাস অরেলিয়াস প্রোপারটিয় ছিলেন লাতিন ভাষাতত্ত্ববিদ যিনি খ্রিস্টপূর্ব ৪০ থেকে ৪৫ অব্দে মেভানিয়ার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এবং খ্রিস্টপূর্ব ১৫ অব্দের পরে অল্প সময়ের মধ্যেই তার মৃত্যু হয় ।তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কীর্তিটি চারটি ইজেলিস কান্দে বিভক্ত। তিনি ম্যাকেমা, গ্যালাস এবং ভার্জিন কবিদে সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত ছিলেন। অগাস্টাস ছিলেন তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

ল্যাটিন গদ্য সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন জুলিয়াস সিজার। তার জীবদ্দশায় রোমের অন্যতম সেরা বক্তা ও গদ্য রচয়িতা হিসেবে বিবেচনা করা হতো এমনকি সিসেরো সিজারের ইতিবাচক বক্তব্য প্রশংসা করেছিলেন। তার সর্বাধিক বিখ্যাত রচনা মধ্যে তার পিতামহী জুলিয়া এবং তার আন্টিকাতোর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং সিসিরোর ক্যাটোর স্মৃতিসৌধের প্রতিক্রিয়াজ্ঞাপনের জন্য লেখা একটি দলিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তার বেশিরভাগ রচনা ও বক্তব্য ইতিহাসের কাছে হারিয়ে গেছে। জুলিয়াস সিজারের তাঁর নয় বছরের যুদ্ধের বিষয়ে লেখা একটি মন্তব্য কমেন্টারি দে বেলো গ্যালিকো (গ্যালিক যুদ্ধের ভাষ্য), গ্যালিয়া এবং ব্রিটানিয়ার প্রকেনসুল পদকালে তাঁর প্রচার প্রচরনা এবং কমেন্টারি দে বেলো সিভিলি (গৃহযুদ্ধের ভাষ্য), মিশরের পম্পেয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত সময় অব্ধি গৃহযুদ্ধের ঘটনাবলি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য রচনাগুলি ঐতিহাসিকভাবে সিজারের উপর আরোপ করা হয়েছে, তবে বিষয়ে কিছু সন্দেহ আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ডি বেলো আলেকজান্দ্রিনো (আলেকজান্দ্রিন যুদ্ধে), আলেকজান্দ্রিয়ার প্রচার, ডি বেলো আফ্রিকো (আফ্রিকান যুদ্ধে), উত্তর আফ্রিকার প্রচার প্রচারনা এবং ডি বেলো হিস্পানিয়েনসি (হিস্পানিক যুদ্ধে), তাইবেরিয়ান উপদ্বীপে প্রচারনা। এই আখ্যানগুলি স্পষ্টতই সহজ শৈলীতে রচিত। সিজারের রাজনৈতিক এজেন্ডার জন্য অত্যন্ত পরিশীলিত বিজ্ঞাপন।

প্রারম্ভিক ক্যাথলিক চার্চ দ্বারা সিসেরোকে ধার্মিক পৌত্তলিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তাই তার বেশ কয়েকটি রচনা সংরক্ষণের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। সেন্ট অগাস্টিন এবং অন্যরা তার প্রজাতন্ত্র এবং আইন সম্পর্কিত আইন গুলি থেকে উদার ভাবে উদ্ধৃত করেছেন এবং এর কারণেই আমরা টিকে থাকার টুকরোগুলি থেকে বেশিরভাগ কাজ পুনরায় তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। সিসেরো প্রাচীন আইন এবং রীতিনীতি গুলির ভিত্তিতে অধিকার গুলির একটি প্রাথমিক বিমুর্ত ধারণা করনের কথাও লিখেছিলেন। সমসাময়িক রোমান লেখকদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নাম মার্কাস টেরেন্টিয়াস ভেরো রেটিনাস নামে তিনি পরিচিত। তার প্রায় ৬২০টি গ্রন্থের কথা গ্রন্থের কথা জানা গেল সেগুলি পাওয়া যায়নি। মাত্র একটি কাজই কালের সীমা পার হয়ে আজও বিদ্যমান। তবে কয়েকটি ক্ষুদ্র কাজের অংশ খুঁজে পাওয়া গেছে। দোলিয়াস এবং সেলিসিয়াস নকটিস অ্যান্টিকায়ে। মার্কাস ভিট্রুভিয়াস পোলিও ছিলেন একজন রোমান লেখক স্থপতি। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সক্রিয় ছিলেন তিনি। ভিট্রুভিয়াস তার নিজস্ব বিবরণ দিয়ে বলিস্তা (আর্টিলারিম্যান) হিসেবে কাজ করেছিলেন। তিনি সম্ভবত বলিস্তার প্রধান (আর্টিলারি সিনিয়র অফিসার) ডক্টরেস ব্যালিস্টারাম (আর্টিলারি বিশেষজ্ঞ) এবং লিবারটোরের দায়িত্বে ছিলেন।

কর্নেলিয়াস নেপোস (খ্রিষ্টপূর্ব ১০০-২৪ খ্রি) একজন জীবনী লেখক ছিলেন। সম্ভবত তিনি ভেরোনা থকে খুব দূরে সিসালপাইন গলের একটি গ্রাম হোস্টিলিয়াইয় জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর গ্যালিকের উৎস অসোনিয়াস দ্বারা প্রমাণিত, এবং প্লিনি দ্যা এল্ডার তাকে পো রিভারের বাসিন্দা বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি ছিলেন ক্যাটুলাসের বন্ধু, তিনি তাঁর কবিতা সিসেরো এবং টাইটাস পম্পনিয়াস অ্যাটিকাসকে উৎসর্গ করছিলেন। ইউসেবিয়াস তালে অগাস্টাসের রাজত্বের চতুর্থ বছরে স্থাপন করেছিলেন। প্লিনি দ্য এল্ডার এর মতে ইনি অগাস্টাসের রাজত্বকালে মার গিয়েছিলেন। গাইয়াস স্যালুস্টিইয়াস ক্রিসপাস ছিলেন একজন রোমান ঐতিহাসিক যিনি সধারনত স্যালাস নামেই পরিচিত। তিনি একটি সুপরিচিত প্লাবিয়ান পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং সাবিনদেরর দেশে অমিতানামে জন্মগ্রহন করেন। রোমান ঐতিহাসিকদের মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয়নাম তিতাস লিভিয়াস বা লিভি। অগাস্টারের রাজত্বকালে খ্রি. পূ. ৫৩ অব্দ নাগাদ তিনি রোমের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। তাঁর এই রচনা ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি।

৮(ক).৪: ল্যাটিন সাহিত্যে ধ্রুপদী রজত যুগ

খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের পর থেকে ল্যাটিন সাহিত্যের উৎকর্ষের কিছুটা অবনমন দেখা যায়। এর জন্য সময় হতো রাজনৈতিক অস্থিরতা কিছুটা দায়ী ছিল। অসত্য এই আমলের একাধিক অসাধারণ সাহিত্যকীর্তি উদাহরণ পাওয়া যায়।

এই যুগের কাব্যকারদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন লুসান, মার্শাল, স্ট্যাটিয়াস প্রমুখ। গদ্যকারদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছলেন প্রেট্রোনিয়াস, প্লিনি কুইন্টিলিয়ানাস কনিষ্ঠ প্লিনি জেলিয়াস, আপুলিয়াস প্রমুখ। নাট্যকারদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন সেনেকা, পার্সিয়াস, জুভেনাল প্রমুখগণ। অপরদিকে ইতিহাস রচনাকারদের মধ্যে ট্যাশিটাস, সুতোনিয়াস প্রমুখরা ছিলেন উল্লেখযোগ্য। মার্কাস আনায়েস লুকানাস ছিলেন একজন রোমান কবি। তিনি হিস্পানিয়া বায়েটিকার কর্ডুবাতে (আধুনিক কর্ডোবা) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার স্বল্প জীবন সত্বেও তাকে রজত আমলের অন্যতম অসামান্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তার যৌবনা এবং রচনা গতি তাকে অনন্য কবিদের থেকে পৃথক করে দেয়। মার্কাস ভ্যালারিয়াস মার্শালিস ইংরেজিতে মার্শাল নামে পরিচিত ছিলেন, যিনি হিসপানিয়া (আইবেরিয়ান উপদ্বীপ) এর লাতিন কবি ছিলেন। তারে এপিগ্রামের ১২ টি বইয়ের জন্য তিনি খ্যাতিমান ছিলেন। রোম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল সম্রাট ডোমিশিয়ান, নারভা এবং ট্রাজানের সময়কালে এই সংক্ষিপ্ত মজাদার কাব্য গুলিতে তিনি আনন্দের সাথে নগর জীবন ও তার পরিচিতদের দুর্নাম

মূলক কার্য্যকলাপ কে ব্যঙ্গ করে এবং তার প্রাদেশিক লালন পালনকে রোমান্টিক করে তুলেছিলেন। তিনি সব মোট ১৫৬১ টি কাব্য লিখেছিলেন যার মধ্যে ১২৩৫ এলিজিয়াক কাপল ছন্দে রয়েছে। তাকে আধুনিক এপিগ্রাম এর স্রষ্টা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্লাবিয়াস পাপিনিয়াস স্ট্যাটিয়াস ইতালির নেপলসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি লাতিন সাহিত্যের রৌপ্যযুগের একজন বিখ্যাত রোমান কবি ছিলেন। তার কবিতা ছাড়াও তিনি দান্তের মহাকাব্য "দ্য ডিভাইন কমেডি"র পূর্ব বিভাগের একটি প্রধান চরিত্র হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য সবথেকে বেশি পরিচিত।

এই আমলে গদ্য সাহিত্যের উৎকর্ষ প্রায় অব্যাহত ছিল। পেট্রোনিয়াস ছিলেন নেরোনিয়ার জুগের একজন রোমান লেখক। তিনি একজন খ্যাতিমান ব্যঙ্গ করে ছিলেন। গাইয়াস পেট্রোনিয়াস আরবিটারের সাথে তার পরিচয় পাওয়া গেছে, তবে স্ট্যাটারিকনের পান্ডুলিপিটি তাকে টাইটাস প্রেট্রোনিয়াস বলে উল্লেখ করেছেন। গাইয়াস কাইয়াস প্লিনিয়াস সেকান্দাস যিনি প্লিনি দ্য এল্ডার নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রাচীন লেখক প্রকৃতিবাদী বা প্রাকৃতিক দার্শনিক এবং ও সামরিক সেনাপতি যিনি নেচারালিস হিস্টোরিয়া লিখেছিলেন। মার্কাস ফ্যাবিয়াস কুইন্টিলিয়ানাস হিস্পানিয়া থেকে আসা একজন রোমান বক্তৃতাবিদ ছিলেন।মধ্যযুগীয় র্যাটারিকের স্কুলগুলোতেও এবং রেনেসাঁ রচনায় তাঁর বহুলভাবে উল্লেখ করা হয়। ইংরেজি অনুবাদে তাকে সাধারণত কুইন্টিলিয়ান হিসেবে অভিহিত করা হয়, যদিও কুইন্টিলিয়ান এবং কুইন্টিলিয়ান এর বিকল্প বানান মাঝে মাঝে দেখা যায়। গাইস বা কাইয়াস প্লিনিয়াস ক্যাসিলিয়াস সেকান্দাস যিনি প্লিনি দ্য ইয়াংগার নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আইনজীবী একজন উল্লেখযোগ্য প্রাচীন লেখক এবং একজন প্রাচীন দার্শনিক। আউলুস জেলিয়াস লাতিন লেখক এবং ব্যাকরণবিদ, সম্ভবত আফ্রিকান বংশোদ্ভূত অবশ্যই রোমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রোমে ব্যাকরন এবং বক্তৃতা এবং এথেন্সে দর্শনের বিষয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। এরপরে তিনি রোমে ফিরে আসেন। যেখানে তিনি একটি বিচারিক অফিসে ছিলেন। শিক্ষক এবং বন্ধুদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট পুরুষ সুলপিসিয়াস অ্যাপ্লিনারিস, হেরোডস অ্যাটিকাস এবং ফ্রন্টো অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর একমাত্র কাজ অ্যাটিক নাইটস (লাতিন ভাষায়: নোকটস অ্যাটিকা)। এটি একটি অ্যাডভারসারিয়া বা সাধারন বইয়ের বাইএ সঙ্কলিত হয়েছে, যেখানে তিনি কথোপকথনে বইগুলিতে শুনেছিলেন এমন অস্বাভাবিক আগ্রহের সমস্ত বিষয় লিখেছিলেন এবং এতে ব্যাকরণ, জ্যামিতি, দর্শন, ইতিহাস এবং প্রায় প্রতিটি শাখায় নোট রয়েছে। লুসিয়া আপুলিয়াস প্লাটোনিকাস নিজেকে পুরোপুরি রোমানাইজড হিসাবে বারবার তিনি নিজেকে "অর্ধ-লুমিডিয়ান, অর্ধ-গায়েতুলিয়ান" হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর পিক্রেসে ল্যাটিন উপন্যাস মেটামোরফেসের জন্য সবচেয়ে বেশি স্মরণে ছিলেন তিনি। নাট্য সাহিত্যে যুগ ছিল যথেষ্ট প্রতিভাময়। লুসিয়াস আনায়েস সেনেকা ছিলেন লাতিন সাহিত্যের রৌপ্যযুগের একজন রোমান স্টেইক দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, নাট্যকার। তিনি সেনেকা বা ছোট সেনেকা নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি টিউটর ছিলেন এবং পরে সম্রাট নেরোর উপদেষ্টা হয়েছিলেন। আউলাস পার্সিয়াস ফ্ল্যাকাস ছিলেন রোমান কবি এবং এট্রুস্কান বংশভূত নাট্য রচয়িতা। তার রচনাবলী কবিতা এবং বিদ্রুপে তিনি তার সমসাময়িকদের আপত্তিজনক আচরণের জন্য একটি দীর্ঘ জ্ঞান এবং তীব্র সমালোচনা দেখান। তার রচনাগুলির যা মধ্যযুগে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। তার মৃত্যুর পরে তাঁর বন্ধু এবং পরামর্শদাতা স্টেইক দার্শনিক লুসিয়াস অ্যানায়েস কর্নুটাস প্রকাশ করেছিলেন। ডেসিমাস ইউনিয়াস আইভেনালিস, ইংরেজিতে জুভেনাল নামে পরিচিত, তিনি ছিলেন রোমান কবি, খ্রিষ্টীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমদিকে স্যাটিইয়ার্সের লেখক। লেখক এর জীবনের বিবরণ অস্পষ্ট যদিও তা লেখার মধ্যে প্রথম শতাব্দীর প্রথম পদ্ধতি ও শতাব্দীর প্রথমদিকে পরিচিত ব্যক্তিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। রোমান ব্যঙ্গাত্মক ধারায় প্রবর্তক লুসিয়াসের ভিট্রিওলিক পদ্ধতি অনুসারে এবং হোরাস এবং পার্সিয়াস কে অন্তর্ভুক্ত করে কাব্যিক ঐতিহ্যের মধ্যে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন। এনসাইক্লোপিডিয়া বিভিন্ন বিষয় কে অন্তর্ভুক্ত করে ড্যাকটাইলিক হেক্সোসাম বহু কবিতা লিখেছিলেন। যদিও ব্যাখ্যামূলক সংখ্যক দিক থেকে প্রাচীন রোমের অধ্যায়নের জন্য স্যাটিয়ার্স একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তবে তাদের হাইপারবোলিক কৌতুকপূর্ণ

মতপ্রকাশের পদ্ধতিটি একটু ধারার। এই আমলে ঐতিহাসিক উপক্ষার গুলির মধ্যে স্ট্যাসিটাসের রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্লুবিয়াস বা গাইইয়াস ছিলেন একজন সিনেটর এবং রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসবিদ। তার দুটি প্রধান রচনা অ্যানালস এবং হিস্টরিজের বেঁচে থাকা অংশগুলি রোম সম্রাট টাইবেরিয়াস ক্লাডিয়াস নেরো যারা চার সম্রাটের বছরে রাজত্ব করেছিলেন তাদের রাজত্বের তথ্য সরবরাহ করে। এই দুই রচনা রোমান সাম্রাজ্যে ইতিহাসকে অগাস্টাসের মৃত্যুর আগে থেকে সম্ভবত ৯৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট ডোমিশিয়ানের মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছে। ট্যাসিটাসের অন্যান্য রচনা গুলি বক্তৃতা জার্মানি ডিঅরিজিন এন্টো সিটি জার্মানোরাম এবং মূলত ব্রিটানিয়ায় তার প্রচার চলাকালীন শশুর অ্যাগ্রোকোলা সম্পর্কে জীবনী সংক্রান্ত নোটগুলি উল্লেখ্য। তাঁর প্রধান রচনাগুলিতে ট্যাসিটাসের ঐতিহাসিক শৈলীটি পাওয়া যায়। গাইউস সুতোনিয়াস ট্রানকিল্লাস যিনি সুয়েটনিইয়াস নামেও পরিচিত ছিলেন তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট রোমান ঐতিহাসিক এবং জীবনী লেখক।

৮(ক).৫: ল্যাটিন সাহিত্যে খ্রিষ্টান যুগ

আনিসিয়াস ম্যানলিয়াস সেভেরিনাস বোথিইয়াস ষষ্ঠ শতাব্দীর একজন খ্রিষ্টান দার্শনিক ছিলেন। তিনি রোমে এক প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেনযার মধ্যে সম্রাট পেট্রোনিয়াস ম্যাক্সিমাস এববগ অলিব্রিয়াস এবং অনেকে কন্সাল ছিল। তাঁর বাবা ফ্ল্যাভিয়াস ম্যানলিয়াস বোইয়েথিয়াস। অরেলিয়াস প্রুডেন্টিয়াস ক্লেমেন্স ছিলেন রোমান খ্রিষ্টান কবি। তিনি রোমান প্রদেশের তারা কোনেনসিস (বর্তমানে উত্তর স্পেন) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সম্ভবত স্পেনে মারা গিয়েছিলেন ৪০৫ এর পড়ে ৪১৩ খ্রি. এর দিকে। তবে তাঁর জন্মের জায়গাটি অনিশ্চিত গাইডস বা কায়ুস সলুলিয়াস (মোডেস্টাস) অ্যাপলিনারিস সিজনিয়াস বা সেন্ট সিডনিয়াস অ্যাপ্লিনারিস কবি, কূটনৈতিক এবং বিশপ। সিডনিয়াস ছিলেন পঞ্চম শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ লেখক। সুলপিসিয়াস সেভেরাস সেন্ট মার্টিন অব ট্যুরসের প্রথম জীবনীটি লিখেছেন। এই কাজটি সেন্ট মার্টিনের জীবদ্দশায় শুরু হয়েছিল, যিনি ৩৯৭ খ্রি. মারা গিয়েছিলেন। তাঁর এই সেই রচনা জনপ্রিয় সাধকের সবচেয়ে জনপ্রিয় জীবনী হিসাবে রয়ে গেছে। সোলপিসিয়াসের নোলার তাঁর বন্ধু পলিনাসের সাথে চিঠিপত্র আমাদের সুলপিসিয়াসের নিজস্ব জীবন এবং মতামত এবং একটি বিহার প্রতিষ্ঠা এবং এর ইমারতগুলি সজ্জিত করার ক্ষেত্রে তার আরও কিছু কাজের কথা বলে। সুলপিসিইয়াস একটি বিশ্ব ক্রনিকাল লিখেছিলেন, হিস্টোরিয়া স্যাক্রা, নিউ টেস্টামেন্টের লেখায় লিপিবদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা এতে তিনি বাদ দিয়েছিলেন। এটি অ্যারিয়ান বিতর্ক, বিশেষত গল সম্পর্কিত বিষয়ে তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। অ্যামিইয়ানাস মারসেলিনাস ছিলেন চতুর্থ শতাব্দীর রোমান ঐতিহাসিক। তার শেষ রোমান সাম্রাজ্যের সর্বশেষ ঐতিহাসিক বিবরণ য আজ অব্ধি টিকে আছে। তার কাজটি রোমের ইতিহাস্কে দীর্ঘায়িত করেছে খ্রিষ্টীয় ৯৬ অব্দ থেকে ৩৭৮ অব্দ পর্য্যন্ত। ডেসিমাস ম্যাগন্স অসোনিয়াস ছিলেন ল্যাটিন কবি ও বক্তৃতাবিদ, তিনি বুরদিগালায় (বোর্দো) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ডিস্টিচস অফ কাতো (লাতিন: ক্যাটোনিস ভিস্টিচা, যা সর্বাধিক খ্যাতিমানভাবে ক্যাটো নামে পরিচিত) এটি তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দী থেকে ডায়ানোসিয়াস কাতো নামে এক অজানা লেখকের প্রবাদজ্ঞান এবং নৈতিকতার একটি লাতিন সংগ্রহ। কাতর রচনা লাতিন ভাষা সেখানর জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় মধ্যযুগীয় স্কুল পাঠ্য বই ছিল। এটি কেবলমাত্র লাতিন পাঠ্যপুস্তক হিসেবেই নয়, একটি নৈতিক গ্রন্থ হিসাবেও মূল্যবান ছিল। আঠারো শতকে ল্যাটিন শিক্ষার সহায়তা হিসাবে কাজে প্রচলিত ছিল। এটি মধ্যযুগের অন্যতম সেরা বই ছিল এবং এটি বহু ভাষায়ে অনুবাদ করা হয়েছিল।

ক্লভিয়াস ক্লডিইয়ানাস ছিলেন সম্রাট হনোরিয়াস এবং স্টিলিচো-এর দরবারের কবি। আলেকজান্দ্রিয়া গ্রীকভাষী এই নাগরিক ৩৯৫ খ্রি এর আগে রোমে এসে পৌঁছেছিলেন। তার দুই তরুণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন প্রবিনাস এবং অলি ব্রিয়াস। তিনি

স্টিলিচোর কার্য্যাবলির ভূয়সী প্রশাংসা করে একাধিক কাব্য রচনা করেছিলেন। তার এই পৃষ্ঠপোষকতার ফলস্বরূপ তিনি ইলাসস্ট্রোসের মর্য্যাদা লাভ করেছিলেন। তিনি স্টিলিচোর স্ত্রী সেরেনার দ্বারাও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। মাতৃভাষা গ্রীক হওয়া সত্ত্বেও ক্লডিয়ানাসএর কাব্য রচনার মাধ্যম ছিল ল্যাটিন। তার কাব্যের মধ্যে একটি মার্জিত বিনোদমূলক পলিকান অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত কাহিনী পাওয়া যায়। তার সাহিত্যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত স্টিলিচো ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার মৃত্যুর পোর এই রচনাগুলির সংকলন প্রকাশ করেন। ক্লডিইয়ানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অরাজনৈতিক রচনা হল দে রাপ্টু প্রোসারপিনি। এটি একটি অসম্পূর্ণ মহাকাব্য।

ইউট্রোপিয়াস ছিলেন একজন রোমান ঐতিহাসিক যিনি চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্ধে বিকাশ লাভ করেছিলেন। তিনি কনস্টান্টিনোপলে সেক্রেটারি (ম্যাজিস্ট্রেট স্মৃতি) হিসাবে পার্সিয়ান্দের বিরুদ্ধে অভিযানে সম্রাট জুলিয়ান এর সাহতে ছিলেন এবং ভ্যালেন্সের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন, যাকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর ব্রেভিয়ারিয়াম।

অ্যামব্রিসিয়াস থিওডোসিয়াস ম্যাক্রোবিয়াস ছিলেন একজন রোমান ব্যাকরণবিদ এবং নিউওপ্লাটোনিস্ট দার্শনিক যিনি হোনোরিয়াস এবং আর্কেডিয়াসের রাজত্বকালে (৩৯৫-৪২৩) বিকাশ লাভ করেছিলেন। রুটিলিয়াস ক্লডিয়াস নামাতিয়াস একজন রোমান কবি ছিলেন। ইলিয়িয়াক ছন্দে তিনি রোম থেকে গৌলের উপকূলীয় ভ্রমণকে বর্ণনা করেছিলেন। রচনাটির শক্ত সাহিত্যিক গুণ এবং আলোর ঝলকগুলি ইতিহাসের একটি স্মরণীয় কিন্তু অন্ধকার যুগকে ছড়িয়ে দেয়। এটি রোমান সাহিত্যের শেষের অংশের মধ্যে ব্যতিক্রমী। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইদুটির প্রথমটি এক্সপোর্টিয়াম এবং দ্বিতীয়টির বৃহত্তর অংশটি হারিয়ে গেছে। যা আছে তা প্রায় সাতশ পংক্তি নিয়ে গঠিত।

খ্রিস্টীয় যুগের অখ্রিস্টান ঐতিহাসিক গ্রন্থ গুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল হিস্টোরিয়া, অগাস্টা বা অগাস্টান ইতিহাস। মনে করা হয় যে ৬ জন ভিন্ন ভিন্ন লেখক এর রচনা সমষ্টি এটি। তবে এই সুবিশাল ইতিহাসে প্রকৃত লেখক প্রকাশনার প্রকৃত তারিখ এবং উদ্দেশ্য বিতর্কের বিষয়। তবে বিতর্ক সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে এই গ্রন্থের সাহিত্যমূল্য যথেষ্ট একটি বৃহৎ সময়জুড়ে ধারাবাহিক এবং ক্রমাগত বিবরণী এতে পাওয়া যায়।

৮(ক).৬: উপসংহার

এইভাবে দেখা যায় যে প্রাচীন রোমে সাহিত্য এক অত্যুচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং ল্যাটিন সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা ও উপধারা মধ্যে সেই প্রাচীন রোমান সংস্কৃতি উত্তরাধিকার প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

৮(ক).৭ : অনুশীলনী

১। স্বর্ণযুগের উপর বিশেষ আলোকপাত করে ল্যাটিন সাহিত্যের বিবর্তনের উপর একটি প্রবন্ধ লিখুন।

২। ল্যাটিন সাহিত্যে খ্রিষ্টান যুগ সম্পর্কে লিখুন।

৩। ল্যাটিন সাহিত্যের বিভিন্ন যুগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। ল্যাটিন সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের ঐতিহাসিক রচনা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৮(ক).৮: গ্রন্থপঞ্জি

1. A. H. McDonald– *Republican Rome*– New York– 1966.
2. Gian Biagio Conte– *Latin Literature*- A History– Maryland– 1999.
3. H. Mattingly– *Roman Imperial Civilization*– London– 1957.
4. M. Cary and H. H. Scullard– *A History of Rome*– New York– 1975.

একক -৮ (খ) ◻ রোমের শিল্প ও স্থাপত্য

গঠন

৮(খ).০ : উদ্দেশ্য

৮(খ).১ : ভূমিকা

৮(খ).২ : রোমের শিল্প ও স্থাপত্য

৮(খ).৩ : উপসংহার

৮(খ).৪ : অনুশীলনী

৮(খ).৫ : গ্রন্থপঞ্জি

৮(খ).০ উদ্দেশ্য

- এই একক পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রাচীন রোমের স্থাপত্য শিল্পের অগ্রগতির কারণ সম্পর্কে অবগত হবে।
- উক্ত একক পাঠের অপর উদ্দেশ্য হল যে রোমান স্থাপত্য শিল্প কিভাবে গ্রীক প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তা বর্ণনা করা।
- রোমান স্থাপত্য ও শিল্পের বিভিন্ন নিদর্শনগুলি বিশ্লেষণ করাও আলোচ্য এককের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৮(খ).১ : ভূমিকা

প্রাচীন বিশ্বে বেশ কয়েক শতাব্দী জুড়ে অন্যতম শক্তিশালী জাতি হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছিল রোম। এই অবস্থানের জন্য যে কেবলমাত্র তাদের সামরিক সংগঠন বা আর্থ রাজনৈতিক কাঠামো দায়ী ছিল তা নয়, শিল্প স্থাপত্য এবং কারিগরী দক্ষতাও এর অন্যতম কারণ ছিল। তবে রোমান শিল্প স্থাপত্য অতিমাত্রায় হেলেনীয় এবং এত্রুরিয় প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এর ফলে একাধিক রোমান উদ্ভাবন সত্ত্বেও বহু গবেষক রোমান শিল্প স্থাপত্যকে অনুকৃত এবং উদ্ভাবনী শক্তির অভাবের প্রতিফলন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে একথে সর্বত ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। সামগ্রিক ভাবে এটা বলা যেতে পারে যে রোমান শিল্প চরিত্রগতভাবে প্রধানত অমৌলিক হলেও তা বাস্তবতা সম্পন্ন এবং উপযোগী প্রকৃতির।

৮(খ).২: রোমের শিল্প ও স্থাপত্য

হেলেনীয় এবং রোমানদের উত্থান প্রায় সমকালেই হয়েছিল। তবে রোমানদের তুলনায় হেলেনীয়রা অনেক দ্রুত উন্নতির পথে ধাবিত হয়েছিল। কিন্তু খ্রি: পূ: পঞ্চম শতাব্দীর পর ধ্রুপদী গ্রিসের সাংস্কৃতিক ঔজ্জ্বল্য ক্রমশ ম্লান হতে থাকে। ইতিমধ্যে গ্রিস বহু আভ্যন্তরীন লড়াইয়ে জর্জরিত হওয়ায় তাদের সভ্যতায় ভাঙ্গন ধরে।

রোমান সভ্যতার বিকাশে এত্রুস্কানরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাদের উৎস সম্পর্কে খুব কমই জানা যায় যেহেতু তাদের অসংখ্য শিলালিপি এখনও পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি। তারা সম্ভবত পূর্ব ইউরোপীয় অঞ্চল থেকে এসেছিল এবং মধ্য ইতালির এত্রুরিয়া অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। তবে এটি বিশেষত গ্রিক ছিল যারা রোমান সভ্যতা গঠনে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছিল। রোমানরা ছিল বাস্তববাদী পার্থিব মনের মানুষ। এদের আগ্রহ মূলত পরিবার ও বাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রজাতান্ত্রিক যুগের স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বিকাশ অনেকটাই সীমাবদ্ধ এবং প্রয়োজনানুগ ছিল। এত্রুস্কান এবং গ্রিক প্রভাব এই সময়ের স্থাপত্যগুলির উপর অত্যন্ত স্পষ্ট। রোমান সভ্যতার গৌরবময় পর্বটি শুরু হয়েছিল সম্রাট অগাস্টাসের সময় থেকে। মূলত এই সময়ে রোমান স্থাপত্য তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছিল। সম্রাট অগাস্টাস রোমকে ইঁটের শহর থেকে মর্মর প্রস্তরে নির্মিত শহরে রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। এই সময়ে বিস্তৃত সাম্রাজ্য জুড়ে বিপুল সংখ্যায় নির্মাণ কার্য্য দেখা দেয়। এর জন্য অবশ্যই দায়ী ছিল সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি। সুবিশাল সাম্রাজ্য এই সময়ে এক দীর্ঘকালীন শান্তির পরিবেশের আস্বাদ গ্রহণ করেছিল। বাণিজ্য থেকে আগত সম্পদ সমৃদ্ধি বয়ে এনেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সুরক্ষা প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী যোগ্য সম্রাটের অস্তিত্ব। এইভাবে সাম্রাজ্যের যুগে রোম শিল্প স্থাপত্যের ইতিহাসে উৎকর্ষের ছাপ রাখতে সক্ষম হয়।

স্থাপত্যের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য যে সহযোগী উপাদানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল নির্মাণ উপকরণের যোগানের নিশ্চয়তা। ইতালি এই দিক থেকে ছিল যথেষ্ট সমৃদ্ধ। রোমের নিকটবর্তী টিভোলি থেকে ট্র্যাভারটাইন নামের শক্ত পাথরের যোগান ছিল যথেষ্ট ভাল এবং ক্যারারা থেকে চকচকে সাদা মর্মর পাথর যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যেত। ইঁটের জন্য ভাল কাদামাটি ছিল প্রচুর এবং কংক্রিটের জন্য রোমানরা আগ্নেয়গিরি থেকে নিঃসৃত পোজ্জোলানা নামের এক ইলিয়ান বেলেপাথর এবং লাভা তারা ব্যবহার করত যার যোগান ছিল যথেষ্ট। রোমানরা তাদের উপনিবেশগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণে রঙিন মার্বেল পাথর এবং আলাবাস্টার পাথর আমদানি করত।

রোমানরা মূলত তিনটি গ্রিক ধারাকেগ্রহণ করেছিল। যথা ডেরি, আইওনিয় এবং করিন্থিয় শৈলি। এর সঙ্গে তারা টাস্কান শৈলির সংমিশ্রণ যুক্ত করেছিল। এই মিশ্র ধারা করিন্থিয় শৈলিকে একত্রিত করে এবং আইওনিয় শৈলিকে এর কেন্দ্রীয় কাঠামোয় পরিণত করে। এটি আরও অলংকৃত এবং সুউচ্চ খিলানগুলিতে প্রধানত ব্যবহৃত হত। গ্রিকরা তুলনামূলক অলংকরণযুক্ত কাঠামো তৈরি করত এবং মন্দিরের উপরই তাদের স্থাপত্য দক্ষতা কেন্দ্রিভূত ছিল। কিন্তু রোমানদের সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতির কারণে আরও বিভিন্ন ধরণের এবং বৃহত্তর স্থাপত্যের প্রয়োজন অনুভূত হয়ে ছিল।

রোমানদের স্থাপত্যের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হল সুবিশাল সভাকক্ষগুলি। এই সভাকক্ষগুলি একটি বিশেষ ধরণের ছাদযুক্ত ছিল। মাঝখানে একটি বড় আভ্যন্তরীন অংশ ছিল সম্পূর্ণ ফাঁকা। কখনও কখনও পোল সিস্টেমের প্রয়োগ করা হত। যদিও তা খুব জনপ্রিয় ছিল না। কারণ এক্ষেত্রে হাইপো স্টাইল হলের মত বহু সংখ্যক স্তম্ভের ব্যবহার করতে হত।

বহু কক্ষ বিশিষ্ট সভাগৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে রোমান স্থপতিরা অতিমাত্রায় স্তম্ভের প্রয়োগ এড়াতে এক নতুন কাঠামোগত ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে যা খিলান ব্যবস্থা নামে পরিচিত। খিলান বলতে বোঝায় অর্ধবৃত্ত আকারের স্থাপত্য শৈলী যা রোমান স্থাপত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। একটি খিলান তৈরি করার জন্য একটি বৃত্তাকার কাঠের স্ক্যাফোল্ডিং যা সার্টিয়ারিং নামে পরিচিত ছিল, ভাউসারগুলিকে মূল পাথর স্থাপন না করা এবং মর্টার স্থাপন না করা পর্য্যন্ত স্থানে রাখার প্রয়োজন হয়। ততক্ষণ এটি সরানো যায় না। খিলানটি ছোট ব্লকসহ প্রশস্ত দূরত্বের বিস্তারের অনুমতি দেয়। খিলান দিয়ে রোমানরা প্যান্টিওনের উপরে ৪৩.১৪ মিটার একটি স্থান জুড়ে ছিল। দুর্দান্ত ওজন সহ্য করার ক্ষমতা এর আরেকটি বড় সুবিধা ছিল। তবে একই সময়ে খিলানের যথাযথ ব্লকগুলি যত বেশি এক সঙ্গে সংস্থিত হয় তত বেশি তার পাশের অংশটি ভাগ করে নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ভোসোয়ার্সের বিস্তৃত অংশের নিচে নেমে যাওয়ার জন্য পর্য্যাপ্ত জায়গা না পাওয়া পর্য্যন্ত সর্বনিম্ন অংশগুলি আস্তে আস্তে আরও বেশি হয় এবং তার পরে পুরো খিলানটি ধসে যায়।

একেকটি খিলানের সঙ্গে থাকে পাথর বা ইঁটের খিলান যুক্ত ছাদ। যদি একটি খিলানকে তার গভীরতায় প্রসারিত করা হয় তবে এটি একটি টানেলের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত হয়ে থাকে। একে ব্যারেল বা ওয়াগান ভল্ট বলা হয়। যেহেতু এটি একটি প্রসারিত খিলান, তাই এটি তার দৈর্ঘ্য জুড়ে একটি বাহ্যিক চাপ প্রয়োগ করে। নীচে এবং বাহ্যিক চাপ উভয়কে প্রতিরোধ করার জন্য যে দেওয়ালগুলির উপর এটি স্থিত রয়েছে সেগুলি অবশ্যই খুব পুরু হতে হবে। এর একটি বড় অসুবিধা হল জানলা খোলার কাটা অবশ্যই ভল্টের শুরুর নীচে কাটা থাকা উচিত। এই ব্যবস্থা সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীন আলোকে হ্রাস করে এবং নান্দনিক দিক থেকে এমন দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন খিলান যুক্ত ছাদটিকে অনেকটা একঘেয়ে দেখায়।

রোমানদের এট্রুস্ক্যানদের মতো আয়তক্ষেত্রাকার মন্দির ছিল, যাদের উপর প্রভাবের বিচারে গ্রিক তথা হেলেনীয় উপাদানও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এগুলি একটি উঁচু প্ল্যাটফর্ম বা পডিয়ামের উপর নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরগুলির ধাপগুলির উপর একটি বিস্তৃত বিমানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

বৃত্তাকার মন্দিরগুলি সম্ভবত এট্রস্কান প্রোটোটাইপগুলি থেকে উদ্ভূত ছিল। এই সমস্ত বৃত্তাকার ভবনের সাধারণ রূপগুলিতে, বৃত্তাকার ক্ষেত্র ঘিরে বেষ্টনী করা হয়। উদাহরণস্বরূপ রোমান ফোরামের ভেস্টা মন্দিরের কথা বলা যায়। সমস্ত বৃত্তাকার মন্দিরের মধ্যে, পান্থিয়ানটি সবচেয়ে চমতার। এটি রোমের প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভগুলির মধ্যে অন্যতম সেরা সংরক্ষিত।

তাদের সরকারী, বিচার বিভাগীয় এবং বাণিজ্যিক কার্য্যকলাপের জন্য রোমানরা দীর্ঘ স্তম্ভযুক্ত বেসিলিকা নামে একটি বড় ভবন স্থাপন করেছিল। এই দীর্ঘ আয়তাকার হলগুলিকে কেন্দ্রের প্রশস্ত এবং লম্বিয়ার ন্যাভকে বিভক্ত করেছে, পাশে সরু এবং নীচের অংশে প্রশস্ত ক্ষেত্র রয়েছে। স্তম্ভগুলি ক্লিস্টেরি দেয়ালগুলির ভার বহন করেছিল। এই দেওয়ালগুলি যা নাভকে আলোকিত করার জন্য জানালা দিয়ে বিদ্ধ করা হয়েছিল। উভয় সংকীর্ণ প্রান্তে একটি গম্বুজযুক্ত অর্ধবৃত্তাকার কুলুঙ্গি ছিল। এটিকে ট্রাইব্যুনাল বলা হত। কারণ সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটরা বসতেন। শুরুতে ছাদগুলি কাঠের ছিল। তবে পরবর্তীকালে তা পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়।

আরেক ধরণের স্থাপত্য ছিল সার্বজনীন স্নান কক্ষ বা থার্মিক। গ্রিক থার্মোসি শব্দ থেকে থার্মিক শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ হল গরম বা উষ্ণ। আধুনিক কালের ক্লাবগুলির মতই এই থার্মিকগুলিও প্রায় একই রকম ভূমিকা পালন করত। স্থাপত্যের শৈলীর দিক থেকে এগুলি ছিল অনবদ্য। এগুলি মূলত গ্রীক পুলেস্ট্রা (শারীরিক অনুশীলনের জায়গাগুলি) এবং প্রজাতন্ত্রের যুগের রোমান বলিনি (বুথ) এর সংমিশ্রণ ছিল। সম্রাটরা তাদের নৈতিক ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত বিনোদনকামী নাগরিকদের কাছে নিজেদের উদারতা প্রদর্শন করার জন্য এগুলি তৈরি করে ছিলেন। নাগরিকরা বিনা মূল্যে এই স্নান কক্ষগুলি ব্যবহার করতে পারত। লম্বা খিলানযুক্ত

গ্যালারীগুলির দ্বারা সংযুক্ত হলগুলির আয়তক্ষেত্রাকার বা বিজ্ঞপ্তিগুলির একটি অনুক্রমের মধ্যে বিভক্ত। এগুলি স্ট্যাচুরিয়ায় সজ্জিত এবং তাদের দেয়ালগুলি মূল্যবান মার্বেলের দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছিল। এর প্রধান বিভাগগুলি হ"ল ফ্রিগিডেরিয়াম (ওপেন সুইমিং পুল), টেপিডারিয়াম (উষ্ণ স্নানাগার) এবং ক্যালিডেরিয়াম (গরম জলের স্নান)। এছাড়াও ছিল ছোট ছোট স্নান ঘর ব্যক্তি বা পরিবারের জন্য, আঁকার ঘর, শারীরিক অনুশীলনের জন্য জায়গা এবং গেম পেরিস্টাইলগুলি সুন্দরভাবে রাখা হয়েছিল। বিস্তৃত উদ্যান, সাহিত্যের বিনোদনের জন্য হল, পাঠকক্ষ সহ গ্রন্থাগার, কখনও কখনও একটি ছোট স্টেডিয়ামও এখানে সংযুক্ত করা হত। এই স্থাপত্যের ক্ষেত্রে জলাধার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল।

রোমানদের থিয়েটার এবং অ্যাম্পিথিয়েটারগুলি গ্রীক পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান স্তরগুলির সাথে অর্ধবৃত্তাকার স্থাপত্য বানানো হত। তবে এক্ষেত্রে গ্রিকদের মত ফাঁপা করার পরিবর্তে রোমানরা পুরো স্থাপত্যটি সংক্ষিপ্ত ভল্টস, স্টেপ এবং চারপাশের উঁচু দেয়াল দিয়ে তৈরি করেছিল। গ্রীকরা চারাসের জন্য যে নিচতলা বা অর্কেস্ট্রা সংরক্ষণ করেছিল, এখন তা মিলনায়তনের সেটের অংশে পরিণত হয়েছিল। সেনেট সদস্য এবং অন্যান্য বিশিষ্টদের জন্য একপাশে। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল রোমের মার্কেলাসের থিয়েটার।

অ্যাম্ফিথিয়েটার শব্দের অর্থ হিসাবে বোঝানো হয় ডাবল বা উভয় পক্ষের। এটি একটি গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি আকারের জন্য দুটি অর্ধবৃত্তাকার স্থাপত্যের যূথবদ্ধ ক্ষেত্র। গ্রীক থিয়েটারের অনুকরণে নির্মিত এই স্থাপত্যে আসনগুলির ক্রমোচ্চ স্তরগুলি পুরোপুরি জায়গাটিকে ঘিরে রাখে। গ্ল্যাডিয়েট্রদের মল্লযুদ্ধ বা পশুর সাথে যুদ্ধের সময় যে শোণিত ধারা প্রবাহিত হত তা শোষণ করার জন্য মূল ক্ষেত্রটি শুকনো বালি দ্বারা আবৃত করে রাখা হত। কভার্ন দুর্গে গ্ল্যাডিয়েটরদের আখড়ার সঙ্গে পশুদের খাঁচাও রাখা হত মূল স্টেডিয়ামের নীচের অংশে। দর্শকাসনের নীচের অংশ ঘিরে এই খাঁচার দরজা স্থাপন করা হত।

রোমানরা কারিগর হিসেবে দুর্দান্ত ছিল এবং তাদের প্রকাশ্য কাজগুলি কেবল স্থায়ী ছিল না বরং বলা যায় যে তা শৈল্পিকও ছিল। ফ্রান্সের নিমেসের পন্ট ডু গার্ড তাদের বিখ্যাত সেতুগুলির মধ্যে অন্যতম একটি। এছাড়াও রোমান ক্ষেত্রে খিলান সেতু অসংখ্য রয়েছে যা সাম্রাজ্যের প্রতিটি দিক থেকে রাজধানীতে নিয়ে যায়। এগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীতে রেলওয়ের আবিষ্কার না হওয়া অবধি কেন্দ্রিয়করণে সহায়তা করেছিল। পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে সেতুগুলি ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ।

মহাসড়কগুলি যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হিসাবে থেকে যায়। ক্যাপিটোলাইন পাহাড়ের পাদদেশে রোমের প্রাণকেন্দ্র ফোরাম ছিল। প্রথমে এটি আকারের সাথে রেখাযুক্ত একটি সাধারণ বাজার-স্থান ছিল; পরবর্তীতে এটি উন্মুক্ত স্থান, বক্তৃতাবিদদের একটি প্ল্যাটফর্ম এবং ভাস্কর্য্য সজ্জায় জনসাধারণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এর চারপাশে ছিল প্রধান সরকারী ভবন। সম্রাটদের কাছাকাছি জায়গায় সম্রাট ফোরাম তৈরি করা হয়েছিল। বৃহত্তম ট্রাজানের আমলে এই ফোরাম তৈরি হয়।

রোমান স্থাপত্যের তুলনায় অতটা উৎকর্ষ পায় নি ভাস্কর্য্য। শুরুতে তাদের এই শিল্পের জন্য খুব কমই উদ্যোগ দেখা যায়। যুদ্ধে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং বিজয়ের স্মরণে রোমানরা তাদের স্থাপত্য কীর্তিগুলি ভাস্কর্য্য দিয়ে সজ্জিত করেছিল। এগুলি তাদের ব্যবহারিক মনের উপযোগী, এবং পাথরগুলিতে তাদের বিখ্যাত অন্বেষণ লিপিবদ্ধ করার জন্য সম্রাটদের কাছে একটি সাধারণ উপায় হয়ে ওঠে। আরার মুখের চারপাশের দেয়ালে সেরা নমুনাগুলি পাওয়া যায়। ব্যান্ডটি রিলিফ স্তম্ভের শ্যাফটির রিলিফগুলি সামরিক ইতিহাসের একটি আকর্ষণীয় প্রাচীন নথি।

ভাস্কর্য্যের ক্ষেত্রে প্রতিকৃতি ছিল রোমানদের সবচেয়ে বড় অবদান। তাদের বাস্তববাদী বোধ তাদের এই শিল্পে দক্ষ হতে সাহায্য করেছিল। গ্রীক আদর্শবাদ এবং সাধারণীকরণের বিপরীতে, তারা কুৎসিত হলেও শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি সত্যবাদীভাবে

পুনরুত্তাদন করার লক্ষ্য নিয়েছিল। তাদের বাড়িতে পূর্বপুরুষের স্মৃতি রাখার প্রথা তাদের পূর্বপুরুষদের মোমের মুখোশগুলি এই প্রাকৃতিকবাদী প্রবণতা বিকাশে তাদের সহায়তা করেছিল। সমসাময়িক মহিলাদের প্রতিকৃতিগুলি প্রকৃতিবাদ এবং রোমানদের ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতিফলন।

ভ্যাটিকান যাদুঘরে অগাস্টাসের মূর্তি অনেকটাই আলাদা ধরণের। সম্রাট একটি সহজ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি একটি লিনেনের টিউনিক পরে আছেন, চামড়ার সাথে সংযুক্ত একটি ধাতব কুইরাস দিয়ে আবৃত। তার পাতার বাহুতে একটি সামরিক পোশাক শক্ত চামড়ার বিভিন্ন টেক্সচার এবং নরম, ভারী কাপড় দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপন করা হয়। সে তার ডান বাহুটি সেদিকেই নির্দেশ করছে যা তার দিকে তাকিয়ে আছে এবং তার লিফটিতে একটি পৃথক করে রেখেছে। চেহারায় কোনও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না কারণ আগস্টান যুগে রোমে গ্রীক প্রভাব শীর্ষে ছিল। বৈশিষ্ট্যগুলি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর নৈর্ব্যক্তিক গ্রীক ভাস্কয্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

শিশুর প্রতিকৃতি ছিল রোমান ভাস্করদের দ্বারা সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি। তারা দক্ষতার সাথে মসৃণ কোমল ত্বক এবং শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত প্রতিকৃতি রচনা করেছিল। তাদের সাফল্যের গোপনীয় বিষয় ছিল শিশু মনের একটি সহানুভূতিপূর্ণ বোঝাপড়া, যা তাদের হাসি এবং অশ্রুগুলির মধ্যে বিচলিত মুহূর্তটি কাঁপতে ক্রমাগত কম্পমান ঠোঁটে নিজেকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে সক্ষম করে। শিশু অভিজাতদের প্রতিকৃতি দুর্দান্তভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং তাদের আসল অনুভূতি মর্মর মূর্তির মধ্যে দিয়ে কী অসাধারণ ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

৮(খ).৩: উপসংহার

উপসংহারে এটি বলা যেতে পারে যে রোমানরা গ্রীক আদর্শবাদের তুলনায় বাস্তববাদে বিশ্বাসী ছিল। হেলেনিক জগতের দুর্দান্ত প্রভাব থাকা সত্ত্বেও রোমানরা তাদের বিশ্বাসবাদকে বাস্তবতার উপর রাখতে সক্ষম হয়েছিল। রোমান শিল্প ও স্থাপত্যই সেই বাস্তববাদ এবং উপযোগবাদবাদের সর্বোত্তম প্রকাশ।

৮(খ).৪ : অনুশীলনী

১। প্রাচীন রোমের শিল্প ও স্থাপত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখুন।

২। প্রাচীন রোমের শিল্প স্থাপত্যের উপর বাস্তববাদ এবং উপযোগবাদের প্রভাব আলোচনা কর।

৮(খ).৫: গ্রন্থপঞ্জি

1. A. H. McDonald– *Republican Rome*– New York– 1966.
2. Geoffrey Parrinder (Ed.)– *An Illustrated History of the World's Religions*– Northamptshire– 1983.
3. H. Mattingly– *Roman Imperial Civilization*– London– 1957.
4. M. Cary and H. H. Scullard– *A History of Rome*– New York– 1975.

পর্যায় ৪ রোমান সাম্রাজ্যের সংকট

একক - ৯ ❑ তৃতীয় শতাব্দীর সংকট

গঠন

৯.০ : উদ্দেশ্য

৯.১ : ভূমিকা

৯.২ : পটভূমি

৯.৩ : সংকটের কাল পর্ব

৯.৪ : বর্বর আক্রমণ

৯.৫ : সাসানীয় পারস্যের উত্থান

৯.৬ : প্রাকৃতিক পরিস্থিতি ও মহামারী

৯.৭ : সামরিক অরাজকতা

৯.৮ : উপসংহার

৯.৯ : অনুশীলনী

৯.১০ : গ্রন্থপঞ্জি

৯.০ : উদ্দেশ্য

- এই এককের প্রধান উদ্দেশ্য হল কি কারনে রোমে তৃতীয় শতাব্দীর সংকট তৈরি হয়েছিল সেই কারন অনুসন্ধানে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলা।
- উক্ত একক পাঠের অপর উদ্দেশ্য হল তৃতীয় শতাব্দীর সংকটের বিভিন্ন কাল পর্বকে বিশ্লেষণ করা।
- আলোচ্য একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বর্বর আক্রমন, সাসানীয় সাম্রাজ্য আগ্রাসী নীতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মহামারী উক্ত সংকটকে কতটা মারাত্মক করে তুলেছিল -সেই বিষয়গুলি সম্পর্কেও অবগত হবে।
- এই একক পাঠের সর্বশেষ উদ্দেশ্য হল তৃতীয় শতাব্দীর সংকট সামরিক, সামাজিক ও আর্থিক দিকে কতটা অস্থিরতা তৈরি করেছিল তার বর্ণনা প্রদান করা।

৯.১ : ভূমিকা

তৃতীয় শতাব্দীর সংকটকে সাধারণত সামরিক অরাজকতা বা ইম্পিরিয়াল ক্রাইসিস হিসেবে অভিহিত করা হয়। খ্রি: ২৩৫ অব্দ নাগাদ রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস এই গভীর সংকটের সম্মুখীন হয় এবং প্রায় অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী এই সংকট স্থায়ী হয়েছিল। এই সময়ে রোমান সাম্রাজ্য একের পর এক বৈদেশিক আক্রমণ, গৃহযুদ্ধ, প্লেগ এবং অর্থনৈতিক সংকটের ফলে প্রবল চাপের সম্মুখীন হয়। বস্তুত তৃতীয় শতকের সংকটকে সামরিক, আর্থ রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংকটের এক মিলিত ধারাবাহিক সংকট হিসেবে বর্ণনা করা অযৌক্তিক নয় যা রোমান সাম্রাজ্যকে প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। প্রায় ৫০ বছর ধরে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম সাম্রাজ্য এবং ইতিহাসের সব থেকে প্রভাবশালী রাষ্ট্র সেনা বিদ্রোহ, বর্বর আক্রমণ, অর্থনৈতিক সংকট, মহামারী এবং রাজনৈতিক বিভাজনে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। বহু বছর ধরে এর ফলে মনে হয়েছিল যে রোমান সাম্রাজ্য হয় তো খণ্ডিত হয়ে যাবে বা তার পতন ঘটবে।

খ্রি: তৃতীয় শতকেই রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে তিনটি পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আবির্ভাব ঘটেছিল, যথা, গল, ব্রিটানিয়া, হিস্পানিয়া সহ পশ্চিমের রোমান প্রদেশগুলিকে নিয়ে গ্যালিক উপসাম্রাজ্য; প্যালেস্টাইন ও আলোজিস্তাসহ সিরিয়ার পূর্ব প্রদেশগুলিকে নিয়ে পালমিরিন উপসাম্রাজ্য; এবং ইটালিয় উপদ্বীপ কেন্দ্রিক তথা রোম কেন্দ্রিক আদি সাম্রাজ্য। পরবর্তী কালে অরেলিয়ান সম্রাটের আমলে উপসাম্রাজ্যগুলি পুনরায় মূল সাম্রাজ্যের সঙ্গে মিলিত হয়। ২৮৪ খ্রি: ডায়োক্লেশিয়ান রোমান সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে আরোহনের পর একাধিক সংস্কার সাধন করে ছিলেন। এই সমস্ত সংস্কার এবং তার ব্যক্তিগত প্রতিভার ফলে তৃতীয় শতাব্দীর সংকটের সমাপ্তি ঘটে।

তৃতীয় শতকের সংকটের প্রত্যক্ষ সূচনা হয়েছিল ২৩৫ খ্রি: যখন আলেকজাণ্ডার সেভেরাস তার নিজস্ব সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হয়ে ছিলেন। এই সময় থেকে আর ডায়োক্লেশিয়ানের সিংহাসনে আরোহনের সময় পর্য্যন্ত মাত্র পঞ্চাশ বছরে সম্রাটের খেতাব লাভের জন্য অন্তত ছাব্বিশ জন দাবিদারের অস্তিত্ব ছিল। এরা প্রত্যেকেই ছিলেন রোমান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতা। সুবিশাল রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে এরা ক্ষমতা দখল করেন এবং সেনেটের অনুমোদনের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। বলা বাহুল্য যে এদের প্রত্যেকের দাবিই রোমান সেনেট সরকারী ভাবে অনুমোদন করে। ফলে একথা বলা ভুল হবে না যে এরা প্রত্যেকেই বৈধ সম্রাট ছিলেন।

তবে একাধিক সামরিক সম্রাট তাদের রাজ্যকে রক্ষা করতেও সক্ষম হয়ে ছিলেন। এই সংকটের পর আরো প্রায় দুশ বছর পশ্চিম দিকে এবং হাজার বছরেরও বেশি সময় জুড়ে পূর্বদিকে রোমান সাম্রাজ্য তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়ে ছিল। যদিও তৃ তীয় শতাব্দীর সংকটের উৎস ছিল বেশ জটিল তথাপি একথা বলা অযৌক্তিক নয় যে সংকটটি ছিল সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার অবনমন, বর্বর আক্রমণ, সানীয় সাম্রাজ্যের উত্থান এবং প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের মিলিত ফলাফল।

৯.২: পটভূমি

তৃতীয় শতকের একেবারে সূচনা কালে ট্রাজানের শাসন কাল ও সেপ্টিমিয়াস সেভেরাসের শাসনের সময় রোমান সাম্রাজ্য তার সর্বোচ্চ সীমায় আরোহন করেছিল। এই পর্বে রোমান সাম্রাজ্য প্রায় অদম্য বলে প্রতীত হয়েছিল। এটি তার রাইন নদী ও দানিয়ুব নদীর সীমান্তে জার্মান ও অন্যান্য বর্বর উপজাতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। রোমের পূর্ব অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী

সীমান্ত শত্রু পার্থিয়ান সাম্রাজ্য এই সময়ে আর ততটা আগ্রাসী হতে পারে নি। সাম্রাজ্যের স্থানীয় অভিজাতরাও রোমানীকৃত (রোমানাইজড) হয়ে উঠেছিল এবং তারা রোমের প্রতি যথেষ্টই অনুগত ছিল।

সুতরাং তৃতীয় শতাব্দীর সূচনায় রোমের পরিস্থিতি আপাতদৃষ্টিতে যথেষ্ট স্বাভাবিক বলেই প্রতীত হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে ভিতরে ভিতরে একাধিক সমস্যার দ্বারা তার শক্তিক্ষয় ঘটেছিল। রোমান মুদ্রার অতি সচলতার স্বাভাবিক পরিণাম স্বরূপ মুদ্রাস্ফীতি অবিরাম অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। তদুপরি খ্রি: ১৬০ এর দশকে রোম এবং তার বিভিন্ন প্রদেশগুলি প্লেগ মহামারীর কবলে প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। জনসংখ্যা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছিল এবং রাজকীয় অঞ্চলগুলির উপর তা দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সম্রাট সেভেরাসের মৃত্যুর পরে তার পুত্র গেটা এবং কারাকাল্লা সহযোগী সম্রাট হিসেবে শাসন করে ছিলেন। নিজের ভাইকে হত্যা করার পর রোমের একমাত্র সম্রাট হিসেবে সিংহাসন দখল করে ছিলেন কারাকাল্লা, যাকে এডওয়ার্ড গিবন 'মানব জাতির সাধারণ শত্রু' হিসেবে অভিহিত করে ছিলেন। কারাকাল্লার শাসনও কিন্তু খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। সূর্য্য সংস্কৃতির প্রাক্তন পুরোহিত এল্গাবালাস কারাকাল্লার হত্যার পর নিজেকে সম্রাটের উত্তরসূরী হিসেবে দাবি করেন। কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি ছিল তার প্রতি বিরূপ। তিনি রোমে তার সূর্য্য ধর্ম চাপানোর প্রচেষ্টায় রত বলে তার বিরোধিতায় রোমানরা সরব হয়ে ওঠে। ২২২ খ্রি: তাকে হত্যা করার পর তার ভাগিনা আলেকজাণ্ডার সেভেরাস রোমের সিংহাসন দখল করেন। তিনি কিন্তু ছিলেন একজন সৌম্য শাসক এবং সেনেটকে সহযোগিতা করার জন্য তিনি ছিলেন সদা প্রস্তুত। কিন্তু শেষ অবধি তাকেও হত্যা করা হয়েছিল এবং তার মৃত্যুকেই তৃতীয় শতাব্দীর সংকটের সূচনা বিন্দু বলে সাধারণ ভাবে বর্ণনা করা হয়।

৯.৩: সংকটের কাল পর্ব

আলেকজাণ্ডার সেভেরাসের হত্যার প্রধান কারণ ছিল জার্মান আক্রমণকারীদের সঙ্গে তার সমঝোতা স্থাপনের প্রচেষ্টা। এই সমঝোতা সেনাবাহিনীর উপর খুব খারাপ প্রভাব ফেলেছিল। ফলত তিনি তার নিজের সেনাবাহিনীর হাতেই মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর প্রিটোরিয়ান প্রিফেক্ট ম্যাক্সিনাস ২৩৫ খ্রি: রোমের সম্রাট হিসেবে সেনেটের স্বীকৃতি লাভ করেন। এই সময়ে রাইন এবং দানিয়ুবের উপর সামরিক পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর ছিল। কারণ জার্মান উপজাতিগুলি রোমান প্রদেশগুলিতে ক্রমাগত আক্রমণ শুরু করেছিল। ২৩৮ খ্রি: একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ম্যাক্সিনাসকে পদচ্যুত করা হয় এবং মাত্র ১২ মাসের ব্যবধানে আরও পাঁচ সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণ ও হত্যার ঘটনা দেখা যায়। এই সময়ে সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী একাধিক সামরিক নেতা সাময়িকভাবে সিংহাসন অর্জন করে এবং তাদের হত্যার ঘটনা ঘটে। এককথায় বলা যায় কোনও কেন্দ্রীয় সরকার এই সময়ে কার্য্যত অস্তিত্বশীল ছিল না। সেনাবাহিনী ভেঙে পড়েছিল এবং বর্বরদের সাথে লড়াইয়ের পরিবর্তে অসংখ্য গৃহযুদ্ধে এই সেনাবাহিনী লিপ্ত হয়েছিল। এই ঘটনা এককালের শক্তিশালী ও গৌরবময় রোমান সৈন্যদলকে ব্যাপকভাবে দুর্বল করেছিল এবং নাগরিকদের উপর যথেষ্ট বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল।

সেনাবাহিনীর পাশাপাশি প্রিটোরিয়ান গার্ড বা সম্রাটের দেহরক্ষীরাও প্রায়শই রাজনৈতিক সাফল্য বা ক্ষমতা প্রাপ্তির লোভে তাদের প্রভু তথা সম্রাটের হত্যাকাণ্ডে সামিল হতে থাকে। খুব সংক্ষিপ্ত সময়কালের জন্য সম্রাট ফিলিপ পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল করতে সক্ষম হন। কিন্তু অচিরেই তার হত্যাকাণ্ড সংকটকালে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করে। এভাবে এই সংকট আরও গাঢ় ভাবে ঘনীভূত হয়। ফিলিপের স্থলাভিষিক্ত হন ডেসিয়াস। তার আমলে গথরা রোমান সাম্রাজ্যে অভিযান চালায়। ২৫১ খ্রি: অ্যাব্রিটাসের যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। এই সময়ে প্রায়

ধারাবাহিকভাবে গথ এবং অন্যান্য বর্বরদের আক্রমণ শুরু হয় যা রোমের সীমান্ত প্রদেশকে ধ্বংস করতে থাকে। ইতিমধ্যে পূর্বের পার্থিয়ানরা সাসানীয় সাম্রাজ্যের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে আরও মারাত্মক শত্রু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সাসানীয় সম্রাট একাধিকবার রোমান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। তার সর্বাধিক সাফল্য ছিল রোমান সম্রাট ভ্যালেরিয়ানসহ পুরো রোমান সেনাবাহিনীর দখল। রোমান সম্রাটের আপাত ব্যর্থতা এবং প্রদেশগুলি রক্ষায় সেনাবাহিনীর ব্যর্থতা ক্রমশ প্রদেশগুলিকে বিচ্ছিন্নতার দিকে পরিচালিত করে এবং এর ফলে সাম্রাজ্যের খণ্ডীকরণ অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। ২৬৮ খ্রি: রোমান সাম্রাজ্য তিনটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিম ইউরোপের বেশিরভাগ অংশ নিয়ে তৈরি হয় গ্যালিক সাম্রাজ্য। পূর্বদিকে ওডেনাথাসের অধীনে পালমিরা নগররাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে পালমিরিন সাম্রাজ্য যা পরবর্তী কালে কিংবদন্তী সম্রাজ্ঞী জেনোবিয়া দ্বারা শাসিত হয়েছিল। এছাড়া ছিল রোম তথা ইটালি কেন্দ্রিক মূল রোমান সাম্রাজ্য।

সাম্রাজ্যের এই তিন খণ্ডের পাশাপাশি ডাসিয়া এবং রাইন প্রদেশগুলির বেশ কিছু অংশ জার্মান উপজাতিরা দখল করে নিয়েছিল। বস্তুত সাম্রাজ্যের আর কোনও অংশই আক্রমণকারীদের হাত থেকে নিরাপদ ছিল না। এমনকী এথেন্সকেও গথিক জলদস্যুরা ঘেরাও করেছিল। এইভাবে একের পর এক আক্রমণ ও যুদ্ধ এবং আগ্রাসনের ফলে অতি-ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। খুব স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক অস্থিরতা কৃষিক্ষেত্রের স্বাভাবিক ছন্দকেও ব্যাহত করেছিল। ফলে খাদ্যের অভাব প্রকট হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় চীনদেশ থেকে আগত প্লেগ রোগের মহামারী। তবে একাধিক সম্রাটের মিলিত প্রচেষ্টায় রোমান সাম্রাজ্য শেষ অবধি নিজেকে এই গভীর সংকটের হাত থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়ে ছিল। যদিও রোমান সেনাবাহিনী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে ছিল। বেশ কিছু অরেলিয়ন সম্রাটের অধীনে প্রদেশগুলিতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং সীমান্তকে কিছুটা সুরক্ষিত করা সম্ভবপর হয়েছিল।

দ্বিতীয় ক্লডিয়াস গথিক আক্রমণকে পরাজিত করেন। ২৭৫ খ্রি: তার লিজিয়নের অধ্যক্ষ অরেলিয়ান কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। অরেলিয়ান ছিলেন একজন উজ্জ্বল সেনাপতি এবং বেশ কয়েকটি বর্বর আক্রমণ তিনি দমন করতে সক্ষম হয়ে ছিলেন। এরপর তিনি গ্যালিক এবং পালমিরিন সাম্রাজ্যকে পরাজিত করতে অগ্রসর হন। তবে তার হত্যার পরেও অস্থিতিশীলতা অব্যহত ছিল। শেষ পর্য্যন্ত ডায়োক্লেশিয়ান রোমের সিংহাসনে আরোহণের পর এই সংকটের শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অবসান ঘটান। তবে সংকটের সমাপ্তি ঘটলেও সাধারণভাবে এটা বলা যায় যে তৃতীয় শতাব্দীর এই সংকট সাম্রাজ্যকে স্থায়ী ভাবে দুর্বল করে দিয়েছিল এবং এর ফলে যে প্রবণতাগুলির সূচনা হয়ে ছিল তাকে অনেক গবেষক আদি বিশ্বের সমাপ্তির সূচনা এবং মধ্যযুগীয় বিশ্বে উত্তরণের লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

৯.৪: বর্বর আক্রমণ

আলেকজাণ্ডার সেভেরাসের রাজত্বকালে জার্মানসহ বিভিন্ন বর্বর উপজাতিদের আক্রমণের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই অভিযানগুলি রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকার জনসাধারণের প্রায় দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। খ্রি: ২৩০ এর দশকের মধ্যে এগুলি পূর্বের চেয়ে আরও অনেক তীব্র এবং ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এই সময়ে জার্মান উপজাতিগুলি আরও সুসংহত এবং ফ্রাঙ্কদের মত কনফেডারেশন বা উপজাতীয় যুক্তরাজ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ছিল।

এই সময়ে আধুনিক ইউক্রেন অঞ্চলে একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে গথদের উত্থান বলকান এবং কৃষ্ণ সাগর সংলগ্ন

প্রদেশগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছিল। এই উপজাতি সামরিক দিক থেকে ছিল বিশেষ শক্তিশালী এবং অশ্বারোহীদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দক্ষ। ২৫০ খ্রি: নাগাদ জলদস্যু হিসেবে আক্রমণ চালাতে এদের পারদর্শিতা এদের নৌচালনায় দক্ষতার পরিচয়ের ইঙ্গিত বহন করে। বর্বর আক্রমণ দুটি কারণে ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠেছিল। প্রথমত, রোমান ধ্রুব যুদ্ধের ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ক্রমাগত রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধগুলি রোমকে ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। রোমান সৈন্যবাহিনী আর বিদেশি আক্রমণ এবং অভিযানকে পরাস্ত করতে পারবে না একথা বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, বর্বর উপজাতিগুলি প্রায়শই মরিয়া হয়ে ওঠে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সমুদ্রের স্তরগুলি তাদের খাদ্য সরবরাহকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তারা সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি ছাড়াও ক্রমশ গভীর থেকে আরও গভীরে অভিযান করতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ বেঁচে থাকার জন্য একদিকে যেমন আবাদ যোগ্য জমি দখল করা প্রয়োজন তেমনই আহরিত সম্পদ সুরক্ষিত রাখাও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। ক্রমাগত এই বর্বর আগ্রাসন রোমান সাম্রাজ্যকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে তুলেছিল এবং এর ফলে রাইন ও দানিয়ুব নদী পেরিয়ে উপজাতিদের দ্বারা অভিযান পরিচালনা আরও সহজসাধ্য হয়েছিল।

৯.৫: সাসানীয় পারস্যের উত্থান

২২৪ খ্রি: আধুনিক ইরানের শাসনকর্তা আর্দাশির পার্থিয়ান শাসকদের পরাজিত ও হত্যা করে সাসানীয় সাম্রাজ্যের সূচনা ঘটান পারস্য দেশে। এই অঞ্চলকে তিনি জেরেক্সাসের মহতী পারসিক সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে চিত্রিত করে ছিলেন। পার্থিয়ানদের তুলনায় সাসানীয়দের দ্বারা পরিচালিত এই সাম্রাজ্য ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। নব্য পারসিক বা সাসানীয় সাম্রাজ্য একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ছিল। এর সুশৃঙ্খল ভাবে সংগঠিত স্থায়ী সেনা বাহিনী ছিল।

ক্ষমতা দখলের সাথে সাথেই সাসানীয়রা সক্ষম এবং নির্মম হয়ে ওঠে। প্রথম শাপুর নেতৃত্বে তারা রোমান সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনর অঞ্চলে আক্রমণ চালাতে শুরু করে। পূর্বে একটি শক্তিশালী নতুন সৈন্যবাহিনীর উত্থান রোমান সৈন্যদলের পক্ষে যথেষ্টই চ্যালেঞ্জের ছিল। ইউরোপের জার্মান এবং নিকট প্রাচ্যের পারসিকদের সাথে ধারাবাহিক লড়াই রোমান সেনাবাহিনীকে জর্জরিত করে তুলেছিল। এর স্বাভাবিক ফলস্বরূপ রোমান বাহিনী সীমান্ত রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে ছিল। এর ফলে স্থানীয় সামরিক নেতাদের উত্থান ঘটে এবং এর পথ বেয়ে শেষ পর্য্যন্ত পালমিরা নগরকে কেন্দ্র করে পালমিরিন সাম্রাজ্যের জন্ম হয় যা একসময়ের জন্য প্রায় পূর্বাঞ্চল এবং মিশরের একটি বড় অংশের উপর অধিকার কায়েম রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সাসানীয় সাম্রাজ্যের শক্তিশালী ভিত্তি এবং একাধিক যোগ্য সম্রাটের অস্তিত্বের ফল স্বরূপ তৃতীয় শতাব্দীর সংকটের কালকে ত্বরান্বিত করেছিল — যা ছিল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

৯.৬: প্রাকৃতিক পরিস্থিতি ও মহামারী

রোমানদের সীমান্ত রক্ষার অক্ষমতা ও আর্থ সামাজিক কারণগুলি ছাড়াও তৃতীয় শতাব্দীর সংকটের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল জলবায়ুর পরিবর্তন এবং প্লেগ নামক মহামারী। চীন থেকে আগত প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব খ্রি: ২৫০ অব্দ এবং খ্রি: ২৬০ এর দশকে মহামারী হিসেবে রোমান সাম্রাজ্যে ধ্বংসলীলা চালিয়ে ছিল। এর ফলে জনসংখ্যা ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছিল। গিবনের বর্ণনায় এই প্লেগের ফলে 'রোমে প্রায় প্রতিদিন পাঁচ হাজার মানুষ মারা যায় এবং অনেক শহর যারা বর্বরদের হাত থেকে বাঁচতে পেরেছিল, সেই সব শহরগুলি পুরোপুরি জনশক্তিহীন হয়ে পড়েছিল'।

সেনাবাহিনীকে লেজিয়নিয়র এবং করের বেস নিয়োগ করা কঠিন বলে মনে করায় এই মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। জনসংখ্যা অনেকটা হ্রাস পাওয়ায় গুরুতর অর্থনৈতিক স্থান চ্যুতি ঘটে। এর পাশাপাশি জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে কৃষি ক্ষেত্রে উদবৃত্ত ফলনের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পায়। এর ফলে দূর দূরান্তের ব্যবসা হ্রাস পেয়ে নিকটবর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে ক্রমাগত করের দাবি বহু প্রদেশকে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন করে দিয়েছিল। এই সমস্তই রোমের প্রত্যক্ষ সমস্যাগুলিকে আরও জটিল করে তুলে ছিল এবং পারসিক ও জার্মানদের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতাকে ক্রমশ দুর্বল করে দিয়ে ছিল। তবে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় রোমান সাম্রাজ্যকে একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত করে নি — অরেলিয়ান সম্রাটদের অধীনে এর পুনর্জাগরণ দেখা গিয়েছিল।

৯.৭: সামরিক অরাজকতা

তৃতীয় শতাব্দীর সংকটকে অনেক সময়ে সামরিক অরাজকতা বলেও অভিহিত করা হয়। এই সময়ে রোমান সৈন্যবাহিনী কোনও ঐক্যবদ্ধ কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। এর ফলে বিভিন্ন সৈন্যবাহিনী তাদের নিজ নিজ লিজিয়নের অধ্যক্ষকে সম্রাট পদে নিযুক্ত করতে সচেষ্ট হয়ে ছিল। কারণ সিংহাসন অধিগ্রহণের ফলে সম্মান ও আর্থিক পুরস্কার সৈন্যবাহিনীর কাছে বেশি আকর্ষনীয় বলে মনে হয়ে ছিল। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বলকানের সেনারা পাশ্চাত্য প্রদেশের সেনাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে কোনও নৈতিক সমস্যায় পড়ে নি — মানসিক ভাবে তারা নীতিবিরুদ্ধ মনে করে নি একে। এরা প্রত্যেকেই চেয়েছিল সংশ্লিষ্ট লিজিয়নের নেতাকে সমগ্র রোমান বিশ্বের সর্বময় শাসন কর্তায় পরিণত করতে।

গৃহযুদ্ধ এবং সিংহাসন দখলকে কেন্দ্র করে অস্থিরতাত মূল কারণ ছিল যে রোমে একটি কার্য্যত নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র স্বত্ত্বেও কোনও আনুষ্ঠানিক উত্তরাধিকার প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে নি। ফলস্বরূপ সেনাবাহিনীসহ যেকোনও সেনাধ্যক্ষ বৈধ সম্রাট হওয়ার জন্য সেনেটকে ভয় দেখিয়ে বা উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে স্বীকৃতি আদায় করে নিতে সক্ষম ছিল। এটি একটি গভীর অস্থিতিশীল পরিস্থিতির দিকে রোমান সাম্রাজ্যকে ঠেলে দিয়েছিল যার ফলে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে রোমে কোনও শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল সরকার গঠন করা সম্ভবপর হয় নি। এডওয়ার্ড গিবন উল্লেখ করেছেন যে সৈনিকরা তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। তারা এমন কোনও কর্তৃত্বকে আর গ্রাহ্য করতে চায় নি যারা তাদের আগ্রহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। খুব স্বাভাবিকভাবেই এর ফলাফল ছিল অন্তহীন গৃহযুদ্ধ। সৈন্যদলগুলির সমরকুশলতা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছিল এবং তারা রাজকীয় প্রদেশগুলি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সেনাবাহিনীকে শক্ত হাতে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন সম্রাট ডায়োক্লেশিয়ান। এভাবেই গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং সৈন্যরা আবারও সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে দায়বদ্ধতার নৈতিক বোধে পুনর্জাগরিত হয়।

৯.৮: উপসংহার

তৃতীয় শতাব্দীর সংকট প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল জুড়ে স্থায়ী হয়েছিল। এই সময়ে তাদের রাষ্ট্র এবং জীবনযাত্রা রক্ষার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সময়ে ক্রমাগত সংকট সৃষ্টির একাধিক কারণ বর্তমান ছিল। বর্বর বিশেযত জার্মান উপজাতীয় সংঘের ক্রমাগত আক্রমণ এবং নিজেদের সীমান রক্ষার্থে ব্যর্থ রোমান সৈন্যবাহিনী সংকটের সূচনা ঘটায়। তারপরে সাসানীয় সাম্রাজ্যের উত্থানের ফলে রোমান সৈন্যদল আরও চাপের সম্মুখীন হয়। অর্থনীতি এবং সমাজের উপর অবিচ্ছিন্ন সংঘর্ষের প্রভাব অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক ছিল এবং সামরিক পরিস্থিতি পরিচালনা করার জন্য

ক্রমাগত সম্রাটদের ক্ষমতা ক্ষুন্ন হয়েছিল। এরপর প্লেগ মহামারী এবং জলবায়ুগত পরিবর্তন প্রভৃতি একাধিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোমের ক্ষমতাকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলেছিল। সম্রাটদের জন্য আনুষ্ঠানিক উত্তরসূরী পরিকল্পনা না থাকার ফলে সেনাবাহিনী শক্তির দালাল হয়ে যায় এবং এর ফলে অন্তর্বর্তী গৃহযুদ্ধ ও বিদ্রোহের সংখ্যাধিক্য ঘটে। সামরিক অরাজকতা সম্ভবত তৃতীয় শতাব্দীর সঙ্কট এবং রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল।

তৃতীয় শতাব্দীর সংকটের সব থেকে গভীর ও স্থায়ী প্রভাবগুলির মধ্যে একটি হল রোমের বিস্তৃত আভ্যন্তরীন বাণিজ্যিক আন্তর্জালের ব্যত্যয়। অগাস্টাসের আমল থেকে শুরু করে প্যাক্স রোমানার পর থেকেই সাম্রাজ্যের অর্থনীতি ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরগুলির মধ্যে এবং সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরের বিস্তৃত সড়ক ব্যবস্থা জুড়ে ব্যবসার উপর নির্ভরশীল ছিল। ব্যবসায়ীরা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আপেক্ষিক সুরক্ষায় ভ্রমণ করতে পারত; প্রদেশগুলিতে উৎপাদিত কৃষিপণ্য শহরগুলিতে নিয়ে যাওয়া এবং প্রাচ্যের বৃহৎ শহরগুলি দ্বারা উৎপাদিত পণ্যগুলি আরও পল্লী প্রদেশগুলিতে নিয়ে যেতে সমর্থ ছিল।

তৃতীয় শতাব্দীর সংকট শুরু হওয়ার সাথে সাথে এই বিশাল আভ্যন্তরীন বাণিজ্যিক আন্তর্জাল ভেঙ্গে যায়। বিস্তৃত নাগরিক অস্থিরতা বণিকদের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন করেছিল এবং আর্থিক সংকটের ফলে রোমান মুদ্রার সাথে বিনিময় ব্যবস্থা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তৃতীয় শতাব্দীর এই সংকট এই ভাবে যে গভীর পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল তা বিভিন্ন উপায়ে আসন্ন মধ্যযুগের বহু বিকেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক চরিত্রের পূর্বাভাস প্রদান করেছিল।

৯.৯: অনুশীলনী

১। তৃতীয় শতাব্দীর সঙ্কট সম্পর্কে লিখুন।

২। তৃতীয় শতাব্দীর সঙ্কট পশ্চিমের পতনের পথ প্রশস্ত করেছিল একথা বলা কতখানি যুক্তিযুক্ত?

৯.১০ : গ্রন্থপঞ্জি

1. A. H. McDonald– *Republican Rome*– New York– 1966.
2. H. Mattingly– *Roman Imperial Civilization*– London– 1957.
3. M. Cary and H. H. Scullard– *A History of Rome*– New York– 1975.

একক ১০ ❐ কনস্টানটাইনের সংস্কার

গঠন

১০.০ : উদ্দেশ্য

১০.১ : ভূমিকা

১০.২ : ডায়োক্লেশিয়ান

১০.৩ : শাসন সংস্কার

১০.৪ : অর্থনৈতিক সংস্কার

১০.৫ : সামরিক সংস্কার

১০.৬ : সামাজিক সংস্কার

১০.৭ : কনস্টানটাইন ও তার সংস্কার — ডায়োক্লেশিয়ানের সংস্কারের উত্তরাধিকার

১০.৮ : কনস্টানটাইনের সংস্কার

১০.৯ : খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ

১০.১০ : শাসন সংস্কার

১০.১১ : উপসংহার

১০.১২ : অনুশীলনী

১০.১৩ : গ্রন্থপঞ্জি

১০ .০ : উদ্দেশ্য

- প্রতিকুল পরিস্থিতিকে জয় করে ডায়োক্লেশিয়ান কিভাবে রোমান সম্রাট হয়ে তৃতীয় শতাব্দীর সংকট মোকাবিলায় বিভিন্ন সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়েছিল সেই বিষয়টি বর্ণনা করা এই এককের প্রথম উদ্দেশ্য।
- কনস্টান্টাইন কিভাবে যুগান্তকারী পদক্ষেপ ও শাসন সংস্কার দ্বারা রোমকে সুসংহত করেহিল সেই বিষয়টি তুলে ধরা এই এককের অন্যতম উদ্দেশ্য।
- কনস্টান্টাইনের সংস্কারগুলি কিভাবে রোমান সাম্রাজ্যকে পতনের দিকে এগিয়ে দেয় তা শিক্ষার্থীরদের অবগত করা উক্ত এককের শেষ উদ্দেশ্য।

১০.১ : ভূমিকা

খ্রি: তৃতীয় শতকের মধ্যে সুবিশাল রোমান সাম্রাজ্য কার্যত দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম অংশে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য বা পাশ্চাত্য একজন রোমান সম্রাট দ্বারা শাসিত হতে শুরু করেছিল এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব অংশে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বা প্রাচ্যে সম মর্য্যাদা সম্পন্ন আরেক জন রোমান সম্রাট শাসন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য শেষ পর্য্যন্ত বাইজানটাইন সাম্রাজ্য নামে পরিচিতি পায় এবং এর গৌরব মধ্যযুগীয় বিশ্বে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। বস্তুত মধ্যযুগীয় বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এই বাইজানটাইন সাম্রাজ্য। সাধারণ ভাবে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যকে রোমান সাম্রাজ্যের ধারাবাহিকতা হিসেবে ধরা হয়। আর এই ধারাবাহিকতা তথা রোমান কর্তৃত্বের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়বদ্ধ ছিলেন দুইজন রোমান সম্রাট — ডায়োক্লেশিয়ান এবং কনস্টানটাইন। তৃতীয় শতকের সংকটের অবসান ঘটিয়ে ডায়োক্লেশিয়ান শক্ত হাতে খণ্ডিত সাম্রাজ্যকে সংরক্ষণের প্রচেষ্টা করেন এবং পরবর্তী সম্রাট কনস্টানটাইনের হাত ধরে স্থাপিত হয় বাইজেনটিয়াম বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রস্তর। উভয়ের সংস্কার ছিল একে অপরের পরিপূরক। তাই কনস্টানটাইনের কৃতিত্ব ও সংস্কার আলোচনা করতে গেলে পটভূমি হিসেবে ডায়োক্লেশিয়ানের কার্য্যাবলী আলোচনা করা প্রয়োজন।

১০.২ : ডায়োক্লেশিয়ান

বর্তমান ক্রোয়েশিয়ার নিকটবর্তী ডালমেশিয়া অঞ্চলের রোবীয় রাজ্যে ডায়োক্লেশিয়ান জন্ম গ্রহণ করেন। সেই সময়ে রোমের ইতিহাস এক অতি সংকটপূর্ণ সময়ের জটিল আবর্তে আবর্তিত হচ্ছিল। একের পর এক অযোগ্য সম্রাটের দুর্বল শাসন, ষড়যন্ত্র ও গুপ্ত হত্যা রাজনৈতিক পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলেছিল। সেই সময়ে কোষাগারের অবস্থাও ছিল অত্যন্ত সংকটপূর্ণ — প্রায় দেউলিয়াগ্রস্ত। তার উপর একের পর এক রোমান সামরিক ঘাঁটি তাদের নিজস্ব সেনাধ্যক্ষকে রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্ভাব্য দাবিদার হিসেবে রোম আক্রমণের ক্রমাগত হুমকি দিতে শুরু করে।

অত্যন্ত অল্প বয়সে ডায়োক্লেশিয়ান সামরিক বাহিনীতে প্রবেশ করেছিলেন এবং নিজেকে দ্রুত পদোন্নতির যোগ্য প্রতিপন্ন করে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী একজন নেতা। দানিয়ুব অঞ্চলের রোমান সৈন্যরা ইতিমধ্যে কারুস নামে এক সামরিক নেতাকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে ছিলেন। কারুস ডায়োক্লেশিয়ানের নীতি এবং উচ্চাভিলাষকে যথেষ্ট সমর্থন যুগিয়ে ছিলেন এবং তার উদ্যোগেই ডায়োক্লেশিয়ান সর্বোচ্চ সামরিক পদে উন্নীত হতে পেরে ছিলেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর প্রাথমিক ভাবে সাম্রাজ্য তার পুত্রদের মধ্যে বন্টিত হলেও তাদের মৃত্যুর পর ডায়োক্লেশিয়ান সম্রাট হিসেবে ঘোষিত হন। তিনি খ্রি: ২৮৪ অব্দ থেকে ৩০৫ অব্দ পর্য্যন্ত রোমের সম্রাট পদে আসীন ছিলেন। সাম্রাজ্যের সিংহাসনের উপর তার কোনও বংশগত দাবি ছিল না, কেবলমাত্র সামরিক শক্তির সাহায্যেই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে ছিলেন। সৈন্য বাহিনীর উপর সুদৃঢ় প্রভাবই তার ক্ষমতার প্রধান ভিত্তি ছিল। তথাপি তিনি কিন্তু কখনওই সৈন্যদলের ক্রীড়নকে পরিণত হন নি। বরং তিনি সিংহাসনের উপর সৈন্যদলের আধিপত্য নিবারণ করার জন্যই সদা সচেষ্ট ছিলেন এবং তিনি এমন একটি ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটান যার ফলে ভবিষ্যতে সৈন্যদল নিজেদের ইচ্ছেমত সম্রাট নির্বাচন বা বিতাড়ন করার ক্ষমতা হারায়।

১০.৩ : শাসন সংস্কার

ডায়োক্লেশিয়ানের শাসন কালে রোমান সাম্রাজ্যে এক নব যুগের প্রবর্তন হয়। এই সময়ে কনসাল, ট্রিবিউন প্রভৃতি জনগনের দ্বারা নির্বাচিত ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যায় — এমনকী রোমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেনেটের অস্তিত্বও লুপ্ত হয়ে গিয়ে ছিল। এই সময় কালে সম্রাট সকলের সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সব বিষয়ে নিজের সার্বভৌম ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রসর হয়ে ছিলেন। ডায়োক্লেশিয়ানের উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে বিভিন্ন প্রদেশগুলিকে এনে সম্রাটের সার্বভৌম অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা। আর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি বিবিধ বিধি সমূহ প্রবর্তন করেছিলেন।

ডায়োক্লেশিয়ান সাম্রাজ্য শাসনের জন্য তিনজন সহযোগী শাসককে নিযুক্ত করেছিলেন। সম্রাট এবং এই তিনজন সহযোগী শাসক মিলিয়ে মোট চারজন ব্যক্তির উপর সাম্রাজ্য শাসনের দায়িত্ব ভার ন্যস্ত করা হয়েছিল। এই চারজনের মধ্যে একজন সহযোগী শাসক ছিলেন সম্রাটের সমান মর্য্যাদা সম্পন্ন বিশিষ্ট সহযোগী সম্রাট। প্রধান সম্রাট ও তার সমমর্য্যাদাসম্পন্ন বিশিষ্ট সহযোগী সম্রাটের উপাধি ছিল অগাস্টাস আর এদের সহযোগিতা করার জন্য সহকারী শাসকেরা ছিলেন সিজার উপাধিধারী দুইজন ব্যক্তি। দুইজন সিজার ছিলেন দুইজন অগাস্টাসের অধীনে কর্মরত শাসন পরিচালক। কোনও অগাস্টাসের মৃত্যুতে প্রশাসনিক শূণ্যতার সৃষ্টি হলে সিজাররা শূন্যস্থান পূরণের সুযোগ পেতেন অর্থাৎ অগাস্টাস পদে নিযুক্তির সুযোগ তারাই সর্বাগ্রে লাভ করতেন। এই ব্যবস্থায় কয়েকটি সুবিধা ছিল। এর দ্বারা একদিকে যেমন সম্রাটের নিজস্ব দায়ভার কিছুটা লাঘব হয়েছিল, তেমনই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের সম্ভবনা কিছুটা হ্রাস করা সম্ভবপর হয়ে ছিল। সিংহাসনের উত্তরাধিকার আগে থেকে নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে একদিকে যেমন সম্রাট নির্মাণে সৈন্যদলের আধিপত্য কমে গিয়েছিল, অন্য দিকে তেমনই চারজন শাসক সাম্রাজ্যের চারদিকে অবস্থান করে সীমান্ত রক্ষায় সম্পূর্ণ মনোযোগ প্রদানে সক্ষম হয়েছিলেন। ডায়োক্লেশিয়ান ছিলেন এশিয়া মাইনরের নিকোমিডিয়ায়, অপর অগাস্টাস ম্যাক্সিমিয়াস ছিলেন মিলান নগরে, এবং দুজন সিজারের অবস্থান ছিল যথাক্রমে অ্যান্টিওক এবং ট্রিভস-এ। এই ভাবে সাম্রাজ্য সুচারুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব ভার চারজন শাসকের হাতে বিভক্ত হয়ে ছিল।

রোমান সম্রাট ডায়োক্লেশিয়ান প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অতিরিক্ত ক্ষমতা খর্ব করে প্রদেশসমূহের শাসন ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন ঘটিয়েছিলেন। তিনি প্রথমে সমস্ত সাম্রাজ্যকে তেরোটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। এই প্রত্যেক ভাগ ডায়োসেস নামে পরিচিত ছিল। ডায়োসেসগুলি আবার প্রায় শত খানেক প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ডায়োসেসের শাসকরা প্রিফেক্ট নামে পরিচিত ছিলেন। এরা ছিলেন সম্রাটের অধীনস্থ। এদের অধীনে সাধারণত ছিলেন প্রদেশের শাসনকর্তারা। কিন্তু কিছু কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের শাসকরা সরাসরি সম্রাটের অধীনে দায়বদ্ধভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করতেন। বিশেষত সীমান্ত অঞ্চলের প্রদেশগুলির ক্ষেত্রে এধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এই ভাবে ক্ষমতা বন্টনের ফলে প্রাদেশিক শাসকদের ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ায় আভ্যন্তরীন বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

ডায়োক্লেশিয়ান সেনেটের হাত থেকে সমস্ত অধিকার ও কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়েছিলেন। এর ফলে প্রকৃতপক্ষে সেনেটের আর কোনও অস্তিত্বই রইল না। প্রজাতান্ত্রিক যুগের রোমের এই অতি প্রয়োজনীয় সেনেট নামক প্রতিষ্ঠানটিকে লুপ্ত করার মধ্য দিয়ে ডায়োক্লেশিয়ান রোমান শাসনতন্ত্রকে প্রকৃত অর্থেই স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রে পরিণত করে ছিলেন।

ডায়োক্লেশিয়ান রোমান প্রজাদের নিকট সম্রাটের মর্য্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ডমিনোজ উপাধি গ্রহণ করে ছিলেন এবং নিজেকে রোমান জনগনের থেকে স্বতন্ত্র রাখার জন্য নিজের চতুর্দিকে জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করে

ছিলেন। এর দ্বারা তিনি রোমান জনগনের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দিতে সক্ষম হয়ে ছিলেন যে সম্রাটের অবস্থান জনগনের চেয়ে অনেক উর্ধে। তিনি রাজ দরবারে নানাবিধ জটিল অনুষ্ঠান ও একাধিক শিষ্টাচার বিধির প্রবর্তন ঘটিয়ে ছিলেন।

ডায়োক্লেশিয়ান শাসন বিভাগের উন্নতির জন্য সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। তিনি সামরিক ও অসামরিক বিভাগগুলির মধ্যে বিভাজন রেখাকে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এর ফল স্বরূপ শাসন বিভাগের কোনও কর্মচারীকে আর সামরিক বিভাগের দায়িত্ব পালন করতে হত না।

১০.৪ : অর্থনৈতিক সংস্কার

তৃতীয় শতাব্দীর সংকট ভয়াবহ প্রভাব ফেলেছিল রোমের অর্থনীতির উপর। স্বর্ণের মান ক্রমশ অবনত হতে শুরু করেছিলয়োক্লেশিয়ান সিংহাসনে আরোহনের পর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সংস্কার সাধনে ব্রতী হন। তিনি স্বর্ণের মানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। অর্থের সচলতা বৃদ্ধির জন্য কর ব্যবস্থার বিশেষ ভাবে সংস্কার করে ছিলেন। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি একাধিক নীতি গ্রহণ করেন। অর্থনীতির স্বাভাবিক সূত্র অনুসারে কোনও পণ্যের দাম = [(ক্রেডিট + অর্থ) এক্সচেঞ্জের বেগ]/ সরবরাহ। এর অর্থ হল, অন্যান্য সমস্ত জিনিস যখন সমান হচ্ছে তখন যদি প্রচলিত অর্থের পরিমাণ হ্রাস করা হয় তবে পণ্যের দামও হ্রাস পাবে। এর অন্যথায় প্রচলিত অর্থের মূল্য কমবে। তিনি প্রচলিত নানাবিধ করের অবসান ঘটিয়ে দুটি প্রধান কর প্রচলন করেন। যথা, সম্পত্তি কর এবং প্রধান শুল্ক বা পোল কর। এই কর ব্যবস্থা সম্পত্তি করের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল হলেও প্রধান কর যা সকল প্রজার উপরই প্রযোজ্য ছিল তার চরিত্র কিন্তু ছিল স্থায়ী প্রকৃতির। তবে উভয় করেরই পরিমাণ ছিল যথেষ্ট বেশি।

রাজস্ব সুষম ভাবে আদায়ের উদ্দেশ্যে ডায়োক্লেশিয়ান ট্যাক্স ফার্মিং বা মধ্যস্বত্ত্বভোগী শ্রেণী নিয়োগের নীতি গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে নিলামের মাধ্যমে এলাকা বন্টন করা হত। এই রাজস্ব সংগ্রাহকদের নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ করার ফলে সরকারী রাজকোষে অর্থের সরবরাহ সুনিশ্চিত হলেও সাধারণ মানুষের কাছে এই ব্যবস্থা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। কারণ সংগ্রাহকরা জনগনের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন না এবং মুনাফা অর্জনই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। ফলে কর আদায়কারীদের নির্য্যাতনের শিকার হতে হয় সাধারণ মানুষকে। ডায়োক্লেশিয়ান নগরের মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে কর প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ করলেও সেনেটোরিয়াল শ্রেণিকে কিন্তু কর থেকে নিষ্কৃতি দিতে রাজনৈতিকভাবে বাধ্য হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য যে সেনেটর শ্রেণিই ছিল রোমান সমাজে সব থেকে ধনী শ্রেণি — যাদের হাতে কুক্ষিগত ছিল বিস্তৃত সম্পদ। এই শ্রেণিকে কর ছাড়ের অর্থ সম্পত্তি করের সম্পূর্ণ ভার মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী, কারিগর এবং শ্রমিক ও কৃষকের উপর পড়ে। যে সমস্ত স্বাধীন কৃষকরা কর প্রদানে ব্যর্থ হতেন তাদের জমি ও সম্পত্তি স্থানীয় সেনেটেরিয়াল শ্রেণিভুক্ত নেতার হস্তগত হত। অন্যথায় সপরিবারে দাসত্ব গ্রহণও ছিল বিকল্প এক উপায়। এই ভাবে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে ক্ষুদ্র ও মধ্যবিত্ত কৃষকরা নিজেদের কৃষি জমি হারিয়ে ভাড়াটে কৃষকে পরিণত হয়। নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি বা কুরিওলরা কর প্রদানে ব্যর্থ হলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হত এবং ব্যক্তিগত দাসত্ব বরণেরও নিদান ছিল। অনেক কুরিওল গ্রামাঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে কলোনি বা ভাড়াটে কৃষক হওয়ার চেষ্টা করে ছিল, তবে আইন দ্বারা এই কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বিশেষত পশ্চিমী সাম্রাজ্যের মধ্যবিত্ত শ্রেণি আর্থিকভাবে ধ্বংস হয়ে যায় এবং অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক জীবনের ভরকেন্দ্র ক্রমশ নগরগুলি থেকে গ্রামাঞ্চলের ভিলাতে স্থানান্তরিত হতে শুরু করে ছিল।

১০.৫ : সামরিক সংস্কার

দক্ষ সামরিক নেতা হিসেবে ডায়োক্লেশিয়ান সীমান্ত সুরক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। তবে তার সীমান্ত নীতির মূল দর্শন ছিল সুকৌশলী সেনা বাহিনীর সীমান্তে পৌছানোর আগে পর্য্যন্ত আক্রমণকারী শক্তিকে বাধা প্রদান করা তথা ঠেকিয়ে রাখা। এই কারণে সীমান্তে খুব কুশলী সেনার নিয়োগ তার আমলে হয় নি। অনেক গবেষক অবশ্য তার এই সীমান্ত নীতিকে তীব্র সমালোচনা করেছেন। তারা মনে করেছেন যে এর ফলে সীমান্তের সুরক্ষার সঙ্গে সম্রাট আপোষের নীতিই গ্রহণ করেছিলেন এক অর্থে। রোমান সাম্রাজ্যের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে সব থেকে কুশলী এবং দক্ষ সৈন্যবাহিনীর নিয়োগ হত সীমান্ত রক্ষায়। সেই আমলে মিলিশিয়া এবং গ্যারিসন সেনারাই রোমান সৈন্যবাহিনীর সব থেকে মর্য্যাদার স্থান গ্রহণ করত। কিন্তু ডায়োক্লেশিয়ানের এই সামরিক সংস্কার নীতি কেবল যে এই চিরাচরিত নীতির পরিপন্থী ছিল তাই নয়, তা অস্ত্রশস্ত্র, প্রশিক্ষণ সব দিক থেকেই সীমান্ত সুরক্ষায় নিয়োজিত সৈন্যদের অবনতি ঘটিয়েছিল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এর ফলে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর শৃঙ্খলা ও চেতনা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিল। সামরিক ক্ষেত্রে তিনি চলমান স্থলবাহিনীর গঠনের ক্ষেত্রে আক্রমণকারী বর্বরদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে তাদেরও নিয়োগ করে ছিলেন। এই 'বর্বর' ভাড়াটে সৈন্যদের অস্তিত্ব রোমান বাহিনীর সংহতি বিশেষ ভাবে ক্ষুন্ন করেছিল। একই সঙ্গে রোমান আদর্শ প্রচারে রোমান সেনাবাহিনীর ভূমিকা ক্রমশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

১০.৬ : সামাজিক সংস্কার

ডায়োক্লেশিয়ান সামাজিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু সংস্কার সাধন করে ছিলেন। তিনি বংশগত ভাবে তৈরি কারিয়ালের বিভাগকে পরিত্যাগ করার প্রচেষ্টা করে ছিলেন। কোনও নির্দিষ্ট পেশায় বিশেষত বাণিজ্যে যুক্ত কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকে সেই বাণিজ্যে প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া সুরক্ষিত করার দিকে তিনি নজর দিয়ে ছিলেন। এর ফলে সাম্রাজ্যের মধ্যে সামাজিক গতিশীলতা হ্রাস পায় এবং সুযোগের সংকোচন ঘটে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে নৈতিক চেতনারও অবক্ষয় ঘটতে দেখা গিয়ে ছিল এই সময়। ডায়োক্লেশিয়ানের রাজত্বকালে খ্রিষ্টধর্মের প্রসারের ফলে রোমান রাষ্ট্রের সংহতি বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই আমলে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্রাট প্রশান্ত চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। বিধর্মী খ্রিষ্টান মানুষদের নির্মূল করার জন্য সম্রাট ডায়োক্লেশিয়ান সুপরিকল্পিত ও চূড়ান্ত অত্যাচার শুরু করেন খ্রিষ্টানদের উপর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে। যদিও সম্রাটের এই নির্য্যাতনমূলক ব্যবস্থা উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচার করলে খুব একটা ফলপ্রসূ হয় নি।

সম্রাট ডায়োক্লেশিয়ান কুড়ি বছর রাজত্বের পর সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় সম্রাট পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরিমিত ও সংযত চরিত্রের অধিকারী ডায়োক্লেশিয়ান সম্রাট হিসেবে যথেষ্ট সফল হয়ে ছিলেন। তার অবসর পরবর্তী জীবনও যথেষ্ট শান্তির মধ্যে দিয়েই অতিবাহিত হয়ে ছিল। তার এই সমস্ত সংস্কার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা এবং শান্তি ফিরিয়ে এনেছিল। সর্বোপরি তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে সর্বত্রই এক জাতীয় শাসন ব্যবস্থার কাঠামোর বীজ বপন করতে সক্ষম হয়ে ছিলেন।

১০.৭ : কনস্টানটাইন ও তার সংস্কার — ডায়োক্লেশিয়ানের সংস্কারের উত্তরাধিকার

ডায়োক্লেশিয়ানের উত্তরাধিকার ব্যবস্থা কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সফল হয় নি। তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সম্রাট পদকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বির মধ্যে ব্যাপক প্রতিযোগিতা ও হিংসা শান্তি শৃঙ্খলা ব্যাহত করতে শুরু করেছিল।

ডায়োক্লেশিয়ানের অন্যতম সিজারের মৃত্যুর পরে বৃটেনে অবস্থিত সৈন্য বাহিনী তার পুত্র কনস্টানটাইনকে অগাস্টাস বলে ঘোষণা করে ছিল। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন অগাস্টাস পদ লাভ করার উদ্দেশ্যে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ছিল। এই সুযোগে কনস্টানটাইন ৩১২ খ্রি: আল্পস পর্বত অতিক্রম করে মিলভিয়ান-সেতুর যুদ্ধে ইতালিতে স্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী অগাস্টাস ম্যাক্সিমিয়াসকে পরাজিত করে সিংহাসন দখল করেন। সৈন্যদের দৌরাত্ম্য নিবারণ করে এবং খ্রিষ্টানদের সঙ্গে প্রীতিমূলক আচরণের দ্বারা তিনি স্বীয় আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে ছিলেন। এর পর তিনি পূর্বাঞ্চলীয় রোমান সাম্রাজ্যের অগাস্টাস লিসিনিয়াসকে পরাজিত করে সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যে একক আধিপত্য লাভ সম্ভব করে ছিলেন খ্রি: ৩২৩ অব্দে।

কনস্টানটাইন সম্ভবত খ্রি: ২৮০ এর দশকে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ফ্ল্যাবিয়াস ভ্যালিরিয়াস কনস্টানটিয়াসের পুত্র। খ্রি: ২৯৩ অব্দে তার পিতা সিজার বা উপসম্রাট পদে উন্নীত হন। তার উপাধি হয় কনস্ট্যানটিয়াস প্রথম ক্লোরাস। পশ্চিমে অগাস্টাস ম্যাক্সিমিয়াসের অধীনে তাকে সহযোগী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল। খ্রি: ২৮৯ অব্দে কনস্টানটাইনকে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বর্তমান তুরস্কে অবস্থিত নিকোমিডিয়ায় প্রবীণ সম্রাট ডায়োক্লেশিয়ানের দরবারে নিয়োগ করা হয়ে ছিল। ৩০৫ খ্রি: দুই সম্রাট ডায়োক্লেশিয়ান এবং ম্যাক্সিমিয়াস তাদের নিজ নিজ অধীনে থাকা সহকারী বা উপসম্রাট গ্যালারিয়াস ও কনস্টানটিয়াসকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। তাদের স্থলে গ্যালেরিয়াস ভ্যালেরিয়াস ম্যাক্সিমিয়াসকে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যে এবং পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে ফ্ল্যাভিয়াস ভ্যালেরিয়াস সেভেরাসকে প্রতিস্থাপন করা হয়। কনস্টানটিয়াস গ্যালারিয়াসের কাছ থেকে দরবারে তার পুত্রের উপস্থিতির জন্য অনুরোধ করে ছিলেন এবং কনস্টানটাইন তার প্রতিকূল সেভেরাসের অঞ্চলগুলিতে বর্তমান ফ্রান্সের গেসোরিয়াকামে তার পিতার সাথে যোগ দিতে পাড়ি দিয়ে ছিলেন। সেনাবাহিনী দ্বারা প্রশংসিত সম্রাট কনস্টানটাইন এরপর নিজেকে গৃহযুদ্ধের একটি জটিল আবর্তে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। ম্যাক্সিমিয়াস যখন তার পুত্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে ছিলেন তখন তিনি গল দেশে কনস্টানটাইনের সঙ্গে যোগ দিয়ে ছিলেন। কনস্টানটাইন খ্রি: ৩০৭ অব্দে ম্যাক্সিমিয়াসের মেয়ে ফৌস্তাকে তার দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে বিবাহ করে ছিলেন এবং ৩১২ খ্রি: ইতালি আক্রমণ করে ছিলেন। এর পর লিকিনিয়াসের সাথে চুক্তি বলে কনস্টানটাইন পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়ে ছিলেন এবং লিকিনিয়াসকে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যে তার প্রতিদ্বন্দ্বি ম্যাক্সিমিয়াসের সাথে শাসন ভার ভাগ করে দিয়ে ছিলেন। লিকিনিয়াস পরে ম্যাক্সিমিয়াসকে পরাজিত করলেও বলকান অঞ্চলে কনস্টানটাইনের কাছে তার ক্ষমতা হারিয়ে ছিলেন। কনস্টানটাইন লিকিনিয়াসকে খ্রি: ৩২৪ অব্দে পরাজিত করে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় রোমান সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে উঠে ছিলেন।

১০.৮ : কনস্টানটাইনের সংস্কার

কনস্টানটাইনের আমলে রোমান সাম্রাজ্য সাক্ষী হয়েছিল দুটি যুগান্তকারী সংস্কারমূলক পদক্ষেপের। একটি হল রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে কন্সট্যান্টিনোপলের নির্মাণ এবং অন্যটি হল একেশ্বরবাদী খ্রিষ্টধর্মের রাষ্ট্রীয় অনুমোদন।

কনস্টানটাইন রাজধানী পরিবর্তন করে বাইজানটিয়ামে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তখন থেকেই এর নতুন নামকরণ হয়ে ছিল কনস্ট্যান্টিনোপল। কথিত আছে যে এই রাজধানী পরিবর্তনের পিছনে অনেকগুলি কারণ একই সঙ্গে কাজ করে ছিল। আর এরই ফলশ্রুতিতে রাজধানী পরিবর্তন অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বর্বর জাতির ক্রমাগত আক্রমণের ফলে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব ও উত্তর সীমান্ত অঞ্চলগুলি একসময়ে বিপন্ন হয়ে পড়ে ছিল। রাজধানী রোম নগরী এই সমস্ত সীমান্ত অঞ্চলগুলি থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায় এই সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে সব সময় নজর

রাখা সম্ভবপর হচ্ছিল না। বাইজানটিয়াম ছিল রোমান সাম্রাজ্যের একেবারে কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত। আর সে কারণেই রোমান সম্রাটের পক্ষে এই স্থান থেকে সীমান্ত অঞ্চলগুলিকে রক্ষা করার ব্যাপারে একদিকে যেমন সুব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়েছিল অন্যদিকে তেমন একে কার্য্যকরী করাও সহজসাধ্য হবে বলে মনে করা হয়েছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকেও এই পরিবর্তন খুবই সময়োপযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল অধিকতর সমৃদ্ধিশালী ছিল। এর কারণ ছিল মিশর ও কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঘটায় প্রভূত অর্থাগম হয়ে ছিল। সুতরাং সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের অঞ্চলের গুরুত্ব এর ফলে আগের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ছিল। এই পরিস্থিতিতে বাইজানটিয়ামে রাজধানী পরিবর্তন ছিল একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত।

প্রাচীন রোম ছিল ঐতিহ্য ও ভাবধারার একটি কেন্দ্রস্থল। রোমের জনসাধারণ অত্যন্ত রক্ষণশীল ও নতুনত্বের তীব্র বিরোধী ছিল। এমনকী তারা কোনও রকম প্রগতিশীল সংস্কার প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও সর্বদাই বাধা প্রদান করত। এর ফলে শাসন কার্য্য পরিচালনা করা সম্রাটের পক্ষে খুবই দুরূহ হয়ে পড়েছিল। কন্সট্যান্টিনোপলে রাজধানী স্থানান্তরের ফলে সব দিক থেকে যে নতুন পরিবেশের সৃষ্টি হয় তা প্রগতিমূলক সংস্কারগুলিকে দ্রুত প্রবর্তন করতে সম্রাটকে খুবই সহায়তা করে ছিল। আর এই কারণেই কনস্টানটাইন মনে করে ছিলেন যে রাজধানী স্থানান্তর ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

১০.৯ : খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ

কনস্টানটাইনের শাসন কালে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও খ্রিষ্টধর্ম ক্রমশ বিস্তার লাভ করে ছিল। এই ধর্মের উন্নত নৈতিক আদর্শের কারণে খ্রিষ্টধর্ম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে শুরু করে ছিল। দূরদর্শী সম্রাট বুঝতে পেরেছিলেন যে পূর্ববর্তী সম্রাটদের ন্যায় অত্যাচার বা Persecution নীতির দ্বারা খ্রিষ্টধর্মের প্রসার কখনওই রোধ করা আর সম্ভবপর নয়। বরং সাম্রাজ্যের উন্নতি ও স্থায়িত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে খ্রিষ্টধর্মের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করতে পারলে সেটি হবে সাম্রাজ্যের ভিত্তি মজবুত করার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এই কারণেই তিনি খ্রিষ্টধর্মের বিরোধিতা অপেক্ষা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করাকেই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করে ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মিলান ডিক্রি জারির কথা ঘোষণা করে এতদিন ধরে প্রচলিত খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আরোপিত সমস্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে খ্রিষ্টধর্মকে রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত ধর্মের স্বীকৃতি দান করে ছিলেন। বলা বাহুল্য ধর্মাভাব অপেক্ষা রাজনৈতিক প্রয়োজনের কারণেই কনস্টানটাইন খ্রিষ্টধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র অনুমোদিত ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন।

১০.১০ : শাসন সংস্কার

সম্রাট কনস্টানটাইন শাসন ব্যবস্থারও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে ছিলেন। তিনি সম্রাট ডায়োক্লেশিয়ানের প্রবর্তিত পন্থা অনুসরণ করে শাসন ও সামরিক বিভাগের সংস্কার সাধন করে ছিলেন। সৈন্যদলের রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে তিনি এক এক জন সেনাপতির অধীনে সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করে ছিলেন। সামরিক ও অসামরিক ক্ষমতা বন্টন করে তিনি প্রদেশপালদের সামরিক ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি দেন। শাসন ও সামরিক উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষমতার সর্বোচ্চ অধীশ্বর ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। প্রদেশগুলিকে ছোট ছোট জেলায় বিভক্ত করে প্রতিটি জেলায় একজন করে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করেন। এই জেলাগুলিকে আবার একত্রিত করে তেরোটি বৃহত্তর বিভাগ গঠন করে চারজন প্রিফেক্টের হাতে

তার শাসনভার অর্পণ করা হয়ে ছিল। এই প্রিফেক্টরা সম্রাটের কাছে সরাসরি দায়বদ্ধ ছিলেন তাদের কাজের জন্য। কনস্টানটাইন কন্সট্যান্টিনোপলে নতুন সেনেট ও নতুন রাজকর্মচারীর পদ সৃষ্টি করেন রোম নগরীর অনুকরণে। তিনি রোমের পুরোন সেনেটকেও আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। রোমের প্রজাতান্ত্রিক ঐতিহ্য থেকে বহুদূরে স্বরচিত নতুন ব্যবস্থায় নতুন সমাজে কনস্টানটাইন প্রাচ্যের রীতিসম্মত পদ্ধতিতে নিরঙ্কুশ শাসন শুরু করে ছিলেন। রাজধানী পরিবর্তন ও খ্রিষ্ট ধর্মের সমর্থনে তিনি যে দূরদর্শিতা ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার জন্য কনস্টানটাইনকে মহান আখ্যা দেওয়া খুব একটা অত্যুক্তি হবে না।

১০.১১ : উপসংহার

সম্রাট কনস্টানটাইন রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। খ্রিষ্টানদের প্রতি তার মনোভাব এবং পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি কনস্ট্যান্টিনোপল নগরী প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিহাসের পাতায় তিনি স্মরণীয়। তার সংস্কারগুলি গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা একেবারে ত্রুটিহীন ছিল না। তার সামরিক সংস্কারের সব থেকে বড় দুর্বলতা ছিল সীমান্ত রক্ষায় দুর্বলতা। রাইন এবং দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী অঞ্চল এবং সীমান্ত প্রদেশগুলিতে সৈন্যদের কার্য্যকারিতার ক্রমাগত অবনতি সীমান্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে প্রায় ভঙ্গুর করে ফেলেছিল। এর ফলে বর্বর আক্রমণ সহজ সাধ্য হয়ে যায়। এছাড়া সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে দুর্নীতি তাদের শহুরে জীবনের আনন্দ এবং অলসতায় অভ্যস্ত করে তুলেছিল। এর ফলে সৈন্য বাহিনী তার সামরিক গুণাবলী হারিয়ে ক্রমশ অকার্য্যকরী হয়ে পড়েছিল। কনস্টান্টিনোপলকে তিনি দ্বিতীয় রোম হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়ে ছিলেন। এর ফলে মূল রোম নগরীর অবক্ষয় ঘটে ছিল। ক্রমশ কনস্ট্যান্টিনোপলই রোমান প্রশাসন এবং রোমান শক্তির প্রধান কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। এর ফলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে যে তার পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তাই একথা বলা ভুল হবে না যে যদিও কনস্টানটাইনের সংস্কারসমূহ আপাতভাবে রোমান সাম্রাজ্যে স্থিতি আনতে পেরেছিল কিন্তু একই সাথে তা পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনকেও ত্বরান্বিত করেছিল।

১০.১২ : অনুশীলনী

১। ডায়োক্লেশিয়ানের সংস্কার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। আপনি কি মনে করেন যে কনস্টান্টাইনের সংস্কার পশ্চিমের সাম্রাজ্যকে 'পতন'-এর দিকে ঠেলে দিয়েছিল?

৩। তৃতীয় শতাব্দীর সঙ্কটের পর শান্তি শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনে ডায়োক্লেশিয়ানের ভূমিকা মূল্যায়ণ করুন।

১০.১৩ : গ্রন্থপঞ্জি

1. A. H. McDonald– *Republican Rome*– New York– 1966.
2. H. Mattingly– *Roman Imsperial Civilization*– London– 1957.
3. M. Cary and H. H. Scullard– *A History of Rome*– New York– 1975.

একক - ১১(ক) ❐ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয়

গঠন

১১(ক).০ : উদ্দেশ্য

১১(ক).১ : ভূমিকা

১১(ক).২ : সাম্রাজ্যের অবক্ষয়

১১(ক).৩ : উপসংহার

১১(ক).৪ : অনুশীলনী

১১(ক).৫ : গ্রন্থপঞ্জি

১১(ক) .০ উদ্দেশ্য

- আলোচ্য এককের প্রধান উদ্দেশ্য হল পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য পতনের বিভিন্ন ধারাগুলি বিশ্লেষণ করা।
- উক্ত এককের অপর উদ্দেশ্য হল যে পশ্চিমের এই অবক্ষয়ের নেপথ্যে স্টিলকোর ভূমিকা কি ছিল তা পর্য্যালোচনা করা।
- এটিলার অভিযান কিভাবে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত্ব করেছিল - সেই বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করা এই এককের অপর উদ্দেশ্য।

১২(ক).১ : ভূমিকা

৩৯৫ খ্রি: থিওডোসিয়াসের মৃত্যুকালে রোমান সাম্রাজ্যের পরিস্থিতি ছিল পতনোন্মুখ। বর্বর আক্রমণ এবং গৃহযুদ্ধ ছাড়াও অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও সামরিক দুর্বলতা একে পতনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। ইতিমধ্যে সীমান্ত সুরক্ষা বলতে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। উত্তর পূর্ব গল অঞ্চলে স্যালিয়ান ফ্রাঙ্ক উপজাতি তাদের ঘাঁটি স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল। পান্নোনিয়া অঞ্চলে অস্ট্রো গথ, মোয়েসিয়া অঞ্চলে ভিসি গথ প্রভৃতি উপজাতি শক্তিশালী গাঁটি স্থাপন করে। বলা বাহুল্য যে এরা প্রত্যেকেই তাদের উপজাতীয় নেতার অধীনেই এই ঘাঁটিগুলি স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল। এই বিষয়টি সার্বভৌমিকতার প্রশ্নে সংশয় সৃষ্টি করেছিল খুব স্বাভাবিক ভাবেই।

বর্বরদের সঙ্গে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের সম্পর্ক এক জটিল বৃত্তে দাঁড়িয়েছিল। একের পর এক বর্বর আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য যেমন বিধ্বস্ত হয়েছিল তেমনই অভিযানকারী বর্বরদের অনেক সময়েই রোমান সৈন্যদলে

নিয়োগের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যের শেষের দিকে এধরণের নিয়োগের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় যা রোমান সৈন্যবাহিনীকে অনেকটাই দুর্বল করে দেয়। ইতিপূর্বে উচ্চাকাঙ্ক্ষী রোমান সেনানায়করা নিজেরা সম্রাট পদ দখল করতে প্রয়াসী হতে শুরু করেন। কিন্তু থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর সময়ে বা তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব সময়ে জার্মান সেনানায়করা নিজেদের সম্রাট হিসেবে কল্পনা করতে না পারলেও ক্রীড়নক সম্রাট নির্মাণে তারাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

থিওডোসিয়াসের পুত্র হনোরিয়াস যখন রোমের সিংহাসন লাভ করেন তখন তিনি নাবালক। এর ফলে মাত্র এগারো বছর বয়সী হনোরিয়াসের অভিভাবক হিসেবে সৈন্যাধ্যক্ষ স্টিলিকো পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। স্টিলিকো নিজে ছিলেন বর্বর ভ্যাণ্ডাল উপজাতির মানুষ। থিওডোসিয়াসের সময় থেকেই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে স্টিলিকো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন আর্কাডিয়াস। নাবালক এই সম্রাটের অভিভাবকত্ব লাভ করেছিলেন তার সেনাপতি রুফিনাস। স্টিলিকো এবং রুফিনাস উভয়েই ছিলেন সুদক্ষ শাসন পরিচালক। কিন্তু স্টিলিকো সুদক্ষ হলেও তাঁর ভ্যাণ্ডাল উৎস তাঁকে বারবার সমস্যার সম্মুখীন করেছিল। অন্যদিকে রুফিনাস ছিলেন রোমান সিভিলিয়ান বংশোদ্ভূত। এই বংশ পরিচয় তাঁর ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। স্টিলিকো ছিলেন উচ্চাভিলাষী। তাঁর লক্ষ্য ছিল সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের অভিভাবকত্ব লাভ। তিনি চেয়েছিলেন অন্তত পূর্বাঞ্চলীয় অধিকাংশ অঞ্চল পশ্চিমের সাথে পুনরায় সংযুক্ত করতে।

১১(ক).২: সাম্রাজ্যের অবক্ষয়

স্টিলিকো এবং রুফিনাসের লক্ষ্য একই হওয়ায় উভয়ের মধ্যে সংঘাত ছিল অনিবার্য্য। তবে এই সংঘাতের পথে অর্থাৎ ক্ষমতা লাভের প্রশ্নে তৃতীয় ব্যক্তিরও অস্তিত্ব ছিল। আরিয়ান এবং হিথন উভয়েই গথ সেনাবাহিনী নিয়ে মোয়েসিয়ায় ফেডারেশনে নেমে এসেছিল। থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পর এই ফেডারেশন নিজেদের রাজা হিসেবে নির্বাচিত করেছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আলারিককে। পরবর্তী কালে এই আলারিক তার প্রত্যাশার দিক থেকে হতাশ হয়ে বিদ্রোহী হয়েছিলেন এবং তার ভিসি গথ গোষ্ঠীর সাহায্যে তিনি বলকানদের ধ্বংস করেছিলেন। রোমের পূর্বাঞ্চলের কুশলী সেনারা আলারিকের বিদ্রোহের পরও বেশ কিছুদিন ইতালিতেই থেকে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে হূণদের একটি দল ককেশাস পর্বত পার হয়ে সিরিয়া অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়। স্টিলিকো এই পরিস্থিতিতে থেসালির কাছে উদ্ধার কাজের জন্য তার বাহিনী নিয়ে এলে তার আচরণে সন্দিগ্ধ কনস্টান্টিনোপল থেকে নির্দেশ আসে ইলিকামকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় সেনা তখনই প্রত্যর্পণের জন্য। সেই মুহূর্তে বিচক্ষণ স্টিলিকো কনস্টান্টিনোপলের প্রতি তার আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন। ইতিমধ্যে গাইনাসের অধীনস্থ গথ সৈন্যরা রুফিনাসকে হত্যা করলে স্টিলিকোর সামনে সুযোগের ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়। রোমের অন্যতম সেনাপতির কন্যা ইউদোক্সিয়ার সঙ্গে আর্কিডিয়াসের বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর আর্কিডিয়াস গোষ্ঠীর ক্ষমতা প্রায় পুরোটাই চলে যায় ইউট্রোপিয়াস নামক এক ব্যক্তির হাতে। যিনি সম্ভবত তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত ছিলেন। দুই পক্ষের মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই আলারিকের সামনে সুযোগের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

স্টিলিকোর কনস্টান্টিনোপলের প্রতি আনুগত্য খুব সম্ভবত মোরাসের বিদ্রোহ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ৩৯৪ খ্রি: প্রিন্স গিল্ডো এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দান করেছিলেন। তিনি ছিলেন পূর্বের বিদ্রোহী ফারমিউসের ভাই। উত্তর আফ্রিকার

একটি বড় অংশ জুড়ে তিনি চেয়েছিলেন মুরিশ রাজ্য স্থাপন করতে। গিল্ডোর এই বিদ্রোহ রোমের জন্য খুব বড় মাত্রায় একটি বিপদ ডেকে এনেছিল কারণ রোমে খাদ্যশস্য সেইভাবে উৎপাদিত না হওয়ায় খাদ্যের যোগান প্রায় পুরোটাই নির্ভরশীল ছিল উত্তর আফ্রিকা থেকে আগত খাদ্যশস্যের উপর। স্টিলিকো এই পরিস্থিতির সুফল আদায় পূর্ণ মাত্রায় আদায় করতে সচেষ্ট হন। তিনি রোমে প্রেরিত আফ্রিকান খাদ্যশস্য সরবরাহের এই সঙ্কট কাটাতে উদ্যোগী হন। জরুরী ভিত্তিতে তিনি গল থেকে খাদ্যশস্য এবং সৈন্য নিয়ে রোমের সঙ্কটের মোকাবিলা করতে উদ্যোগী হন। তিনি মাসেসেল নামক সেনাপতির অধীনে উত্তর আফ্রিকায় সেনা প্রেরণ করেন। এই বাহিনী ৩৯৮ খ্রি: গিল্ডোর বাহিনীকে পরাস্ত করে। কিন্তু গিল্ডোর মৃত্যু হলেও স্টিলিকোর সেনাদের অধিকাংশই উত্তর আফ্রিকায় প্রাণদান করে।

উত্তর আফ্রিকায় এই সাফল্যের পর স্টিলিকো তার কন্যা মারিয়ার সঙ্গে সম্রাট হনোরিয়াসের ৩৯৮ খ্রি: বিবাহ দান করেন। এরপর বলা বাহুল্য যে সম্রাটের দরবারে স্টিলিকোর গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতিমধ্যে আরও একাধিক আভ্যন্তরীণ বিপ্লবে তিনি সাফল্য লাভ করেন। তার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে গাইনাস নামক এক গথ ম্যাজিস্ট্রেট মিলিসাম তার গথ বাহিনীর সমর্থনে স্টিলিকোর মত ক্ষমতা লাভ করার লক্ষ্য নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। গথদের এই বিদ্রোহ এশিয়া মাইনরে রোমের পক্ষে বড় সঙ্কট ছিল। ইতিমধ্যে হূণদের একটি দল থ্রেসকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয় প্রায়। বিদ্রোহী গথরা এশিয়া মাইনরে ট্রাইবি গিল্ডের অধীনে বসতি স্থাপন করেছিল। গাইনাস ট্রাইবি গিল্ডের সাথে জোট বেঁধে সামরিক সাফল্য অর্জন করেছিল। তিনি প্রায় এই সম্মিলিত গথ বাহিনীর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়েন। কিন্তু অচিরেই গথদের থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছিলেন। গথরা ছিল ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী। অন্যদিকে গাইনাস আরিয়ানপন্থী হওয়ায় তিনি তাঁর অনুগামীদের জন্য কনস্টান্টিনোপলে একটি আরিয়ান গির্জা স্থাপনের দাবি করেছিলেন। এর ফলে খ্রিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী গথরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ইতিমধ্যে আর্কেডিয়াসের অপসারণ রোমান সাম্রাজ্যে অস্থিরতার জন্ম দেয়। ব্যাপক গণহত্যা শুরু হয়। পুরনো গথিক দুর্গম শহরগুলি বিপর্যস্ত হতে থাকে এবং পূর্ব রোমান সেনা বহর ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত থ্রেস অঞ্চলের বিদ্রোহীদের হত্যা করে কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। থ্রেস আক্রমণের সেনাপতিত্ব করেন ফ্রেভিট্টর। তার সুদক্ষ কৌশলে রোমানদের অনুকূলেই অভিযানটি শেষ হয়েছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তে বসবাসকারী উপজাতিরা ইতিমধ্যেই এক ধরণের কনফেডারেশন বা উপজাতীয় গোষ্ঠী সঙ্ঘ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভিসি গথরা এক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। আসলে হূণরা আদি বাসস্থান থেকে সরে আসায় গথদের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করেছিল। হূণদের এই চাপে অস্তিত্বের সঙ্কটে ভুগতে থাকা ভিসি গথরা রেন্ট গাইসাসের নেতৃত্বে মধ্য দানিয়ুব অঞ্চলে একটি কনফেডারেশন বা উপজাতীয় সঙ্ঘ তৈরি করে যার অন্তর্ভুক্ত ছিল গথ, অ্যাসডিমি, ভ্যাণ্ডাল এবং অ্যালানস প্রভৃতি উপজাতি। রেন্ট গাইসাস এবং আলারিক যৌথ ভাবে ইতালির আক্রমণগুলিতে সামিল হয়েছিলেন। অন্যদিকে স্টিলিকো হূণ এবং অ্যালানস উপজাতীয় বাহিনীকে তাঁর তথাকথিত 'রোমান' বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ৪০১ খ্রি: দানিয়ুবের কাছে উভয় পক্ষের সংঘাত প্রকাশ্যে সংঘটিত হয়। স্টিলিকো সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে থাকলেও সমঝোতার মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটান। কিন্তু এরপরেই নভেম্বর মাসে আলারিক ইতালিতে প্রবেশ করে মিলানে হনোরিয়াসকে অবরোধ শুরু করেন। ৪০২ খ্রি: এপ্রিল মাসে প্যালেন্টিয়ায় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আলারিকের স্ত্রী এবং শিশুপুত্রকে বন্দী করা সম্ভব হয়। এর ফলে স্টিলিকো আরও সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে পৌঁছান। ইতালিকে রক্ষা করতে এবং পূর্বের সাম্রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখতে ভিসি গথদের সঙ্গে আপস করা হয়। তাদের নরিকামে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় বিনা শর্তেই।

স্টিলিকো কিন্তু এই বিপর্যয়ের মধ্যেও পূর্বের সাম্রাজ্যকে দখল করে সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের ঐক্যবদ্ধভাবে ক্ষমতার অধীশ্বর হওয়ার স্বপ্ন ত্যাগ করেন নি। তিনি ইতালিকে শান্ত রাখতে জার্মান উপজাতিগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্থাপন করেছিলেন। নিজের কন্যা সম্রাজ্ঞী মারিয়ার মৃত্যুর পরেও সম্রাটের দরবারে নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য তাঁর ভগিনী থার্মেন্টিয়ার সাথে হনোরিয়াসের পুনরায় বিবাহ দিয়ে ছিলেন। এই ভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তিনি পূর্বের দিকে আগ্রাসনের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।

কিন্তু আলারিক পূর্বাঞ্চলে আক্রমনের জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। তিনি এই সুযোগে স্টিলিকোর উপর চাপ সৃষ্টি করার সুযোগ পেয়ে যান। এপিরাস থেকে তিনি নরমিকামে যাত্রাকালীন তাঁর পরিষেবার জন্য ৮০০ পাউণ্ড সোনা দাবি করেন। ইতিমধ্যে ৪০৮ খ্রি: সাত বছরের শিশু থিওডোসিয়াসকে উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে আর্কেডিয়াসের মৃত্যু হলে ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব আরও জটিলতা লাভ করে। এই পরিস্থিতিতে হনোরিয়াসের নিজের রাজত্বটি সুরক্ষিত করার জন্য স্টিলিকো সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি ফেডারেশনের উপজাতিদের সঙ্গে তাঁর সমঝোতা বৃদ্ধি করেন এবং রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে তাঁদের বসবাসের অনুমতি দানে তিনি সচেষ্ট হন। কিন্তু তিনি নিয়মিত সৈন্যদল এবং রোমান জনগণের অসন্তুষ্টির বিষয়টি ঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। উপজাতীয় গোষ্ঠীকে ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে নিয়োগ করায় রোমান সৈন্যরা পেশাদারী ক্রোধের বশবর্তী হয়েছিলেন। তাদের এই ক্ষোভ গল অঞ্চলে বিদ্রোহী কনস্টান্টাইনকে বাড়তি সুবিধা প্রদান করেছিল। যদিও স্টিলিকো অবিস্মরণীয় ভাবে সফল হয়েছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ইলিরিকাম, উত্তর ইতালি এবং গলকে বিধ্বস্ত করতে পারেন নি। ইতিমধ্যে নাগরিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে এবং রোমান সেনা বাহিনীর মধ্যে অর্ধ বর্বর ও বর্বর ভাড়াটে সৈন্যদের প্রতি বিদ্বেষ অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় রোমান সেনাদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা যায়। অ্যাড্রিয়াটিক উপকূলে অবস্থিত র্য্যাপভেনা অঞ্চলে সেনা বিদ্রোহ দেখা দেয়। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে পলিনিয়ার যুদ্ধের পর থেকেই র্য্যাকভেনা নগরের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। পশ্চিমের প্রধান সাম্রাজ্যের বাসভূমি হিসেবে এক নতুন গুরুত্ব এই নগরী অর্জন করেছিল। স্টিলিকো র্য্যা ভেনায় এই বিদ্রোহ দমন করলেও সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ অংশ সেই সময়ে প্যাভিয়ায় অবস্থান করছিল। সম্রাট হনোরিয়াসও সেখানেই ছিলেন। সম্রাট এবং সেনা উভয়ের মধ্যেই অলিম্পিয়াস নামক খ্রিষ্টান প্রাসাদ আধিকারিক স্টিলিকোর সম্পর্কে ভুল বোঝাতে সক্ষম হয়। অলিম্পিয়াস প্রচার করেন যে স্টিলিকো দ্বিতীয় থিওডোসিয়াসকে হত্যা করে নিজের পুত্র ইউকেরিয়াসকে সিংহাসনে বসানোর পরিকল্পনা করছেন। সেনাবাহিনীর মধ্যে এই সংবাদ প্রচারিত হলে তারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং ইটালি ও গলের প্রিটোরিয়ান প্রিফেক্ট সহ স্টিলিকোর মনোনীত সেনাপতি এবং উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের হত্যা করেন। স্টিলিকোর কাছে এই খবর পৌঁছালে তাঁর অনুগত জার্মান সেনাপতিরা তখনই সরুস গমনংকে সঙ্গে নিয়ে গৃহযুদ্ধের আহ্বান জানান। কিন্তু স্টিলিকো এই প্রস্তাবে সম্মত হন নি। স্টিলিকো র্য্যা ভানাতে আশ্রয় নিলে হনোরিয়াস তাঁকে গ্রেফতারের আদেশ দেন। ৪০৮ খ্রি: হনোরিয়াস স্টিলিকোকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। স্টিলিকো সম্ভবত জার্মান সৈন্যদের ব্যবহার করে নিজের মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। তবে কার্য্যক্ষেত্রে তা ফলপ্রসূ হয় নি।

পশ্চিম এবং পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের পৃথক অস্তিত্ব এবং নীতি তাদের উত্তরের প্রতিবেশী বর্বর হূণ উপজাতির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাবে পরিস্ফূট হয়েছিল। অস্ট্রো গথদের উত্থান এবং ভিসি গথদের রোমান সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশের পরে ককেশাস থেকে দানিয়ুব পর্য্যন্ত আধুনিক বুদাপেস্ট অঞ্চল ক্রমাগত বর্বর আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিল এবং তা ক্রমশ পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। হূণরা কিন্তু তাদের যাযাবর জীবনযাত্রা অব্যাহত রেখেছিলেন এবং পাহাড়, বনভূমি ও উপকূলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তারা আক্রমণ চালিয়েছিল। সম্ভবত তাদের উপজাতীয় বিভাগ এবং দানিয়ুব সীমান্তের প্রাকৃতিক বাধাগুলির কারণে বহু বছর ধরে হূণরা রোমান সাম্রাজ্যের উপর খুব সামান্যই প্রভাব

ফেলতে পেরেছিল। কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে রুগিলার উত্থানের ফলে হূণরা আরও ঐক্যবদ্ধ এবং অপ্রতিরোধ্য শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। রুগিলা ছিলেন এতিয়াসের মিত্র এবং পরস্পর পরস্পরের সহযোগী। ৪৩৩ খ্রি: তার মৃত্যুর পর তার দুই ভাগ্নে ব্লেদা ও এটিলা তার স্থলাভিষিক্ত হন। ৪৪৫ খ্রি: পর্য্যন্ত এই দুই ভাই যৌথ ভাবে শাসন পরিচালনা করলেও এটিলা তার ভাইকে হত্যা করে সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করেন। ঐতিহাসিকরা এটিলাকে 'ঈশ্বরের দুর্যোগ' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ছিলেন অপ্রতিরোধ্য শক্তির অধিকারী, নির্মম এবং ধ্বংসকারী। ঐতিহাসিক প্রিস্কাসও তাকে নির্মম চরিত্রের ধ্বংসকারী হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। তবে বিজয়ী বীর হলেও এটিলা শিকার এবং লুঠপাটের বাইরে শাসক হিসেবে কোনও সাম্রাজ্য গড়ে তোলার বাসনা থেকে মুক্ত ছিলেন। তার লক্ষ্য ছিল রোমান সাম্রাজ্য থেকে প্রচুর পরিমাণে ধনসম্পদ আহরণ করা। তিনি রাইন, বাল্টিক এবং কাস্পিয়ান পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করলেও সুসংহত কোনও শাসন সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। তিনি ভ্যাণ্ডাল নেতা গাইসারিককে প্ররোচিত করে ৪৪১ খ্রি: রোমান সাম্রাজ্য থেকে চাপ দিয়ে আরও ধন সম্পদ আহরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

এটিলা প্রথম আক্রমণ চালিয়েছিলেন সমৃদ্ধ পূর্ব সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করে। ৪৩৩ খ্রি: কনস্টান্টিনোপল এটিলার ক্রোধ থেকে রক্ষা পেতে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং এটিলা ৭০০ পাউণ্ড স্বর্ণ লাভ করতে সক্ষম হন। এরপর ৪৪১ — ৪২ এবং ৪৪৭ খ্রি: নানা অজুহাতে এটিলা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। কনস্টান্টিনোপল এবং বলকান অঞ্চল থেকে থার্মোপাইলি পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। এটিলা থিওডোসিয়াসকে প্রকাশ্যে আঘাতে সক্ষম হলেও দানিয়ুব এবং নাইসাসের মধ্যবর্তী অঞ্চলটি খালি ছেড়ে দেওয়ার দাবিতে সম্মত হয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি অনুমান করেছিলেন যে প্রাচ্যের উপর নতুন করে হামলা করে আর কোনও লাভ নেই। কনস্টান্টিনোপল এবং স্ট্রেইটরা আরও একবার তাদের সাম্রাজ্যের শক্তি টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্যদিকে পশ্চিমের সাম্রাজ্য সমৃদ্ধির প্রশ্নে কম লাভজনক হলেও তা আক্রমণ করা খুব সহজসাধ্য ছিল। পশ্চিম কিন্তু এতিয়াসের সাথে তার পুরনো মিত্রতা ভঙ্গ করে এটিলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এটিলা গল আক্রমণ করতে উদ্যত হলে বর্বর উপজাতিদের অনেকেই এটিলার পক্ষে যোগদান করেন। পান্নোনিয়া, রুগিয়ানস, স্কিরি, হারুলি, মেগের বার্গেণ্ডিয়ানস এবং রিপুরিয়ান ফ্রেঞ্চ থেকে অস্ট্রো গথ — প্রায় সকলেই এটিলার আক্রমণে বিভিন্ন ভাবে সামিল হয়েছিলেন। এতিয়াস মূলত ভাড়াটে সৈন্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তার পক্ষে কিন্তু সৈন্যের অভাব ছিল। এটিলা তাকে ভুল বোঝান যে তার গল আক্রমণের একমাত্র কারণ হল ভিসি গথদের আক্রমণ করা। তিনি কেবল রোমান অঞ্চল আক্রমণ করছেন। এতিয়াস বিপদের আঁচ করলেও ভিসি গথদের জোট তিনি অর্জন করেন। শুধু ভিসি গথ নয় স্যালিয়ান ফ্রাঙ্ক, মারোভেক, আর্মাবিকানস এবং সাউয়ের বার্গেণ্ডিয়ানরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। ৪৫১ খ্রি: এটিলা মেটেসকে বরখাস্ত করে আর্টিয়ানের দিকে অগ্রসর হন। এখানেই রোমান এবং ভিসি গথরা এটিলার অপেক্ষায় ছিলেন। তাদের অবস্থান যথেষ্ট দৃঢ় ছিল কারণ তারা ধরেই নিয়েছিলেন যে এটিলা এতিয়াসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না। এরপর এটিলা ট্রয়েসের দিকে ফিরে যান যেখানে ক্যাটালাউভিয়ান সমভূমিতে তার অশ্বারোহী বাহিনী সমৃদ্ধি লাভ করে। এতিয়াস সৈন্যাধ্যক্ষ হিসেবে তার প্রতি অতি কুশলতা প্রদর্শন করেছিলেন। এটিলা ভিসি গথদের সৈন্য বেষ্টনী ভেদ করে অ্যালানসের বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা হয়। পরের দিন এতিয়াসের বিশ্বাসঘাতকতায় এটিলা যুদ্ধের প্রাণ ফেরাতে ব্যর্থ হন। এরপর তিনি রাইন পার হয়ে ভিসি গথদের নেতা থোরিস মুদকে টাউলেজে ফিরে যেতে রাজি করান। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটিলা এই অঞ্চলে আর বড় ধরণের সাফল্য লাভ করতে পারেন নি।

গলে অস্ত্র দ্বারা এবং ইতালিতে জলবায়ুর দ্বারা পরাজিত হলেও এটিলা লুঠপাট চালাতে থাকেন। ৪৫৩ খ্রি: নাগাদ বলকানদের উপর তিনি আবারও আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি নেন। তার জীবনের শেষ যুদ্ধে তিনি আংশিক

সাফল্য লাভ করলেও অচিরেই তার তিন পুত্রের মধ্যে হূণদের বিভাজন তাদের শক্তিক্ষয় ঘটায়। হূণদের শক্তি ক্ষয় হলে পূর্ব জার্মানীয় উপজাতিদের হাতে হূণদের পরাজয় ঘটে। হূণদের এই পরাজয়ের পর অধিকাংশ যাযাবর কৃষ্ণ সাগরের উত্তরের উপত্যকা অঞ্চলে তাদের বসবাসকারী আত্মীয় গোত্রগুলির সঙ্গে পুনরায় যোগ দেয়। এই সব গোষ্ঠীগুলি কিন্তু এই অশান্ত পরিবেশেও রোমের সৈন্যবাহিনীতে ভাড়াটে সৈন্য সরবরাহ অব্যাহত রেখেছিল।

পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য গৃহযুদ্ধ এবং বিদেশী বিশেষত বর্বর আক্রমণ থেকে পশ্চিমের তুলনায় কিছুটা মুক্ত ছিল। এই অঞ্চল মূল অশান্ত সময়ে পার হয়ে যায় যখন অ্যাড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে সহ সম্রাট ভ্যালেন্স নিহত হন। এরপর ভ্যালেন্সের উত্তরসূরী থিওডোসিয়াসের অধীনে গথরা বলকান ভূমিতে বসতি লাভ করে সমঝোতা করতে সম্মত হলে দানিয়ুবের সীমান্ত রেখা আবার নতুন করে চিহ্নিত হয়। এই আপাত শান্তির সময়কাল বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এই সময়ে পূর্ব রোমান সম্রাটরা আভ্যন্তরীন পুনর্গঠনের কাজ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান। সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেই পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য নিজেকে সুসংহত করে। কনস্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে এক শক্তিশালী এবং সুসংগঠিত পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়। তবে রোম থেকে তথা ইতালি থেকে পূর্ব সাম্রাজ্যের এই বিচ্ছেদ অনিবার্য্য ভাবেই এর রোমান চরিত্র হনন করেছিল। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য সংবেদনশীল ভাবে ছিল বাইজানটাইন রাজতন্ত্র যা ছিল মূলত হেলেনীয় এবং হেলেনিস্টিক সংস্কৃতির ধারক যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল একদিকে খ্রিষ্টান চার্চ এবং অন্যদিকে প্রাচ্যীয় কৃষ্টি। তবে এই সব কিছুর মধ্যে রোমান ঐতিহ্য হিসেবে থেকে গিয়েছিল মাত্র একটি বিষয় — রোমান কোড বা আইন বিধি।

পূর্ব ভূমধ্যসাগর থেকে ইতালি এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশগুলির বিচ্ছিন্নতা পূর্ব সাম্রাজ্যকে যেমন পরিস্ফুট করেছিল ঠিক তেমনই রক্তক্ষরণের ফলে নিজেরা নিজেদের অনিবার্য্য পতনের পথে ঠেলে দিয়েছিল। পঞ্চম শতকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পরিস্থিতি এতটাই সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে যে তার পতন এককথায় প্রায় অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। ৪০৬ থেকে ৪১৯ খ্রি: মধ্যে উত্তর গল ফ্রাঙ্কদের দ্বারা, পূর্ব গল বার্গেণ্ডিয়দের দ্বারা এবং স্পেন ও য়েবি ভ্যাণ্ডালদের দ্বারা বিজিত হয়েছিল। ৪২৯ খ্রি: ভ্যাণ্ডালরা উত্তর আফ্রিকার একাধিক অঞ্চল দখল করে জলদস্যুদের ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করে। এর ফলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে সমুদ্র সংযোগ কার্য্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইতিমধ্যে পূর্ব রোমান সম্রাট আর্কেডিয়াসের প্ররোচনায় ভিসি গথরা বসতির সন্ধানে বলকান অঞ্চল ছেড়ে পশ্চিম অভিমুখে আক্রমণ চালাতে থাকে। পঞ্চম শতকের প্রথম দশকে ভিসি গথরা পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অবস্থা এতটাই সঙ্গীন করে তুলেছিল যে পশ্চিম রোমান সম্রাট হনোরিয়াস রোম ছেড়ে র‍্যাভিনায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ৪০৮ খ্রি: ভিসি গথ নেতা আলারিক মধ্য ইতালিতে প্রবেশ করেন এবং রোমের পরিস্থিতি আরও সংকটের মুখে ঠেলে দেন। যদিও আলারিকের মৃত্যুর পর ভিসি গথরা একাভিটায় ফিরে এসে রোমান সম্রাটের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্থাপন করেন।

১১(ক).৩: উপসংহার

৪৫১ খ্রি: এতিয়াস নামক রোমান সেনাপতির অধীনে পশ্চিম রোমান সেনাবাহিনী সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য জয় অর্জন করেন। ভিসিগথদের সহায়তায় গল অঞ্চলে হুনদের রোমান বাহিনী পরাজিত করে। কিন্তু এতিয়াসের মৃত্যুর পর পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য তার চূড়ান্ত পতনের দিকে অগ্রসর হয়। ৪৫৫ খ্রি: ভ্যাণ্ডাল নেতা গাইসারিক রোমে আক্রমণ চালিয়ে এতটাই লুণ্ঠন

করেছিলেন যে কার্য্যত শহরটির পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। এরপর ৪৭৬ খ্রি: বিদ্রোহী জার্মান সেনাপতি ওডোভাকার সম্রাট অরেস্টেসকে হত্যা করেন এবং তার পুত্র রোমুলাস অগাস্টুলাসকে পদচ্যুত করলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের আনুষ্ঠানিক পতন ঘটে। পশ্চিম অংশের উপর রোম নগরীর নিয়ন্ত্রণ অবলুপ্ত হয়। রোমান সাম্রাজ্যের প্রবহমানতার ধারা প্রবাহিত হয় পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য তথা বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়ে।

১১(ক).৪: অনুশীলনী

১। পশ্চিমের পতনের ধারা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। পশ্চিমের অবক্ষয়ে স্টিলিকোর ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। এটিলার অভিযান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

১১(ক).৫ : গ্রন্থপঞ্জি

1. A. H. McDonald– *Republican Rome*– New York– 1966.
2. C. W. Previti-Orton– *The Shorter Cambridge Medieval History*– vol. I– Cambridge– 1960.
3. H. Mattingly– *Roman Imperial Civilization*– London– 1957.
4. M. Cary and H. H. Scullard– *A History of Rome*– New York– 1975.

একক - ১১(খ) □ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন

গঠন

১১(খ).০ : উদ্দেশ্য

১১(খ).১ : ভূমিকা

১১(খ).২ : পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন — কিছু দর্শন

১১(খ).৩ : পতনের কারণ সমূহ

১১(খ).৪ : বাহ্যিক কারণ

১১(খ).৫ : অন্যান্য বর্বর উপজাতীয় আক্রমণ

১১(খ).৬ : অন্যান্য আভ্যন্তরীন কারণ

১১(খ).৭ : উপসংহার

১১(খ).৮ : অনুশীলনী

১১(খ).৯ : গ্রন্থপঞ্জি

১১(খ).০ উদ্দেশ্য

- আলোচ্য এককের উদ্দেশ্য হল পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য পতন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে বিতর্ক রয়েছে সেই বিষয়টি পর্যালোচনার দ্বারা শিক্ষার্থীদের অবগত করা।
- উক্ত এককের অপর উদ্দেশ্য হল পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য পতনের পিছনে যে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলি বিশ্লেষণ করা।

১৪.১: ভূমিকা

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের প্রক্রিয়া তার সর্বোচ্চ পর্য্যায়ে পৌঁছেছিল খ্রি: পঞ্চম শতকে। আনুষ্ঠানিকভাবে এর পতন ঘটে ৪৭৬ খ্রি:। এই সময়ে রোমান সম্রাটরা শাসন কার্য্যকর করতে ব্যর্থ হওয়ায় এই সুবিশাল অঞ্চলটি একাধিক উত্তরসূরী প্রাদেশিক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। বস্তুত তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই রোমান সাম্রাজ্য এমন একটি পতনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়েছিল যা পাশ্চাত্যে রোমান সাম্রাজ্যকে অবলুপ্ত করে দিয়েছিল কার্য্যত এবং বাইজানটিয়ামকে কেন্দ্র করে পূর্বের গ্রীক রাজ্যগুলি রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরসূরী হিসেবে আরও প্রায় হাজার বছর প্রবহমানতা বজায় রেখেছিল। রোমান সাম্রাজ্য তার শক্তি হারিয়ে ভরকেন্দ্রকে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। ৪৭৬ খ্রি: ওডোভাসার সম্রাট রোমিউলাসকে পদচ্যুত করেন। এই সময়ে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে সামরিক, রাজনৈতিক বা আর্থিক শক্তি একেবারেই তুচ্ছ হয়ে পড়েছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে স্বীকৃত হলেও পশ্চিমী রাজ্যগুলির উপর রোমের আর কোনও কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আধুনিক কালের অধিকাংশ গবেষক পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের জন্য একাধিক ফ্যাক্টরকে দায়ী করেছেন। রোমান সেনাবাহিনীর কার্যকারিতা হ্রাস, রোমান জনস্বাস্থ্য ও নাগরিকদের নৈতিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সম্রাটের অযোগ্যতা এবং ধর্মীয় পরিবর্তনকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের জন্য মূলত দায়ি করা হয়। তবে প্রত্যক্ষ ভাবে বর্বর উপজাতিদের ক্রমাগত আক্রমণ এর জন্য দায়ি ছিল অনেকটাই।

১১(খ).২: পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন — কিছু দর্শন

রোমান সাম্রাজ্যের পতন আদৌ পতন ছিল না কি রূপান্তর ছিল তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিশেষ বিতর্ক বর্তমান। আসলে এই পতনের ধারণাটি এত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে তা এক মেঘাচ্ছন্ন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এটি সত্যই অসম্ভব যে কোনও সংস্কৃতির সমস্ত উপাদানগুলির একই সাথে একই সময়ে সর্বজনীন ভাবে হ্রাস পেতে পারে না। সুতরাং রোমান সাম্রাজ্যের শেষের দিকে কিছুটা যেমন হ্রাস ছিল তেমনই খানিক বৃদ্ধিও দেখা দিয়েছিল এবং সাম্রাজ্যের কিছু প্রদেশের পরিস্থিতি অন্যদের চেয়ে যেমন বেশি খারাপ ছিল, তেমনই কিছু অঞ্চলের সমৃদ্ধিও চোখে পড়ে। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা উচিত যে ৪৭৬ খ্রি: কেবল পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যেরই পতন ঘটেছিল — পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য আরও প্রায় হাজার বছর টিকে ছিল।

পতনের প্রশ্নটি সম্পর্কে পণ্ডিতগণ সাধারণত দুটি দলে বিভক্ত ছিলেন — একটি গোষ্ঠী হল যারা পতনকে প্রাকৃতিক বা অনিবার্য্য বলে বিবেচনা করেন অপর গোষ্ঠীটি সত্যিকার অর্থে কোনও পতন ঘটেছিল তা অস্বীকার করার প্রবণতা পোষণ করেন। বস্তুতপক্ষে বহু বছর ধরে এটি রোমান সাম্রাজ্যের কোনও পতন ছিল, তা পণ্ডিতদের দ্বারা ক্রমাগত অস্বীকার করা হয়েছিল। এডওয়ার্ড গিবন প্রথম পণ্ডিত যিনি সাম্রাজ্যের শেষ সময়ের একটি যৌক্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, রোমের পতন ছিল প্রাকৃতিক এবং স্থায়িত্বের মহত্ত্বের অনিবার্য পরিণাম। কেন রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল তা অনুসন্ধান করার পরিবর্তে আমাদের অবাক হওয়া উচিত এটা ভেবে যে কিভাবে এই সাম্রাজ্য এত দিন ধরে স্থায়ী হয়েছিল! সংযুক্ত রোমান সাম্রাজ্যের শেষ দিনগুলি বর্বরতা এবং ধর্মীয় পরিবর্তনগুলির বিজয় প্রত্যক্ষ করেছিল। এই শর্তটি মাথায় রেখে অধ্যাপক এ পিগানিয়োল এই সিদ্ধান্ত পৌঁছেছিলেন যে রোমান সভ্যতার মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল না। আমরা যদি এই দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে একমত হই যে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের জন্য বর্বর আক্রমণই দায়ি ছিল এবং এই পতন কোনও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া মাত্র ছিল না তাহলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে সেই বর্বর আক্রমণকে প্রতিহত করার মত শক্তি রোমের ছিল না। রোমান সাম্রাজ্য এক জটিল প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করেছিল এবং এমন একটি সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল যা বিচিত্র উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছিল। তা সত্ত্বেও যদি সভ্যতার জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস এবং মৃত্যুর চক্রীয় বা জৈবিক রূপকের তত্ত্বে বিশ্বাস করা হয় তাহলে জৈবিক রূপক থেকে উদ্ভূত পতনের অনিবার্যতা প্রকাশ পায় যা ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকে গুরুত্বহীন প্রতিপন্ন করে। স্পেঙ্গলার যদিও এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন নি। তবে তিনিও ধরে নিয়েছিলেন যে মানব সমাজগুলি কমপক্ষে কিছু প্রাকৃতিক আইন জীবন্ত প্রাণীর মত অনুসরণ করে। আর্ণল্ড বি টয়েনবী এর মতে স্পেঙ্গলারিয়ান অর্থে রোমান বিশ্ব ধ্বংস করার মত ঘটনা ঘটে নি যেহেতু এটি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এটি একটি বংশোদ্ভূত পশ্চিমা খ্রিষ্টীয় ধর্ম হিসাবে ছেড়ে যায় যা এর সাথে যুক্ত ছিল। আলফোন্স ডপ্‌শ তার ইউরোপীয় সভ্যতার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তিগুলিতে পরবর্তী রোমান সাম্রাজ্য থেকে ক্যারোলিঞ্জিয় যুগে অবারিত ধারাবাহিকতার পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন। সুতরাং তার জন্য প্রক্রিয়াটি হ্রাস এবং পতনের পরিবর্তে রূপান্তরের ছিল।

১১(খ).৩ : পতনের কারণ সমূহ

রোমান সাম্রাজ্যের পতন এবং সেই সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বিতর্ক সত্ত্বেও একথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে ৪৭৬ খ্রি: রোম নগরীর পতনের পর পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব আর ছিল না। তবে কোনও একটিমাত্র কারণে একদিনে এই সাম্রাজ্যের পতন হয় নি। তা ছিল এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পরিণাম। পতনের এই প্রক্রিয়ায় একাধিক কারণ দায়ী ছিল। তবে এই সমস্ত কারণগুলি সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়ার আগে ঠিক কোন সময় থেকে পতনের সূচনা হয়েছিল তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দীর সূচনার সময়টা এক স্থবির সময় হিসেবে বর্ণনা করা যায়। ২৫০ খ্রি: মধ্যেই রোমান সাম্রাজ্য সংকটের কালে প্রবেশ করেছিল। এই সংকট ও পতনের জন্য দায়ী কারণগুলিকে দুটি বৃহৎ ভাগে ভাগ করা যায় — বাহ্যিক কারণ এবং অন্তর্নিহিত তথা আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক কারণ।

১১(খ).৪ : বাহ্যিক কারণ

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের প্রত্যক্ষ তথা সর্বন স্বীকৃত জনপ্রিয় ভাবে দায়ী কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হল বর্বর সৈন্যদলের আগমন। বহু গবেষক বিশ্বাস করেন যে রোমের পতন কেবলমাত্র এই কারণেই হয়েছিল যে বর্বররা রোমে ইতিমধ্যে বিদ্যমান সমস্যাগুলির সুযোগ নিয়েছিল। কারও কারওর মতে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ছিল অবশ্যম্ভাবী। পারস্যের মত পূর্বের সাম্রাজ্যের পতনের মত রোম যুদ্ধ বা বিপ্লব কোনওটারই সম্মুখে পড়ে নি। সাম্রাজ্যের শেষদিন জার্মান উপজাতির এক বর্বর সদস্য সিরি এবং রোমান সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সৈন্যাধ্যক্ষ বিনা প্রতিরোধে শহরে প্রবেশ করে ছিলেন। ভূমধ্যসাগরের এক সময়কার সামরিক ও আর্থিক দিক থেকে অপ্রতিরোধ্য শক্তি রোম এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। ওডোভাসার শজেই ১৬ বছর বর্ষীয় সম্রাট রোমুলাস অগাস্টুলাসকে অপসারণ করে ছিলেন। রোমুলাসকে সম্প্রতিই সম্রাট হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। তার পিতা রোমান সেনাপতি ওরেস্তেস যিনি পশ্চিম রোমান সম্রাট জুলিয়াস নেপোসকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। শহরে প্রবেশের সাথে সাথে ওডোভাসার একমাত্র পশ্চিমের অংশের প্রধান হয়ে ওঠেন। তিনি শহরে প্রবেশের সাথে সাথে ব্রিটেন, স্পেন ও গল এবং উত্তর আফ্রিকার রোমান নিয়ন্ত্রণ ইতিমধ্যে গথ এবং ভ্যাণ্ডালদের হস্তগত হয়ে গিয়েছিল। ওডোভাসার তৎক্ষণাৎ পূর্ব রোমান সম্রাট জেনোর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন এবং তাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি সম্রাটের উপাধি গ্রহণ করবেন না। জেনোর ক্ষমতাও সেইসময় খর্ব হলেও এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকর করার মত তার ক্ষমতা ছিল। কারণ রোমের পতনের পর তিনিই ছিলেন রোমান সাম্রাজ্যের বৈধ অধীশ্বর। প্রকৃতপক্ষে যাতে করে কোনও বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় সেই কারণের জন্যই ওডোভাসার কনস্টান্টিনোপলে ফিরে এসেছিলেন।

১১(খ).৫ : অন্যান্য বর্বর উপজাতীয় আক্রমণ

রোমান সাম্রাজ্য অনেকদিন থেকেই একাধিক জার্মান উপজাতির দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছিল। এইসমস্ত জার্মান উপজাতির মধ্যে অন্যতম ছিল গথরা। ৩৬৪ খ্রি: নাগাদ দানিয়ুব রাইন সীমান্তে গথ উপজাতির এক বড় গোষ্ঠী জমায়েত হয়েছিল। তারা রোমান সাম্রাজ্যে বসতি স্থাপনের অনুমতি পাওয়ার আকাঙ্খায় ক্রমাগত হুমকি প্রদর্শন করতে শুরু করেছিল। সম্রাট ভ্যালেন্স আতঙ্কিত হয়ে উত্তর প্রদানে বিলম্ব করলে গথদের মনেও ভীতির সঞ্চার হয়। ইতিমধ্যে হূনরা গথদের অঞ্চলকে আক্রমণ করলে গথরা আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ গথরা রোমানদের বিনা অনুমতিতেই নদী অতিক্রম করে

রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। এর ফলে যুদ্ধের সূচনা হয় উভয় পক্ষের মধ্যে এবং এই যুদ্ধ প্রায় পাঁচ বছর ব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল।

বর্বর উপজাতীয় গথরা ধর্মের দিক থেকে অধিকাংশই ছিলেন খ্রিষ্টান। এর ফলে রোমান সাম্রাজ্যে বসবাসকারী খ্রিষ্টানরা ধর্মীয় সৌভ্রাতৃত্বের কারণে গথদের সমর্থন করেছিলেন এবং তাদের সঙ্গেই যোগ দিয়েছিলেন। খ্রিষ্টানদের এই সংযোগের কারণে রোমান সম্রাট বিশেষ সমস্যায় পড়েছিলেন। এদের উপস্থিতির কারণে পর্য্যাপ্ত খাদ্য ও অন্যান্য রসদ সময় মত সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়। সম্রাটের এই সংকটের সুযোগে বেশ কিছু রোমান সেনাপতি দুর্নীতিগ্রস্ত আচরণ শুরু করেন। ভ্যালেন্স এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমের সাহায্য প্রার্থনা করলেও যুদ্ধের জন্য রোমানরা সম্পূর্ণরূপে অপ্রস্তুত ছিল। অ্যাড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে রোমান সেনাবাহিনীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্যক্ষয় ঘটেছিল। এই যুদ্ধে সম্রাট ভ্যালেন্সও নিহত হন। পরে সম্রাট থিওডোসিয়াসের আমলে গথদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সমঝোতার নীতি গৃহীত হয়।

গথরা শান্তিপূর্ণ সমঝোতার অঙ্গ হিসেবে রোমান ভূখণ্ডে থেকে গিয়েছিল এবং রোমান সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে কাজ শুরু করেছিল। পরে এই গথ গোষ্ঠীরই প্রাক্তন সেনাপতি অ্যালারিক রোমের পক্ষে সব থেকে বড় ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে খ্রিষ্টান। অ্যালারিক ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন ব্যক্তি। তিনি তাঁর অনুগামীদের জন্য বলকান অঞ্চলে জমি দাবি করেছিলেন রোমের কাছে। রোমের পক্ষ থেকে জমি দানের প্রতিশ্রুতিও প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পশ্চিম রোমান সম্রাট এই জমি প্রদানের প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার চেষ্টা করলে অ্যালারিকও ক্রমশ চাপ বৃদ্ধি করতে থাকেন। এবার তিনি দাবি করেন যে শুধু বসতি প্রদান নয় রোমান নাগরিকত্বও তাদেরকে প্রদান করতে হবে। সম্রাট হনোরিয়াস তাঁর দাবি প্রত্যাখ্যান করলে অ্যালারিক গথ। হূন এবং দাসদের যুক্ত করে একটি বাহিনী নির্মাণ করেন এবং আল্পস পর্বত পার হয়ে ইতালিতে প্রবেশ করার জন্য সুযোগের অনুসন্ধান করতে থাকেন। তার সেনাবাহিনী সুশিক্ষিত না হলেও সুসংহত ছিল। সম্রাট হনোরিয়াস ছিলেন রোমান সম্রাটদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অদক্ষ এবং একজন ছায়া সম্রাট মাত্র। তিনি অ্যালারিক এর ভয়ে ভীত হয়ে রোম নগরী ত্যাগ করে নিকটবর্তী র‍্যাবভেনায় অবস্থান করেন এবং যুদ্ধ পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব সেনাপতিদের হাতে ন্যস্ত করে দেন। ইতিমধ্যে অ্যালারিক তার বাহিনী নিয়ে রোম নগরীর বাইরে অবস্থান চালিয়ে যেতে শুরু করেন। সময়ের সাথে সাথে একদিকে যেমন নগরের রসদ সংগ্রহ ক্রমশ দুরূহ হয়ে উঠতে থাকে তেমনই রোম ক্রমশ দুর্বল হতে শুরু করে অ্যালারিক বাহিনীর অবস্থানের কারণে। অ্যালারিক নিজে কিন্তু কখনওই যুদ্ধ চান নি — তিনি কেবল চেয়েছিলেন তার অনুগামীদের জন্য স্থায়ী ভূখণ্ড এবং নাগরিকত্বের স্বীকৃতি। ৪১০ খ্রি: অ্যালারিক একজন গথিক দাসের সাহায্যে রোম নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হন এবং মাত্র তিনদিনের অবস্থানে রোমকে তিনি পুরোপুরি বিধ্বস্ত করে দেন। হনোরিয়াস উদ্ভূত পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে একেবারেই আঁচ করতে পারেন নি। অ্যালারিক এর দাবিতে সাময়িক ভাবে সম্রাট সম্মত হলেও দশ হাজার রোমান সৈন্যকে শহর রক্ষার্থে তিনি রোম নগরীতে প্রেরণ করেন। বলা বাহুল্য যে অ্যালারিক এর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বাহিনীর সামনে রোমান সৈন্যদের পরাস্ত হতে একেবারেই সময় লাগে নি। অ্যালারিক এর দাবি শেষ পর্য্যন্ত মান্যতা পেয়েছিল। এর পাশাপাশি তিনি দুই টন সোনা এবং তের টন রূপো আদায় করেছিলেন।

১১(খ).৬ : অন্যান্য আভ্যন্তরীন কারণ

বর্বর জাতির আক্রমণের ফলে দীর্ঘস্থায়ী রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলেও সেটি একমাত্র কারণ ছিল না। যে রোমান জাতি এক সময়ে তদানীন্তন সভ্য সমাজের অধীশ্বর ছিল সেই জাতি বর্বর আক্রমণ প্রতিহত করতে কেন অক্ষম হয়েছিল এর পিছনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল।

খ্রি: দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে নানাবিধ কারণে রোমান সাম্রাজ্যের অঙ্গে ক্লান্তির চিহ্ন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। উত্তর পর্বে অপদার্থ ও অত্যাচারী সম্রাটরা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্তে ভোগ বিলাস ও আমোদ প্রমোদে নিজেদেরকে ভাসিয়ে রেখে ছিলেন। এর ফল স্বরূপ কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে যার ফলে সৈন্যদলের আধিপত্য বৃদ্ধি পায় এবং সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী ক্রমশ উশৃংখলতা ও দুর্নীতির পাকে জড়িয়ে পড়ে। সুতরাং যে শাসন এক সময়ে শান্তির প্রতীক ছিল সেই শাসনই কালক্রমে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিভীষিকায় পর্য্যবসিত হয়েছিল। এর ফলে প্রাদেশিক শাসকগণ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রধান হয়ে উঠেছিল। সৈন্যবাহিনীর অত্যধিক আধিপত্য ও রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপের ফলে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রায়শই বিশৃংখলার সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

রোমের জনসাধারণের মধ্যেও পূর্বতন নৈতিক বল ও শৌর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি গুণাবলী একান্ত অভাব ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। রোমের জনসাধারণ নিজের দেশের মঙ্গলের প্রতি উদাসীন হয়ে নিজেরা অপরিমিত ভোগ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নিজেদের জীবনকে অতিবাহিত করতে আরম্ভ করেছিল। ক্রীতদাসদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, সাধারণ প্রজারা মাত্রাতিরিক্ত করভারে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। যার ফলস্বরূপ রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা। যে ত্যাগ ও বীরত্বের কারণে রোমান সাম্রাজ্য সারা বিশ্বে বন্দিত হত ধীরে ধীরে তা রোমানদের মধ্যে থেকে একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়।

সাম্রাজ্যের অত্যধিক বিস্তারের কারণ—এই সাম্রাজ্যের পতনকে ডেকে এনেছিল। তিনটি মহাদেশ ব্যাপী রোমান সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তার লাভ করার ফলে কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষে দূরবর্তী অঞ্চলের প্রতি লক্ষ্য রাখা একপ্রকার অসাধ্য সাধন হয়ে দাঁড়ায়। একথা স্মরণ করে বলা যায় যে শাসনের সুবিধার জন্য রোমানরা যথেষ্ট রাস্তাঘাট নির্মাণ করলেও বর্তমান যুগের ন্যায় যান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্যে সংবাদের আদন প্রদান বা যানবাহনের কোনও সুযোগ সুবিধা প্রবর্তন করতে তখনও পর্য্যন্ত তারা সক্ষম হয়ে ওঠে নি। এর ফলে দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতে বিদ্রোহ দেখা দিলে তা দ্রুত দমন করার জন্য রোম থেকে সেনা পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা কার্য্যত ছিল অসম্ভব।

রোমান সাম্রাজ্যের সামরিক উৎকর্ষ হ্রাস তার পতনের অন্যতম কারণ ছিল। বিভিন্ন জাতি ও অঞ্চল থেকে সৈন্য সংগৃহীত হওয়ায় পূর্বতন রোমান সেনাবাহিনীর রণ কুশলতা ও শৃঙ্খলার অভাব দেখা দেয়। ফলে এই মিশ্র বাহিনী শক্তিশালী হওয়ার পরিবর্তে দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার জন্য সেনাবাহিনী উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্বে লিপ্ত থেকে সীমান্ত রক্ষার মূল দায়িত্বকে তারা অবহেলা করতে থাকে। সেনাবাহিনী অধিক মাত্রায় সম্রাট পদ কেনা বেচায় ও সম্রাট বিতাড়নের ষড়যন্ত্রে নিজেদের ব্যাপৃত করে রেখেছিল। সীমান্ত অঞ্চল যথেষ্ট সুরক্ষিত না হওয়ার কারণে একের পর এক বর্বর জাতির আক্রমণ রোমান সাম্রাজ্যের দোরগোড়ায় আছড়ে পড়তে থাকে। একসময়ে এই আক্রমণ প্রতিহত করার মত ক্ষমতা রোমান সৈন্যবাহিনী হারিয়ে ফেলেছিল।

সিংহাসনকে কেন্দ্র করে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল তা এই সাম্রাজ্যের ভিতকে দুর্বল করে দিয়েছিল। উত্তরাধিকারের প্রশ্নে কোনও আইনানুগ নির্দিষ্ট রোমান আইন না থাকার কারণে কোনও সম্রাটের মৃত্যু বা অপসারণের পর সম্রাট পদকে কেন্দ্র করে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব একটি চিরাচরিত স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই দ্বন্দ্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী চলতে থাকে। কোনও রোমান সম্রাটই এই দ্বন্দ্বকে পুরোপুরি নিরসনের জন্য কোনও সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম হন নি।

অনবরত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ বিগ্রহে রোমান সাম্রাজ্য লিপ্ত থাকার ফলে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হতে শুরু করেছিল। একের পর এক যুদ্ধ একদিকে যেমন রোম সাম্রাজ্যের জনবলকে হ্রাস করেছিল অন্যদিকে তেমনই তা

সম্পদেরও প্রভূত ক্ষতি করে দিয়ে ছিল। একদিকে দুর্বল অর্থনীতি এবং অন্যদিকে জনবলের অভাব ক্রমশ সাম্রাজ্যের ভিতকে দুর্বল করে দিয়েছিল। রোমান সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীন বিবাদ ও বাহ্যিক ক্ষয় ক্ষতির ফলে যখন সাম্রাজ্য অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে ছিল তখন বাইরে থেকে দুর্ধর্ষ বর্বর জাতির একের পর এক প্রচণ্ড আক্রমণের আঘাতে রোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়েছিল এবং তা ক্রমশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল।

১১(খ).৭ : উপসংহার

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ফলে প্রাচীন পৃথিবী সমাপ্ত হয়েছিল এবং মধ্যযুগের সূচনা হয়েছিল। তবে অনেক কিছু হারিয়ে যাওয়ার পরেও পাশ্চাত্য আজও রোমানদের কাছে ঋণী। আজ হয়তো ল্যাটিন ভাষা ভাষী মানুষের সংখ্যা প্রায় নেই, কিন্তু আজকের পাশ্চাত্যে ব্যবহৃত ভাষাগুলি যেমন ফরাসী, ইতালিয়, স্প্যানিশ প্রভৃতি ভাষার ভিত্তিমূল হল ল্যাটিন। পাশ্চাত্যের আইন ব্যবস্থা রোমান আইনের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। বহু বর্তমান ইউরোপীয় শহর রোমের দ্বারাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তাই একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে কালের নিয়মে রোমের পতন ঘটেছে ঠিকই কিন্তু তার উত্তরসূরি রাজ্যগুলির মধ্যে তার প্রবহমানতা ধরে রাখা সম্ভবপর হয়েছিল।

১১(খ).৮ : অনুশীলনী

১। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণগুলি কী কী?

২। প্রকৃত অর্থে কি কোনও 'পতন' রোমান সাম্রাজ্যে হয়েছিল?

১১(খ).৯ : গ্রন্থপঞ্জি

1. A. H. McDonald– *Republican Rome*– New York– 1966.

2. H. Mattingly– *Roman Imperial Civilization*– London– 1957.

3. M. Cary and H. H. Scullard– *A History of Rome*– New York– 1975.

পর্যায় ৫ : সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে অর্থনৈতিক উন্নয়ন

একক - ১৫ ❐ দশম শতকের সংকট এবং সামন্ততন্ত্রের পত্তন

গঠন

১২.০ : **উদ্দেশ্য**

১২.১ : **ভূমিকা**

১২.২ : **সামন্ততন্ত্রের উৎস : দশম শতকের সংকট**

১২.৩ : **সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব : বিতর্ক**

১২.৪ : **সামন্ততন্ত্রের স্বরূপ এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য**

১২.৫ : **উপসংহার**

১২.৬ : **অনুশীলনী**

১২.৭ : **গ্রন্থপঞ্জি**

১২.০ উদ্দেশ্য

- ইউরোপে দশম শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সংকটের দরুন কিভাবে সামন্ত্রতান্ত্রিক শাসন ব্যাবস্থার সূচনা হল তা অনুধাবন করা আলোচ্য এককের উদ্দেশ্য।
- সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব নিয়ে যে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে বহুধা মতপার্থক্য আছে - সেই বিষয়টি পর্য্যালোচনার দ্বারা শিক্ষার্থীদের অবগত করা এই এককের অপর উদ্দেশ্য।
- উক্ত এককের অন্যতম উদ্দেশ্য হল অঞ্চল ভেদে এই সামন্ত্রতান্ত্রিক ব্যাবস্থার স্বরূপ ও আঞ্চলিক বিভিন্নতা বিশ্লেষণ করা।

১২.১ : ভূমিকা

ক্যারোলিঞ্জিয়ীয় সাম্রাজ্যের ভাঙনের পর মধ্যযুগীয় ইউরোপে সর্বব্যাপী ও ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজ জীবনে সর্বব্যাপী পরিবর্তন অনিবার্য করে তুলেছিল। নবম শতকে ইউরোপে কেন্দ্রীয় শাসন ভেঙে পড়লে সর্বব্যাপী নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যের এই পরিবেশে সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তি, বিশেষত উৎপাদন ব্যবস্থা সচল রাখার

প্রয়োজনে ভূমি-নির্ভর অভিজাত ও সরকারি কর্মচারীরা সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রের পরিবর্তে এক ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। এভাবেই পত্তন হয়েছিল রাজশক্তির সমান্তরাল এক শাসনব্যবস্থা যা সামন্ততন্ত্র নামে পরিচিত।

নবম-দশম শতকের ভয়ঙ্কর নৈরাজ্যের মধ্যে, পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সর্বত্র, অসহায়, দুর্বল মানুষ নিরাপত্তা লাভের জন্য তাঁর জীবন ও সম্পত্তির খাতিরে প্রতিবেশী কোনও ক্ষমতাশালী ব্যক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করে। নিরাপদ আশ্রয়ের আশ্বাস পাওয়ার উদ্দেশ্যে তারা তাদের খেত খামারের মালিকানা, উপস্বত্ব ভোগের শর্তে, আশ্রয়দাতার হাতে তুলে দেয়। এই আশ্রয়দাতা প্রভু বা লর্ড, সিনর, ডিউক শরণাগতের নিকট থেকে খাজনা (শস্যে) এবং 'সেবা' পাওয়ার অধিকারী হন। এই ব্যবস্থা 'বেনিফিস' নামে পরিচিত হয় কারণ লর্ড তাঁর আশ্রিতকে জমি ব্যবহারের সুফলটুকু ভোগ করার অনুমতি দিতেন। এভাবেই ইউরোপে ফিফ্-এর (প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততা ও সেবার অঙ্গীকার ও আনুগত্য স্বীকারের দ্বারা লব্ধ ভূমিস্বত্ব) মাধ্যমে বন্দোবস্ত করা জমিতে উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব হয়। এই ধরনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের বিভক্ত অঞ্চলগুলিতে, ইতালি ও ইংল্যান্ডে খ্রিস্টান শাসনাধীন স্পেনে, নিকট প্রাচ্যের লাতিন প্রিন্সিপ্যালিটিতে তাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ করে এবং তার অভিঘাতে রূপান্তর ঘটে প্রশাসনিক কাঠামোর। অন্যান্য অঞ্চলে, ভিন্ন সময়ে, একই ধরনের ব্যবস্থার পত্তন হয়। মার্ক ব্লক (Marc Bloch) এবং ফ্রাঁসোয়া গ্যানশফ (Francois Granshoff)-এর মতে দশম থেকে দ্বাদশ শতক ছিল 'Classical Age of Feudalism'।

ইউরোপে প্রাক্-আধুনিক সমাজব্যবস্থা তথা রাজনৈতিক চরিত্রের ভিত্তি সামন্ততন্ত্রের মধ্যে নিহিত ছিল। তবে সামন্ততন্ত্রের জন্ম, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক আছে। বর্তমান এককে সামন্ততন্ত্রের উৎস, বিকাশ এবং স্বরূপ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের অবস্থান আলোচিত হবে।

১২.২ : সামন্ততন্ত্রের উৎস : দশম শতকের সংকট

মধ্যযুগীয় ইউরোপ, বিশেষত ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের ভাঙনের পর থেকে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজ জীবনে পরিবর্তন অনিবার্য করে দেয়। শার্লমানের বংশধরগণের মধ্যে পারিবারিক সংঘর্ষ, নবম শতকের ভাইকিং ও স্যারাসেন এবং তার পর ম্যাগিয়ারদের আক্রমণ ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চূড়ান্ত অরাজকতার জন্ম দিলে উৎপাদন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার তাগিদের সঙ্গে যুক্ত হয় নিরাপত্তার প্রশ্ন। এর ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জমির মালিকানা, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস পরিবর্তিত হতে থাকে, অত্যাবশ্যক প্রশাসনিক তথা রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বেসরকারিভাবে সম্পন্ন হতে থাকে; এবং তা হয় একান্তভাবে ব্যক্তিনির্ভর এবং আঞ্চলিক চুক্তি নির্ভর। এই প্রক্রিয়া অনিবার্য করে তোলে এমন অসংখ্য বিধি বিধান এবং প্রথা-প্রতিষ্ঠানের পত্তন যেগুলির দ্বারা সমাজের অধিকাংশ মানুষ মুষ্টিমেয় পরাক্রান্ত মানুষের (লর্ড) আজীবন আনুগত্য স্বীকার ও 'সেবা'র (বিশেষত সামরিক) অঙ্গীকার করে। এই অঙ্গীকার হয়ে ওঠে বৈধ ও সর্বজনীন। অপরদিকে আশ্রিতকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা ও তার জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা লর্ডের পক্ষে অবশ্যপালনীয় কর্তব্য বলে মনে করা হয়। লর্ড তাঁর আশ্রিতকে জমি ব্যবহারের 'benefit' বা সুফল ভোগ করতে দিতেন। এই ব্যবস্থা পরিচিত হয় 'বেনিফিস' নামে। এই ধরনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের খণ্ডিত অংশগুলিতে, ইতালি ও ইংল্যান্ডে, খ্রীস্টান শাসনাধীন স্পেনে, নিকট প্রাচ্যের লাতিন প্রিন্সিপ্যালিটিতে তাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ করে এবং তার অভিঘাতে রূপান্তর ঘটে প্রশাসনিক কাঠামোর। অন্যান্য অঞ্চলে, বিভিন্ন সময়ে একই ধরনের ব্যবস্থার পত্তন হয়। লর্ডরা শরণাগত, অধীনস্ত কৃষিজীবীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য যে ভূমিখণ্ড

দিতেন, তা পরিচিত হয় 'ফিফ' (fief) নামে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারিয়ে, উর্ধ্বতন প্রভুর আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হয়ে কৃষক পরিণত হয় ভূমিদাসে। এই ব্যবস্থা বংশানুক্রমিক হওয়ায় এবং প্রাপ্ত জমিতে চাষাবাদের পরিবর্তে অন্য জীবিকা বেছে নেওয়ার অধিকার না থাকায়, ভূমিদাস কার্যত প্রভুর সম্পত্তিতে পরিণত হয়, শোষিত হওয়াই ছিল তার ভাগ্যলিপি। প্রাপ্ত জমিতে চাষাবাদ ছাড়া ও কৃষিজীবী লর্ডের খাস জমিতে বেগার খাটতে এবং নানাবিধ সামন্ততান্ত্রিক কর দিতে বাধ্য হত। পশ্চিম ইউরোপের কিছু অঞ্চলে অল্পসংখ্যক কৃষক উপনিবেশের অস্তিত্ব ছিল এবং তারা যে জমির মালিকানা ভোগ করত, তা 'অ্যালড্' (Allod) নামে পরিচিত ছিল। নবম-দশম শতকের ভয়ঙ্কর নৈরাজ্যের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সর্বত্র যে নূতন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তা সামন্ততন্ত্র নামে অভিহিত হয়। দশম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত কালসীমার মধ্যে ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সামন্ততন্ত্রকে পূর্ণ বিকশিত রূপে দেখা যায় এবং এই পর্বকেই ঐতিহাসিক গ্যানশফ (F. L. Ganshof) 'Classical Age of Feudalism' রূপে অভিহিত করেছেন।

১২.৩ : সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব : বিতর্ক

নবম শতকে ক্যারোলিঞ্জীয় রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সাম্রাজ্যের বিভাজন, স্যারাসেন, ভাইকিং ও ম্যাগিয়ারদের বিধ্বংসী আক্রমণকে পশ্চিম ইউরোপে কেন্দ্রীয় শক্তির ব্যর্থতাকে সামন্ততন্ত্রের পত্তনের একমাত্র বা প্রধান কারণ বলে মনে করেননি বেলজিয়ান ঐতিহাসিক অঁরি পিরেন (Henry Pirenne)। পিরেন তাঁর 'Muhammad and Charlemagne' প্রবন্ধে (১৯২২ খ্রিস্টাব্দ) জানিয়েছেন যে, ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট রোমুলাসের সিংহাসনচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে বর্বর আক্রমণের তীব্রতা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি সত্ত্বেও রোমান নাগরিক সভ্যতার অবসান হয়নি, পশ্চিম ইউরোপও একান্তভাবে কৃষি নির্ভর (যাকে সামন্ততন্ত্রের দ্রুত পত্তন ও প্রসারে পূর্বশর্ত বলে গণ্য করা হয়) হয়ে ওঠেনি। ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রোমান নগর সভ্যতা চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও প্রায় তিন শতক স্থায়ী হয়েছিল, কারণ ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য সমগ্র পশ্চিম ইউরোপীয় অর্থনীতিকে সচল, সজীব রেখেছিল। এছাড়া পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের যোগাযোগ বজায় রেখে পশ্চিম ইউরোপে চিন্তার জগতে রোমান প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্রে ও ভূমধ্যসাগর একটি বড় ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু সপ্তম শতকে সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল মুসলমান অধিকারে চলে যাওয়ায় পশ্চিম ইউরোপের ব্যবসা বাণিজ্য এবং নগরায়ন স্তব্ধ হয়। পিরেনের মতে, রোমান আমলে যা ছিল ইউরোপীয় হ্রদ মাত্র, অষ্টম শতাব্দীতে সেটি একটি ইসলামি হ্রদে পরিণত হয়।

হেনরি পিরেন ইসলামের এই প্রসার এবং ভূমধ্যসাগরীয় সমুদ্রপথে আরবদের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের ঘটনাকে পশ্চিম ইউরোপে সামন্তপ্রথা পত্তনের জন্য দায়ী না করে তিনি কেবল এই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এই ঘটনাই নিকট ভবিষ্যতে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠার এক অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। তিনি মনে করেন যে এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ইউরোপের পশ্চিমাংশের প্রায় সর্বত্র জয় হয় বিকেন্দ্রীকরণের, দুর্বল অস্তিত্বসম্পন্ন রাজশক্তির সমান্তরাল ও প্রতিদ্বন্দ্বী লর্ডদের শাসনব্যবস্থার পত্তন হয়, ব্যবসা বাণিজ্যের সংকোচন ও কৃষি-নির্ভরতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পোৎপাদন ও নগরায়ন অবহেলিত হয়, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয় এবং উদ্বৃত্ত উৎপাদন না হওয়ায় পশ্চিম ইউরোপে দেখা দেয় এক 'রুদ্ধদ্বার অর্থনীতি' (economy of no outlets)। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম ইউরোপে কৃষিজমি জীবন ধারণের একমাত্র মাধ্যম এবং সম্পদের একমাত্র সূচকে পরিণত হয় অষ্টম শতাব্দীতে। সম্পন্ন ব্যক্তি থেকে দারিদ্রতম ভূমিদাস পর্যন্ত সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জমির ফসলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

ফলে নবম শতকে রাষ্ট্রযন্ত্র, বিশেষত সামরিক এবং প্রশাসনিক কাঠামোর এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করা হয় যাতে ভূসম্পত্তি এই পরিবর্তিত ব্যবস্থার চালিকাশক্তি হতে পারে। নূতন ব্যবস্থায় সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখার ভার ভূম্যধিকারীদের (holders of fiefs) হাতে ন্যস্ত হয়, যারা কালক্রমে আঞ্চলিক সামরিক ক্ষমতাকে সার্বিক রাজনৈতিক ক্ষমতায় পরিণত করেন। পিরেন মন্তব্য করেন যে, কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার ভাঙন এবং জমির অধিকারের ভিত্তিতে উদ্ভূত সমান্তরাল আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের উত্থান ছিল ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের মূল প্রকৃতি। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে রক্ষা করার তাগিদের মধ্যেই সামন্ততন্ত্রের সূচনা হয়েছিল বলে মনে করেন। তাদের মতে, খেতখামারের পুনর্বন্দোবস্তকে কেন্দ্র করে পশ্চিম ইউরোপে বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস হয়েছিল। রাজার পরিবর্তে পরাক্রান্ত লর্ডদের রক্ষণাবেক্ষণে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা কোনোভাবে টিকে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এই উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল বেঁচে থাকার অর্থনীতি, এখানে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ছিল অপ্রাসঙ্গিক।

জার্মান ঐতিহাসিক আলফন্স ডপ্‌শ (Alfons Dopsch) পিরেনের তত্ত্বের সামান্য পরিবর্তন করে মন্তব্য করেন যে পশ্চিম ইউরোপে ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য এবং নগর সভ্যতার পত্তন অষ্টাদশ শতকে হয়নি, হয়েছিল নবম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। তাঁর অভিমত হল যে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে রোমান নগর সভ্যতা এবং ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য চলতে থাকলেও তা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এতে রোমান যুগের শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ে। ইউরোপের রপ্তানিযোগ্য শিল্পদ্রব্যের যোগান কমতে থাকলেও আমদানির চাহিদা হ্রাস পায়নি। ইউরোপ আমদানি করার জন্য সোনা রপ্তানি করতে থাকে। ইউরোপের বাজার থেকে সোনার ব্যবহার ক্রমশ লোপ পাওয়ার ফলে বাণিজ্যের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। ডপ্‌শের মতে ক্রমশ দুর্বল হতে থাকা পশ্চিম ইউরোপীয় বাণিজ্য-ব্যবস্থার কার্যত পতন ঘটে নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। ডপ্‌শ মনে করেন যে পিরেন শুধু ঘটনাকাল সম্বন্ধে নয়, ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের পতনের কারণও ভুল নির্ণয় করেছিলেন। মধ্য এবং মধ্য-পশ্চিম ইউরোপের বাণিজ্য বিষয়ে গবেষণা করে ডপ্‌শ বলেন, নিছক আরব আক্রমণ নয়, নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দক্ষিণে আরব, পশ্চিমে মগিয়ার এবং উত্তর দিক থেকে ভাইকিংদের পর পর আক্রমণের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয় পশ্চিম ইউরোপ। বহিঃশত্রুর উপর্যুপরি আক্রমণ এবং অবাধ লুঠতরাজের ফলে ইউরোপীয় বাণিজ্য ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। এই চরম নিরাপত্তাহীনতার প্রেক্ষাপটে ইউরোপীয় অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে; সামাজিক প্রতিপত্তি তথা রাজনৈতিক ক্ষমতা হয়ে পড়ে জমিনির্ভর—পত্তন হয় সামন্ততন্ত্রের।

ফরাসী ঐতিহাসিক মার্ক ব্লক (Marc Bloch) এবং ফ্রাঁসোয়া গ্যানশফ (Francois Ganshoff) মূলত ডপ্‌শ-এর বর্ণিত ঘটনাক্রমকে বেশি গুরুত্ব দেন। ব্লকের মতে, ৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে ভাদুন-এর চুক্তি অনুসারে ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কেন্দ্রীয় শক্তির রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণে ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকা ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য আরব, ভাইকিং এবং মগিয়ার আক্রমণের সামনে ভেঙে পড়লে পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতি মূলত কৃষি-নির্ভর হয়ে পড়ে। জমি এবং জমির স্বত্বকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস করা হয়। এই রাজনৈতিক কাঠামোকে মার্ক ব্লক মনে করেন সামন্ততন্ত্রের ভরকেন্দ্র। ব্লক মনে করেন যে নবম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে কেন্দ্রীয় শাসনকর্তা অপারগ হলে প্রতিটি অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধানের ভার সেই অঞ্চলের সামরিক নেতা বা ভূমধিকারীর ওপর বর্তায় এবং এরা নিজেদের উদ্যোগে সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলে তাদের অঞ্চলে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই প্রক্রিয়ায় দুটি বিশেষ কাঠামো — Vassalage এবং fief সহায় হয়। আঞ্চলিক নেতৃবর্গ সামন্তপ্রভু (feudal lord) এবং সামন্ত

(Vassal)-এর মধ্যে যথাক্রমে নিরাপত্তা বিধান এবং আনুগত্যের অঙ্গীকারের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এক যোদ্ধা সম্প্রদায় — সামন্তপ্রভু এবং সামন্তর মধ্যে নিরাপত্তা এবং আনুগত্যের এক বিশেষ ধরনকে মার্ক ব্লক বলেন 'vassalage'। অনুগত যোদ্ধা যাতে সামন্তপ্রভুর জন্য যুদ্ধে যেতে পারে সেজন্য তাঁর আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করতে প্রত্যেক সামন্তপ্রভু তার সামন্তের জন্য ভূমিখণ্ড বা fief-এর স্বত্ব প্রদান করতেন। অর্থাৎ, কৃষিনির্ভর পশ্চিম ইউরোপে সেনাবাহিনীকে নগদ বেতনের পরিবর্তে জমির ওপর রাজনৈতিক তথা আর্থ-সামাজিক নিয়ন্ত্রণ দেবার রীতিকে মার্ক ব্লক fief বা fiefdom নামে অভিহিত করেন। মার্ক ব্লকের অভিমত হল যে সামন্ততন্ত্র বাস্তবিক পক্ষে Vassalage এবং fief-এর যৌথ প্রক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট একটি রাজনৈতিক এবং সামরিক ব্যবস্থা, যার দ্বারা কোনো সামন্ত তাঁর সামন্তপ্রভুর দেওয়া জমির স্বত্বের বিনিময়ে যুদ্ধে যেতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতেন। এই ব্যবস্থা ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে দেখা গিয়েছিল।

মার্ক ব্লক স্বীকার করেন যে প্রকৃত সামন্ততন্ত্র ছাড়াও একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক তথা সমাজব্যবস্থা ছিল যার উৎস সামন্ততন্ত্রের কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত ছিল যা সাধারণত সামন্ততন্ত্র বলে গণ্য হয়। এই বৃহত্তর রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ ছিল 'Manorialism'। উৎপাদন ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য তৃণমূল স্তরে লর্ড বা অধীনস্ত, দায়বদ্ধ কৃষক-প্রজার সমাজের ওপর ভিত্তি করে প্রাচীনতর এবং দীর্ঘায়ু প্রতিষ্ঠান ম্যানর সামন্ততন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। 'Manorialism' ব্যবস্থায় ভূম্যধিকারী তাঁর Manor বা মৌজার অন্তর্গত সমস্ত ভূমিদান কৃষক এর ওপর নানা অর্থ-সংক্রান্ত, বিচার-সংক্রান্ত এবং শাসনসংক্রান্ত অধিকার ভোগ করতেন, বিনিময়ে ভূমিদাস পেত বহিঃশত্রুর হাত থেকে নিরাপত্তা এবং ম্যানরের অন্তর্গত জমিতে বসবাস এবং জীবনধারণের অধিকার। ভূমিদাস তাঁর ভূম্যধিকারীর প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে নিরাপত্তার আশ্বাস পেত এবং অর্থনৈতিক পরিষেবার (ভূম্যধিকারীর হয়ে কৃষি এবং শিল্প দ্রব্য উৎপাদন) দ্বারা নিরাপত্তা বিধানের কাজে সাহায্য করত। এই কারণে 'Manorialism'-কে সামন্ততন্ত্রের অঙ্গ বলে অনেকে মনে করেন। মার্ক ব্লক মনে করেন যে 'Manorialism' ছিল সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি কারণ ভূম্যধিকারীর জন্য কর্মরত ভূমিদাস না থাকলে সামন্ততন্ত্রের পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব হত, কারণ যে অশ্বারোহী যোদ্ধা (নাইট) সামন্ত হিসাবে যুদ্ধে যেতেন, সেই ভূম্যধিকারী যোদ্ধার যুদ্ধে যাবার সরঞ্জাম যোগান দিত তার ম্যানর বা মৌজায় কর্মরত ভূমিদাসরা। তাই মার্ক ব্লকের মতে মধ্যযুগীয় ইউরোপের সমাজ হল সামন্ত সামজ এবং এই সামন্ত সমাজ হল বাস্তবিকপক্ষে সামন্ততন্ত্র এবং 'Manorialism'-এর যোগফল।

মার্ক ব্লকের বিচারে ম্যানর ছিল প্রধানত 'এস্টেট'—যার মধ্যে বাস করত লর্ডের কর্তৃত্বাধীন প্রজারা (ভূমিদাস) এবং তাদের দ্বারা উৎপাদিত খাদ্যশস্যের বেশিরভাগ অংশীদার হওয়াই ছিল লর্ডের কর্তৃত্ব প্রয়োগের প্রধান লক্ষ্য। ভূমিদাসদের ওপর ভূস্বামী বা লর্ডের অধিকারের মাত্রা ও ব্যাপকতার দিক থেকে বিচার করলে ম্যানরের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম বা গ্রামগুলিকে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আঞ্চলিক বিভাগ বা ইউনিট হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। আকারে বিশাল, স্বনির্ভর এই ম্যানরগুলি পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র এবং একই সময়ে গড়ে ওঠেনি। ম্যানর ছিল লর্ডের ভূসম্পত্তি। এর সীমানার মধ্যে লর্ডের বাসগৃহ, কাছারিবাড়ি বা দুর্গই শুধু থাকত না, তার মধ্যে থাকত কিছু খাসজমি এবং অবশিষ্ট জমি অধীনস্থ কৃষকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত। অধীনস্ত কৃষকদের এই খাসজমিতে বেগার খাটতে হত। কৃষকরা ছিল উৎপাদনের মাধ্যম মাত্র এবং খেত খামারের সঙ্গে নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কসূত্রে তারা আবদ্ধ ছিল। জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার বিনিময়ে কৃষকের ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং খেত খামার চলে গিয়েছিল লর্ডের হাতে (Feudalism from below)। ম্যানরের জমি পরিণত হয় লর্ডের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে এবং লর্ড তাঁর বহু ধরনের আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগ করে দায়বদ্ধ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারানো, প্রাণ ধারণের জন্য সর্বতোভাবে ভূস্বামীর ওপর নির্ভরশীল সার্ফের দণ্ডমুণ্ডের কর্তায় পরিণত হন। অধীনস্ত

ভূমিদাসদের ওপর ম্যানর-লর্ডের এই কর্তৃত্ব ক্রমশ অর্থনৈতিক শোষণ এবং সমস্ত ধরনের শাসন ও বিচার সম্পর্কিত ক্ষমতা প্রয়োগের রূপ নেয়। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হত কোনো লিখিত বা আলোচনা-নির্ভর শর্তসাপেক্ষে নয়, বাস্তবায়িত হতো ম্যানরের নিজস্ব রীতিনীতি এবং ম্যানর-লর্ডের নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী। যে সমস্ত অধিকার মানুষ সহজাত বা জন্মগত বলে মনে করে যেমন — বিবাহ করা, পুত্র কন্যার বিবাহ দেওয়া, জীবিকার পরিবর্তন বা স্থানান্তরে বসতি স্থাপন—এ সবই ছিল ভূমিদাসদের আয়ত্তের বাইরে। কোনো অবস্থাতেই ভূমিদাসদের পক্ষে রাজকীয় বিচারালয়ে শরণাপন্ন হওয়া ছিল অবৈধ। প্রভু নিজে মুক্তি না দিলে সে আজীবন ভূমিদাস থেকে যেত, তার সন্তান সন্ততিও তাই। লর্ডের নিকট সে ছিল অস্থাবর সম্পত্তি। তবে সামন্ততান্ত্রিক বিধানে ভূমিদাসরা ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল শুধুমাত্র এই বিষয়ে যে একজন ভূমিদাস অন্য ভূমিদাসদের বিরুদ্ধে ম্যানরের বিচারালয়ে শরণাপন্ন হতে পারত। জীবন ধারণের ন্যূনতম ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ও প্রভুর জমিতে বসবাসের অধিকার নিয়ে অসংখ্য মানুষ মুষ্টিমেয় লর্ডের নিত্যসেবায় দিন অতিবাহিত করত।

গ্যানশফ সামন্ততন্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে মার্ক ব্লকের মতো সামন্ত সমাজের আলোচনা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে, সামন্ততন্ত্র ছিল fief এবং vassalage-এর যৌথ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট এক সামরিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা যার শুদ্ধতম রূপ পরিলক্ষিত হয় নবম-দ্বাদশ শতকের পশ্চিম ইউরোপে। জর্জ দুবি (Georges Duby) তাঁর 'The Early Growth of the European Economy : Warriors and Peasants from the Seventh to the Twelfth Century' গ্রন্থে ডপ্‌স, ব্লক, গ্যানশফের তৈরী সামন্ততন্ত্র বিষয়ক সহমত-এর সঙ্গে একমত নয়। দুবি তাঁর পূর্বসূরীদের মতো সামন্ততন্ত্রকে অর্থনীতি বা রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে এক করে দেখতে রাজী ছিলেন না। ব্লক এবং গ্যানশফ fief এবং vassalage-কে সামন্ততন্ত্রের ভরকেন্দ্র বলে মনে করলেও দুবি তা মনে করেননি। দুবির মতে সামন্ততন্ত্র শুধুমাত্র fief-vassalage সম্বলিত কোনো সামরিক-রাজনৈতিক কাঠামো ছিল না; সামন্ততন্ত্র ছিল বাস্তবিকপক্ষে এক রাজনৈতিক-ব্যবস্থা যেখানে শাসন এবং বিচার-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন হবার পরিবর্তে ব্যক্তি-নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক আইন যা এ ধরনের ব্যক্তি-নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বলবৎ করা হোত। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রায় অনুপস্থিতির বা দুর্বলতার সুযোগে লর্ডের কর্তৃত্বের পরিধি বেড়েছিল। দুর্গকে তাঁর শক্তির আধার করে, সন্নিহিত এলাকাতেও লর্ডরা পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে চলেছিল মধ্যযুগে। অধীনস্থ মানুষের নিরাপত্তার দায়িত্ব বহন করে, তাদের আনুগত্যের ওপর নির্ভর করে প্রবল পরাক্রান্ত লর্ডরা পশ্চিম ইউরোপে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পত্তন করেছিল, তার মধ্যে রাজশক্তির নিজের তাত্ত্বিক অস্তিত্বটুকু মাত্র বজায় ছিল। দশম শতকের শেষ দিকে কর আরোপের সঙ্গে সামন্তপ্রভুরা তাঁদের ম্যানর বা মৌজার সংলগ্ন অঞ্চলে শাসন ও বিচার সংক্রান্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। ফলে ধীরে ধীরে ক্যারোলিঞ্জীয় প্রশাসনিক কাঠামো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। দুবির মতে, কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার সংকট এবং সামন্তপ্রভুর পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারই ছিল সামন্ততন্ত্রের প্রকৃত চরিত্র।

১২.৪ : সামন্ততন্ত্রের স্বরূপ এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য

সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা এবং পত্তন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক থাকলেও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এ বিষয়ে একমত যে ইউরোপের সর্বত্র সামন্ততন্ত্রের কোনো প্রকৃতিগত সাদৃশ্য নেই। খ্রিস্টীয় দশম শতকের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও বিভিন্ন এলাকার ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য, প্রথা—প্রতিষ্ঠান এবং ঐতিহ্যগত পার্থক্য তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মার্ক ব্লক মনে করেন যে পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পরিচয় পাওয়া

গেলেও, খণ্ডীকৃত ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যে (অর্থাৎ বর্তমান ফ্রান্স, ইতালি, পশ্চিম জার্মানি এবং মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপ) একটা আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সামন্ততন্ত্র তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকশিত হয়েছিল। একাদশ শতকে নর্মান শক্তির ইংল্যান্ড বিজয়ের পর ইংল্যান্ডেও সামন্ততন্ত্র লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলগুলি ছাড়া মধ্যযুগীয় ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অন্য কিছু কাঠামো দেখা গেলেও প্রকৃত সামন্ততন্ত্র কোথাও ছিল না। এঙ্গেলস মার্ক্সকে লেখা একটি চিঠিতে সার্ফ প্রথাকে একান্তভাবে মধ্যযুগীয় বলে উল্লেখ করেন নি। তিনি এও জানান যে পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র সার্ফদের সমানভাবে শোষিত একটি শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা যায় না। ফ্রান্সের মতো ইতালি বা জার্মানিতে ফিফ বা ভ্যাসালেজ প্রথা গ্রামীণ অর্থনীতির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় নি। ইতালিতে পরপর বৈদেশিক আক্রমণের ফলে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা দৃঢ়মূল হতে পারে নি। মার্ক ব্লক মনে করেন, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে জাগতিক-জীবনের বহুবিচিত্র প্যাটার্ন, চিন্তাভাবনা, পরম্পরাগত সংস্কার, সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে নানা ধরনের নির্ভরতার স্তর, দায়িত্ব ও ক্ষমতা সামন্ততন্ত্রের মধ্যে বহুমাত্রিকতার সঞ্চার করেছিল।

বাস্তবিকপক্ষে, পশ্চিম ইউরোপের যে অঞ্চল একদা ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, সেই সাম্রাজ্যের অবক্ষয় এবং বিভাজনের ফলে সৃষ্ট অরাজকতার মধ্যেই সামন্ততন্ত্র এবং ভূমিদান প্রথা তাদের পরিচিত বৈশিষ্ট্য নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলেই পরাক্রান্ত ডিউক বা লর্ডদের অসংখ্য বিধি বিধান ও অর্থনৈতিক শোষণের চেহারা প্রকট হয়ে ওঠে। যে সমস্ত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় শক্তি তার অস্তিত্ব কিছুটা বজায় রাখতে বা পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছিল, সেখানকার কৃষিজীবী মাত্রেই ভূমিদাসে পরিণত হয় নি। ফ্রান্সে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উত্থান হয় ক্যারোলিঞ্জীয় শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ার ফলে নবম-দশম শতকে। ৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্য বিভাজনের সময় বর্তমান ফ্রান্সের সীমানা সংলগ্ন যে রাজ্যের সৃষ্টি হয় তার শাসক ছিলেন শার্লেমানের পৌত্র চার্লস দ্য বল্ড (Charles the Bald)। চার্লস এবং তার উত্তরাধিকারীদের শাসনকালে আরব এবং ভাইকিং আক্রমণের ফলে রাষ্ট্রাধীন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে উঁচু জমিতে অবস্থিত দুর্গকে ঘিরে বিকল্প প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। দুর্গের শাসকেরা পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা যোগাতে চেষ্টা করলে সামন্ততন্ত্রের পত্তন হয়। ফ্রান্সে নামমাত্র রাজশক্তি বর্তমান থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সামরিক কারণে বিভক্ত ডাচি-তে আঞ্চলিক সামরিক নেতারা যথাক্রমে ডিউক বা মারগ্রেভ হিসেবে কার্যত সমস্ত শাসনভার করায়ত্ত করেন। রাষ্ট্রাধীন শাসনযন্ত্র অবান্তর হয়ে পড়ে।

ফ্রান্সের মতো ইতালি বা জার্মানিতে ফিফ বা ভ্যাসালেজ প্রথা গ্রামীণ অর্থনীতির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় নি। ইতালিতে বারংবার বৈদেশিক আক্রমণ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় হতে দেয়নি। দশম শতাব্দী থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদেশী শক্তির উপস্থিতি ইতালির সামন্তীকরণ প্রক্রিয়াকে বারবার ব্যাহত করেছিল। নগরজীবন তথা বাণিজ্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব ইতালিতে অনেক বেশি থাকায় ইতালির সামন্ত সমাজ কোনো সময়েই ফ্রান্স বা জার্মানীর মতো তীব্রতা লাভ করেনি।

জার্মানিতে সার্ফ প্রথা তথা সামন্ততান্ত্রিক সমাজে আঞ্চলিক পার্থক্য ছিল। সোয়াবিয়া, ফ্রাঙ্কোনিয়া এবং রাইন নদীর বাম তীরে গড়ে ওঠা ম্যানর ব্যবস্থা শুধু পুরোনো ছিল না, সেখানকার সার্ফদের জীবনে নানাবিধ বাধ্যবাধকতা ছিল। স্যাক্সনিতে বহু স্বাধীন কৃষিজীবীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়, ফ্রিজিয়ায় ম্যানর প্রথার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন পরিচালিত না হওয়ায় সার্ফ প্রথা আদৌ গড়ে ওঠেনি। মার্ক ব্লকের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে সাধারণভাবে জার্মান কৃষকদেরও স্বেচ্ছায় সামন্তপ্রভুর আনুগত্য স্বীকার, শ্যাভাজ, ফরমারেজ

জাতীয় সামন্ততান্ত্রিক করের প্রবর্তন, বংশানুক্রমিক ভূমিস্বত্বকে দায়বদ্ধ ভূমিস্বত্বে পরিণত করার ঘটনা লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। তবে ফ্রান্সের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মতো জার্মানীর সার্ফরা একই ধরনের আইন কানুনের আওতায় আসেনি। এই পার্থক্যের ফলে বিভিন্ন ম্যানরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সার্ফদের অস্তিত্ব ছিল। শ্যাভাজ নামক করটি এই পার্থক্য তুলে ধরে। অতি দরিদ্র কৃষকরা এই করদান থেকে রেহাই পেত, আর যারা এই কর প্রদান করত তারা এই কর প্রদানকে অসম্মানজনক বলে মনে করত না, কারণ তা ছিল আশ্রয়দান ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতীক।

ইংল্যান্ডে সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে ১০৬৬ খ্রিষ্টাব্দে হেস্টিংসের যুদ্ধের দ্বারা নর্মান শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। নর্মানরা ফ্রান্সের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে ইংল্যান্ডের শাসনযন্ত্র হিসাবে তার প্রতিষ্ঠা করে। নর্মান বিজয় এক দিকে যেমন ম্যানর প্রথাকে শক্তিশালী করে তোলে, অন্যদিকে তেমনি রাজকর্তৃত্বকেও সুদৃঢ় করে। রাজশক্তি, সামন্তপ্রভু এবং সামন্তের পারস্পরিক সম্পর্ক খুব সহজ ছিল না। মধ্যযুগে ইংল্যান্ডের ইতিহাস রাজশক্তি এবং সামন্তশক্তির মধ্যে নিরন্তর সংগ্রামের ইতিহাসে পণিত হয়।

ব্রিটিশ মার্কসীয় ইতিহাসবিদ রবার্ট ব্রেনার মনে করেন যে মধ্যযুগের ইউরোপে বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বৈসাদৃশ্যের মাত্রা নির্ভরশীল ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পণ্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং কৃষিজাত পণ্যমূল্যের ওঠানামা ইত্যাদির কারণে। এছাড়া সার্ফ প্রথা চুক্তিভিত্তিক না হওয়ায় কৃষিজীবীদের ওপর ভূম্যধিকারীর শোষণ বা তার স্বেচ্ছাচার, অঞ্চল ভেদে পৃথক হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। ব্রেনার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যাগত বৈচিত্র্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেখা দিত সামন্ততান্ত্রিক কর বৃদ্ধি এবং সামন্ত শোষণের হ্রাসবৃদ্ধি। এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে ফ্রান্সে, বিশেষত পারীর উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলে, বার্গান্ডি, ভার্য্যমানদয়, লায়োনেইসে। একইভাবে পূর্ব ইউরোপে পমেরানিয়া, ব্রাডেনবার্গ, পূর্ব প্রাশিয়া এবং পোলান্ডে জনসংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়ায় ভূস্বামীরা কৃষিজীবীদের ওপর বাড়তি কর আরোপ করতে পারেনি। আবার, পূর্ব ইউরোপের বাল্টিক অঞ্চল থেকে পশ্চিম ইউরোপে খাদ্যশস্য রপ্তানির সুযোগ পূর্বাঞ্চলীয় লর্ডদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিল। জার্মানীর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষিজীবীরা উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হওয়ায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার কৃষকদের তুলনায় ভূমিদাসপ্রথার সম্প্রসারণ রোধে সক্ষম হয়।

১২.৫ : উপসংহার

মধ্যযুগীয় ইউরোপে, বিশেষত ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তি, বিশেষত উৎপাদন ব্যবস্থা সচল রাখার প্রয়োজনে ভূমি-নির্ভর অভিজাত সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রের পরিবর্তে এক ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা—সামন্ততন্ত্র গড়ে উঠে। নবম-দশম শতকের নৈরাজ্যের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সর্বত্র অসহায়, দুর্বল মানুষ নিরাপত্তালাভের জন্য প্রতিবেশী কোনো ক্ষমতাশালী ব্যক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করে। লর্ডরা শরণাগত, অধীনস্ত কৃষিজীবীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য যে ভূমিখণ্ড দিতেন, তা পরিচিত হয় 'fief' নামে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারিয়ে উর্ধ্বতন প্রভুর আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হয়ে কৃষক পরিণত হয় ভূমিদাসে। ভূমিদাস কার্যত প্রভুর সম্পত্তিতে পরিণত হয়, শোষিত হওয়াই ছিল তার ভাগ্যলিপি। দশম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত কালসীমার মধ্যে ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সামন্ততন্ত্রকে বিকশিত রূপে দেখা যায়। সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের কারণ, এর সময়কাল,

সামন্ততন্ত্রের স্বরূপ এবং এর আঞ্চলিক বৈচিত্র নিয়ে ঐতিহাসিকরা বিভিন্নভাবে তাদের মত প্রকাশ করেছেন।

১২.৬ : অনুশীলনী

১। মধ্যযুগীয় ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন। এই প্রসঙ্গে আঁরি পিরেন (Henry Pirenne)-এর মত আলোচনা করুন।

২। মধ্যযুগীয় ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব বিষয়ে ঐতিহাসিকদের বিতর্কের উপর টীকা লিখুন।

৩। মধ্যযুগীয় ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের স্বরূপ এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৪। টীকা লিখুন

(ক) ম্যানর (খ) নীচ থেকে সামন্ততন্ত্র (গ) ফিফ্ এবং ভ্যাসালেজ।

১২.৭ : গ্রন্থপঞ্জি

১। Bloch Marc—*The Feudal Society,* New York, 1983.

২। Duby George—*France in the Middle Ages 987-1460,* London, 1983.

৩। Pirenne Henri—*Economic and Social History of Medieval Europe,* New York, 1936.

৪। নির্মল চন্দ্র দত্ত, *মধ্যযুগ থেকে ইউরোপের আধুনিকতায় উত্তরণ,* কলকাতা, ২০১৮।

৫। ভাস্কর চক্রবর্তী, সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী এবং কিংশুক চট্টোপাধ্যায়, ইউরোপে *যুগান্তর,* কলকাতা, ২০১২।

একক - ১৩ ❒ উৎপাদন ব্যবস্থা, নগরের পত্তন এবং ব্যবসা বাণিজ্য

গঠন

১৩.০ : উদ্দেশ্য

১৩.১ : ভূমিকা

১৩.২ : উৎপাদন ব্যবস্থা : কৃষি উৎপাদন

১৩.৩ : শিল্প উৎপাদন : বস্ত্রবয়ন

১৩.৪ : ধাতুশিল্প ও খনিজ সম্পদ

১৩.৫ : নগরের পত্তন : কারণ

১৩.৬ : নগরের স্বরূপ

১৩.৭ : সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারে নগরগুলির অবদান

১৩.৮ : ব্যবসা-বাণিজ্য

১৩.৯ : প্রযুক্তিগত উন্নয়ন: চতুর্দশ শতক

১৩.১০ : অনুশীলনী

১৩.১১ : গ্রন্থপঞ্জি

১৩.০ উদ্দেশ্য

- আলোচ্য এককের প্রথম উদ্দেশ্য হল মধ্যযুগীয় ইউরোপের (একাদশ - চতুর্দশ) অর্থনৈতিক উন্নতিতে কৃষি ও শিল্পের অবদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করা।
- মধ্যযুগীয় ইউরোপের নগর গড়ে ওঠার কারন ও নগরগুলির স্বরূপ উদঘাটন এই এককের অপর উদ্দেশ্য।
- সমসাময়িক সভত্যা ও সংস্কৃতি প্রসারে নগরগুলির কি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল তা পর্য্যালোচনা করা উক্ত এককের অন্যতম উদ্দেশ্য।
- শিক্ষার্থীরা মধ্যযুগীয় ইউরোপের অর্থনৈতিক বিকাশে ইতালীয় বানিজ্য কিভাবে প্রভাবিত করেছিল তা জানতে পারবে।
- চতুর্দশ শতকে ইউরোপের প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতির দিকটি পর্য্যালোচনা করা ও হল এই এককের শেষ উদ্দেশ্য।

১৩.১ : ভূমিকা

মধ্যযুগে ইউরোপের অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক। দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তবে ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগে ইউরোপের আবহাওয়ার কিছু পরিবর্তনের ফলে কৃষি অর্থনীতি সংকটের মুখে পড়ে। চতুর্দশ শতকের গোড়ায় এই সংকট উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে প্রায় দুর্ভিক্ষের চেহারা নেয়। ত্রয়োদশ শতক থেকে বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি লক্ষ্য করা গেলেও চতুর্দশ শতকের মধ্যেই ধাতুশিল্পে বড়ো রকমের সংকট দেখা দেয়। তবে এই সংকট স্থায়ী হয় নি। প্রাথমিক অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠার পর ইউরোপে ধাতুশিল্পের প্রসার ঘটে।

নবম শতকের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার পর একাদশ শতক থেকে নরগুলির উৎপত্তির সূচনা হয় এবং বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে এই নগরগুলির বলিষ্ঠ প্রাণোচ্ছল অস্তিত্ব ইউরোপের সমাজকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। নানা কারণে এই নগরগুলির উৎপত্তি হয়েছে। মধ্যযুগের প্রায় সব নগরই সুরক্ষিত হলেও অধিকাংশ নগরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, জল সরবরাহের বন্দোবস্ত ছিল ত্রুটিপূর্ণ। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে অনেক ঐশ্বর্যময়ী নগরী ইউরোপের জীবন বর্ণবহুল করে তুললেও এগুলির অনেকের স্থায়িত্বকাল ছিল অল্প। তবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারে নগরগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তবে অপরাধের প্রাচুর্য ও দারিদ্র্য ছিল নগরজীবনের অঙ্গ। নগর কর্তৃপক্ষ এই সমস্যা দূরীভূত করতে সক্ষম হয় নি। অসন্তোষ, বিক্ষোভ থেকে সৃষ্ট দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রায়ই নাগরিক জীবনের ছন্দ নষ্ট করে দিত।

দশম শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে বিশেষত ইতালিতে বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে শিল্পোৎপাদন, ব্যবসার সাংগঠনিক দিকের অভাবনীয় উন্নতি উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে ভেনিসের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অবিসংবাদিত। মধ্যযুগের ইউরোপের অর্থনৈতিক ইতিহাসে ইতালির এই বাণিজ্যিক সাফল্যকে একটি অর্থনৈতিক বিপ্লব বলে চিহ্নিত করা হয়। দ্বাদশ শতকে ইতালিতে ব্যাঙ্কিং এবং হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটে। ইতালি ছাড়া ইউরোপীয় বাণিজ্যে জার্মানদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। পঞ্চদশ শতকে ইউরোপে নবজাগরণের আবির্ভাব ঘটে। নবজাগরণের পটভূমি হিসেবে ইউরোপে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতির সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তায় পরিবর্তনের সূচনা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতকেই মুদ্রণ বিপ্লব এবং সমর বিপ্লবের সূচনা লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমান এককে মধ্যযুগের ইউরোপের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনায় কৃষি অর্থনীতি, শিল্পোৎপাদন, নগরের উত্থান, নগরের স্বরূপ এবং সভ্যতা সংস্কৃতির প্রসারে নগরগুলির অবদান এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে নগরগুলির ভূমিকা আলোচিত হবে।

১৩.২ : উৎপাদন ব্যবস্থা : কৃষি উৎপাদন

মধ্যযুগে ইউরোপের অর্থনীতি ছিল প্রধানত কৃষিভিত্তিক। ১১০০-১৩০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ইউরোপীয় জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং এই বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্য যোগান দেওয়ার প্রয়োজনে এই দুই শতাব্দীতে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। স্পেনে কাতালুনিয়া এবং আন্দালুসিয়া, ইতালিতে পাদুয়া এবং বোলোনিয়া, ইংল্যান্ডে কেন্ট, এলবা নদীর পূর্ব দিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। রাইন নদী সন্নিহিত অঞ্চলে হপ, লম্বার্ডিতে ধান এবং ফ্রান্সের বরদো, শম্পান অঞ্চলে আঙুর উৎপাদিত হলেও খাদ্যশস্যের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফসল ছিল গম। গমের চাষ ইউরোপের প্রায় সর্বত্র লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তবে একই জমিতে পর পর দুটি মরসুমে গম চাষ করা হোত না কারণ এতে

জমি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই একটি জমিতে এক মরসুমে গম চাষ করা হলে পরের মরসুমে সেই জমি হয় পতিত রাখতে হত, না হলে জই (oat), রাই (rye) বা যব চাষ করা হোত। উত্তর ইউরোপে রাই এবং জই-এর চাষ বেশি হতো এবং দক্ষিণ ইউরোপে চাষ হোত যব। গবাদি পশুর খাদ্যের যোগান দেওয়ার জন্য যেহেতু রাই, যব বা জই-এর প্রয়োজন ছিল, তাই জমি পতিত রাখার প্রয়োজন হোত না। এর ফলে জমির উর্বরতা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। একদিকে অনাবাদী এলাকাকে যেমন কৃষি জমিতে পরিণত করার চেষ্টা হয়েছিল তেমনি জমি পতিত না রাখার কারণে উর্বর জমি অনুর্বর জমিতে পরিণত হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে অনুর্বর জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে ইউরোপের আবহাওয়াতে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ফলে কৃষি অর্থনীতি প্রভাবিত হয়। ১০০০-১২৫০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপের আবহাওয়া ছিল কৃষিকাজের উপযোগী। ১২৫০ খ্রিস্টাব্দের পর আবহাওয়ায় পরিবর্তন আসার ফলে ফসলের উৎপাদন হ্রাস পায়। ইংলিশ চ্যানেল ফ্লান্ডার্স অঞ্চলের উপকূল ক্রমশ গ্রাস করে নেয়, উত্তর ইউরোপে তুষার প্রবণ এলাকা বৃদ্ধি পায়। আবহাওয়া ঠাণ্ডা হতে থাকায় গমের পরাগ অপেক্ষাকৃতভাবে কম ছড়ানোর ফলে বুনোজমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং আবাদী জমির পরিমাণ হ্রাস পায়।

জমির উৎপাদনশীলতার হ্রাস পাওয়ার ফল হিসাবে ১২৯০-এর দশক থেকে খাদ্যে অনটন এবং মূল্যবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। উৎপাদনের পরিমাণে হ্রাস পাওয়ার ঘটনা সর্বত্র একইভাবে না ঘটলেও চতুর্দশ শতকের গোড়াতেই পশ্চিম ইউরোপে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের উত্তর-মধ্য অঞ্চলে, জার্মানিতে ১৩০৯ এবং ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে উৎপাদন হ্রাসের কারণে যে অভাব লক্ষ্য করা যায় তাতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা প্রবল হয়। ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে পরপর কয়েকটি মরসুমে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃষিজীবীরা চাষের জন্য মজুত রাখা বীজও খেতে বাধ্য হয় জীবনধারণের প্রয়োজনে। তাই পরের মরসুমে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বীজের পরিমাণ কমে যায়, জমি অনাবাদী থেকে যায়। এই পরিস্থিতিতে পরপর কয়েক বছর খাদ্যসংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ১৩১৫ খ্রিস্টাব্দে এই সংকট সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে প্রায় দুর্ভিক্ষের চেহারা নেয়। খাদ্য শস্যের মূল্য প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৩১৬ খ্রিস্টাব্দে বর্ধিত মূল্যের পরিমাণ হয় প্রায় আট গুণ। আঞ্চলিক খাদ্যসংকট ইউরোপে চতুর্দশ শতকে প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৩৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে, ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রভঁসে, ১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দে লিয়ঁ-তে খাদ্যসংকট ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।

১৩.৩ শিল্প উৎপাদন : বস্ত্রবয়ন

শিল্পোৎপাদনে অগ্রণী প্রায় প্রতিটি দেশেই বস্ত্রবয়ন শিল্প গড়ে ওঠে। ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলে ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে গরম জামাকাপড়ের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ গৃহে বোনা পোশাকের উপর নির্ভরশীল ছিল। সূতী এবং রেশমী পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী হলেও তার ব্যবহার ছিল সীমাবদ্ধ, পশমী বস্ত্রের ব্যবহারই ছিল সর্বজনীন। দ্বাদশ শতকের শেষে fulling mill উদ্ভাবনের ফলে বস্ত্রবয়নে দৈহিক শ্রমের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। পরবর্তীকালে ত্রয়োদশ শতক থেকে চরকার প্রচলন হলে বস্ত্র উৎপাদন শিল্পে প্রভুত উন্নতি ঘটে। ইউরোপে পশমবস্ত্র উৎপাদনের তিনটি কেন্দ্রের মধ্যে ফ্লাঁদর (Flanders) ছিল প্রসিদ্ধ এবং জনাকীর্ণ। ফ্লাঁদরের প্রতিটি শহরে গড়ে উঠেছিল বস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্র, উৎকৃষ্ট পশমী কাপড় রপ্তানী এবং খাদ্যশস্য আমদানী হয়েছিল তার প্রধান অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য। একাদশ শতক থেকেই ইউরোপের সর্বত্র ফ্লাঁদরে উৎপন্ন বস্ত্রাদি গুণগত মানের উৎকৃষ্টতার জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। পশম বস্ত্র উৎপাদনে ইতালির সুনাম হতে শুরু করে ত্রয়োদশ শতক থেকে। ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিক থেকে ইতালির

বিভিন্ন বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র বিশেষ করে ফ্লোরেন্স অতি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। চতুর্দশ শতকের তৃতীয় শতকে শুধুমাত্র ফ্লোরেন্সেই প্রায় ৩০ হাজার মানুষ বস্ত্র উৎপাদন এবং ক্রয় বিক্রয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ইংল্যান্ড কিন্তু অষ্টম শতকের আগে থেকে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎকৃষ্ট মানের পশমী কাপড় রপ্তানী করত। ক্রমে ইংল্যান্ডে উৎপাদিত বস্ত্র ইউরোপের বাজারগুলি দখল করেছিল।

১৩.৪ : ধাতুশিল্প ও খনিজ সম্পদ

রোমান আমলে ইউরোপে যে সমস্ত খনিতে কাজ হোত, চতুর্থ শতাব্দী থেকে সেগুলি ক্রমশ পরিত্যক্ত হওয়ায় বিভিন্ন ধাতুর উৎপাদন ও ধাতুশিল্প প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তবে লোহা ছিল ব্যতিক্রম। গলদেশে, রাইনল্যান্ডে, স্যাক্সনীতে, বোহেমিয়ায়, টাস্কানী, আল্পস-এর পূর্বাঞ্চলে এবং স্পেনের খনি থেকে মধ্যযুগের শুরুতেও লোহা উত্তোলিত হোত। দ্বাদশ শতকে ভসগেস (Vosges), জুরা (Jura), বিশেষত পূর্ব-আল্পস অঞ্চলে সোনা, রুপো, সীসা, তামা ও লোহার খনির সন্ধান পাওয়ার ফলে ধাতুশিল্প উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠার সুযোগ লাভ করে। ১১৬৮ খ্রিস্টাব্দে স্যাক্সনীর ফ্রেইবার্গ (Freiburg)-এর খনিগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণ রুপোর উত্তোলন শুরু হয়। চতুর্দশ শতকে সুইডেনে স্টোরাক পারবার্গ এবং ইংল্যান্ডের সমারসেট, ডারহাম, কাম্বারল্যান্ড, ফ্লিটশায়ার এবং ডার্বিশায়ারের খনি থেকে প্রচুর পরিমাণে সীসা উত্তোলিত হতে শুরু করে।

চতুর্দশ শতকের মধ্যেই ধাতুশিল্পে বড়ো রকমের সংকট দেখা দেয়। খনিগুলি অগভীরভাবে কাটার ফলে উপরের স্তরের সঞ্চিত ধাতু প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায় এবং আরও গভীর থেকে খনিজ পদার্থ উত্তোলনের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল (যেমন ভূগর্ভে দেওয়াল বা স্তম্ভ তৈরী, জল নিষ্কাশন ও আলো হাওয়ার সুবন্দোবস্ত) তার জন্য প্রয়োজন ছিল অর্থবিনিয়োগ এবং বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ। খনির মধ্যে হঠাৎ প্লাবন বন্ধ করার জন্য দীর্ঘ সুড়ঙ্গ প্রথমে তৈরী হয় বোহেমিয়াতে চতুর্দশ শতকে। পনের শতকে স্যাক্সনী, হারজ ও দক্ষিণ হাঙেরিয়াতে জলস্রোত ও অশ্বশক্তি চালিত যন্ত্রের সাহায্যে খনিগর্ভ থেকে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা সফল হয়। তবে মধ্যশতকের শেষ পর্যন্ত আকরিক ধাতুকে পরিষ্কার করা, চূর্ণ করা ইত্যাদি কাজ দৈহিক শ্রমের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। ত্রয়োদশ শতকে টাইরলে স্রোত চালিত চাকা ও হাতুড়ির সাহায্যে ধাতু চূর্ণ করার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হলেও সম্ভবত ইউরোপের অন্যত্র তা প্রচলিত হয় নি। তবে চতুর্দশ শতকের আগেই ব্লাস্ট ফার্নেস, বা মারুতি-চুল্লির ব্যবহার ক্যারিন্থিয়া, বোহেমিয়া, লোরেন, স্টিরিয়ার খনিগুলিতে শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রাথমিক অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠার পর এবং আকরিক অবস্থা থেকে ধাতুকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার বহু নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবনের সঙ্গে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের পর ইউরোপে ধাতুশিল্পের প্রসার সহজ হয়।

১৩.৫ : নগরের পত্তন : কারণ

নবম শতকের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার পর একাদশ শতক থেকে নগরগুলির উৎপত্তির সূচনা হয় এবং এরপর বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে এই নগরগুলির বলিষ্ঠ প্রাণোচ্ছল অস্তিত্ব ইউরোপের সমাজকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। মধ্যযুগের নগরগুলির উৎপত্তির সর্বজনগ্রাহ্য একটি বিশ্লেষণী ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এদের আয়তন, বিধিসম্মত প্রতিষ্ঠা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বিকাশের কাহিনীর ব্যাপারে ও একের সঙ্গে অন্যের অমিল রয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে দ্বিমত নেই যে দ্বাদশ শতক থেকে নগরগুলির সংখ্যা এবং গুরুত্ব বৃদ্ধির ফলে মধ্যযুগীয় ইউরোপের ইতিহাসে এক নূতন মাত্রা সংযোজিত হয়।

কয়েকটি নগরের শক্তিকে সমসাময়িক অনেক শাসক এমনকি মহামান্য পোপও সমীহ করতেন। নগরগুলির জীবনকাহিনী স্বতন্ত্র হলেও এদের মধ্যে একটি পারিবারিক সাদৃশ্য ছিল এবং সেটি খুঁজে পাওয়া যায় চিরাচরিত রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা থেকে এদের ভিন্নতর এক শাসনব্যবস্থার মধ্যে যার মূল কথা ছিল স্বায়ত্তশাসন এবং যা গড়ে উঠেছিল নাগরিকদের পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে।

ব্যবসা বাণিজ্যের অসামান্য বৃদ্ধিই ছিল অধিকাংশ নগরের উৎপত্তির মূল কারণ। হেনরী পিরেন আলোচনা করেছেন যে কৃষিভিত্তিক সমাজে উৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদন ভূমিতে নিঃশেষ হোত। এ জন্য বিশেষ কোনো স্থানে জনসমাগম ও বসতিস্থাপন উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠেনি। উৎপাদনের প্রয়োজনে উৎপাদককে কৃষিজমিতে আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল। দশম শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত স্থায়ী এজাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে (closed domainal economy) নগরের কোনো স্থান ছিল না। কিন্তু বাণিজ্যের প্রয়োজনে বহু মানুষ একত্রিত হয়। পশ্চিম ইউরোপে দশম-একাদশ শতকে বাণিজ্যের তৎপরতা বৃদ্ধির সঙ্গে নাগরিক জীবনের আবির্ভাব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পশ্চিম ইউরোপে বাণিজ্যের প্রয়োজনে যে সমস্ত স্থানে বণিকের সমাবেশ ঘটেছিল, সেগুলির অধিকাংশই জনপদ রূপে আগে থেকেই গড়ে উঠেছিল। ইতালি, গল এবং স্পেনে এদের বেশির ভাগই ছিল বিশপ শাসিত অঞ্চলের নগর। নেদারল্যান্ডস, রাইনের পূর্বাঞ্চল ও দানিয়ুবের উত্তরাংশে এগুলি প্রসিদ্ধ ছিল 'বুর্গ' বা দূর্গের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র রূপে। পিরেন বলেন যে এগুলির কোনোটিই দ্বাদশ শতকে সর্ব-পরিচিত নগরগুলির বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছিল না, তারা ছিল সামরিক কারণে, যোগাযোগ বা পরিবেশের সুবিধার জন্য গড়ে ওঠা জনপদ মাত্র। ক্যাথিড্রাল সিটিগুলি বুর্গগুলির থেকে প্রাণবন্ত ছিল কিন্তু যে বাণিজ্যজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ও তৎপরতার ফলে দ্বাদশ শতকে জনপদগুলি 'পৌর চরিত্র' অর্জন করেছিল তার অনুপস্থিতি সেখানে বিশেষভাবে প্রকট ছিল। সুবিখ্যাত ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত কোনোও জনপদ স্বায়ত্তশাসনের ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পারেনি। এদের জনসংখ্যাও সীমিত ছিল দুই-এক হাজার অধিবাসীর মধ্যে।

দ্বাদশ শতকের বিখ্যাত নগরগুলির উত্থান বা শ্রীবৃদ্ধির মূলে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক কারণই সক্রিয় ছিল না। এই পর্বে 'শাশ্বত নগরী' রোমের বিস্ময়কর পুনরুজ্জীবনের কারণ পোপতন্ত্রের অধীন 'কিউরিয়া'-র কর্মতৎপরতা এবং অসংখ্য তীর্থযাত্রীর সেখানে অবিরাম যাওয়া আসা। লন্ডন ও পারী বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে যতটা খ্যাতি অর্জন করেছিল, তার থেকে বেশি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল শক্তিশালী ও উন্নতিশীল রাজ্যের রাজধানী রূপে। প্যালারমো এবং পারী শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র রূপে অসাধারণ গুরুত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। ওয়েল্‌সের বিকাশ হয়েছিল আক্রমণকারী ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মূল শিবির হিসাবে। দ্বাদশ শতকের নগরগুলি অবশ্য বাণিজ্য বিস্তারের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবেই গড়ে উঠেছিল যদিও সেই বাণিজ্যের প্রকৃতি এবং স্থান থেকে স্থানান্তরে তার বৈচিত্রের কথা স্বরণ রেখে ইউরোপীয় নগরগুলির উৎপত্তির কারণ অনুধাবন করা প্রয়োজন।

তবে হেনরী পিরেন ১১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইউরোপের কৃষি-উৎপাদনের অভাবনীয় বৃদ্ধি নগর উত্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, সে সম্পর্কে সম্যক সচেতনতার পরিচয় দেন নি। জন-স্ফীতি, এবং শ্রমিক সরবরাহের নিশ্চয়তা নগরগুলির উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নগরগুলির বিকাশের প্রারম্ভিক পর্বে তাদের প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গে সংলগ্ন থাকত খেত-খামার। দ্বাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত পারীতে এই ব্যবস্থা টিঁকে ছিল। খাদ্য উৎপাদনে খুব উন্নতি হওয়ায় ঐ সময় থেকে কৃষি উৎপাদন বহির্ভূত বৃত্তি গ্রহণে আগ্রহী বহু মানুষের দায়িত্ব বহনে সক্ষম হয়েছিল ইউরোপীয় সমাজ। মুক্তিপ্রাপ্ত ভূমিদাস এবং কৃষি-খেতের অংশ থেকে বঞ্চিত বহু পরিবারের বেশ কিছু মানুষ ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেছিল। এদের সম্মিলিত শ্রমের ফলে যে সমস্ত নগর গড়ে উঠেছিল সেখানকার সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অতিরিক্ত খাদ্যশস্যের বিক্রয়ের সুনিশ্চিত বাজার গড়ে উঠতে দেরী হয় নি।

মধ্যযুগের নগরগুলির উৎপত্তি এবং বিস্তারের জন্য ক্রুশেডগুলির ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ক্রুশবাহী যোদ্ধারা স্থায়ীভাবে জেরুসালেম উদ্ধারে ব্যর্থ হলেও খ্রীস্টান বণিকেরা এই উপলক্ষ্যে ভেনিস, পিসা ও জেনোয়া সিরিয়ার উপকূলবর্তী বন্দরগুলির ওপর আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হয়। ক্রুশেডের প্রভাব আল্পস অতিক্রম করে ফরাসি জার্মান ও ফ্লেমিশ নগরগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে কার্যকর ছিল। পেভিটে অর্টন আল্পস-উত্তর অঞ্চলকে চারটি ভাগে ভাগ করে ঐ এলাকার নগরগুলির উৎপত্তির একটা পরিচিতি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই ভাগগুলি যথাক্রমে ফ্রান্সের লাঙ্গদক-ভাষী মধ্যাঞ্চল (the Midi of Langue-doc speakers in France) এবং বার্গান্ডি, ফ্লাঁদর, নিম্ন-লোথারিঞ্জিয়া এবং রাইনল্যান্ড ও জার্মানির মধ্যাঞ্চল। প্রথম অঞ্চলে সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল থাকায় এবং সেখানে রোমান ঐতিহ্য বিলুপ্ত না হওয়ায় জনপদগুলিতে পৌর শাসনের বিকাশ সহজ ছিল। ক্রুশেডের সময় বহু সামন্ত-প্রভু অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই জনপদগুলিকে বহু অধিকার-সম্বলিত সনদ দান করে তাদের নগরে রূপান্তরিত হবার পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন। পেরী অ্যান্ডারসন-এর মতে দ্বাদশ শতকের সামন্তপ্রভুরা নগরগুলির উদ্ভবে ও বিকাশে সহায়তা করেছিলেন সম্পূর্ণভাবে নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে। সামন্ত-প্রভুদের উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যের ফলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠা বাজারগুলির ওপর অধিকার বজায় রাখা এবং পূর্ব-দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য-প্রসূত লাভের অংশীদার হওয়া। তাছাড়া একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে কৃষকদের আর্থিক সঙ্গতি এবং ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এইভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে অর্থাগমের আশায় ভূস্বামীরা নিজ নিজ ভূসম্পত্তির মধ্যে নগর প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হন। অ্যান্ডারসন অবশ্য স্বীকার করেন যে, নগরগুলির অর্থনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় হওয়ার ফলে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারলাভের পথে তাদের পদক্ষেপ শুরু হয়। প্রারম্ভিক পর্বে শাসন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক শাসনকর্তার প্রতিনিধি (ইংল্যান্ড) অথবা ভূম্যধিকারী নিজে (ইতালিতে) কিছু সক্রিয় ভূমিকা নিলে ও অল্পকালের মধ্যে নগরগুলির দৈনন্দিন জীবন সফল বণিক, গিল্ডের কর্মকর্তা এবং পণ্য উৎপাদনকারীদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়।

১৩.৬ : নগরের স্বরূপ

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে নগর বলতে বোঝাত সেই সব জনবসতিকে যাদের ৬০০-র মতো পরিবার বা প্রায় ২,০০০ মানুষ বাস করত এবং যার বাসিন্দাদের মূল জীবিকা ছিল শিল্প বাণিজ্য এবং পরিষেবা (পান্থশালা, দোকান, বাজার, কৃষিকাজ নয়)। বৃহত্তম শহরগুলি সাধারণত দূরবাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। বৃহত্তম শহরগুলির মধ্যে ছিল ইতালিতে ভেনিস, ফ্লোরেন্স, নেপলস্; ফ্রান্সে প্যারিস; হলান্ডে ব্রুজ, গেন্ট; জার্মানিতে কলোন প্রভৃতি। চতুর্দশ শতকের গোড়ায় ইউরোপে অন্তত ছটি শহরের জনসংখ্যা ছিল ৫০,০০০-এর ওপরে, তিরিশের বেশি সংখ্যক শহরে ২০,০০০ মানুষের বাস ছিল এবং প্রায় আশিটি শহরের জনসংখ্যা ছিল ১০,০০০-এর বেশি।

মধ্যযুগের প্রায় নগরই ছিল সুরক্ষিত। নগর প্রাকারই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে রাখত গ্রামাঞ্চল ও নগরের সীমারেখা। নগরের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ স্থানটিতে জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য সব কিছু তৈরি হোত। তবে অধিকাংশ নগরই ছিল ঘিঞ্জি। গীর্জা, টাউনহল বা পৌরভবন, গিল্ডের কার্যালয়, বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন কেন্দ্র, প্রধান নাগরিকদের আবাস, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, নাগরিকদের বাসগৃহ এবং কারিগরদের কারখানা। হাটের দিনে বা উৎসবের সময় নগরের সংকীর্ণ রাস্তাগুলি জনাকীর্ণ হয়ে উঠতো। ফেরীওয়ালা, কারিগর, দেশী-বিদেশী বণিক, সন্ন্যাসী, শিক্ষক, ছাত্রের ভীড়ে নগরজীবন উত্তাল হোত। দ্বাদশ শতকের শেষে এবং ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে বহু শাসককে উন্নততর নগর-পরিকল্পনায় এবং নূতন নগর প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হতে দেখা গিয়েছিল। ১২৯৭ খ্রীঃ ইংল্যান্ড রাজ প্রথম এডোয়ার্ড কর্তৃক হারউইচ নগর

পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত প্রধান কর্মকর্তাদের এক সম্মেলন আহ্বানকালে দেখা যায় যে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে ইংরেজ শাসনাধীন অঞ্চলে (গ্যাসকনির বোর্দো (Bordeaux)-তে) প্রায় ১২০টি উপনিবেশ নগর গড়ে উঠেছে।

অধিকাংশ নগরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, জল-সরবরাহের বন্দোবস্ত ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় এবং প্রতিটি নগর জনাকীর্ণ হওয়ায় মহামারীর আবির্ভাব ঘটতো এবং সাধারণ সময়েও মৃত্যুর হার ছিল বেশি। খাদ্য সংকটও দুর্ভিক্ষের আকার নিয়েছিল। পর পর দুটি মরসুমে খারাপ ফসল হলে ইউরোপে দুর্ভিক্ষের ছায়া দেখা যেত। ত্রয়োদশ শতকের শেষ থেকে এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ১৩০৪-১৩১৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে খাদ্যসংকট উত্তর জার্মানি থেকে শুরু করে ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ জার্মানি, রাইনল্যান্ড প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। চতুর্দশ শতকে দেশব্যাপী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের সময় গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সমস্যা দেখা দিত। গ্রামাঞ্চলে, ম্যানরবাসী কৃষিজীবী মানুষ তাদের উৎপাদনের একটা বড় অংশ বিক্রয় করতে বাধ্য হোত সামন্তপ্রভুর দাবি-দাওয়া মেটানোর জন্য। নিজস্ব কোনো শস্য মজুত রাখার ব্যবস্থা না থাকায় এরা গ্রাম ছেড়ে খাদ্যের আশায় শহরে এলে নগরগুলি বিপন্ন হয়ে পড়ত। খাদ্যাভাবের পরিস্থিতিতে নগরগুলিতে আইনশৃঙ্খলা এবং স্বাভাবিক নগরজীবনের ওপর চাপ পড়ত।

খাদ্যাভাবে দুর্বল হওয়া মানুষ নগরের স্বল্প পরিসরে একত্রে বসবাস করতে বাধ্য হওয়ায় নানা ধরনের অসুখের কবলে পড়েছিল। টাইফাস, কুষ্ঠ, বসন্ত, জন্ডিস এবং সর্বোপরি প্লেগের শিকারে পড়েছিল। চতুর্দশ শতকে ইউরোপে যে কটি রোগ মহামারির আকার নিয়েছিল, প্লেগ ছিল ভয়াবহতম। প্লেগের সাধারণত দুটি ধরন হয়—বিউবনিক এবং নিউমনিক। বিউবনিক প্লেগ তলপেটের কাছে ফোঁড়া হয়ে শুরু হয়, যা অল্প সময়ের মধ্যে পচন ধরে এবং রোগীর মৃত্যু হয়; নিউমনিক প্লেগে ফুসফুস আক্রান্ত হয় এবং রোগীর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু হয়। প্লেগের শিকার রোগীর গায়ের রং কালো হয়ে যেত বলে প্লেগের এই ধরনকে বলা হত ব্লাক ডেথ (Black Death)। ব্লাক ডেথ-এর ভয়াবহতম সংক্রামণ দেখা যায় ১৩৪০-এর দশকে। এই মারণ রোগে মৃতের সংখ্যা সর্বত্র সমান ছিল না। মিলান এবং ফ্লান্ডার্স অল্পে নিস্তার পেলেও কাস্তিল, আরাগন, কাতালোনিয়া এবং লঙ্গডক সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়। সামগ্রিকভাবে ইউরোপের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১/৩ ভাগ মানুষ প্লেগের শিকার হয়। ব্লাক ডেথ-এর প্রাবল্য গ্রাম এবং শহর, উভয়ে থাকলেও নগরাঞ্চলে এর তীব্রতা ছিল বেশি। সংক্রমণ প্রথমে ছড়াত জনজীবনে যুক্ত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে, এবং তারপর শিশু এবং অশক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মধ্যে। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরাই এই মহামারির কবলে বেশি পড়েছিল তাদের বসবাসের অঞ্চলের দৈন্যদশার কারণে। সামগ্রিকভাবে জন্মের হারের থেকে মৃত্যুর হার বেশি থাকায় জনসংখ্যা হ্রাসের প্রবণতা চতুর্দশ শতকে ইউরোপের প্রায় সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। কমতে থাকা জনসংখ্যা, খাদ্যাভাব, মহামারি—এ সবই এককভাবে এবং সামগ্রিকভাবে ইউরোপীয় অর্থনীতি এবং নগরজীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে অসংখ্য ঐশ্বর্য্যময়ী নগরী ইউরোপের জীবন বর্ণবহুল করে তুললেও এগুলির অনেকের স্থায়িত্বকাল ছিল অল্প। জনসংখ্যা হ্রাস, নিরুৎসাহ জীবন যাপনের গ্লানি স্পর্শ করেছিল বহু নগরকে। জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরোধ, অন্তর্দ্বন্দ্ব যে সংকীর্ণতা ও সন্দেহের বিষাক্ত আবহাওয়া ইউরোপে সৃষ্টি করেছিল, নগরগুলি তার স্পর্শ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারেনি। ঐতিহাসিক হেনরী পিরেন-এর মতে চতুর্দশ শতকের এই সামগ্রিক সংকটে ইউরোপের বাজার সংকুচিত না হলেও সম্প্রসারণে বাধা পেয়েছিল। রর্বাটো লোপেজ (Roberto Lopez) এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে বিভিন্ন ব্যয়বহুল পরিকল্পনার পৃষ্ঠপোষকতা, বিলাসব্যাসনে অপব্যয়,

পৌরভবন, ক্যাথিড্রাল, তোরণ, মিনার ইত্যাদি নির্মাণে অপরিমিত অর্থ বিনিয়োগ বহু মধ্যযুগীয় নগরের অর্থনৈতিক বনিয়াদ দুর্বল করে দিয়েছিল। সম্ভবত শিল্প স্থাপত্যের এই অকৃপণ এবং অপরিমিত নিদর্শনের ব্যবস্থা করে নাগরিকদের অভিভূত করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পরিণামে সব নগরের ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া শুভ হয়নি।

১৩.৭: সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারে নগরগুলির অবদান

আদি ও মধ্যযুগের ইউরোপে সাংস্কৃতিক জীবনের স্পন্দন অনুভূত হোত মঠ ও ভ্রাম্যমাণ রাজপ্রাসাদগুলিতে। লুই মামফোর্ড-এর অভিমত ছিল যে আদি মধ্যযুগের মঠগুলির মধ্যে নিহিত ছিল মধ্যযুগীয় নগরগুলির অস্তিত্বের বীজ। বহিরঙ্গের সাদৃশ্যের চেয়ে ও মূল্যবান ছিল নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে আশ্রমজীবনের অন্তর্নিহিত মিলগুলির। নিয়মানুবর্তিতা, সংযম, শৃঙ্খলা এবং কর্ম ও অবসরের মধ্যে প্রতিদিনকে ভাগ করে তাকে ভরিয়ে তোলা এবং স্থায়িত্বএ সবই ছিল আশ্রম জীবনের এবং নাগরিকের আদর্শ। মধ্যযুগীয় মঠগুলির মতোই স্বাবলম্বিতা হয়ে উঠেছিল নগরগুলির দ্বিতীয় ধর্ম। মধ্যযুগের বহু মানুষের কাছে মঠগুলি ছিল শান্তির দ্বীপের মতো। ঐ সময়ের নগরগুলিও তাই হয়ে উঠেছিল। ৮৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দে মিউক্স পারীর এক সম্মেলনে নগরকে শান্তির এলাকা রূপে বর্ণনা করেছিলেন সমবেত বহু বক্তা। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় নাগরিকদের আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যেত রাস্তাগুলির সঙ্গমস্থলে বিচারালয় ও শাস্তি-স্তম্ভ স্থাপনের মধ্যে।

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে ইউরোপীয় নগরগুলির অধিকাংশই স্বশাসিত হওয়ার অধিকার লাভ করেছিল। উর্ধতন সামন্ত প্রভুর কোনও ক্ষমতা নগরগুলির ওপর থাকল না। বহু মানুষ রুজি-রোজগার, সুবিচার এবং আশ্রয়ের জন্য নগরে ভীড় করেছিল। নগরের পণ্য-উৎপাদক এবং কারিগর শ্রেণীর প্রয়োজনে শ্রমিকের অভাব আর অনুভূত হয় নি, সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেয়ে গ্রামের বহু মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নানাবিধ উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। গ্রামীণ মানুষের বহু দেশাচার, তাদের লোক-সংস্কৃতি নগরের জীবনেও একটা স্থান করে নেয়। তবে নগরে প্রচলিত গ্রামীণ লোকাচারের সর্বাঙ্গে লেগে গিয়েছিল শহুরে প্রভাব। এছাড়া বিভিন্ন বিদেশী মানুষের ভাবধারা, আচার ব্যবহার ও জীবনযাপন পদ্ধতির সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে প্রতিটি নগর লাভবান হয়।

মধ্যযুগের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্ররূপে মঠগুলির সঙ্গে নগরগুলির সক্রিয় ভূমিকা ছিল। বহু নগরে বিশপ নিয়ন্ত্রিত অসংখ্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। জিওভান্নি ভিল্লানি লিখেছেন যে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরেন্সে ৮ থেকে ১০ হাজার বালক বালিকা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিদ্যার্জন করেছে, আর এক হাজারের বেশি ছাত্র অর্থনীতি ও গণিতে ব্যুৎপত্তি অর্জনে নিমগ্ন। ইতালিতেই হিসাবশাস্ত্র, হুণ্ডির ব্যবহার, মূল্যপত্র (bill) সম্পর্কিত তত্ত্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর পার হয়ে গণিতের শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যার প্রসার আধুনিক যুগের শিল্প বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। সভ্যতার অগ্রগতিতে নগরগুলির একটি মহামূল্যবান অবদান হল সময় সম্পর্কিত চেতনার ওপর গুরুত্ব আরোপ ও সময় পরিমাপন পদ্ধতির আবিষ্কার। মধ্যযুগের আদিপর্বে গ্রামে জনপদে সকাল সন্ধ্যায় গীর্জাগুলিতে যে ঘণ্টাধ্বনি করা হোত, তা প্রার্থনার সময় জানানোর সঙ্গে সঙ্গে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের কথাও ঘোষণা করত। নগরে পণ্য উৎপাদনে রত করিগরদের দৈনিক শ্রমের সময় নির্ধারণ করার জন্য দিনরাত্রিকে ঘণ্টায় মিনিটে বিভক্ত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল এবং এই প্রয়োজন থেকেই উদ্ভব হয়েছিল ঘড়ির। কার্লো চিপোলার মতে, ঘড়ির প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে। ইংল্যান্ডে তৃতীয় এডোয়ার্ড ডাচ ঘড়ি প্রস্তুতকারকদের তাঁর রাজ্যে ঘড়ি তৈরীর ব্যবসা চালু করতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

তবে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটি অভিশাপও বর্তমান মানুষের নিত্যসঙ্গী করে দিয়েছে মধ্যযুগের নগরগুলি। এই দুটি হল অপরাধের প্রাচুর্য ও দারিদ্র। জনাকীর্ণ নগরে বৈভবের পাশে দারিদ্র বিরাজমান ছিল। এছাড়া সহ্যাতীত হয়েছিল অপরাধ প্রবণতা, দুবৃত্ত, বেকার,ভবঘুরের জঘন্য হিংস্রতার অসংখ্য প্রকাশ। নগর কর্তৃপক্ষ এই সমস্যা দূর করতে সক্ষম হয় নি। এছাড়াও বিভিন্ন নগর কর্তৃপক্ষের, বিশেষ করে যেখানে মুষ্টিমেয় পরিবারের প্রাধান্য ছিল, অবিচারের অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যেত অন্যায়, পক্ষপাতমূলক কর প্রবর্তনে, বিচার ব্যবস্থাকে আর্থিক লেনদেনের বশীভূত করার অশুভ চেষ্টার মধ্যে। ত্রয়োদশ শতকে ফরাসি রাজ এ জাতীয় আচরণের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে বহু নগরের বিশেষ অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন। অসন্তোষ, বিক্ষোভ থেকে সৃষ্ট দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রায়ই নাগরিক জীবনের ছন্দ নষ্ট করে দিত।

১৩.৮: ব্যবসা-বাণিজ্য

দশম শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে বিশেষ করে ইতালিতে বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোৎপাদন, ব্যবসার সাংগঠনিক দিকের অভাবনীয় উন্নতি উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। ব্যবসা এবং শিল্প উৎপাদন প্রধানত নগরেই কেন্দ্রীভূত ছিল এবং এর ফলে নগরগুলির আকারও বৃদ্ধি পেয়েছিল। দশম থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগএই পর্বে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে ভেনিসের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অবিসংবাদিত। এছাড়া ইতালির ছোট ছোট নগরগুলি যে বাণিজ্যিক তৎপরতা দেখিয়েছিল প্রাচীনকালের অন্য কোনও বাণিজ্যকেন্দ্রের পক্ষে তা অর্জন করা সম্ভব হয় নি। ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে ইংল্যান্ড থেকে শুরু করে দক্ষিণ রাশিয়া, সাহারার মরু অঞ্চল, সুদূর ভারতবর্ষ এবং চীন দেশ-ইতালির বণিকদের দেখা যেত। ইতালির নগরগুলির বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধি মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় রূপে গণ্য করা যেতে পারে। এই সব দেশের বাজারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পণ্য সরবরাহের বিশেষ সুবিধা পেয়েছিল বাণিজ্যে অগ্রসর ইতালির নগরগুলি। তবে আন্তর্জাতিক শক্তিরূপে পোপতন্ত্রের উত্থান, বিধর্মী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে চার্চের অভিযান, ১০৯৫-১২০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্রুশেড আন্দোলন ইতালির বাণিজ্যিক তৎপরতাকে এক অসামান্য প্রেরণা দিয়েছিল। ১০০০ খ্রিস্টাব্দের অনেক আগে থেকেই কনস্টানটিনোপল এবং মুসলমান রাজ্যগুলির সঙ্গে ইতালীয় নগরগুলির বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলেও ক্রুশেডের প্রয়োজনে বিশেষ করে অভিযাত্রী ও তাদের রসদ ইত্যাদি পরিবহনের জন্য ভেনিস, জেনোয়া, পিসা প্রভৃতির নৌশক্তির বিস্তার হয় দ্রুতবেগে, এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তাদের বাণিজ্যিক কর্তৃত্ব দীর্ঘস্থায়ী ও অপ্রতিহত হয়ে ওঠে।

অধ্যাপক আর. এস. লোপেজ (R. S. Lopez) মধ্যযুগের ইউরোপের অর্থনৈতিক ইতিহাসে ইতালির এই বাণিজ্যিক সাফল্যকে একটি অর্থনৈতিক বিপ্লব রূপে চিহ্নিত করেছেন। এই বিস্ময়কর বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল যে বণিক সম্প্রদায়ের দ্বারা, সেই বণিক সম্প্রদায়ের অধিকাংশের উদ্ভব হয়েছিল ভূস্বামী শ্রেণীভুক্ত অথবা খুব বড়ো লর্ড বা জমিদারের খাস-সম্পত্তির অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্য থেকে। এরা প্রথম দিকে সংগৃহীত রাজস্বই মূলধন হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। দ্বাদশ শতকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা হয়েছিল তার উৎস ছিল একাধিক এবং এই অর্থের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বহির্বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়েছিল। একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সামুদ্রিক শক্তির হ্রাস হওয়ায় তার স্থান দখল করে নেয় ইতালীয় বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি। এই সময় থেকে তারা জাহাজে বাণিজ্য সম্ভার রপ্তানি করে দূর দেশ থেকে (পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, মধ্য ও দূরপ্রাচ্য থেকে) পণ্যাদি ক্রয় করে

আনত, কখনো বাণিজ্য তরীর সমস্ত পণ্য বিনিময় করা হোত অন্য দেশের সঙ্গে। স্যাভয়ের গিরিপথ দিয়ে ইতালীয় বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি ইউরোপের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার মশলা, কর্পূর, গন্ধক, ফটকিরি, চন্দন চূর্ণ, সুগন্ধি, নানা জাতের আটা, ভেলভেট, বিভিন্ন ধরনের রঞ্জক দ্রব্য এবং মূল্যবান মণিমানিক্য সরবরাহ করত। প্রধানত প্রাচ্যের মুসলমান রাজ্যগুলি থেকে এই পণ্যসম্ভার সংগৃহীত হোত। বহির্বাণিজ্যে ইতালির রপ্তানীজাত দ্রব্যাদির মধ্যে ছিল নানা জাতের কাঠ, আকরিক ও পরিশ্রুত লোহা, খাদ্যশস্য, পশমী কাপড়, মাছ এবং দাসদাসী।

মধ্যযুগে ইতালিতে বাণিজ্যের এই বিস্তার সত্ত্বেও সুদ নিয়ে ঋণদান সম্পর্কে চার্চের অনমনীয় বিরোধিতার ফলে বহু সময় বণিকদের পক্ষে ঋণসংগ্রহ করা দুরুহ হয়ে পড়ে। রোমান আইনের বিধান ছিল অর্থ শুধুমাত্র ভোগ করার জন্য। তাই কাউকে অর্থ ঋণ দিয়ে তার জন্য সুদ চাওয়া আর কোনও বস্তু বিক্রয় করে তা ব্যবহারের জন্য ক্রেতার নিকট থেকে আবার মূল্য আদায় করা একই বিষয়। চতুর্থ শতক থেকে চার্চ সুদ গ্রহণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। দ্বাদশ শতকে বাণিজ্য বিস্তারের এই পর্বে চার্চ এ বিষয়ে আবার সরব হয় কারণ সেই সময় বহু বাণিজ্য-উদ্যোগই এইভাবে সংগৃহীত অর্থ-নির্ভর ছিল। চার্চের বক্তব্য ছিল যে এই ঋণের মাধ্যমে সুদের ব্যবসা এমনই বিস্তার লাভ করেছে যে বহুলোক সাধারণ উপায়ে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা ছেড়ে এই সহজ এবং বিনাশ্রমের পথে অর্থ উপার্জনে আসক্ত হয়ে পড়েছে। মুসলমান রাজ্যগুলিতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণের কারবারের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন ছিল। বাইজানটাইন ও সিরীয় বণিকদের চোখে ঋণের ব্যবসায়ে অন্যায় কিছু ছিল না। ইহুদীরা চার্চের আইনের আওতার বাইরে ছিল। ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত সুদের বিনিময়ে ঋণ দিয়ে ব্যবসাদার বণিকের মূলধন সংগ্রহের উপায় তারাই করে দিত। অবশ্য ত্রয়োদশ শতকের শেষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্রমশ ইতালির বণিকদের হাতে চলে যাওয়ায় ইহুদীদের ঋণের ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়। ব্যবসা বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তারের জন্য মূলধন সংগ্রহ অত্যাবশ্যক হওয়ায় ঋণ সংক্রান্ত চার্চের এই সমস্ত বাধা নিষেধ সমস্ত মধ্যযুগ ধরে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল।

ঋণসংক্রান্ত বাধা নিষেধ ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করায় মধ্যযুগের অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণ ধনী ব্যক্তিদের ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করার জন্য বিবিধ উপায়ের কথা চিন্তা করেছিলেন এবং এই প্রচেষ্টার ফলে দ্বাদশ শতকে ইতালিতে ব্যাঙ্কিং এবং হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটে। ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধে সিয়েনা এবং পিয়াসেন্‌জা সমস্ত পশ্চিম ইউরোপের ব্যাংকিং ব্যবস্থার কেন্দ্রে পরিণত হয়। ফ্লোরেন্স-এর বেশ কিছু অধিবাসী সিয়েনার প্রতিষ্ঠানগুলির অনুকরণে বার্দি, পেরুজ্জী এবং এক্‌সিওলি নামক ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। বার্দির মূলধন ছিল ৯০,০০০ ফ্লোরিন এবং নানাবিধ সম্পত্তি। ফ্লোরেন্সের অনেক ব্যাংক বিভিন্ন দেশের শাসকদের ঋণ দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই দুর্ঘটনা সত্ত্বেও বার্দি ও পেরুজ্জী অ্যাভিগনন, বারলেত্তা, কাস্টেল্লো, সাইপ্রাস, লন্ডন, নেপল, পারী, রোডস, টিউনিস ও ভেনিসে আঞ্চলিক শাখা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। আধুনিক কালের ব্যাঙ্কগুলির বহু কাজই মধ্যযুগের ব্যাঙ্কগুলিকে করতে দেখা যেত। ঋণ দানের ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য তাদের বিভিন্ন সূত্র থেকে আমানত সংগ্রহ করতে হোত। সে যুগে নিরাপত্তার অভাব থাকায় বহু লোক তাদের মূল্যবান বস্তু, টাকাপয়সা নিরাপদ স্থানে গচ্ছিত রাখতে আগ্রহী ছিলেন। মধ্যযুগের ব্যাংকগুলির কোনোটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর ভূমিকা পালনের অধিকারী হয় নি।

উত্তর ও দক্ষিণ ইউরোপের ব্যবসা বাণিজ্যে ইতালির বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির অতি সক্রিয় ভূমিকা থাকলেও ইউরোপের একটি অঞ্চলে ইতালীয় বণিকদের অনুপ্রবেশ ঘটে নি। স্লুইস (Sluis) এবং নিউক্যাস্‌ল ছিল উত্তর এবং

উত্তর-পূর্ব দিকে তাদের কর্মক্ষেত্রের সূচনা। উত্তর ইউরোপের অবশিষ্ট অংশের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হোত জার্মান বণিকদের দ্বারা। প্রায় সমস্ত রাইন উপত্যকার ব্যবসা বাণিজ্য কলোনের বণিকদের হস্তগত হয়ে পড়ে। তাছাড়া ফ্লাঁদর ও মধ্য এবং দক্ষিণ জার্মানির বাণিজ্যিক যোগসূত্র রচনা করেছিল কলোনে। নামুর, ডিনান্ট এবং লীজ-এ তৈরী ধাতু দ্রব্যের ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত হোত এখানকার বণিকদের দ্বারা। ওয়েস্টফেলিয়ার বণিকেরা দ্বাদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই পূর্বদিকে বাণিজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন এবং এল্‌ব পার হয়ে স্লাভ অধ্যুষিত দেশগুলিতে প্রায়ই তাদের পণ্যসম্ভার নিয়ে উপস্থিত হতেন। এলব-এর পূর্বাঞ্চলে টিউটোনিক নাইট এবং কৃষক সম্প্রদায় কর্তৃক উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে সব জার্মান বণিকেরা ছড়িয়ে পড়েন। বাল্টিক সাগরের বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়েছিল এদের দ্বারা। এই বাণিজ্যে রাশিয়ার ভূমিকা ছিল প্রধান রপ্তানীকারকের। রাশিয়াই ছিল এর প্রধান বাজার। বাণিজ্যিক পণ্য সম্ভারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কাঠ, মধু, সর্ষে, পিচ ও আলকাতরা। পরবর্তীকালে ম্যারিয়েনবার্গ, এলবিঙ থর্ন, এবং কোনিসবার্গে এবং আরও পরে ডানজিগ-এ বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠে। এই সব কেন্দ্র থেকে প্রাশিয়া, লিথুয়ানিয়া ও পশ্চিম পোলান্ডের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য খাদ্যশস্য এবং কাঠ রপ্তানি করা হতো।

পূর্বদিকে বাণিজ্যের এই সম্প্রসারণে উত্তর ইউরোপের অর্থনীতির ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। উত্তর-পশ্চিমের শিল্পোন্নত অঞ্চলগুলি, বিশেষত ফ্লাঁদর বস্ত্রসম্ভারের জন্য নূতন এবং বিশাল বাজার পায় এবং অল্প মূল্যে প্রচুর পরিমাণে কাঠ ও খাদ্যশস্য সংগ্রহের সুযোগ লাভ করে। ইংল্যান্ডে ব্যবসায়ীরা স্ক্যানডিনেভিয়ার পরিবর্তে বাল্টিক অঞ্চলের কাঠ আমদানী করতে শুরু করেন। ব্যস্ত বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে উত্তর ও পূর্ব জামার্নির নগরগুলির উত্থান ইউরোপীয় অর্থনীতিতে জামার্নির একটা স্থান করে দেয়। ইংল্যান্ড ও হলান্ডে জার্মান বণিককুল নূতন মর্য্যাদায় অভিষিক্ত হন।

ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে অবস্থিত কাস্টিল বে অফ বিসকে এবং ক্যান্টাব্রিয়ার উপকূলবর্তী বিলবাও, সেন্ট সিবাস্টিয়ান এবং সান্তানদার বন্দরের মাধ্যমে বহির্বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে সামুদ্রিক যোগাযোগের ফলে সেভিল, ক্যাডিজ এবং সানলুকার বাণিজ্যকেন্দ্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

১৩.৯ : প্রযুক্তিগত উন্নয়ন : চতুর্দশ শতক

ঐতিহাসিকরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে প্রাক্-রেনেসাঁস অধ্যায়কে অনুর্বরতার, বিজ্ঞান চেতনা রহিত এক পর্ব মনে করেন না। এ বিষয়ে তারা ধারাবাহিকতায় বিশ্বাসী।'ব্ল্যাক ডেথ' প্রসূত আর্থ-সামাজিক বিপর্যয় সত্ত্বেও ইউরোপের বিজ্ঞান সাধনা অব্যাহত ছিল। মধ্যযুগে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, প্রধানত গ্রীক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানচর্চা বজায় রেখেছিল। জল ও বাতাস থেকে শক্তি আহরণ করে উইন্ডমিল-এর সাহায্যে প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও ঘড়ি, কম্পাস উদ্ভাবন, বারুদের ব্যবহার চালু করা হয়। যোড়শ-সপ্তদশ শতকে যে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব আঠারো শতকের শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরী করেছিল, তার নির্মাণে মধ্যযুগের অবদান অনস্বীকার্য। তবে প্রাক্-রেনেসাঁস অধ্যায়ে ইউরোপীয়রা বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণার প্রতি আগ্রহী ছিল এবং এ বিষয়ে তারা ঋণী ছিল ঐস্লামিক জগতের কাছে। আরবি পণ্ডিতেরা গ্রীক বিজ্ঞানের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটিয়েছিলেন অনুবাদের মাধ্যমে। আরব অধিকৃত স্পেন গণিত, জোতির্বিদ্যা, রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চার ধারা অব্যাহত রেখেছিল। দ্বাদশ শতকের রেনেসাঁসের সময়, স্পেনের সঙ্গে সংযোগের সূত্র ধরে ইউরোপীয়রা বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী হয়। জার্মান পণ্ডিত আলবার্টাস ম্যাগনাস (১১৯৩-১২৮০)

অ্যারিস্টটলের রচনার উপর ভাষ্য রচনা ছাড়াও ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদ ও চিকিৎসা এবং পদার্থবিদ্যা লেখার সময় অধীতবিদ্যা পর্যবেক্ষণের দ্বারা যাচাই করেছিলেন। রজার বেকনের (১২১৪-১২৯৪) শিক্ষক রবার্ট গ্রসটেস্ট (১১৭৫-১২৫৩) পদার্থবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চার প্রাথমিক সূত্রগুলির অনুসন্ধান করেছিলেন। রজার বেকন আলোকবিদ্যা, শব্দ ও তাপ-বিষয়ক বিদ্যা, বর্ণতত্ত্ব, বারুদের ব্যবহার বিষয়ে মৌলিক রচনা করে বহু বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার প্রমাণ দিয়েছিলেন।

সব ধরনের শিল্পকর্ম ও লেখাপড়া যে দৃষ্টিনির্ভর সে বিষয়ে রেনেসাঁস আমলের পণ্ডিত, গবেষক ও দক্ষ কারিগররা চিকিৎসকদের মতোই সচেতন ছিলেন। স্বাভাবিক দৃষ্টি কৃত্রিম উপায়ে বজায় রাখার গুরুত্ব, বিশেষত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে অনিবার্য সমস্যা সম্পর্কে পেত্রার্ক (১৩০৪-৭৪) সচেতন ছিলেন। তাঁর 'Letters to Posterity' শীর্ষক রচনায় চশমা নামক কৃত্রিম, সহায়ক বস্তুটির কার্যকারিতার গুরুত্ব বোঝান। দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কিত সমস্যাটি ছিল সর্বজনীন এবং ত্রয়োদশ শতকের আগে থেকেই কৃত্রিম উপায়ে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেলে তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হয়েছিল। আরব বিজ্ঞানী অল হায়াথামের রচনা The Book of Optics এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় কাঁচ শিল্প কেন্দ্রগুলিতে চশমা তৈরীর ক্ষেত্রে ফলাফল যথাসময়ে ইউরোপে পৌঁছেছিল। সম্ভবত পিসার এক ভিক্ষু—আলেসানড্রো দেল্লা স্পিনা চশমা তৈরীতে প্রথম সফল হন এবং ভেনিসের বুরনোর কাঁচ তৈরীর কারখানায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চশমা তৈরীর সূচনা হয়।

আধুনিক ইউরোপের আদি পর্বের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মুদ্রণ বিপ্লব। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপের প্রায় সব শহরে ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপে চতুর্দশ শতকের শেষার্ধে মুদ্রণ শিল্পের বিকাশের একটা অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এই সময় ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চা, অযাজক শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার উল্লেখযোগ্য প্রসার, সৃজনশীল সাহিত্য, শিল্প এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, দৈনন্দিন জীবনে যথোপযুক্ত গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইতালিতে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতির তুলনায় আল্পস-উত্তর অঞ্চলে স্বাক্ষরদের সংখ্যা কম হলেও ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানিতে বহু কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রাগে, ১৩৫৬ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনায়, ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দে কায়েন-এ, ১৪৪১ খ্রিস্টাব্দে বোর্দোতে এবং ১৪২৫ খ্রিস্টাব্দে লুভেইন-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবতাবাদীদের উদ্যোগে বহু গ্রামার স্কুলের প্রতিষ্ঠা বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা বৃদ্ধি করে। হাতে লেখা পুঁথি এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতেপারে নি। তাছাড়া পশ্চিম ইউরোপে সমাজে শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে যাজকদের একচেটিয়ার অবসান ঘটিয়ে নবোদিত বুর্জোয়া শ্রেণী যাদের অনেকে প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তারা এবং আইনজীবী, বিত্তশালী শ্রেষ্ঠী ও শিক্ষাব্রতী মুদ্রিত গ্রন্থের অভাব অনুভব করে। পুঁথির দুর্বলতা তাদের জীবিকার সাফল্যের অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। জার্মানির মেহন্‌জ-এর জোহান গুটেনবার্গের (১৩৯৫-১৪৬৮) বই ছাপার পদ্ধতি আবিষ্কার (১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ) এই চাহিদা পূরণ করেছিল।

পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতক হল ইউরোপে সামরিক বিপ্লবের যুগ। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সমর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিবর্তন ঘটে। বারুদের আবিষ্কার সভ্যতার ইতিহাসে আধুনিক যুগের পত্তন করেছে। বারুদের আবিষ্কারের সঙ্গে রজার বেকনের নাম যুক্ত হয়ে আছে। ইউরোপ বারুদের ব্যবহার শিখেছিল ত্রয়োদশ শতকে। চতুর্দশ শতকে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরী হয়, পঞ্চদশ শতকে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। গাদাবন্দুক, পিস্তল, কামান তৈরী হলে যুদ্ধের চেহারার পরিবর্তন হয়, সৈন্যবাহিনীকে আগ্নেয়াস্ত্রে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সুইডেন, সুইজারল্যান্ড ও জার্মানির লোকেরা কামানের ব্যবহারে দক্ষ হয়ে ওঠে।

১৩.১০: অনুশীলনী

১। একাদশ শতক থেকে চতুর্দশ শতক পর্য্যন্ত মধ্যযুগের ইউরোপের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

২। আপনি কি মনে করেন ব্যবসা বাণিজ্যের অসামান্য বৃদ্ধি অধিকাংশ নগরের উৎপত্তির মূল কারণ ছিল ?

৩। কি কি কারণে মধ্যযুগের ইউরোপে নগরজীবন সংকটের মুখে পড়েছিল?

৪। সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারে মধ্যযুগের ইউরোপে নগরগুলির অবদান কি ছিল?

৫। মধ্যযুগের ইউরোপের অর্থনৈতিক ইতিহাসে ইতালির বাণিজ্যিক সাফল্যের পরিচয় দিন।

৬। চতুর্দশ শতকে ইউরোপে প্রযুক্তিবিদ্যা চর্চার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

১৩.১১: গ্রন্থপঞ্জি

1. Ferguson W. K.—*Europe in Transition 1300-1500*– Boston– 1962.
2. Pirenne Henri—*Economic and Social History of Medieval Europe*–New York– 1936.
3. *Duby– Georges—Medieval Agriculture– 900-1500*, London– 1969.
4. ভাস্কর চক্রবর্তী, সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী এবং কিংশুক চট্টোপাধ্যায়—*ইউরোপে যুগান্তর*, কলকাতা, ২০১২।
5. নির্মলচন্দ্র দত্ত—*মধ্যযুগের ইউরোপ*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৯।

একক - ১৪ ❑ সামন্ততন্ত্রের সংকট

গঠন

১৪.০: উদ্দেশ্য

১৪.১: ভূমিকা

১৪.২: সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়: কারণ

১৪.৩: সামন্ততন্ত্র থেকে ইউরোপে পুঁজিবাদে উত্তরণ: যুগসন্ধিক্ষণের বিতর্ক

১৪.৪ : অনুশীলনী

১৪.৫: গ্রন্থপঞ্জি

১৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের চতুর্দশ শতাব্দীর শেযে সামন্ত্রতান্ত্রিক ব্যাবস্থার অন্তঃসার শূন্য হবার নেপথ্যে যে কারণগুলি বিদ্যমান ছিল - সেই সম্পর্কে অবগত করা।

- সামন্ততন্ত্র থেকে কিভাবে পুঁজিবাদের উত্থান হয়েছিল -এই যুগ সন্ধিক্ষণ নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে যে বিতর্কের ধারা প্রচলিত তা বিশ্লেষণ করাও উক্ত এককের অপর উদ্দেশ্য।
- উদ্দেশ্য

১৪.১: ভূমিকা

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের প্রভাব শিথিল হতে শুরু করে। তবে এই প্রবল, ব্যাপক এবং দীর্ঘদিনের পুরোনো ব্যবস্থা এমনভাবে প্রসারিত হয়েছিল যে তার অবসানের মধ্যে কোনো আকস্মিকতা ছিল না। সামন্ততন্ত্রের অধীন উৎপাদন পদ্ধতির পূর্ণ বিকাশের জন্য যেমন কয়েক শতাব্দীর প্রয়োজন হয়েছিল, তেমনি তার অবলুপ্তিও ঘটেছিল অতি ধীরে এবং এই প্রক্রিয়া সর্বত্র সমান গতিতে এগিয়ে যায় নি। পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সামন্ততন্ত্রের দুর্বলতা এবং পরিণামে বিলুপ্ত হওয়ার পেছনে বহু বিচিত্র কারণকে সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখা যায় এবং এই কারণগুলির গুরুত্ব ও তীব্রতা সব দেশে সমান মাত্রায় ছিল না। আঞ্চলিক, একান্তই পরিস্থিতি-নির্ভর কারণগুলি ছাড়া সাধারণ, সর্বজনীন কিছু কিছু প্রক্রিয়া বহুকাল ধরে সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি শিথিল করতে শুরু করেছিল। দ্বাদশ শতক থেকেই পশ্চিম ইউরোপের উৎপাদন ব্যবস্থার রীতি ও পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন, তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তরের অভিঘাতে সামন্ততন্ত্রের ত্রুটিগুলিকে প্রকট করে দিয়েছিল এবং তার কাঠামোতে ভাঙন ধরিয়েছিল। পঞ্চদশ

শতকের পরে সামন্ততন্ত্রের অবলুপ্তি না ঘটলেও তার অস্তিত্ব অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। সামন্ততন্ত্রকে সজীব রাখার জন্য পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত বিধিবিধান সৃষ্ট হয়েছিল, সেগুলিও অর্থহীন ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। সামন্ততন্ত্রের অবসান এবং ধনতন্ত্রের উত্থানএই যুগসন্ধিক্ষণের ঘটনা এবং কালক্রম নিয়ে বিংশ শতকের গোড়ায় এক বিতর্কের সূচনা হয়, যা ঐতিহাসিক মহলে 'যুগসন্ধিক্ষণের বিতর্ক' বা Transition Debate বলে পরিচিত।

এই এককে ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের কারণ এবং বিলুপ্তির প্রেক্ষাপট আলোচিত হবে। সামন্ততন্ত্রের অবসান এবং ধনতন্ত্রের উত্থান-সম্পর্কিত বিতর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পতনের কালক্রম বিষয়ে ঐতিহাসিকদের অভিমতের পরিচয় দেওয়া হবে।

১৪.২: সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় : কারণ

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্র সংকটের মধ্যে পড়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভূমিদাস শ্রমের উপর নির্ভর করে ম্যানরগুলিতে যে উৎপাদন ব্যবস্থা চালু ছিল নবম শতক থেকে, তা জনসংখ্যা হ্রাসের কারণে কিছু কালের জন্য ব্যাহত হয়। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হয় মহামারী এবং দুর্ভিক্ষ যার ফলে ইউরোপের প্রায় সর্বত্র জীবনহানি ঘটে। এছাড়া ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের শতবছরব্যাপী যুদ্ধ, ফ্লাদর, স্পেন এবং উত্তর ইতালিতে সামরিক অভিযান, দস্যুদের ধ্বংসলীলার কারণে বহু অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়। ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পরিত্যক্ত গ্রামের সংখ্যা এবং পতিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যে সব অঞ্চলে লোকসংখ্যা খুব কমে গিয়েছিল, সেখানে লর্ড রূপান্তরিত হন rentier-এ। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মনুষ্য শ্রম দুর্লভ হওয়ায় খাদ্যশস্য ও নিত্যব্যবহার্য পণ্য দুর্লভ হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে কৃষি শ্রমিকের অভাবজনিত কারণে ভূস্বামীরা জমি খণ্ডীকৃত করে ইজারা দিতে বাধ্য হন বা ভাগ-চাষের প্রথা ও বহু এলাকাতে চালু হয়। অনেক সময় ভুস্বামীকেই বীজ ও কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হয়। ইংল্যান্ডে শস্য উৎপাদনের পরিবর্তে বেষ্টনীবদ্ধ জমিতে মেষপালন শুরু হয়। জমির মূল্য হ্রাস পাওয়ায় অনেক ভূস্বামী আবাদী জমি ক্রয় করে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু করেন, যার সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক প্রথা পদ্ধতির মিল ছিল না। একাধিক এলাকায় ভূস্বামীরা তাদের পুরোনো অধিকার ছাড়তে রাজী না হওয়ায় কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ অস্থিরতার কবলে পড়ে।

আবার পশ্চিম ইউরোপে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে ঐতিহাসিকরা একটি বাস্তব ঘটনা বলে মেনে নিয়েছেন। এর পেছনে জন্মহার বৃদ্ধি বা মৃত্যুহারের হ্রাসবৃদ্ধির আনুপাতিক হার নির্ণয় করা না গেলেও এর সঙ্গে ইউরোপের এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিপুল সংখ্যক মানুষের অভিভাসন ঘটেছিল। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এই বর্ধিত পরিমাণ জনসংখ্যাজনিত সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব হয় নি। অর্থনীতিবিদ মরিস ডব (Maurice Dobb) মনে করেছেন যে সামন্ততন্ত্রের রক্ষণশীলতা, পরিবর্তন-বিমুখতা এবং স্থিতিস্থাপকতার অভাবের কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজাত সমস্যার সমাধান তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। ডব বলেন সে ম্যানরগুলি প্রথম থেকেই একটি সুনির্দিষ্ট আকার ও পরিধি নিয়ে গড়ে ওঠার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা এই প্রতিষ্ঠানগুলির সীমাবদ্ধতা প্রকট করে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে কৃষক উপনিবেশ গড়ে তোলা ও অনাবাদী জমি কৃষিযোগ্য করে তোলার কোনো

তাগিদ সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ছিল না। ম্যানরগুলি যে সম্প্রসারিত হতে পারত না তা নয়, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেড়ে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে ভূমিদাস পরিবারের সন্তানরা ম্যানরের মধ্যে তাদের জীবিকার সংস্থান করতে না পেরে নানা ধরনের অসামাজিক জীবন যাপনে বাধ্য হোত বা ভাড়াটে সৈন্যদলে অন্তর্ভুক্ত হোত। পশ্চিম ইউরোপে প্রায় সর্বত্র এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে এবং প্রমাণ করে যে সৃজনধর্মী বা বিপ্লবাত্মক কোনো ভূমিকা গ্রহণে সামন্ততন্ত্র সক্ষম ছিল না। এই ব্যর্থতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পরিবর্তন বিমুখ উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতি সামন্ততন্ত্রের আসক্তি। ফলে কয়েক শতাব্দী ধরে স্থবির হয়ে যাওয়া সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে বিলুপ্তির জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। 'আনাল' গোষ্ঠীভুক্ত ঐতিহাসিক পোস্তান ও লাদুরি অনুরূপ মত তুলে ধরেন। ভূমিদাস শোষণ সংযত করে বা জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ রক্ষণশীল ভূস্বামীদের মধ্যে ছিল না।

সামন্ততন্ত্রের এই অবক্ষয় প্রকট হয়েছিল দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের পশ্চিম ইউরোপের বাণিজ্য বিস্তার ও নগরের পত্তনের মধ্য দিয়ে। হেনরি পিরেন মনে করেন যে শুধু জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি নয়, ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তার ঘটলে এবং শহর গড়ে উঠলে ম্যানরীয় উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর তার প্রভাব পড়েছিল। প্রাচীন ম্যানরীয় সংগঠনগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল। উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় অঞ্চলে ভোগ করা হোত, আমদানি রপ্তানি ছিল খুবই কম। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে ইউরোপে গড়ে ওঠা শহরগুলির শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাংকিং আর্থিক লেনদেনের প্রেক্ষাপটে বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। এই বুর্জোয়া শ্রেণী পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের খাদ্যশস্য ও ভোগ্যপণ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। শহরে বণিকদের তত্ত্বাবধানে শিল্প পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং শিল্প পণ্য বিক্রয় ও খাদ্যশস্য বেচাকেনার অনেক বাজারও গড়ে উঠেছিল। সামন্তপ্রভুর জাঁকজমকপূর্ণ বিলাসবহুল জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। সামন্তপ্রভুরা ভূমিদাসদের মুক্তি দিয়ে এই অর্থের একাংশ সংগ্রহ করেছিল। ইউরোপে মুদ্রা-নির্ভর অর্থনীতি গড়ে ওঠায় কৃষক নগদ অর্থে তার দেয় কর মেটাতে পারত, তাকে আর উৎপন্ন শস্য দিয়ে কর মেটাতে হোত না। এইসব কারণে পুরোনো ম্যানরীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় অবক্ষয় দেখা দেয়।

মধ্যযুগের ইউরোপে নগর অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু তাদের বেশিরভাগ ছিল প্রশাসনিক কেন্দ্র, ধর্ম ও শিক্ষার পীঠস্থান। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে তাদের সহাবস্থান অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু একাদশ শতক থেকে পশ্চিম ইউরোপে গড়ে ওঠা বাণিজ্যপ্রসূত সম্পদে সমৃদ্ধ নগরগুলি সামন্ততান্ত্রিক সমাজের এক্তিয়ার বহির্ভূত হওয়ায় ভূস্বামীদের পক্ষে তাদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন সম্ভব ছিল না। এছাড়া দ্রুত গড়ে ওঠা এই সমস্ত বাণিজ্য শিল্প কেন্দ্রগুলিতে বহুবিচিত্র এবং ক্রমবর্ধমান কাজের প্রয়োজনে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক, কারিগর এবং সেনার প্রয়োজন হোত। ফলে নগর কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সন্নিহিত ভূমিদাসদের ম্যানর ত্যাগ করতে উৎসাহ দিতেন। এর ফলে গ্রামাঞ্চলের মানুষ নগরমুখী হয়। যেসব ভূমিদাস ম্যানর ত্যাগ করে যেতে পারেনি, তারা ছিল সংখ্যায় অল্প এবং এই কারণে পূর্বের মতো উৎপাদনের হার বজায় রাখা সম্ভব হয় নি। অনেক ক্ষেত্রে ভূস্বামীরা অর্থের বিনিময়ে তাদের বেগার খাটা থেকে অব্যাহত দিতেন, জমি লীজ দিতেও শুরু করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম ইউরোপের গ্রামীণ অর্থনীতি তথা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

অধ্যাপক পল সুইজি (Paul Sweezy) ইউরোপীয় অর্থনীতির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে তার অবক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তিনি এই মত পোষণ করেন যে, দীর্ঘকাল পশ্চিম ইউরোপীয় অর্থনীতির ভিত্তি ছিল

ভোগের জন্য উৎপাদন। এই ব্যবস্থায় কিছু কারিগর শিল্পজাত পণ্য ফেরিওয়ালার মাধ্যমে হাটে বাজারে বিক্রয় করত। এটিকে বলা যেতে পারে স্বনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিপূরক। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ঘটতে থাকলে ভোগের জন্য উৎপাদনের অধ্যায় শেষ হয় এবং শুরু হয় বিনিময়ের অর্থনীতির পর্ব। কিন্তু রপ্তানীর জন্য কাঁচামাল ছাড়া, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে দক্ষতা ও শ্রমিবিভাজন আবশ্যক ছিল, ম্যানরে তা সম্ভব ছিল না। এই পরিবর্তিত উৎপাদন ব্যবস্থা-প্রসূত পণ্যের বেশিরভাগ কিনত নগরের অধিবাসীরা এবং কৃষিজীবীরাও তাদের কৃষিজ পণ্য বিক্রয় বাবদ অর্থে কিছু কিছু পণ্য ক্রয় করতে সক্ষম হোত। জনসংখ্যা ও চাহিদা বৃদ্ধি এবং সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তা মেটানোর কোনো উপায় না থাকাকে সুইজি তার অন্তর্লীন সহজাত বিরোধ আখ্যা দিয়ে তাকে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

পশ্চিম ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পোৎপাদনের প্রসার নগরের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভূমিদাসদের নগর ত্যাগের ঘটনা একটা সাধারণ প্রবণতায় পরিণত হয়। নগরগুলির মধ্যে মুক্তির স্বাদ পাওয়ার ব্যাকুলতার সঙ্গে বিকল্প জীবিকার সম্ভাবনা, পুরোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে ভূমিদাসরা আগ্রহী হয়েছিল। সুইজি তার 'A Critique' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন যে 'flight of serfs' ছিল নগরায়নের সমকালীন ঘটনা এবং স্বাধীনতা, জীবিকা এবং মর্য্যাদার স্বপ্ন। এই অর্থনৈতিক রূপান্তরের অভিঘাতে ম্যানর ও ভূমিদাস প্রথা ভেঙে পড়ে। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যেই ফ্লাঁদর, নরমাঁদি, উত্তর ইতালি, দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্স এবং জার্মানির রাইন উপত্যকায় এক বিপুল জনগোষ্ঠী শিল্প উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ভূমিদাস শ্রম-নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

দ্বাদশ শতক থেকে উৎপাদকরা মুনাফা-সঞ্চয় ব্যাপারে উৎসাহী হয় এবং ক্রমশ এটি উৎপাদন ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। উৎপাদক ছাড়া যে সব ভূস্বামী এর আওতায় এসে পড়তেন, তারাও এই প্রবণতায় আক্রান্ত হন। ফ্লাঁদর এবং নরমাঁদিতে বহু লর্ড ভূমিদাসদের মুক্তি দিয়ে তাদের সঙ্গে সুবিধাজনক শর্তে জমির বন্দোবস্ত করেন, পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বহু ভূস্বামী ম্যানরের মধ্যে নিকটস্থ বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কৃষিপণ্যে উৎসাহী হন। এই লক্ষ্যপূরণের জন্য পারিশ্রমিক দিয়ে অভিজ্ঞ শ্রমিক নিয়োগ শুরু হয়। ফলে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা পরোক্ষে লর্ডদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল নিকটবর্তী নগরগুলির জন্য খাদ্য শস্য সরবরাহের তাগিদ এবং মুনাফা লাভের আকাঙ্ক্ষা। তবে এই বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সর্বজনীন পরিবর্তনের দ্যোতক ছিল না। বহুকাল ধরে একই ধরনের উৎপাদন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত, শ্রম বিভাজনের মূল্য সম্পর্কে ধারণা না থাকায় ম্যানর প্রভুদের পক্ষে নূতন অর্থনীতির সঙ্গে মেলানো সম্ভব ছিল না। প্রান্তিক কিছু পরিবর্তন ছাড়া সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার রক্ষণশীলতা, পরিবর্তন বিমুখতা এবং নিশ্চলতা সামন্ততন্ত্রকে অবলুপ্তির দিকে নিয়ে যায়।।

চতুর্দশ শতক থেকে সামন্ততন্ত্রের প্রশাসনিক ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায় ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি স্পষ্ট হয়। ভূস্বামী নিয়ন্ত্রিত আঞ্চলিক এবং ব্যক্তি-নির্ভর প্রশাসনিক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা যখন প্রকট হয় তখন পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজকীয় বিচারালয়ের উন্নততর ব্যবস্থা, দক্ষ কর্মচারী-পুষ্ট কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা সামন্তপ্রভুদের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা ও নির্ভরতা কমায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ, লর্ডদের অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহে অংশ নেওয়ার ফলে তাদের সংখ্যা হ্রাস যা যোগ্যতর রাজপুরুষদের প্রভাব দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ এনে দেয়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও স্পেনের শাসকবর্গ এর সুযোগ নিয়ে

স্থায়ী কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে সামন্তপ্রভুদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নি, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে, নিজেদের সামাজিক মর্য্যাদা ব্যবহার করে তারা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হন। ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুত হলেও সমাজ, প্রশাসনের বহু ক্ষেত্রে এবং সামরিক বিভাগে সামন্তপ্রভুদের প্রভাব টিকে থাকে।

সামন্তপ্রভুদের প্রতিপত্তি হ্রাস পেয়েছিল সামরিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের ফলে। এতদিন সামন্তপ্রভুদের সামরিক শক্তি কুক্ষিগত করে, উর্ধতন প্রভুকে সামরিক পরিষেবা দিয়ে অথবা না দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতক পর্য্যন্ত ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশের সামরিক বাহিনী ছিল সামন্ত প্রভুদের নির্দেশাধীন। অশ্বারোহী বর্মাবৃত নাইটরা এবং দুর্গগুলি ছিল সামন্তপ্রভুদের পরাক্রমের উৎস। কিন্তু চতুর্দশ শতকের শুরু থেকেই বর্মাবৃত অশ্বারোহী, নাইটদের যুদ্ধক্ষেত্রে আধিপত্যের অবসান শুরু হয়েছিল। কুত্রে (১৩০২) ক্রোসি (১৩৪৬) এবং পোয়াতিয়ে (১৩৫৬)-র রণাঙ্গনে দীর্ঘ বল্লমধারী, পদাতিক, পেশাদার যোদ্ধার দক্ষ ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার এ পর্য্যন্ত অপরাজেয় অশ্বারোহী বাহিনীর অহংকার চূর্ণ করে দেয়। দীর্ঘদিন ধরে সামন্ত প্রভুদের নিয়ন্ত্রণাধীন যে সামরিক বাহিনী অপ্রতিহত প্রভুত্ব ভোগ করে এসেছিল তার অবসান নিশ্চিত হয়ে যায় চতুর্দশ শতক থেকে গোলাবারুদের ব্যবহার শুরু হওয়ায় এবং দুর্গগুলির পতন ঘটানোও সহজ হয়। সামরিক ক্ষেত্রে এই অভাবিত পরিবর্তন সামন্তপ্রভুদের প্রাণশক্তি কেড়ে নেয়।

সামন্ততন্ত্রের এই পরিবর্তন রাজশক্তিকে শক্তিশালী করে এবং কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তনের সুযোগ এনে দেয়। ১০৬৬ খ্রিস্টাব্দে নর্মান বিজয়ের পর ইংল্যান্ডে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা হয় যে রাজা দেশের সমস্ত ভূসম্পত্তির অধীশ্বর এবং প্রজাদের আনুগত্যের একমাত্র দাবীদার। পশ্চিম ইউরোপের অন্যত্র এই প্রথা প্রবর্তিত হতে কিছু বিলম্ব হলেও যে সব দেশে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের পত্তন হচ্ছিল, যেখানে নীতিগতভাবে এই তত্ত্বই প্রবর্তিত হতে শুরু করে যে রাজাই দেশের যাবতীয় ভূসম্পত্তির একমাত্র প্রভু। রাজা আর সামন্তশক্তির সহায়তার উপর নির্ভরশীল ছিলেন না, রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বিত্তশালী বণিক গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা শুরু হয়ে যায়। ইতিমধ্যে পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এবং উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে যে রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল, তার মধ্যে সামন্ততন্ত্রের পক্ষে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় নি।

১৪.৩: সামন্ততন্ত্র থেকে ইউরোপে পুঁজিবাদে উত্তরণ: যুগসন্ধিক্ষণের বিতর্ক

সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে যুগসন্ধিক্ষণ বিতর্ক। তবে ঐতিহাসিকদের এই বিতর্ক মূলত পশ্চিম ইউরোপ-কেন্দ্রিক। যুগসন্ধিক্ষণ বিতর্কের সূত্রে সামন্ততন্ত্রের অবসান প্রসঙ্গে প্রথম বিশদ আলোচনা করেন ব্রিটিশ মার্কসীয় অর্থনীতিবিদ মরিস ডব (Maurice Dobb)। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Studies in the Development of Capitalism' গ্রন্থে ডব সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ও তার পতন প্রসঙ্গে যে বক্তব্য পেশ করেন তার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল দুটি অভিমত। সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ভরকেন্দ্র ভূমিদাসপ্রথা হওয়ায় ভূমিদাসপ্রথার অবসানের ফলে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পতন ঘটে। দ্বিতীয়ত, সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পতন হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় নিহিত অন্তর্বিরোধের ফলে। ডবের মতে, সামন্ততন্ত্রের পতন মূলত সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে নিহিত ছিল।

মধ্যযুগীয় উৎপাদন ব্যবস্থা 'ফিউডাল' থেকে কিভাবে 'Capitalist mode of production'-এ পৌঁছেছিল, সে বিষয়ে মার্কসের গবেষণা মূলত কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে সীমিত ছিল। পরবর্তীকালে মার্কসবাদী ও অমার্কসবাদী

ঐতিহাসিকরা এই বিষয়টি ছাড়া ও উত্তরণের প্রকৃতি ও প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেছেন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। এদের আলোচনায় সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ভাঙন, ভূমিদাস প্রথার স্বরূপ ও অবক্ষয়, নগরের পত্তন, বণিক শ্রেণী এবং মুদ্রা অর্থনীতি-র আবির্ভাব এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার পত্তন স্থান পেয়েছে। মার্কসীয় তত্ত্বে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রম বিক্রয় ছিল টিকে থাকার জন্য ভূমিদাস প্রথার মূল বৈশিষ্ট্য। ভূস্বামী ভূমিদাসের উদ্বৃত্ত শ্রম নিজের খাস জমিতে কাজে লাগানো ছাড়াও ভূমিদাসকে দেওয়া জমি বা 'fief' থেকে শস্যে বা নগদে খাজনা আদায় করত। এছাড়া আরও অনেক ধরনের সামন্ততান্ত্রিক কর ভূমিদাসকে দিতে বাধ্য করত। উদ্বৃত্ত শ্রম আদায়ও ছিল জবরদস্তিমূলক শোষণের নামান্তর। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কৃষক-ভূমিদাস তার শ্রম প্রভুর সেবায় নিয়োজিত করতে বাধ্য ছিল। এই ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থাকে ডব বলেছেন ভোগের জন্য উৎপাদনযা মুদ্রার লেনদেন এবং বাজারের অনুপস্থিতিতে ছিল পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সর্বত্রে প্রচলিত। এই পরিবর্তনবিমুখ চরিত্রের প্রতি ডব বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মরিস ডবের মতে, উৎপাদন ব্যবস্থায় চাহিদা পূরণে সামন্ততন্ত্রের অক্ষমতা, রাজস্ব বৃদ্ধি এবং এই রাজস্ব বৃদ্ধির চাপ এমন মাত্রায় পৌঁছেছিল যা বহন করার ক্ষমতা ভূমিদাসদের ছিল না। শ্রম শক্তির উপর নির্ভরশীল এই ব্যবস্থা অবসন্ন হয়ে পড়ে। এর প্রতিক্রিয়ায় অসংখ্য ভূমিদাস ম্যানর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। ডব অন্যান্য কারণের চেয়ে এই অমানবিক ভূমিদাস শোষণকে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যর্থতার মুখ্য কারণ বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার, নগরায়ণের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি যেমন নগদ অর্থ দিয়ে বেগার খাটুনি থেকে অব্যাহতি, খাস জমি কৃষক-প্রজাকে লিজ দেওয়া ইত্যাদি সামন্ততন্ত্রের ব্যর্থতার মুখ্য কারণ ছিল না। ডব অবশ্য স্বীকার করেছেন যে পশ্চিম ইউরোপে ক্রমবর্ধমান নগরের সংখ্যা ম্যানর ত্যাগে বদ্ধপরিকর ভূমিদাসদের সামনে একটা বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করায় এই প্রক্রিয়া পূর্ণতা পেয়েছিল।

পল সুইজি ১৯৫০ খ্রীঃ প্রকাশিত Science and Society পত্রিকায় 'Feudalism- A Critique' প্রবন্ধে সামন্ততন্ত্র এবং পুঁজিবাদের মৌলিক পার্থক্যের কথা স্মরণে রেখে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উত্তরণের জন্য সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বাইরে সক্রিয় কতকগুলি force-এর কথা উল্লেখ করেছেন। সুইজি বাণিজ্য বিপ্লব এবং নগরায়ণের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ডবের সমালোচনা করে বলেন যে ভূস্বামীর মাত্রাতিরিক্ত শোষণের ফলে ভূমিদাসদের ম্যানর ছেড়ে পালানোর যে তত্ত্ব ডব উপস্থাপিত করেছেন, সুইজির মতে তা সম্ভব ছিল না। কারণ নিপীড়ন সত্ত্বেও ভূমিদাসদের ম্যানর ত্যাগের অধিকার ছিল না এবং নগরগুলিতে বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত তা সম্ভব ছিল না। তবে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপে অসংখ্য নগরের পত্তন এবং সেখানে স্বাধীনতা, কর্মসংস্থান এবং উন্নততর সামাজিক অবস্থানের আকর্ষণ শোষিত গ্রামীণ জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করেছিল। সুইজির মতে, সামন্ততন্ত্রের পরিবর্তনবিমুখতা ও অন্তর্নিহিত ব্যর্থতা এবং ক্রমবর্ধমান ভূস্বামীর শোষণের তুলনায় তার অবসানের জন্য এমন কিছু কারণ ছিল যেগুলিকে 'external to the system' বলা যেতে পারে। জনসংখ্যা এবং চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন বেড়ে না ওঠা বা 'Economy of no outlets'-এর পক্ষে অভাবিত বাণিজ্য-প্রসার এবং নগরায়ণের চাহিদা মেটানো সম্ভব না হওয়ায়, তার অর্থনীতি বাজারমুখী না হতে পারার কারণে তার অস্তিত্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে। সুইজি এ প্রসঙ্গে পূর্ব ইউরোপের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা উত্থাপন করেছেন। পশ্চিমের তুলনায় পূর্ব ইউরোপে বাণিজ্যের প্রসার ও নগরায়ণের প্রক্রিয়া ছিল মন্থর। পশ্চিম ইউরোপে কৃষিজ পণ্য ছিল বাণিজ্যিক লেনদেনের প্রধান অবলম্বন। সে কারণে খাদ্যশস্য রপ্তানীজাত মুনাফার জন্য এল্‌ব-এর পূর্বপাড়ের দেশগুলি কৃষি উৎপাদনের উপর বেশি জোর দেয়। সামন্ততান্ত্রিক

উৎপাদন ব্যবস্থা আরও অনমনীয় হয়ে ওঠে, ভূমিদাসদের উপর শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পূর্ব ইউরোপে নগরের সংখ্যা কম হওয়ায় চরম নিপীড়ন সত্ত্বেও ভূমিদাসদের পক্ষে ম্যানর ছেড়ে পালানো সম্ভব হয় নি কারণ সামনে বিকল্প কোনও জীবিকার বা নিরাপদ আশ্রয়ের সম্ভাবনা ছিল না। সুইজি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে সামন্ততন্ত্রের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির চেয়ে বাইরের পরিস্থিতি সামন্ততন্ত্রের আয়ু হ্রাস বৃদ্ধির জন্য দায়ী ছিল।

সামন্ততন্ত্র থেকে ইউরোপীয় সমাজের পুঁজিবাদে রূপান্তরের বিষয়ে ব্রিটিশ মার্কসবাদী ঐতিহাসিক রবার্ট ব্রেনার (Robert Brenner) তার বক্তব্য তুলে ধরেছেন ১৯৭০-এর দশকে Past and Present পত্রিকায় প্রকাশিত 'Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে সামন্ততন্ত্রের অবসানের কারণ হিসাবে বাণিজ্যিকীকরণ এবং জনসংখ্যা-তত্ত্ব পরিত্যক্ত হয়েছে। তার মতে দুটি তত্ত্বই পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের পৃথক পরিণতির যথেষ্ট ভাল ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। বাণিজ্যিকীকরণ তত্ত্বের আলোচনায় ব্রেনার দেখান যে বাণিজ্য বিপ্লব পশ্চিম ইউরোপের মতোই পূর্ব ইউরোপেও সামন্তপ্রভুদের চাহিদা বৃদ্ধি করেছিল। খাদ্যশস্য রপ্তানি বাণিজ্য পূর্ব-ইউরোপেও উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। এ সত্ত্বেও পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক বিকাশ এবং সামন্ততন্ত্রের পরিণতি সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। এই বৈসাদৃশ্যের কারণ ব্রেনার অনুসন্ধান করেছেন ইউরোপের দুই অর্ধের রাজনৈতিক বিন্যাসের পার্থক্যের মধ্যে। ব্রেনারের মতে, পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের চরম বিকাশের পর্বে ও রোমান এবং ক্যারোলিঞ্জীয় রাজনৈতিক ঐতিহ্যের সুবাদে রাজশক্তির একটা বৈধানিক ভিত্তি ছিল এবং পরাক্রান্ত সামন্তপ্রভুদের দুর্বল করার প্রচেষ্টায় তা কৃষিজীবীদের সহায়তার ওপর নির্ভর করত। ভূমিদাসদের এমন কিছু অধিকার ছিল যা সামন্তপ্রভুরাও মানতে বাধ্য ছিলেন। কারণ সেগুলি রক্ষা করতেন উর্ধতন সামন্তপ্রভু হিসেবে স্বয়ং রাজা। রাজা অনাবাদী জমিকে আবাদযোগ্য করে তোলায় কৃষকদের উৎসাহিত করতেন। নতুন আবাদী জমিতে সামন্তপ্রভুদের অধিকারের সম্প্রসারণে তিনি বাধা দিতেন। এইভাবে পশ্চিম ইউরোপে অন্যান্য কারণের সঙ্গে রাজশক্তি ও কৃষিজীবীদের স্বার্থ সামন্তপ্রভুদের স্বার্থের বিরোধিতা করে। ব্রেনারের মতে এই সম্মিলিত প্রতিরোধই সামন্ততন্ত্রের দুর্বলতার একটা কারণে পরিণত হয়। রাজশক্তি এবং প্রজাবর্গের মিলিত চাপের মুখে সামন্তপ্রভুরা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম ইউরোপে দেখা দেয় খাজনার নগদীকরণ, ভূমিদাস প্রথার পতন এবং সামন্ততন্ত্রের অবসান।

অন্যদিকে পূর্ব ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রোমান সাম্রাজ্য বাদ দিলে রাষ্ট্রশক্তি বলে বিশেষ কিছু ছিল না মধ্যযুগীয় ইউরোপে। পেপাল, ওয়েন্ড (Wend) বা ম্যাগিয়ার হাঙ্গেরী রাজ্য উপজাতীয় রাজ্যের স্তরেই সীমিত থেকে গিয়েছিল। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জার্মানরা যখন পূর্বদিকে তাদের বসতি স্থাপনে সচেষ্ট হয় তখন পোল, ওয়েন্ড প্রভৃতি উপজাতিদের সঙ্গে তাদের যে সংঘর্ষ হয় তাতে সুসংগঠিত জার্মানরা জয়লাভ করে। জার্মানদের এই এলাকা সম্প্রসারণে নেতৃত্ব দেয় টিউটন গোষ্ঠীভুক্ত নাইটরা। এই অরণ্য-সংকুল অঞ্চলে নিরঙ্কুশ আর্থ-সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ভোগ করতে থাকে। ততদিনে জার্মান সাম্রাজ্য দুর্বল হওয়ার কারণে কৃষক-স্বার্থ রক্ষা করতে রাজশক্তি সামন্তবর্গের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নামতে পারে নি।

রাজশক্তির দুর্বলতার কারণে পূর্ব ইউরোপে বণিকরা সম্পূর্ণভাবে সামন্তশক্তির মুখাপেক্ষী হয়ে বাণিজ্য চালাত। পশ্চিম ইউরোপে যখন বণিকদের সঙ্গে কৃষিজীবীদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং স্বাধীনভাবে লেনদেন চলত, তখন পূর্ব ইউরোপে সামন্তশক্তি কৃষিজীবীদের সঙ্গে বণিকদের লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। তাই ত্রয়োদশ শতকে বাণিজ্য বিপ্লবের প্রভাব পূর্ব ইউরোপে পড়লেও তা থেকে লাভবান হয়েছিল সেখানকার সামন্তশ্রেণী। ফলে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ

শতকে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের অবসান হলেও রাজনৈতিক শক্তি বিন্যাসের পার্থক্যের কারণে পূর্ব ইউরোপে সামন্ততন্ত্র আরও শক্তিশালী হয়েছিল বলে রবার্ট ব্রেনার মনে করেন।

সামন্ততন্ত্রের অবসান প্রসঙ্গে যুগসন্ধিক্ষণ বিতর্কের প্রবক্তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক জনসংখ্যাতত্ত্ব, রাজনৈতিক নানা বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। নানা বিষয়ে মতপার্থক্য সত্ত্বেও প্রবক্তারা এ বিষয়ে একমত যে চতুর্দশ শতকে সামন্ততন্ত্রের পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল এবং এই শতকে ইউরোপীয় অর্থনীতি এক সংকটের মুখে পড়ে যা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর অবসান ঘটিয়ে ধনতন্ত্রের আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

১৪.৪ : অনুশীলনী

১। ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের কারণ আলোচনা করুন। এ প্রসঙ্গে মরিস ডবের অভিমত কি ছিল ?

২। সামন্ততন্ত্রের অবসান প্রসঙ্গে যুগসন্ধিক্ষণ বিতর্কের প্রবক্তাদের দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করুন।

৩। যুগসন্ধিক্ষণ বিতর্কে রবার্ট ব্রেনারের বক্তব্য আলোচনা করুন।

১৪.৫: গ্রন্থপঞ্জি

1. Ferguson—*W. K. Europe in Transition*– 1300-1500– Boston– 1962.
2. Pirenne Henri—*Economic and Social History of Medieval Europe*– New York– 1936.
3. Hilton– R. H.—*The Transition from Feudalism to Capitalism*– London– 1976.
4. ভাস্কর চক্রবর্তী, সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, কিংশুক চট্টোপাধ্যায়—ইউরোপে যুগান্তর, কলকাতা, ২০১২।
5. নির্মলচন্দ্র দত্ত-মধ্যযুগ থেকে ইউরোপের আধুনিকতার উত্তরণ, কলকাতা, ২০১৮।

পর্যায় ৬ : মধ্যযুগীয় ইউরোপে ধর্ম এবং সংস্কৃতি

একক ১৫ □ খ্রিস্টধর্ম, গীর্জা এবং পোপতন্ত্র

গঠন

১৫.০ : উদ্দেশ্য

১৫.১ : ভূমিকা

১৫.২ : রোমান চার্চ ও পোপতন্ত্রের উত্থান

১৫.৩ : পোপতন্ত্রের বিকাশে গ্রেগরী দ্য গ্রেট বা প্রথম গ্রেগরী

১৫.৪ : চার্চের সম্প্রসারণ

১৫.৫ : ইনভেস্টিচ্যর সংগ্রাম

১৫.৬ : ফলাফল

১৫.৭ : অনুশীলনী

১৫.৮ : গ্রন্থপঞ্জি

১৫.০ উদ্দেশ্য

- আলোচ্য এককের প্রথম উদ্দেশ্য হল মধ্যযুগীয় ইউরোপের রোমান চার্চ ও পোপতন্ত্রের উত্থান কিভাবে হল তা শিক্ষার্থীদের অবগত করা।
- এই এককের অপর উদ্দেশ্য হল পোপতন্ত্রের বিকাশে প্রথম গ্রেগরী (৫৯০-৬০৪) কি ধরনের ভূমিকা পালন করেছিল তার উপর আলোকপাত করা।
- শিক্ষার্থীদের পোপ ও রাজতন্ত্রের মধ্যে যে ইনভেস্টিচার দ্বন্দ্ব হয়েছিল তার কারন ও ফলাফল অনুসন্ধানে আগ্রহী করে তোলা হল উক্ত এককের অপর উদ্দেশ্য।

১৫.১: ভূমিকা

মধ্যযুগে খ্রিস্টান জগতের সর্বত্র ধর্মের প্রসার এবং ব্যাপক প্রভাবের ফলে ধর্মগুরু পোপ এবং রোমান চার্চের উত্থান এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দীর্ঘকাল ধরে পোপের নেতৃত্বাধীন রোমান চার্চকে কেন্দ্র করে পশ্চিম ইউরোপের অন্তর্নিহিত ঐক্য গড়ে উঠেছিল। ছোটো-বড়ো রাজ্যগুলির উপর এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পোপতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ

সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মধ্যযুগে পোপদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে সম্মানিত হয়েছিলেন প্রথম গ্রেগরী (৫৯০-৬০৪)। সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের উপর পোপের রাষ্ট্রনৈতিক দাবি প্রতিফলিত হয়েছে। প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা সাময়িকভাবে হস্তান্তরিত করার অধিকার বা মনোনীত ব্যক্তির উপর তা অর্পণ করার অধিকার পোপের আছে—এই দাবির বাস্তব রূপায়ণের জন্যই সম্ভবত পোপ তৃতীয় লিও-র উদ্যোগে ও আগ্রহে ৮০০ খিস্টাব্দে শালমানের সম্রাট রূপে অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নবম থেকে দশম শতকের মাঝামাঝি সামান্য থেকে অসামান্য হওয়ার পরেই পোপতন্ত্র চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পরে আবার শুরু হয় আরোহনের পর্ব। দশম থেকে একাদশ শতকের প্রথমার্ধে পোপতন্ত্রের পক্ষে ছিল নিতান্ত দুঃসময়। এই সময় কোনো প্রতিভাসম্পন্ন পোপের আবির্ভাব ঘটে নি। ধর্মাচরণে, নৈতিক মান রক্ষায়, শিক্ষা সংস্কৃতির অনুশীলনে চার্চের ভূমিকা বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। প্রায় দেড়শো বছরের অবমাননা ও গ্লানিময় অস্তিত্ব রক্ষার পরে ১০৪৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট তৃতীয় হেনরীর আগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পুনরায় শুরু হয় বিশুদ্ধিকরণ আন্দোলন, ধর্মগুরুকে তার স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ।

১০৭৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ সপ্তম গ্রেগরী রূপে হিলডিব্রান্ডের নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত খ্রিস্টান জগৎ আলোড়িত হয়ে উঠল ধর্মগুরু এবং সম্রাটের শক্তি পরীক্ষার প্রতিযোগিতায়। গ্রেগরীর দাবি ছিল যে সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করার পূর্ণ এবং বৈধ অধিকার পোপের আছে। ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে সপ্তম গ্রেগরী অযাজক সামন্তপ্রভু কর্তৃক যাজক সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে 'ইনভেস্টিচ্যর' প্রথা এবং অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেন এবং এই আদেশকে কেন্দ্র করে শুরু হয় পোপ এবং সম্রাটের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী, রক্তক্ষয়ী এক সংগ্রাম। গ্রেগরীর মতে চার্চের অধীনস্থ সব কিছুই খ্রিস্ট ও সন্তদের সম্পত্তি এবং সেখানে হস্তক্ষেপ করার অর্থই হলো আধ্যাত্মিক শক্তির অবমাননা। ইনভেস্টিচ্যর' সংগ্রাম ব্যাপক রূপ ধারণ করে। ১১২২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ার্মস-এর চুক্তির মাধ্যমে অর্ধ-শতাব্দীর সংগ্রাম শেষে সম্রাট এবং পোপ একটা মীমাংসায় আসতে সক্ষম হন। তবে এর ফলাফল সন্তোষজনক ছিল না।

এই এককে মধ্যযুগের ইউরোপে খ্রিস্ট ধর্মের প্রসারের প্রেক্ষাপটে রোমান চার্চের উত্থান এবং পোপতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আলোচিত হবে। দশম থেকে একাদশ শতকের প্রথমার্ধে পোপতন্ত্র সংকট কাটিয়ে কিভাবে ধর্মগুরু স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন এবং 'ইনভেস্টিচ্যর' প্রথাকে কেন্দ্র করে পোপ এবং সম্রাটের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংকট এবং এর পরিণতি বিষয়ে আলোচনা হবে।

১৫.২ : রোমান চার্চ ও পোপতন্ত্রের উত্থান

মধ্যযুগে ইউরোপে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার এবং প্রসারের মধ্যে রোমান চার্চ এবং ধর্মগুরু পোপের 'অবিসংবাদিত নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠার কারণ নিহিত। দীর্ঘকাল ধরে পোপের নেতৃত্বে রোমান চার্চ লাতিন খ্রিস্টান রাজ্যের প্রধান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল এবং রোমান চার্চকে কেন্দ্র করে পশ্চিম ইউরোপের অন্তর্নিহিত ঐক্য গড়ে উঠেছিল। ছোটো-বড়ো রাজ্যগুলির ওপর এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পোপতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৩১২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সম্রাট কনস্টানটাইনের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ এবং ৩৯১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট থিওডোসিয়াস কর্তৃক তাকে রোমান সাম্রাজ্যের বৈধধর্ম রূপে স্বীকৃতি দান ইউরোপে এই ধর্মের প্রসারের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। খ্রিস্টধর্মের প্রসারের সূচনায় কোনো শক্তিশালী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব না ঘটায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তৈরী কয়েকটি চার্চ নিয়ে শুরু হয়েছিল

খ্রিস্টের অনুরাগীদের ধর্মীয় জীবন। প্রথম দিকে খ্রিস্টান চার্চ ছিল নগরকেন্দ্রিক। বিশপরা সাধারণত নগরে বাস করতেন এবং খ্রিস্টান নাগরিক ও আশেপাশের খ্রিস্টানদের ধর্মীয় জীবন নিয়ন্ত্রণ করতেন। প্রথমে নগরের বিশপদের সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে মনে করা হলেও ক্রমশ ধর্মীয় বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রয়োজন অনুসারে আহূত ধর্মীয় সম্মেলনে স্থানীয় বিশপের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে। এভাবেই ক্রমশ রোম এবং কনস্টানটিনোপলের বিশপরা প্রতিপত্তি ও সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। তবে বিশপের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বের মূলে ছিল Doctrine of Apostolic Succession। চার্চ প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে বিশপদের প্রেরিত শিষ্যবৃন্দের (Apostoles) উত্তরসূরী বলে মনে করা হোত। সুনির্দিষ্ট ধর্মশাস্ত্রের অভাবে মৌখিকভাবে শিষ্য পরম্পরা বিশপদের মাধ্যমেই মানবপুত্রের উপদেশ সম্প্রচারিত হয়েছিল বলে তারা পুণ্য ঐতিহ্যের বাহক হয়ে উঠেছিলেন। কখনো যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে তারা প্রেরিত শিষ্যবৃন্দের প্রতিষ্ঠিত বা স্মৃতিবিজড়িত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হতেন কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল যে প্রকৃত সত্য সেখানেই বিরাজমান। রোমান চার্চ এবং পোপের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পথে সব থেকে বড়ো বাধা এসেছিল যখন সম্রাট জাস্টিনিয়ান প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজ্যে চার্চকে সম্পূর্ণভাবে সম্রাটের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার প্রচেষ্টা হয়েছিল। এই প্রয়াস সফল হলে পোপের শ্রেষ্ঠত্বের অবসান ঘটত। কিন্তু কয়েকটি ঘটনার ফলে শেষ পর্যন্ত তা হয় নি। লাতিন খ্রিস্টান জগৎ রোমের প্রভাবাধীনে থেকে গিয়েছিল।

পশ্চিম ইউরোপে বর্বর আক্রমণের ফলে মানুষের জীবনে, খ্রিস্টীয় সমাজে পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। যোগ্য শাসকের অভাবে খ্রিস্টধর্ম রক্ষার প্রায় সমস্ত দায়িত্ব এসেছিল চার্চের ওপর। এই অস্থিরতার মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতির একমাত্র রক্ষক হিসাবে জনগণ পোপের শরণাপন্ন হয়েছে। ইতালির বিভিন্ন অঞ্চলে, রোম এবং তার প্রত্যন্ত প্রদেশে আরও ব্যাপকভাবে এই দায়িত্ব পালনে ব্রতী হতে দেখা গিয়েছিল একাধিক পোপকে। লোম্বার্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে রোম রক্ষার দায়িত্ব পালনে পোপ প্রথম গ্রেগরী (৫৯০-৬০৪) অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মধ্যযুগের পোপদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত প্রথম গ্রেগরী সারা জীবনব্যাপী এই সম্মানের অধিকারী হবার সাধনা করেছিলেন। তার সময় থেকেই পোপরা 'ঈশ্বরের সেবকদের সেবক' নামে পরিচিত হতে শুরু করেছিলেন। রোমান চার্চের আধিপত্য বিস্তার নয়, পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ থেকে পোপের ক্ষমতা মুক্ত করার প্রচেষ্টা নয়, মানবত্রাণই ছিল গ্রেগরীর একমাত্র লক্ষ্য।

১৫.৩ : পোপতন্ত্রের বিকাশে গ্রেগরী দ্য গ্রেট বা প্রথম গ্রেগরী

প্রথম গ্রেগরী (৫৯০-৬০৪) পোপের পদ অলংকৃত করার আগে কনস্টান্টিনোপল-এ রোমান চার্চের প্রতিনিধি হিসাবে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তার ভিত্তিতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে শাসক ও ধর্মরক্ষকরূপে সম্রাটের বিরোধিতা করে রোমান চার্চের কোনো লাভ হবে না। এই কারণে পোপের ক্ষমতার বিকাশের জন্যে গ্রেগরী এমন ক্ষেত্র বেছে নিয়েছিলেন যেখানে বাইজানটাইন সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তিনি উত্তর ও মধ্য ইউরোপকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেছিলেন। এই সমস্ত অঞ্চলে পোপ এবং সম্রাটের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা ছিল না। গ্রেগরীর এই বাস্তব বুদ্ধির কারণে মধ্যযুগে পোপতন্ত্রকে বাইজানটাইন সম্রাটের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বাধাহীনভাবে বিকশিত হবার সুযোগ দিয়েছিল। রোমান চার্চই যে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও জাতিগুলির জননীস্বরূপা এবং ধর্মগুরু পোপই যে তাদের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রধান অবলম্বন—গ্রেগরীর কৃতিত্বের ফলেই এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের শাসকবর্গকে তিনি এও বোঝাতে চেয়েছিলেন যে পার্থিব শক্তি সর্বাংশে এবং সর্বক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক শক্তির অধীন। পোপের অনুশাসন ও নির্দেশাবলী অগ্রাহ্য করার শাস্তি

সমাজচ্যুতি এবং তা যাজক থেকে শুরু করে গৃহী উভয় শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হতে পারে সে তথ্য তিনি ক্লান্তিহীনভাবে প্রচার করেছেন। যাজকদের তিনি পোপের আজ্ঞাবহ মনে করতেন এবং চার্চের মধ্যে ক্রমোন্নত শ্রেণীবিভাগ, যোগ্যতা অনুযায়ী কর্ম ও দায়িত্ব অর্পণ বিষয়ে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনিই প্রথম খ্রিস্টান সমাজকে Society of Christian Commonwealth রূপে অভিহিত করেন এবং পোপই যে যাজকবৃন্দের সহায়তায় এই সমাজ নিয়ন্ত্রণের অধিকারী তা গ্রেগরী দ্য গ্রেটের সাংগঠনিক প্রতিভার বলে একটি সুবিদিত তত্ত্বের রূপ নেয়। পোপের আধিপত্য অতি সহজে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টান পুণ্যভূমিতে পার্থিব-অপার্থিব সকল শক্তির আধার ধর্মগুরু পোপ ছাড়া আর কেউই নন, প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা সাময়িকভাবে হস্তান্তরিত করার বা মনোনীত ব্যক্তির ওপর তা অর্পণ করার অধিকার পোপের আছেএই দাবির বাস্তব রূপায়ণের জন্যই সম্ভবত পোপ তৃতীয় লিও-র উদ্যোগে ৮০০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সম্রাট শালমানের সম্রাট রূপে অভিষেক। এই ঘটনার মধ্যে নিহিত ছিল মধ্যযুগের দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর এক অধ্যায়-সম্রাট ও পোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের দ্বন্দ্ব।

১৫.৪ : চার্চের সম্প্রসারণ

নবম থেকে দশম শতকের মাঝামাঝি সময়ে সামান্য থেকে অসামান্য হওয়ার পরেই পোপতন্ত্র চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পরে আবার শুরু হয় আরোহনের পর্ব। নবম থেকে দশম শতকের প্রথমার্ধে পোপতন্ত্র নিজের মর্যাদাবৃদ্ধি এবং শক্তি সঞ্চয়ে সক্ষম হয় কয়েকটি কারণে। পোপ প্রথম গ্রেগরীর সময় থেকেই সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলিকে একে অন্যের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। প্রায় দুশো বছর ধরে তারা ইতালিতে গ্রীক সম্রাটের শক্তি বৃদ্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিলেন লোম্বার্ডদের ব্যবহার করে। আবার উত্তর ইতালিতে লোম্বার্ডরা শক্তি অর্জন করলে তাদের দমন করার জন্য তারা ফ্রাঙ্ক শাসকদের শরণাপন্ন হন দ্বিধাহীনভাবে। অবশ্য এর ফলে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পেলেও নবম শতকের গোড়ায় শক্তিশালী ফ্রাঙ্ক সম্রাট শার্লমানের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েন। শার্লমান নিজেকে শুধু একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হিসেবে দেখেন নি, তার বিচারে তিনিই ছিলেন চার্চের এবং তাঁর প্রজাবর্গের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ন্তা। তবে ৮১৪ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শার্লমানের মৃত্যুর পর ক্যারোলিঞ্জীয় বংশের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করেন পোপতন্ত্র। ব্যক্তিত্বহীন সম্রাট লুই দ্য পায়াসের শাসনকালে পর পর দুই জন পোপ-পঞ্চম স্টিফেন (৮১৬-১৭), এবং প্যাস্কাল (৮১৭-২৪) সম্রাটের হস্তক্ষেপ ছাড়া নির্বাচিত হন। লুইও ঘোষণা করেন যে পোপের নির্বাচন অবাধ হওয়া উচিত। নবম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভাইকিং, স্যারাসেন ও ম্যাগিয়ার আক্রমণের ফলে এবং পারিবারিক দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত ক্যারোলিঞ্জীয় শাসকদের পক্ষে পোপতন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সঙ্গে উত্তর ও মধ্য ইতালির অধিবাসীরাও উপলব্ধি করেন যে বর্বর আক্রমণের মোকাবিলার জন্য পোপের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তাদের উপায় নেই।

নবম ও দশম শতকে ক্ষমতার পার্থিব ভিত্তি প্রতিষ্ঠায়ও পোপতন্ত্র সফল হয়। অষ্টম ও নবম শতকে পিপিন ও শার্লমানের শ্রদ্ধাদানের ফলে মধ্য ইতালিতে রোমের নিকটবর্তী এলাকায় পোপের ভূসম্পত্তির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে। ক্রমবর্ধমান এই ভূসম্পত্তি শাসন করতেন পোপ। ধর্মগুরুর ভূমিকার এই সম্প্রসারণ ও পরিবর্তনে কোনো প্রতিক্রিয়া খ্রিস্টান জগতে লক্ষ্য করা যায় নি। বিশাল ভূসম্পত্তি থেকে নিয়মিত রাজস্ব ও নানা উৎস থেকে বিপুল অর্থাগমের ফলে একটি স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলে আত্ম ও স্বার্থরক্ষা পোপের পক্ষে সম্ভব হয়। তাছাড়া নবম ও দশম শতকে জাতীয় চেতনার অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাদ বিসংবাদের মীমাংসা ও মধ্যস্থতা করার দায়িত্ব পালন করে

পোপতন্ত্র তার মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সঙ্গে যে 'ক্যানন ল' (Canon law) বা ধর্মীয়-যাজকীয় আইনাবলী তার প্রধান উৎস ছিল পোপ। নতুন যাজকীয় আইন-প্রবর্তন ছিল সম্পূর্ণভাবে পোপের অনুমতি সাপেক্ষ এবং যাজকীয় বিচারালয়ের প্রাণকেন্দ্র ছিল পোপ এবং তাঁর প্রধান সহায়ক ছিল 'কিউরিয়া।

দশম এবং একাদশ শতকের প্রথমার্ধ পোপতন্ত্রের পক্ষে ছিল নিতান্ত দুঃসময়। এই সময় কোনো প্রতিভাসম্পন্ন পোপের আবির্ভাব ঘটেনি। ধর্মাচরণে, নৈতিক মান রক্ষায়, শিক্ষা সংস্কৃতির অনুশীলনে চার্চের ভূমিকা বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে এই সময়ে। ইতালির অভিজাতবর্গেরও পোপের প্রতি বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। চার্চের ভূসম্পত্তি গ্রাস করতে তারা কোনো দ্বিধা অনুভব করতেন না। পিপিন বা শার্লমানের মতো কোনো শক্তিশালী রাজার শরণাগত হবার উপায় না থাকায় একের পর এক পোপ ইতালির বিভিন্ন অভিজাত গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে থাকেন। এইভাবে ইতালির অভ্যন্তরীণ রাজনীতির পরিবেশের বশীভূত হয়ে পড়ে পোপতন্ত্র। খ্রিস্টান জগতের 'ত্রাতাগণ' ইতালির বিভিন্ন পরিবারের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হন। ৯৪৬-১০৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রোমের অভিজাতবর্গ জার্মান রাজাদের অন্যত্র ব্যস্ততার সুযোগে মাঝে মাঝে নিজেদের প্রার্থীদের পোপ পদে নির্বাচিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইভাবে নির্বাচিতদের মধ্যে সপ্তম বেনিডিক্ট-এর মতো সংস্কারক ও দ্বিতীয় সিলভেস্টার-এর মতো জ্ঞানী মানুষের সঙ্গে দুশ্চরিত্র, উচ্ছল এবং অক্ষম পোপও ছিলেন। এই সময়কালে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের চার্চগুলি থেকে পোপতন্ত্র প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রায় দেড়শো বছরের এই অবমাননা ও গ্লানিময় অস্তিত্ব রক্ষার পর ১০৪৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট তৃতীয় হেনরীর আগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষতায় পুনরায় শুরু হয় বিশুদ্ধিকরণ আন্দোলন। ধর্মগুরুকে তার স্বমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠার শুভ উদ্যোগ।

১৫.৫: ইনভেস্টিচ্যর সংগ্রাম

সম্রাট তৃতীয় হেনরীর রাজত্বকালে, রোমে পোপতন্ত্রের আত্মপ্রকাশের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। ১০৫৯ খ্রিস্টাব্দে 'নির্বাচন অনুশাসন' প্রবর্তনের পর রোমের চার্চের সর্বোচ্চ পদটি থেকে রাজশক্তির ছায়াটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়। পোপের মন্ত্রণা-পরিষদের সঙ্গে যুক্ত প্রায় পঞ্চাশ জন কার্ডিনালের উপর পোপ পদে চূড়ান্ত মনোনয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। একাদশ শতকের যাটের দশক থেকে নির্বাচিত পোপকে নিঃশর্তে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া সম্রাট বা রোমের জনগণের আর উপায় ছিল না। ১০৫৯ খ্রিস্টাব্দে পোপতন্ত্র রাজনীতির অঙ্গণে প্রবেশ করে। মেলফিতে পোপ দ্বিতীয় নিকোলাস রবার্ট গুইসকার্ড এবং ক্যাপুয়ার রিচার্ডের সঙ্গে এক চুক্তি করেন এই মর্মে যে দক্ষিণ ইতালিতে তারা যে সমস্ত ভূখণ্ড জয় করেছেন এবং সিসিলিতে যে সমস্ত অঞ্চল তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হতে চলেছে সেগুলিতে পোপ তাদের বিধিসম্মত পদ্ধতিতে স্থাপিত করবেন (invest), বিনিময়ে তারা পোপের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করবেন ও পোপকে 'সেবার' প্রতিশ্রুতি দান করবেন। মেল্‌ফির চুক্তি দ্বারা পোপের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের প্রবলতম শক্তিকে অবলম্বন করে সফল হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।

পোপ দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের আমলে (১০৬১-৭৩) প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সংগ্রামের থেকে বেশি লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল অভ্যন্তরীণ সংস্কারের কাজ দ্রুততর করার প্রয়াস। ১০৭৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ সপ্তম গ্রেগরী রূপে হিলডিব্রান্ডের নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত খ্রিস্টান জগৎ আলোড়িত হয়ে উঠল ধর্মগুরু এবং সম্রাটের শক্তির প্রতিযোগিতায়। পোপতন্ত্রের সম্মান ও স্বার্থরক্ষার তাগিদে এই যাজক ছিলেন কূটনীতিতে সুদক্ষ এবং যে কোনো আপোষ-প্রচেষ্টার

বিরোধী। সমাজের আমূল পরিবর্তন, চার্চের বিশুদ্ধিকরণে তার আগ্রহ ছিল। অ্যাবট, প্রায়র প্রভৃতির নির্বাচনকে সর্বপ্রকার লৌকিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করার যে আদর্শ ক্লুনি মঠ থেকে পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, তা সপ্তম গ্রেগরীকে অনুপ্রাণিত করেছিল। সপ্তম গ্রেগরীর রচনা 'Dictatus Papae' (১০৭৫)-র প্রতিটি বাক্য, ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত খ্রিস্টান সমাজে পোপের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ছিল মুখর। গ্রেগরীর দাবি ছিল যে সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করার পূর্ণ এবং বৈধ অধিকার পোপের আছে। খ্রিস্টান জগতের সকল শাসককে নিয়ন্ত্রণ করা এবং অবাধ্য ও ধর্মভ্রষ্ট হলে তাঁদের অপসারিত করার পূর্ণ এবং বৈধ অধিকার পোপের আছে। খ্রিষ্টান জগতের সকল শাসককে নিয়ন্ত্রণ করা এবং অবাধ্য ও ধর্মভ্রষ্ট হলে তাদের অপসারিত করা তাঁর অধিকারভুক্ত বলেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন। পোপের এই দাবির প্রতি তাৎক্ষণিক আনুগত্য এসেছিল কর্সিকা, সার্ডিনিয়া, আরাগন-এর শাসকদের কাছ থেকে তবে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, হাঙ্গেরী ও ডেনমার্কের শাসকবৃন্দ পোপতন্ত্রের এই নতুন ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেন নি।

পোপপদে অভিষিক্ত হয়ে গ্রেগরী প্রতিটি চার্চে সিমনি এবং যাজকদের বিবাহ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ পাঠান। বিবাহিত যাজকদের পক্ষে sacrament অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়। যাজক সম্প্রদায়ের উপর অবাধ কর্তৃত্ব স্থাপন করেই তৃপ্ত থাকা গ্রেগরীর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তিনি যে খ্রিস্টান জগতের সর্বময় প্রভু-আধ্যাত্মিক এবং লৌকিক জীবনের একক নিয়ন্ত্রক এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্ষমতালিপ্সু পোপের হাত শাসকবৃন্দের দিকে প্রসারিত হোল। ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দে রোমে আহূত লেন্ট (Lent) সম্মেলনে সম্রাট চতুর্থ হেনরীর পাঁচজন প্রধান পরামর্শদাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তাদের সমাজচ্যুত বলে ঘোষণা করলেন গ্রেগরী। ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে সপ্তম গ্রেগরী অযাজক সামন্তপ্রভু কর্তৃক যাজক সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে 'ইভেস্টিচ্যর' প্রথা এবং অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেন এবং এই আদেশকে কেন্দ্র করে শুরু হয় পোপ এবং সম্রাটের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী, রক্তক্ষয়ী এক সংগ্রাম। গ্রেগরীর মতে চার্চের অধীনস্থ সব কিছুই খ্রিস্ট ও সন্তদের সম্পত্তি এবং সেখানে হস্তক্ষেপ করার অর্থই হলো আধ্যাত্মিক শক্তির অবমাননা। 'ইনভেস্টিচ্যর' সংগ্রাম ব্যাপক রূপ ধারণ করে। অযাজক সম্প্রদায় বহুকাল ধরে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর যে সমস্ত মালিকানা, স্বত্ব এবং অধিকার ভোগ করে আসছিল, তা সবই নাশ করতে উদ্যোগী হয়। শাসককুল এর ফলে এক অস্বাভাবিক সংকটের সম্মুখীন হয়।

রোমে আহূত লেনটেন (Lenten) ধর্ম সভায় চতুর্থ হেনরী সমাজচ্যুত বলে ঘোষিত হন। পোপ তার কাছ থেকে শাসনক্ষমতা কেড়ে নেন। অপরদিকে মেনজ-এ অনুষ্ঠিত সেন্ট পিটার এবং সেন্ট পল-এর এক স্মরণসভায় হেনরী পোপকে সমাজচ্যুত করেন। কিন্তু চতুর্থ হেনরী জার্মানিতে তার শক্তির মূল্যায়নে সক্ষম হন নি। স্যাক্সনী এবং দক্ষিণ জার্মানির যাজক এবং অযাজক বহু প্রভাবশালী সামন্ত-প্রভুকে সম্রাটপক্ষকে ত্যাগ করতে দেখা গেল। পোপ কর্তৃক চতুর্থ হেনরীর সিংহাসনচ্যুতির আদেশ ঘোষণার পর সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তারা বৈধ বলেই মনে করেন। শেষ পর্য্যন্ত চতুর্থ হেনরী ১০৭৭ খ্রিস্টাব্দে ২৫ জানুয়ারি পোপের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করেন। একজন যাজক হিসাবে গ্রেগরী বাধ্য হন অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থীকে দয়া প্রদর্শন করতে। সম্রাট চতুর্থ হেনরী সম্ভবত আশা করেছিলেন যে তাঁর আত্মসমর্পণের এই ঘটনা বিদ্রোহী জার্মান সামন্তবর্গ ও পোপ পক্ষ অবলম্বনকারীদের মধ্যে স্থায়ী ব্যবধান সৃষ্টি করবে। কিন্তু সম্রাটের এই নিঃশর্ত নতি স্বীকার কাউকে খুশী করে নি।।

Geoffray Barracklough তাঁর (The Origins of Modern Germany) গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করেন

যে একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পোপ সপ্তম গ্রেগরীর আদর্শ ও পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিম ইউরোপে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে 'ইনভেস্টিচ্যর কনটেস্ট' আখ্যা দেওয়া সমীচীন নয় কারণ আন্দোলনটির ব্যাপকতার ইঙ্গিত বহন করে না। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং তার সঙ্গে যুক্ত কিছু লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের ত্রুটি সংশোধনের জন্য সপ্তম গ্রেগরী উদ্দীপিত হননি। খ্রিস্টীয় সমাজে 'right order' থাকা উচিত কিনা সে প্রশ্নকে গুরুত্ব না দিয়ে পোপ পক্ষীয়দের এই চিন্তাই ব্যস্ত রেখেছিল যে কিভাবে এই 'right order'-কে খ্রিস্টান জগতে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। সমাজের এই নতুন বিন্যাসে পোপ যে সব থেকে শীর্ষে থাকবেন এ সম্পর্কে সপ্তম গ্রেগরী এবং তাঁর অনুগামীরা নিশ্চিত ছিলেন। এছাড়া গ্রেগরী পরিচালিত এই আন্দোলনের অপর এক তাৎপর্য্য ছিল পার্থিব বিষয় থেকে মুক্ত থাকার যে নীতি চার্চ এতদিন অনুসরণ করে এসেছিল, তা পরিত্যক্ত হলো। সপ্তম গ্রেগরীর লক্ষ্য ছিল লৌকিক জগতের প্রতি উদাসীন থেকে নয়, তাকে সম্পূর্ণরূপে খ্রিস্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে খ্রিস্টধর্মকে সমাজের একমাত্র নৈতিক ভিত্তি রূপে প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর এই নীতির বাস্তব রূপায়ণে বাধার সৃষ্টি করেছিল সম্রাট অটো প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা যার ভিত্তি ছিল রাজ্যের সমস্ত চার্চের যাজকদের নিয়োগ-ব্যবস্থা রাজার ইচ্ছাধীনে রাখা। পোপ এবং সম্রাটপক্ষের পরস্পরবিরোধী নীতি একাদশ শতকের খ্রিস্টান জগতে সংঘাত অনিবার্য করে তুলেছিল। গ্রেগরী পরিচালিত 'right order' প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাফল্য চার্চের উপর রাজন্যবর্গের ক্ষমতা লুপ্ত করার উপরই নির্ভরশীল ছিল। Barracklough লিখেছেন যে খ্রিস্টীয় সমাজে রাজতন্ত্রের স্থানের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সপ্তম গ্রেগরী এবং চতুর্থ হেনরীর তিক্ত সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছিল। গ্রেগরী যে তাঁর অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছেন তা প্রমাণ করার জন্য চতুর্থ হেনরী ঘোষণা করেছিলেন যে ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে শাসক ইহলোক শাসন করার জন্য মনোনীত হয়েছেন, গ্রেগরী তাঁর বিনাশ করার দুঃসহ স্পর্ধা প্রকাশ করে ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করেছেন। কোনো ধর্মগুরু নয়—একমাত্র ঈশ্বরই শাসকের একমাত্র বিচারক। সম্রাট ও পোপের শক্তি পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় ১০৭৭ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ হেনরীর আত্মসমর্পণের মধ্যে শেষ হলেও সংঘর্ষের কারণগুলি থেকেই গিয়েছিল।

১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে সপ্তম গ্রেগরীর মৃত্যু হয় কিন্তু ইনভেস্টিচ্যর কনটেস্ট'-এর অবসান হয় নি। পরবর্তী পোপ তৃতীয় ভিক্টরের স্বল্পকাল স্থায়ী শাসনের পর ক্লুনির এক প্রাক্তন আশ্রমিক এবং গ্রেগরীর উগ্র সমর্থক দ্বিতীয় আরবান রূপে পোপ পদে বৃত হন ১০৮৮ খ্রিস্টাব্দে। এই সময়ে পোপকে সর্বাধিনায়ক করে এক খ্রিস্টান বহিনী গঠনের উদ্যোগ শুরু হয়। পোপতন্ত্রের এই উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সম্রাট চতুর্থ হেনরীর সাফল্যের সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীণ হয়। দ্বিতীয় আরবানের বিচক্ষণতা এবং ধর্মীয় বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রবণতা তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দে এক ধর্মীয় সম্মেলনে ইতালির বিশপরা তার নেতৃত্ব মেনে নেন।

চতুর্থ হেনরীর মৃত্যুর পর জার্মান বিশপদের 'invest' করার প্রশ্নটির মীমাংসা হয় নি। কূটবুদ্ধি সম্পন্ন নতুন জার্মান-রাজ পঞ্চম হেনরী রাজশক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনে রাজনীতিতে অভিজাতদের প্রাধান্য স্বীকার করেন। এর ফলে পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিজের শক্তি বৃদ্ধি পেলেও তাতে রাজস্বার্থ ক্ষুন্ন হয়। বিগত তিরিশ বছরে পোপতন্ত্রের সঙ্গে রাজার সংগ্রামের সুযোগে সামন্ত প্রভুরা জার্মানিতে যে সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করে এসেছিলেন, পঞ্চম হেনরী তা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন। তবে পোপতন্ত্রের সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় রাজা আর একা ছিলেন না, তার পক্ষে ছিলেন সামন্তবর্গ। কিন্তু সামন্তবর্গের উপর নির্ভরশীলতার কারণে উদ্ভূত বিপদ পঞ্চম হেনরীকে পোপের সঙ্গে আপোষ মীমাংসায় আগ্রহী করে।

রাষ্ট্র ও চার্চের বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়ে ভূম্যধিকারীদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ এবং রাজা তাদের সমর্থন করায় 'ইনভেস্টিচ্যর' সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব একটা নতুন মাত্রা পেয়েছিল। উভয় পক্ষ থেকে মনোনীত বারো জনের এক কমিশনের উপর মীমাংসার সূত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১১২২ খ্রিস্টাব্দে ২২ সেপ্টেম্বর কনকরডাট-অফ ওয়ার্মস'-এর ঐক্যমত অনুসারে রাজা যাজক-ভূস্বামীদের অঙ্গুরীয় এবং পালনীয়-দণ্ড (ring and staff) প্রদান করে প্রথাগত ইনভেস্টিচ্যর অনুষ্ঠান পালন থেকে বিরত থাকতে স্বীকৃত হন, পরিবর্তে রাজদণ্ডের আনুষ্ঠানিক ব্যবহার দ্বারা রাজা কর্তৃক বিশপকে 'regalia' অর্পণ করে 'invest' করার প্রথা মেনে নেন। অর্থাৎ সদ্য অভিষিক্ত বিশপকে রাজদণ্ড দ্বারা স্পর্শ করার প্রথা অব্যাহত রাখার প্রথা রাজা লাভ করেন। এই প্রথার দ্বারা এই তত্ত্ব ঘোষিত হলো যে নব নির্বাচিত বিশপরা তাদের অধীনস্থ এলাকায় যে সব রাজকীয় অধিকার প্রয়োগ করবেন তা একান্তভাবে রাজমহানুভবতা প্রসূত। বিশপ এবং অ্যাবটরা রাজার নিকট থেকে পাওয়া ভূসম্পত্তির জন্য তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য থাকবেন এবং সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে তাঁরা রাজভৃত্যরূপে গণ্য হবেন। এ সিদ্ধান্তও ঘোষিত হয় যে জার্মানিতে সর্বপ্রকার যাজকীয় নির্বাচন রাজার ব্যক্তিগত প্রতিনিধির সম্মুখে অনুষ্ঠিত হবে। এর ফলে জার্মান চার্চের উপর রাজার নিয়ন্ত্রণ রক্ষার ব্যবস্থা হয়। ইতালি এবং বার্গান্ডিতে রাজস্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা হলেও এই দুই স্থানে রাজার নিকটে বিশপ নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। রাজা এই ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন যে যাজকেরা বিশপ পদে উন্নীত হবেন এবং পদাভিষেকের ছয় মাসের মধ্যে রাজা তাদের 'regalia' প্রদান করবেন।

১৫.৬: ফলাফল

'ওয়ার্মস'-এর চুক্তির মাধ্যমে অর্ধ-শতাব্দীর সংগ্রাম শেষে সম্রাট এবং পোপ একটা মীমাংসায় আসতে পেরেছিলেন। এই সংঘর্ষের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে দেখা যায় যে সম্রাট তৃতীয় হেনরীর মৃত্যুর পর জার্মান সম্রাটদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল পোপতন্ত্র। হিলডিব্রান্ডের লক্ষ্য ছিল এই ভূমিকার আমূল পরিবর্তন এবং এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি যে সংগ্রামের সূচনা করলেন তার ফল হিসাবে দেখা গেল যে পোপ নয়, জার্মান রাজন্যবর্গ গ্রহণ করেছে জার্মানির শাসকের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা। জার্মান রাজশক্তির মর্য্যাদা উদ্ধারে চতুর্থ হেনরীর আজীবন সংগ্রাম সত্ত্বেও জার্মান রাজাদের পরাক্রমের পুনরুজ্জীবন আর সম্ভব ছিল না। সম্রাট চতুর্থ হেনরী এবং পোপ সপ্তম গ্রেগরীর বিরোধ যে ঘটনাস্রোতের সৃষ্টি করেছিল তার অভিঘাতে জার্মানির জাতীয় জীবন বিপর্য্যস্ত হয়। জার্মানির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিভিন্ন পক্ষের সেনাবাহিনীর অবিরাম আসা যাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, কৃষি উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পঁচাত্তর বছরের এই অন্তর্দ্বন্দ্বে রাজশক্তি হীনবল হয়। বোহেমিয়া, বার্গান্ডি, প্রভাঁস, লোম্বার্ডি রাজ হস্তচ্যুত হয়। চতুর্থ হেনরীর উত্তরপুরুষদের পক্ষে জার্মানির অভ্যন্তরে রাজধর্ম পালনের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় নি। একটি স্থায়ী এবং নির্দিষ্ট শাসন কেন্দ্র না থাকায় শাসনব্যবস্থা প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়। ইংল্যান্ডে লন্ডন, ফ্রান্সে পারী ইতিমধ্যে রাজধানী রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও গোসলার-কে জার্মানির রাজধানী হিসাবে গড়ে তোলার যে চেষ্টা চতুর্থ হেনরী করেছিলেন তা ফলপ্রসূ হয় নি। এখানকার অসংখ্য সামন্ত-রাজার অস্তিত্বের ফলে এই বিশাল ভূখণ্ডে বিকেন্দ্রীয় চরিত্র প্রকট হয়ে উঠেছিল। Barracklough-এর মতে, ইনভেস্টিচ্যর-সংক্রান্ত বিরোধই জার্মানিকে অতি দ্রুত এবং নিশ্চিতভাবে সামন্ততন্ত্রের সর্বগ্রাসী আওতার মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল।

১৫.৭: অনুশীলনী

১। মধ্যযুগে ইউরোপে রোমান চার্চ ও পোপতন্ত্রের উত্থানের প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন। পোপতন্ত্রের বিকাশে প্রথম গ্রেগরী-র (৫৯০-৬০৪) অবদান কি ছিল?

২। নবম থেকে দশম শতকের মাঝামাঝি সময়ে পোপতন্ত্রের মর্যাদাবৃদ্ধি এবং শক্তিসঞ্চয়ের কারণ কি ছিল?

৩। ইনভেস্টিচ্যর সংক্রান্তদ্বন্দ্ব আলোচনা করুন।

৪। টীকা লিখুন: (ক) সপ্তম গ্রেগরী, (খ) ওয়ার্মর্স-এর চুক্তি।

১৫.৮: গ্রন্থপঞ্জি

1. Barraclough Geoffrey—*The Origins of Modern Germany*– New York– 1963.

2. ....*The Medieval Papacy*– Harcourt– Brace & World– 1968.

3. নির্মলচন্দ্র দত্ত-মধ্যযুগের ইউরোপ, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ২০১৭।

একক - ১৬ : মঠজীবনবাদ

গঠন

১৬.০ : উদ্দেশ্য

১৬.১ : ভূমিকা

১৬.২ : মঠজীবনবাদ

১৬.৩ : সেন্ট বেনিডিক্টের বিধানাবলী

১৬.৪ : মঠজীবনবাদের সংস্কার : ক্লুনির অবদান

১৬.৫ : ক্লুনি নিয়ন্ত্রিত মঠজীবনবাদের সঙ্গে পোপতন্ত্রের নেতৃত্বাধীন সংস্কার আন্দোলনের সম্পর্ক

১৬.৬ : অনুশীলনী

১৬.৭ : গ্রন্থপঞ্জি

১৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মধ্যযুগীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে মঠ জীবনবাদের অবদান সম্পর্কে অবগত হবে।

- উক্ত এককের অপর উদ্দেশ্য হল সেন্ট বেনেডিক্ট বিধি ও কুনির সংস্কার সমুহগুলি অনুধাবন করা।
- কুনির নিয়ন্ত্রিত মঠ জীবনবাদের সঙ্গে পোপতন্ত্রের নেতৃত্বাধীন যে সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তা পর্য্যালোচনা করাও আলোচ্য এককের অন্যতম উদ্দেশ্য।

১৬.১: ভূমিকা

মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে মঠজীবনবাদের অবদান অনস্বীকার্য। লাতিন খ্রিস্টান রাজ্যগুলিতে অসংখ্য মঠকে কেন্দ্র করে ধর্মানুশীলন, সমাজ সেবা, বিদ্যাচর্চা ও চার্চের বহু বিচিত্র কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল। ত্যাগ ও সেবার প্রতীক এই মঠগুলি ছিল ধনী দরিদ্র সকল স্তরের মানুষের নিকট খ্রিস্টের বাণী পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম। পঞ্চম শতকের শেষার্ধে মঠজীবনবাদের উদ্গাতা রূপে নার্সিয়ার সেন্ট বেনিডিক্ট (St. Benedict)-এর আবির্ভাব ঘটে যার প্রয়াসে নির্জনতায়, স্বেচ্ছা-নির্বাসনে, কঠিন তপস্যার মধ্য দিয়ে মুক্তি অর্জনের পরিবর্তে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে, সেবা ও বিদ্যানুশীলনের আদর্শ মঠবাসীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ৫২৯ খ্রিস্টাব্দে আশ্রমিকদের জন্য সেন্ট বেনিডিক্ট যে বিধানাবলী রচনা করেছিলেন, তা খ্রিস্টান জগতে সর্বাধিক প্রচারিত এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণ

করা হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে যে বৈভব ও বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করে মঠবাসীদের জীবন শুরু হয়েছিল, তাই তাদের জীবনে আসতে শুরু করে। শুধু বিশাল ভূসম্পত্তি নয়, তার সঙ্গে বিচিত্র দায় দায়িত্বে আকীর্ণ হয়ে ওঠে আশ্রমিকদের শান্ত, বৈভবহীন জীবন। এইভাবে সমস্ত লাতিন রাজ্যে বেনিডিক্টীয় মঠগুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিত্ত, ক্ষমতা ও স্বায়ত্তশাসনের উৎসে পরিণত হয়। ফলে বেনিডিক্টীয় মঠগুলি স্বাতন্ত্র ও বিশিষ্টতা হারিয়ে মধ্যযুগের অসংখ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম হিসেবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে।

যে শুদ্ধ ও সংযত জীবনের আদর্শ বেনিডিক্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল, তা নবম শতকেই অনেক অঞ্চলে ম্লান হতে শুরু হওয়ায় পশ্চিম ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে বিধ্বস্ত মঠগুলির মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার ও নূতন মঠ প্রতিষ্ঠার এক শুভ প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই প্রচেষ্টার উৎস ছিল তিনটি নামুর-এর নিকট ব্রইন (Brogne) (৯২০), মেজ-এর নিকট গর্জ (Gorze), (৯৩৩) এবং বার্গান্ডির ক্লুনির মঠ (৯১০)। এদের মধ্যে ক্লুনির প্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী। ক্লুনির বিকাশ হয়েছিল স্বাধীনভাবে। খ্রিস্টান জগতের মঠগুলির সংস্কারের ক্ষেত্রে ক্লুনির সন্ন্যাসীরা বেনিডিক্টীয় বিধানের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। একাদশ ও দ্বাদশ শতকের খ্রিস্টান জগতের আধ্যাত্ম জীবনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বার্গান্ডির এই আশ্রম। ক্লুনির দৃষ্টান্তে সাধারণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সুদূরপ্রসারী সংস্কারের প্রেরণা এসেছিল। তবে মধ্যযুগের প্রতিটি শুদ্ধিকরণ আন্দোলনের ও মঠজীবনবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল, ক্লুনির ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয় নি। একাদশ শতকে লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্লুনির অধীন মঠগুলি বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়ে উঠেছে এবং ক্লুনি পরিণত হয়েছে বিষয় বৈভবে জর্জরিত একটি প্রতিষ্ঠানে।

এই এককে মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে মঠজীবনবাদের অবদান এবং এ ক্ষেত্রে এই বেনিডিক্টীয় সম্প্রদায় ও ক্লুনির মঠ-এর ভূমিকা আলোচিত হবে।।

১৬.২: মঠজীবনবাদ

মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে মঠবাসী খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের অবদান অনস্বীকার্য। লাতিন খ্রিস্টান রাজ্যগুলিতে অসংখ্য মঠকে কেন্দ্র করে ধর্মানুশীলন, সমাজ সেবা, বিদ্যাচর্চা ও চার্চের বহু বিচিত্র কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল। মঠগুলি ছিল ত্যাগ ও সেবার প্রতীক। ধনী দরিদ্র সকল স্তরের মানুষের নিকট খ্রিস্টের বাণী পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম ছিল এই মঠগুলি। মঠজীবনবাদের আদর্শ, বৈচিত্র্য এবং ব্যাপকতার জন্যই সম্ভবত মধ্যযুগীয় প্রতিষ্ঠান হলেও আজও মঠের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ইউরোপের বহু অঞ্চলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অঙ্গ হিসাবে আজও মঠজীবনবাদের অস্তিত্ব রয়েছে, খ্রিস্টান সমাজে তার আকর্ষণ ও আবেদন নিঃশেষ হয় নি।

Monk শব্দটির উৎপত্তি গ্রীক monakos (solitary বা নিঃসঙ্গ) থেকে। তবে পরবর্তীকালে ধর্মীয় প্রেরণায় কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নির্জনভাবে কৃচ্ছসাধনের মধ্য দিয়ে যারা সন্ন্যাস জীবন যাপন করতেন তারাই এই নামে চিহ্নিত হতেন। বৈরাগী খ্রিস্টভক্তরা বিষয় মগ্ন সমাজের স্পর্শ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য আকুল হয়েছিলেন, মুক্তির আশায় সমাজ-সংসার ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আগে থেকেই পূর্বাঞ্চলের চার্চের বহু খ্রিস্টভক্ত আলেকজান্দ্রিয়া, অ্যান্টিয়োক প্রভৃতি কোলাহলমুখর, বিষয়াসক্ত নগর ত্যাগ করে ঈশ্বর আরাধনা ও আত্মশুদ্ধির জন্য মিশর ও সিরিয়ার মরুপ্রদেশে নিঃসঙ্গতার মধ্যে আশ্রয়ের সন্ধান করেছিলেন। খ্রিস্টধর্ম বৈধ বলে স্বীকৃতি পাওয়ার পর সমাজ-সংসার ত্যাগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আত্মশুদ্ধি, কঠোর থেকে কঠোরতর কৃচ্ছ্রতা সাধন ছিল খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের আদর্শ। পাপবোধ থেকে আত্মাকে নির্মল করার প্রচেষ্টায় সন্ন্যাসীদের আত্মনিগ্রহ এক চরম পর্যায়ে পৌঁছয়। St. Symon Stylite অপরিসর এক স্তম্ভের উপর তেত্রিশ বছর কাটানোর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। মিশরের সেন্ট আইনী ধর্মানুশীলনের জন্য ৩১৫ খ্রিস্টাব্দে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ধীরে ধীরে প্রতীচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল প্রার্থনা সঙ্গীতে মুখরিত হয়েছিল। পঞ্চম শতকের শেষার্ধে মঠজীবনবাদের উদ্গাতা রূপে নার্সিয়ার সেন্ট বেনিডিক্ট (St. Benedict)-এর আবির্ভাব ঘটল, যাকে সর্বযুগের এবং সর্বস্তরের মানুষ শ্রদ্ধা করে এসেছে।

১৯.৩: সেন্ট বেনিডিক্টের বিধানাবলী

খ্রিস্টীয় তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতকের মুক্তি সাধকদের দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায়। একটি গোষ্ঠী হল অ্যাঙ্কোরাইটস (Anchorites) সন্ন্যাসী যারা নিভৃত নিঃসঙ্গতার মধ্যে আধ্যাত্ম জীবন যাপনে বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং অপর গোষ্ঠী হ ল সিনোবাইটস (Cenobites)—যারা সমাজ ত্যাগ করলেও যৌথভাবে ধর্মানুশীলনে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণ বা যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যস্থতায় এরা কেউই বিশ্বাসী ছিলেন না। ক্রমশ অ্যাঙ্কোরাইটস গোষ্ঠীভুক্ত সন্ন্যাসীরা নিঃসঙ্গতা পরিহার করে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপনে আগ্রহী হন। সন্ন্যাসীদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এঁদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিধিবিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। প্যাকোমিয়াস ছিলেন এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক। সেন্ট বেসিল (St. Basil) পূর্বাঞ্চলের মঠবাসীদের জন্য নিয়মাবলী রচনা করেন। পশ্চিম ইউরোপে সেন্ট বেনিডিক্ট (St. Benedict) এ বিষয়ে একই সঙ্গে শ্রেষ্ঠরূপে সম্মানিত হয়ে আছেন। ৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে মধ্য ইতালির স্পোলেতোর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বেনিডিক্ট জন্মগ্রহণ করেন। তারই প্রয়াসে নির্জনতায়, স্বেচ্ছা-নির্বাসনে, কঠিন তপস্যার মধ্য দিয়ে মুক্তি অর্জনের পরিবর্তে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে, সেবা ও বিদ্যানুশীলনের সঙ্গে ধর্মানুশীলনের আদর্শ মঠবাসীদের মধ্যে সঞ্চারিত হোল।

৫২৯ খ্রিস্টাব্দে আশ্রমিকদের জন্য সেন্ট বেনিডিক্ট যে বিধানাবলী রচনা করেছিলেন, তা খ্রিস্টান জগতে সর্বাধিক প্রচারিত এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণ করা হয়েছিল। বেনিডিক্টের অনুগামী ছাড়াও অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বহু সন্ন্যাসী এমনকী ক্লুনি মঠের আবাসিকরাও বেনিডিক্ট-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বেনিডিক্ট বলেছিলেন যে মঠজীবনের আপাত রিক্ততাকে সাগ্রহে বরণ করে ঈশ্বর আরাধনায় অবিচল থাকা মঠবাসীর পবিত্র কর্তব্য, খ্রিস্টের অতুলনীয় দুঃখ বেদনার অংশীদার হওয়াই এই পথের পাথেয়। বেনিডিক্ট-এর নীতিতে বিশ্বাসী বহু খ্রিস্টান সন্ন্যাসী মধ্যযুগের ধর্মীয় ও সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা ইহলোককে পরিশ্রুত করার লক্ষ্যে পার্থিব সমস্ত ভোগ, সুখ, সম্মান অকাতরে পরিত্যাগ করেন, অনন্ত জীবনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেন। এই সম্প্রদায় ছিলেন মানব কল্যাণে নিবেদিত। পরবর্তীকালে যে সমস্ত নবীনতর জাতি খ্রিস্টান রাজ্য গড়ে তুলেছিল তাদের এঁরাই দীক্ষিত করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন খ্রিস্টধর্মের পবিত্র আদর্শে এবং সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছেন। আত্মকেন্দ্রিক মুক্তি-সাধনার পরিবর্তে একই নিয়মাবদ্ধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সৃষ্টি করে বেনিডিক্ট ধর্মানুশীলনের ক্ষেত্রে অর্থহীন, অকারণ আতিশয্য বিলুপ্ত করেছিলেন।

সেন্ট বেনিডিক্ট-এর আদর্শে বিশ্বাসী সন্ন্যাসীদের তিনটি পবিত্র শপথ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল। এগুলি হল—নিঃশর্ত আত্মবিলোপ, দারিদ্র এবং ব্রহ্মচর্য্য। এই তিনটি ব্রত আজীবন পালনের অঙ্গীকার করতে হতো,

সামান্যতম বিচ্যুতি হলে আশ্রম থেকে বিতাড়িত হতে হতো। বেনিডিক্টের বিশ্বাস ছিল যে নিঃসংশয় বিশ্বাস, নিয়মানুবর্তিতা এবং দীনতা ছাড়া তপশ্চর্য্যা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মধ্যবিত্ত সন্ন্যাসীদের কাছে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দেন। সুতরাং নিজের স্বাধীন অভিমত পরিত্যাগ করে তাঁর নির্দেশ পালন ছিল মঠজীবনের সংহতি ও পবিত্রতা রক্ষার অলঙ্ঘনীয় শর্ত। সেন্ট বেনিডিক্ট-এর বিধানে অত্যাশ্চর্য্য, অলৌকিক কিছু ছিল না, এতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ঈশ্বরচিন্তা এবং প্রার্থনা আরাধনার উপর। সর্বসাধারণের জন্য প্রার্থনা অনুষ্ঠান ছাড়া প্রতিদিন শতবার, এমনকী রাত্রিতে ও দীর্ঘকাল প্রার্থনা করা সন্ন্যাসীদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হোত। ঈশ্বরচিন্তা, প্রার্থনা-আরাধনা ছাড়াও শারীরিক পরিশ্রম অবহেলিত হয় নি। কৃষিকাজ, অসুস্থ ব্যক্তির সেবায় সন্ন্যাসীদের নিয়োজিত থাকতে হতো। দৈহিক শ্রমকে সমান গুরুত্ব দিয়ে আশ্রমিকদের নিজেদের খাদ্য উৎপাদনের দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার বিধি প্রবর্তন করে বেনিডিক্ট শ্রমের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন এবং একই সঙ্গে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কার, নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের পথ ও প্রশস্ত করেছিলেন। শুধুমাত্র অজ্ঞ, অশিক্ষিত, নিরুৎসাহী কৃষকদের মধ্যে কৃষিকাজ সীমাবদ্ধ না রেখে বুদ্ধিমান, শিক্ষিত আশ্রমিকদেরও এর সঙ্গে যুক্ত করা হোল। এর ফলে মঠজীবনবাদ পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। তবে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও অনুশীলন এবং ধ্যান আশ্রমিকদের তৃতীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হলেও অশিক্ষিত সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম বাধ্যতামূলক ছিল না। সহজ সরল বেনিডিক্ট-এর এই বিধানগুলি বিশ্লেষণ করে এই তথ্য স্পষ্ট হয় যে সন্ন্যাস জীবনের সঙ্গে মানুষের সেবা; বৈষয়িক বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকেও ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন থাকা; অসহায়, দরিদ্র ও অজ্ঞ মানুষের মধ্যে থেকে পরম মুক্তির সন্ধানে ব্রতী হওয়া ছিল বেনিডিক্ট-এর বিধানের মর্মবাণী। এভাবেই তিনি মর্তে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বাস্তবের এক সুষম সমন্বয় ঘটাতে পেরেছিলেন, সুবিন্যস্ত জীবনের আদর্শ তিনি তুলে ধরতে পেরেছিলেন ইউরোপের অগণিত বিভ্রান্ত মানুষের সামনে।

ক্যাসিনাতে প্রতিষ্ঠিত তার মঠের আশ্রমিকদের জন্য সেন্ট বেনিডিক্ট এই নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু এক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে সাফল্য অর্জন করেনি। পোপ প্রথম গ্রেগরী বা তাঁর অনুগামী সেন্ট আগস্টাইন বেনিডিক্ট-এর বিধান সমর্থন করেন নি। শার্লমানের রাজত্বের শেষ দিকে এগুলি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ৮০০ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দএই দীর্ঘ তিন শতাব্দী সেন্ট বেনিডিক্ট-এর প্রণীত বিধানগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খ্রিস্টান জগতের সকল আশ্রমিকদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করেছিল। দ্বাদশ শতকে বহু নতুন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটলেও তারা বেনিডিক্ট-এর বিধান অস্বীকার করেন নি। প্রবল প্রতাপসম্পন্ন নরপতি থেকে শুরু করে সাধারণ কৃষক সকলেই সেন্ট বেনিডিক্ট-এর অনুগামী সন্ন্যাসীদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। সহজ সরল জীবনের উপর গুরুত্ব আরোপ ছিল বেনিডিক্ট-এর নির্দেশিত পন্থা। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে, দিনের আহার সেই দিন সংগ্রহ করে নিষ্ঠার সঙ্গে পরিশ্রম করে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করতে হবে সন্ন্যাসীকে। প্রতিটি দিনের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। সন্ন্যাসী কেবল এই বিশ্বাসে স্থির থাকবেন যে অতিক্রান্ত দিনটি তাকে পরম শান্তির দিকে এগিয়ে দিল।

বেনিডিক্ট-এর আদর্শের বাস্তব রূপায়নে ব্রতী হয়ে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করার প্রয়োজনে ক্রমবর্ধমান সন্ন্যাসীদের আবাস নির্মাণের জন্য ভক্তদের আনুকূল্যে গড়ে উঠল সুদৃশ্য ক্যাথিড্রাল, প্রাসাদোপম মঠগৃহ। এই সব অট্টালিকা স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার সংযোজনে সমৃদ্ধতর হলো। ধর্মগ্রন্থাদি পঠন পাঠন, পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন, প্রার্থনা ও সঙ্গীত চর্চা দৈনন্দিন কার্য্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এগুলি আগের মতোই সম্পন্ন হতে থাকল। সমস্ত লাতিন

খ্রিস্টান জগতে বেনিডিক্টাইন মঠগুলি আধ্যাত্মিকতা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির সজীব ও সৃষ্টিশীল কেন্দ্র হয়ে উঠল। অসংখ্য খ্যাত, স্বল্পখ্যাত খ্রিস্টান-সন্ন্যাসীর নিরলস সাধনায় বাইবেল, ইউরোপীয় দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ, বিজ্ঞান, আইন, গণিত, শাস্ত্র মৌলিক রচনায় সমৃদ্ধতর হয়ে উঠল। ধর্মানুশীলন এবং বিদ্যাচর্চার প্রতি সমান আগ্রহ লক্ষ্য করা গেল মঠবাসী সন্ন্যাসীদের মধ্যে। বিদ্যাচর্চার কেন্দ্ররূপে বেক (Bec)-এর খ্যাতি এমনভাবে বিস্তার লাভ করল যে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিদ্যার্থীরা এখানে এসে ভিড় করতেন। ল্যানফ্রাঙ্ক এবং অ্যান্সেল্‌ম বেকের শিক্ষক হিসাবে অতুলনীয় খ্যাতির অধিকারী হন। সেই সময়ের বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ খ্যাত-অখ্যাত এই সব মঠের সঙ্গে সংযুক্ত হতেন। সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্ত হলেও দেশ ও দশের প্রয়োজনে এরা উদাসীন থাকেন নি এবং এই কারণে বেনিডিক্টীয় সন্ন্যাসীদের বহু ক্ষেত্রে রাজকার্য্যে পরামর্শদাতার ভূমিকায় দেখা যেত। ইউরোপীয় সভ্যতার এক অন্ধকারময় মুহূর্তে এই মঠগুলি ছিল বিভ্রান্ত মানুষের আশা ভরসার কেন্দ্র। নবাগত বিধর্মীদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা, লাতিন সভ্যতার আলোকে তাদের জীবন আলোকিত করার গুরুত্বপূর্ণ কাজে এই সন্ন্যাসীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য্য।

তবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে এই সন্ন্যাসীদের উদ্যমের জন্য কৃতজ্ঞ মানুষের দানে এই মঠগুলি ভরে উঠেছিল। ফলে যে বৈভব ও বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করে মঠবাসীদের জীবন শুরু হতো তাই তাদের জীবনে আসতে শুরু করে। শুধু বিশাল ভূসম্পত্তি নয়, তার সঙ্গে বিচিত্র দায় দায়িত্বে আকীর্ণ হয়ে উঠল আশ্রমিকদের শান্ত, বৈভবহীন জীবন। ইতিমধ্যে ইউরোপের মাটিতে সামন্ততন্ত্র স্পষ্ট আকার নেওয়ায় মঠগুলিকে উৎসর্গ করা এই সমস্ত ভূসম্পত্তির অধিকাংশ সামন্ততান্ত্রিক বিধি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করল। জমির পরিবর্তে সেবা-র শর্তে ক্রমবর্ধমান এই ভূসম্পত্তি সামন্তবর্গের মধ্যে বণ্টিত হওয়ায় মঠের পরিচালকগণকে উধ্বতন প্রভুর সামরিক প্রয়োজনে সাহায্য দানেও বাধ্য হতে হলো। সংসারবিমুখ সন্ন্যাসীবৃন্দ গীর্জায় উপাসনা ও প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলায় ও আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব পালনে বাধ্য হন। এই নতুন দায়িত্বে ভারাক্রান্ত হোল আশ্রমিকদের সরল জীবন। সন্ন্যাসীরা রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজনীতিতেও জড়িয়ে পড়লেন। এইভাবে সমস্ত লাতিন রাজ্যে বেনিডিক্টীয় মঠগুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিত্ত, ক্ষমতা ও স্বায়ত্তশাসনের উৎসে পরিণত হোল। বেনিডিক্ট-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে অনাড়ম্বর, সহজ সরল জীবনযাত্রায় মগ্ন হয়েছিলেন আশ্রমিকরা, তার থেকে বহুদূরে সরে এসেছিলেন একাদশ শতকের আশ্রমিকরা। কালক্রমে বেনিডিক্টীয় মঠগুলি স্বাতন্ত্র ও বিশিষ্টতা হারিয়ে মধ্যযুগের অসংখ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম হিসাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল।

১৬.৪: মঠজীবনবাদের সংস্কার : ক্লুনির অবদান

যে শুদ্ধ ও সংযত জীবনের আদর্শ বেনিডিক্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল, নবম শতকেই তা অনেক অঞ্চলে ম্লান হয়ে যায়। ইতিমধ্যে বর্বর আক্রমণ স্তিমিত হয়ে যাওয়ায় পশ্চিম ইউরোপের সমাজে কিছুটা স্থিতি ফিরে এলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে মঠবাসী সন্ন্যাসীদের মধ্যে শুদ্ধিকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়। নবম শতকের অনিশ্চয়তা, সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত নৈরাজ্য আশ্রমবাসীদের জীবন স্পর্শ করায় শুদ্ধাচার, নিয়মশৃঙ্খলা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অস্পষ্ট স্মৃতিতে পরিণত হয়। মঠগুলি সামন্ততন্ত্রের প্রভাবের মধ্যে পড়ায় সামন্তপ্রভুরা মঠগুলিকে তাদের অন্যান্য বিষয়সম্পত্তির মতোই মনে করতেন। মঠজীবনবাদের এই অধঃ

পতিত অবস্থা লক্ষ্য করা গিয়েছিল পশ্চিম ফ্রাঙ্কিয়া, লোরেন, ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডসএ। ইংল্যান্ডে দশম শতকে যে শুদ্ধিকরণ আন্দোলন হয়, তাতে সেন্ট ডানস্টান, সেন্ট এথেলউলফ-এর ভূমিকার থেকে রাজা এডগার-এর ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। পশ্চিম ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে বিধ্বস্ত মঠগুলির মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার ও নতুন মঠ প্রতিষ্ঠার যে শুভ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তার উৎস ছিল তিনটি: নামুর-এর নিকট ব্রইন (Brogne, 920), মেজ-এর নিকটে গর্জ (Gorze, 933) এবং বার্গান্ডির ক্লুনির মঠ (৯১০)।

এদের মধ্যে ক্লুনির প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হলেও অন্য দুটি কেন্দ্রের সাধনায় কোনো ক্ষান্তি ছিল না। শুদ্ধ ও সংযত সন্ন্যাস জীবনের প্রতীক গর্জ-এর মঠ থেকে মঠজীবনবাদের নূতন প্রেরণা ছড়িয়ে পড়েছিল মেজ, কলোন, ভার্দুন ও তুল অঞ্চলে এবং ব্রইন-এর প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল ফ্লাদর ও সেন্ট ওমর হয়ে ইংল্যান্ডে। ক্লুনির আশ্রমিকরা গর্জ এবং ব্রইন-এর সন্ন্যাসীদের মতো বেনিডিক্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং বেনিডিক্ট-এর বিধানাবলী বাস্তবায়িত করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। প্রার্থনা ও ধ্যানে পরিপূর্ণ হয়েছিল ক্লুনির আশ্রমিকদের আধ্যাত্মজীবন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের গৌরব কীর্তনের জন্য ক্লুনির আশ্রমিকদের যে আগ্রহ ও গভীর আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছিল তা আর কোথাও হয় নি। ৯১০ খ্রিস্টাব্দে আঁকুতার ধর্মপ্রাণ ডিউক উইলিয়মের বদান্যতায় ক্লুনি অ্যাবির সৃষ্টি হয়েছিল। বেনিডিক্ট আদর্শে বিশ্বাসী সেন্ট বার্নো এই মঠের প্রথম অ্যাবট রূপে মনোনীত হন। ক্লুনির স্থাপয়িতার উদ্দেশ্য ছিল যে সেন্ট বেনিডিক্ট-এর বিধান অনুসারে আশ্রমে পুণ্যাত্মা সন্ন্যাসীরা আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করবেন এবং এই কারণে শুরু থেকেই মঠটিকে সর্বপ্রকার লৌকিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত হিসাবে ঘোষণা করা হয়। আশ্রমিকরা স্বাধীনভাবে নিজেদের অ্যাবট নির্বাচন করতেন এবং স্থানীয় বিশপ বা দেশের শাসকবৃন্দের ক্লুনির জীবনে প্রভাব বিস্তারের সামান্য সুযোগও ছিল না। রোম থেকে অনেক দূরে বার্গান্ডিতে স্থাপিত এই আশ্রমের উপর ফরাসিরাজ বা জার্মান সম্রাটের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা বেশি ছিল না। ক্লুনির তাই বিকাশ হয়েছিল স্বাধীনভাবে। প্রকৃতি ও পরিবেশের আনুকূল্য ছাড়া ক্লুনির খ্যাতির কারণ ছিল প্রথম দিকে পরপর কয়েকজন অ্যাবটের কুশলী নেতৃত্ব। এদের মধ্যে ছিলেন অডো (৯২৬-৪২), মায়োলাস (৯৫৩-৯৪) এবং ওডিলো (৯৯৩-১০৪৮)। ক্লুনির সাফল্যের অপর একটি কারণ ছিল তার সংবিধানের মধ্যে। প্রথম দিকে অ্যাবটের নির্বাচন হতো নামমাত্র। কর্মরত অধ্যক্ষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের উত্তরসূরীকে মনোনীত করতেন। ফলে কর্মরত অধ্যক্ষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের উত্তরসূরীকে যোগ্য করে তোলার সুযোগ পেতেন। ক্লুনির কার্য্যক্রমে তাই কোনো ছেদ পড়ে নি।

প্রারম্ভিক পর্বে বেনিডিক্ট সম্প্রদায়ের আদি বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় থাকলেও মঠের সন্নিহিত ক্ষেতখামারগুলিতে আশ্রমিকদের দৈহিক শ্রমদানের যে অবশ্যপালনীয় কর্তব্য ছিল, কুনির আবাসিকদের জীবনে তার পুনরাবির্ভাব ঘটেনি। প্রথম থেকেই ক্লুনি ছিল খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে আশ্রমিকরা প্রাত্যহিক জীবনে প্রার্থনা, ঈশ্বর আরাধনাকে বেনিডিক্ট-এর আদর্শ অনুসারে গুরুত্ব দিতেন। প্রত্যেক মঠবাসী প্রত্যহ ছয় থেকে সাত ঘণ্টা প্রার্থনায় মুখরিত থাকতেন।

আদর্শচ্যুত মঠবাসীদের মধ্যে বিশুদ্ধ ভগবৎ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে ক্লুনি যুগের একটি প্রয়োজন সিদ্ধ করেছিল। সন্ন্যাসীর পবিত্র জীবনে উৎসর্গীকৃত বালকদের ধর্মশিক্ষা দান ক্লুনির মঠবাসীদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং অন্তর্মুখীনতা ক্লুনির আশ্রমিকদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হওয়ায় খ্যাতি ও প্রতিপত্তির শীর্ষদেশে পৌঁছেও ক্লুনি একাদশ শতকে পোপ ও সম্রাটের দীর্ঘ ও তিক্ত দ্বন্দ্বে সামান্যতম আগ্রহ দেখায় নি। পার্থিব শক্তি অর্জনে আগ্রহ ছিল না এই প্রতিষ্ঠানটির। সপ্তম গ্রেগরী ও চতুর্থ হেনরীর সংঘর্ষ সম্পর্কে অ্যাবট হিউ (১০৪৮-১১০৯) আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। ইনভেস্টিচ্যর সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে অংশগ্রহণ ছিল ক্লুনির আশ্রমিকদের আদর্শবিরোধী।

লৌকিক জগতের প্রতি বিমুখ হলেও সমাজের বহু স্তরে ক্লুনির প্রাতিষ্ঠানিক বিশালত্বের প্রভাব পড়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীর চতুর্দশ দশকে ক্লুনি ৪৬০ জন আশ্রমিক নিয়ে মধ্যযুগের বৃহত্তম মঠে পরিণত হয়েছিল। শেষপর্য্যন্ত দেখা যায় যে ১৪৫০টি মঠ নিয়ে গড়ে উঠেছিল ক্লুনির সুবিশাল এক পরিবার। এই মঠগুলির প্রতিটি ছিল ক্লুনির অধ্যক্ষের নিয়ন্ত্রণে। আশ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবন, তাঁদের প্রায়র'দের নির্বাচন সবই ক্লুনির অ্যাবটের নির্দেশ পরিচালিত হতো। তুর্নের সেন্ট মার্টিন মঠের অ্যাবট হারমান (১১২৭-৩২) স্বীকার করেছিলেন যে ফ্রান্স ও ফ্লাঁদরে সকল মঠই ক্লুনির নির্দেশে পরিচালিত হতো। বেনিডিক্ট সম্প্রদায়ভুক্তদের স্বশাসিত এবং অপেক্ষাকৃত পরিচিত মঠগুলির পাশে এভাবেই গড়ে উঠেছিল একটি এক-কেন্দ্রিক, সুবিশাল সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। প্রথম অধ্যক্ষ বার্নোর সময় থেকেই অন্যান্য বহু মঠের অধ্যক্ষ বা পৃষ্ঠপোষক তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সংস্কার বা অন্য যে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য ক্লুনির শরণাপন্ন হতেন। ক্লুনির অ্যাবট অডো এই ধরনের সংকটে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বহুবার তিনি ফ্রান্স ও ইতালির নানা প্রান্তে তাঁর আশ্রমের বার্তা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমস্যা পীড়িত বহু মানুষ এই আশ্রমে এসে তাদের সমস্যা সমাধানের পথ অনুসন্ধান করেছেন। সেন্ট অডোর প্রভাবে সঞ্জীবিত মঠগুলির মধ্যে ছিল তুল, সার্য্যলাত, সেন্ট অ্যাগনেস, সেন্ট লরেন্স এবং সেন্ট মেরী-র মঠগুলি। ওডিলো ছিলেন ক্লুনির অপর এক অধ্যক্ষ যিনি উপাসনা পদ্ধতির সুষ্ঠু রূপ দানে, ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলনে এবং শিল্প স্থাপত্যকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মহিমা বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করার ব্যাপারে অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী। ব্যক্তিগত জীবনে সরলতা ও অনাড়ম্বরতার সমর্থক হলেও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের একটি আভাস ক্লুনির মধ্যে মূর্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন।

খ্রিস্টান জগতের মঠগুলির সংস্কারের ক্ষেত্রে ক্লুনির সন্ন্যাসীরা বেনিডিক্টীয় বিধানের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। দশম ও একাদশ শতকের খ্রিস্টান সমাজে সমবেত প্রার্থনাই হয়ে উঠেছিল ধর্মচর্চার একটি প্রধান অঙ্গ। ধ্যান ও ধর্মশাস্ত্রচর্চাকে ক্লুনি খুব বেশি গুরুত্ব দেয়নি। এ বিষয়ে গর্জ-এর মঠগুলির সঙ্গে ক্লুনির পার্থক্য ছিল। উপাসনা, প্রার্থনাকে ধর্মজীবনের অগ্রভাগে নিয়ে আসার প্রবণতা গর্জ-এর ছিল এবং সেই সঙ্গে শাস্ত্রালোচনাকে বাদ দিতে চাননি গর্জের সন্ন্যাসীরা। তাই তার প্রভাবাধীন হার্সফিল্ড-এর মতো মঠ একাদশ শতকের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রশংসনীয় ভূমিকা নিতে পেরেছিল। গর্জের প্রভাবাধীন অঞ্চল প্রধানত জার্মানি হলেও উত্তর ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড ও অষ্ট্রিয়ার কিছু কিছু মঠ ও তার অধীনস্থ ছিল। কুনির দ্বারা প্রভাবিত মঠগুলির অধিকাংশ ছিল দক্ষিণ ফ্রান্স ও বার্গান্ডিতে যদিও ব্রিটেন, ইতালি, বেলজিয়াম এবং স্পেনের বেশ কিছু মঠ ও ক্লুনির নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। একাদশ শতকের শেষের দিকে ক্লুনির আদর্শ জার্মানির কোনো কোনো অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছিল। একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ক্লুনি নিয়ন্ত্রিত মঠের মধ্যে ছিল ১০০টি ব্রিটেনে, স্পেন ও ইতালিতে, আর ফ্রান্স ও বার্গান্ডিতে ছিল ৮০০-র বেশি। ব্রইন-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জেরার্ড। মঠবাসীদের প্রকৃত খ্রিস্টভক্তের জীবনযাপনে উৎসাহিত করাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। তিনি ছিলেন বেনিডিক্টীয় আদর্শে বিশ্বাসী।

একাদশ ও দ্বাদশ শতকের খ্রিস্টান সমাজে ক্লুনির প্রভাব সম্পর্কে দ্বিমত নেই। খ্রিস্টান জগতের আধ্যাত্ম জীবনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বার্গান্ডির এই আশ্রম। ক্লুনির দৃষ্টান্তে সাধারণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সুদূরপ্রসারী সংস্কারের প্রেরণা এসেছিল। ক্লুনি ছিল স্বশাসিত। লৌকিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। লোরেন-এর এক মঠবাসী সন্ন্যাসী হুমবার্ট পরবর্তীকালে কার্ডিনাল হয়ে সপ্তম গ্রেগরীর আমূল সংস্কারের সমর্থক হয়ে ওঠেন। সর্বপ্রকার যাজকীয় সম্পত্তি লৌকিক নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত হোক এই ছিল হুমবার্টের দাবি। গৃহযুদ্ধ, আঞ্চলিক সংঘর্ষের

তিক্ততা ও বিভীষিকা হ্রাস করার জন্য ক্লুনির উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ক্লুনির প্রভাবে বহু পরাক্রান্ত ভূস্বামী অন্তত শনিবার দ্বিপ্রহর থেকে রবিবার পূর্ণ দিন ব্যক্তিগত হানাহানি থেকে বিরত থাকার অভিপ্রায় ঘোষণা করেন। এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে অপরাধীকে চার্চের পুণ্যস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, তার পারলৌকিক কর্মে চার্চ অংশ নেবে না, তার আত্মার শান্তিও কেউ কামনা করবে না—এই সতর্কতা বাণী ঘোষিত হয়।

কিন্তু এই মহত্বের পরিণতি ক্লুনি এড়াতে পারে নি। যে বৈভব ও ঐশ্বর্য্য ক্লুনির আধ্যাত্ম-সাধনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছিল, ক্রমশ তাই তাকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন করেছিল। ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে স্পেন, লোম্বার্ড, ইংল্যান্ড এবং দক্ষিণ ফ্রান্স ও বার্গান্ডিতে যে অসংখ্য সুদৃশ্য অ্যাবট গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে সৌন্দর্য্য ও বৈভবের একটি স্পর্ধিত রূপ প্রকাশ পেয়েছিল। ক্লুনি মঠ দৃষ্টিনন্দন হলেও তার ঐশ্বর্য্যের আতিশয্য ভক্তের আত্মনিবেদনের পথ রোধ করেছিল বলে সেন্ট বার্নার্ড যে সমালোচনা করেছিলেন তার মধ্যে সেই সময়ের বহু ধর্মাত্মারও সমর্থন ছিল।

মধ্যযুগের প্রতিটি শুদ্ধিকরণ আন্দোলনের ও মঠজীবনবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল, ক্লুনির ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয় নি। দীনতা ও অনাড়ম্বরতা আশ্রয় করে ক্লুনির আধ্যাত্মজীবন পরিচালিত হয় নি। একাদশ শতকে লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে ভক্তবৃন্দের দানে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্লুনির অধীন মঠগুলি সুবিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়ে উঠেছে। মঠের বহুবিধ দায়িত্ব পালনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল খেত খামারে খাদ্যশস্য উৎপাদন, সার্ফ নিয়ন্ত্রণ ও নানাবিধ সামন্ততান্ত্রিক কর্তব্যপালনের গুরুভার। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রকার লৌকিক কর্তৃত্বমুক্ত করার ব্রত নিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, দ্বাদশ শতকে সেই আন্দোলনের স্বধর্মচ্যুতি ঘটে এবং ক্লুনি পরিণত হয় বিষয় বৈভবে জর্জরিত একটি প্রতিষ্ঠানে। তাই দ্বাদশ শতকের শেষার্দ্ধে মুক্তির আশায় ভিন্নতর কোনো পথের সন্ধানে মঠজীবনবাদকে আকুল হয়ে উঠতে দেখা গেল।

১৬.৫ : ক্লুনি নিয়ন্ত্রিত মঠজীবনবাদের সঙ্গে পোপতন্ত্রের নেতৃত্বাধীন সংস্কার আন্দোলনের সম্পর্ক

একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে পোপতন্ত্র সমস্ত খ্রিস্টান জগতে চার্চের সাংগঠনিক সংস্কারে ব্রতী হয় এবং পোপ সপ্তম গ্রেগরীর সময় (১০৭৩-৮৫) তা পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করে। প্রধানত তিনটি কারণে ক্লুনির সঙ্গে এই আন্দোলনকে যুক্ত করা হয়। এগুলি হল—দুটি আন্দোলনই ছিল সমসাময়িক, সমস্ত পশ্চিম ইউরোপে ক্লুনির প্রগাঢ় প্রভাব এবং অন্যান্য বহু সংস্কারকের মতো পোপ সপ্তম গ্রেগরীও ছিলেন ক্লুনির আশ্রমিক। গ্রেগরীর সকল প্রেরণার উৎস ছিল ক্লুনি। কিন্তু প্রেভিটে অরটন লিখেছেন যে ক্লুনির অ্যাবট হিউ পোপ এবং শাসকবর্গকে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে তাদের মনোভাবের পরিবর্তন শ্রেয় বলে মনে করতেন। দশম ও একাদশ শতকে ক্লুনিকে কেন্দ্র করে যে দীর্ঘস্থায়ী উদ্যোগ সমসাময়িক ইউরোপীয় সমাজকে শ্রদ্ধাবনত করে রেখেছিল, তা ছিল মঠজীবনবাদের একটি প্রকাশ। আশ্রমিকদের নিয়ে শুরু হয়েছিল তার যাত্রা এবং সমসাময়িক হওয়া ছাড়া গ্রেগরীর নেতৃত্বাধীন 'ইনভেস্টিচ্যর' সংক্রান্ত সংঘর্ষের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল না। ক্লুনির অসাধারণ সাংগঠনিক সংহতি, কেন্দ্রনির্ভর প্রশাসনিক ব্যবস্থা উচ্চাকাঙ্ক্ষী পোপদেরও অভিভূত করেছিল, ক্লুনি তাদের আদর্শে পরিণত হয়েছিল। লক্ষ্য, মতবাদ ও কর্মপদ্ধতির অভিন্নতার যে আদর্শ ক্লুনি স্থাপন করেছিল, তাই পথ প্রদর্শন করেছিল চার্চের সংস্কারকদের। এছাড়া দেশের শাসক বা আঞ্চলিক ভূস্বামীর হস্তক্ষেপ থেকে ক্লুনি ও তার অসংখ্য শাখা প্রশাখাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখার যে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল তার সূত্র ধরে সপ্তম গ্রেগরী ও তাঁর অনুগামীরা রোমান চার্চকে সর্বপ্রকার

লৌকিক শক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত, সম্রাট ও সামন্তপ্রভুর প্রাধান্য মুক্ত করার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। ক্লুনির আদর্শের এই দিকটি পোপতন্ত্র কর্তৃক গৃহীত হয়ে একটি সর্ব ইউরোপীয় রূপ লাভ করেছিল।

১৬.৬: অনুশীলনী

১। মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে মঠজীবনবাদের অবদান কি ছিল?

২। সেন্ট বেনিডিক্টের বিধানাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। বেনিডিক্টের আদর্শের বাস্তব রূপায়ন কি সম্ভব হয়েছিল?

৩। মঠজীবনবাদের সংস্কার সাধনে ক্লুনির অবদান আলোচনা করুন।

৪। ক্লুনি নিয়ন্ত্রিত মঠজীবনবাদের সঙ্গে পোপতন্ত্রের নেতৃত্বাধীন সংস্কার আন্দোলনের সম্পর্কের পরিচয় দিন।

১৬.৭ : গ্রন্থপঞ্জি

1. Barraclough Geoffrey—*The Medieval Papacy*– Harcourt– Brace & World– 1968.

2. Cardinal Gasqet—The Rule of St. Benedict– New York.

3. Frederic P. Miller and others—Cluniac Reforms.

4. নির্মলচন্দ্র দত্ত-মধ্যযুগের ইউরোপ, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ২০১৭।

একক ১৭ ❐ নগরায়ণ এবং বানিজ্য

গঠন

১৭.০ : উদ্দেশ্য

১৭.১ : নগরায়ন

১৭.১.১ : সূচনা

১৭.১.৩ : মক্কা

১৭.১.৪ : মদিনা

১৭.১.৫ : তায়েফ

১৭.১.৬ : কুফা

১৭.১.৭ : বসরা

১৭.১.৮ : দামাস্কাস

১৭.১.৯ : উমাইয়া আমলের গুরুত্বপূর্ণ নগর

১৭.১.১০ : বাগদাদ

১৭.১.১১ : উপসংহার

১৭.২ : বাণিজ্য

১৭.২.১ : সূচনা

১৭.২.২: উমাইয়া আমলের বাণিজ্য

১৭.২.৩ : রেশমপথ

১৭.২.৪ : মশলাপথ

১৭.২.৫ : আব্বাসীদ আমলের বাণিজ্য

১৭.২.৬ : উপসংহার

১৭.৩. : অনুশীলনী

১৭.৪. : গ্রন্থপঞ্জি

একক ১৭.০ উদ্দেশ্য

- আলোচ্য একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মুসলিম ভূখণ্ডে নগরায়নের কারন সম্পর্কে অবগত হবে।
- মধ্য প্রাচ্যের উল্লেখযোগ্য নগর সমুহ সমন্ধে সম্যক ধারনা প্রদান করা উক্ত এককের অপর উদ্দেশ্য।
- এই এককের দ্বারা শিক্ষার্থীরা প্রাচীন আরব, উমাইয়া ও আব্বাসীদ আমলের ব্যবসা বানিজ্যের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে পারবে।

১৭.১: নগরায়ণ

১৭.১.১: সূচনা

নগরায়ণ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা বিপুল সংখ্যক মানুষ স্থায়ীভাবে তুলনামূলক ছোটো অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়ে শহর তৈরি করে এবং অধিকাংশ মানুষ অ-কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। সাধারণত নগর জনপদের পেশাগত কাঠামো, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ গ্রামীণ জনপদ থেকে পৃথক হয়ে থাকে এবং এই জনপদের নাগরিকরা ব্যাবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, প্রশাসন, উৎপাদন ইত্যাদি বহুবিধ কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুরূপে কাজ করে। পাশাপাশি বিনোদন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের চর্চা ও বিকাশে সুযোগ ও সহায়তা করে।

প্রাক ইসলামিক যুগে আরবভূমিতে কিছু নগর থাকলেও খোলাফায়ে রাশেদীন, উমাইয়া ও আব্বাসীদ আমলে মধ্য ইসলামিক ভূখণ্ডে একাধিক নগর গড়ে উঠেছিল (যেমন- মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা, দামাস্কাস, বাগদাদ, মার্ভ, সমরখন্দ)। বিশেষত সপ্তম, অষ্টম ও নবম আরবজাতির কর্তৃত্ব আরবভূমি অতিক্রম করে নিকট প্রাচ্য এবং সাসানীয় ও বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত হলে, এই পর্বের নগরায়ণ প্রক্রিয়া এক নতুন মাত্রা পায়।

১৭.১.২ : নগরায়ণের কারণ

১. রাজনৈতিকভাবে বিশৃঙ্খল, সামাজিক ও নৈতিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন আরবজাতিকে সুসংহত করে ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন হজরত মহম্মদ। তার জন্মস্থান, ধর্মপ্রচার ইত্যাদি ধর্মীয় মাহাত্ম্যের প্রভাবে নগরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। যেমন মক্কা, মদিনা।

২. খলিফা দ্বিতীয় উমর যে সকল সৈন্য শিবির স্থাপন করেছিল তা কালক্রমে বর্ধিষ্ণু নগরের আকার পায়। যেমন বসরা, কুফা।

৩. উমাইয়া ও আব্বাসীদ আমলে আরব ভূখণ্ডের ভৌমিক সম্প্রসারণ।

৪. ব্যাবসা-বাণিজ্য (বিশেষত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিকাশ)।

৫. কৃষির উন্নয়ন ও আর্থিক সমৃদ্ধি।

৬. খলিফাদের প্রবর্তিত সুষ্ঠ প্রশাসনিক নীতি - ইত্যাদি।

১৭.১.৩ : মক্কা

মুসলিমদের কাছে সবথেকে পবিত্র শহর হল মক্কা। টলেমী বর্ণিত 'মাকুবারা' শব্দ থেকে মক্কা শব্দটি এসেছে। যার অর্থ হল উপাসনাস্থল। হজরত মহম্মদের জন্মের বহু আগে থেকেই এই শহরটি ধর্মীয় স্থানে পরিণত হয়েছিল। লোহিত সাগর থেকে প্রায় ৪৮ মাইল দূরে দক্ষিণ আল হিজাজের অন্তর্গত তিহামাতে এক রুক্ষ ও পাথুরে উপত্যকায় মক্কার অবস্থান।

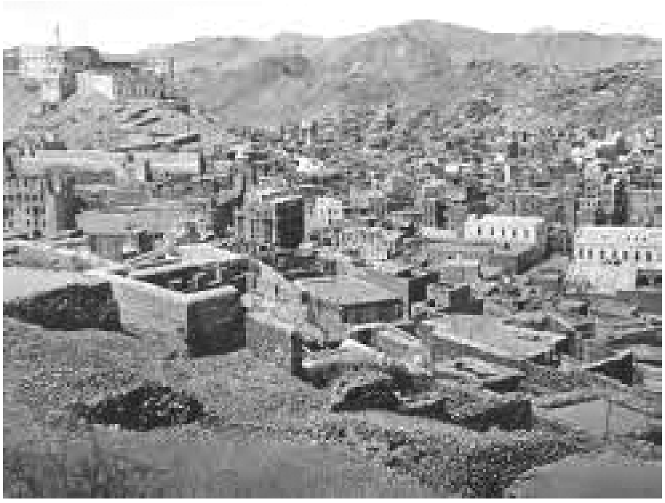

মক্কা

কুরআনে মক্কাকে চাষযোগ্য বলে বর্ণনা করা আছে। তবে এখানকার তাপমাত্রা ছিল অসহনীয়। কথিত আছে যে, তাঞ্জিয়ার থেকে আগত বিখ্যাত পর্য্যটক ইবন বতুতা যখন খালি পায়ে কাবার চারদিক প্রদক্ষিণ করতে চেয়েছিলেন, তখন পাথরের দ্বারা বিকিরিত তাপের ফলে তিনি ব্যর্থ হন। অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড দাবদাহে এখানকার জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এখানকার জমজমের কূপ থেকে পানীয় জল পর্যাপ্ত পাওয়া যেত ঠিকই, কিন্তু পাথুরে পাহাড়ি অঞ্চলে মক্কা শহর অবস্থিত হওয়ায় কৃষিকাজ সম্ভব ছিলনা। চাষবাস নয় মক্কার খ্যাতি ও সমৃদ্ধির আসল কারণ ছিল ব্যবসা বাণিজ্য ও ধর্ম।

মহানবীর জন্মস্থান হিসেবে ১) মুসলিমদের কাছে যেমন মক্কার গুরুত্ব আছে, অপরদিকে মক্কায় অবস্থিত কাবা হল আদিম ধর্মবিশ্বাসের প্রতীক যা পরে ইসলামের রক্ষাকবচ হয়ে উঠেছিল, কাবার তত্ত্বাবধায়ক কোরায়েশদের দায়িত্বে এটি একটি জাতীয় ধর্মীয় স্থানে পরিণত হয়। এই পবিত্র কাবাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় উৎসব ও ব্যবসা বাণিজ্য মক্কার সুনাম বৃদ্ধি করেছিল। মহম্মদের প্রথম উদ্ঘাটক কুরআন ও তীর্থযাত্রা হজ হিসেবে মক্কার উল্লেখ আছে। তাছাড়া উকাজের মেলাটি বাণিজ্যিক ও বৌদ্ধিক মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাওয়ার যে বাণিজ্য পথটি, এই শহরের মধ্য দিয়ে গেছে। তাছাড়া প্রাচীন এই শহরটি প্রথম দিকেই মা'আরবি ও গাজ্জার মধ্যবর্তী একটি বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। অন্যদিকে মক্কায় অবস্থিত ক্যারাভান পথ ধরে মশলা, চামড়া, বস্ত্র, অস্ত্র, শস্য এবং মদের ব্যাবসা চলত।

মক্কা বিজয়ের পর হজরত মুহম্মদ (দঃ) মদিনার অন্যতম বিশিষ্ট সুধী মুয়াদ বিন-জাবালের ওপর সাধারণ মানুষের শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তিনি প্রথম যুগের কুরআন ও হাদিস সংগ্রহকারীদের অন্যতম। ইবনে জাবালের মৃত্যুর পর আবদুল্লাহবিন-আব্বাস তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। মক্কায় শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর দান উল্লেখযোগ্য। আবদুল্লাহ প্রথমে বসরা ও মদিনার শিক্ষকতা করতেন। আবদুল মালিক-বিন-মারওয়ান ও আবদুল্লাহবিন-আল-যুবাইরের মধ্যে যখন রাজনৈতিক কলহ চলছিল, তখন তিনি মক্কায় শিক্ষকতা করতেন। তিনি কাবা প্রাঙ্গণে বসে হাদিস, ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র ও সাহিত্য পড়াতেন। তাঁর জন্য মক্কার শিক্ষাকেন্দ্র যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিল। এই স্কুল থেকে মুজাহিদ-বিন-জবর, আতা-বিন-আবিরা বা'আ ও তাউস-বিন-কায়সানের মতো ব্যক্তি উচ্চশিক্ষার সনদ লাভ করেছিলেন। তাঁদের সকলেই ছিলেন মাওয়ালি। মুজাহিদ কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন আতা। তিনি হজ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পণ্ডিতরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাউস-বিন-কায়সান ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। তিনি ইবনে আব্বাসের প্রিয় ছাত্র হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি পরবর্তী সাহাবাদের শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

পরিশেষে বলা যায় হজরত মহম্মদ ও পবিত্র খলিফাদের আমলে মক্কা ও মদিনা শহরের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাছাড়া শিক্ষা, সংস্কৃতির কেন্দ্র রূপে মক্কার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কিন্তু উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়ারিয়া ইসলামিক সাম্রাজ্যের রাজধানী দামাস্কাসে স্থানান্তরিত করলে মক্কা ও মদিনা শহরদুটি তাদের জৌলুস হারিয়েছিল। অবশ্য এই শহরদুটির ধর্মীয় মহিমা অক্ষত ছিল।

১৭.১.৪: মদিনা

খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে রোমানদের প্যালেস্টাইন বিজয়ের সময় ইহুদিরা এখানে বসবাস করতে শুরু করে। সম্ভবত এই সিরিয়াবাসী ইহুদিরা ইয়াসরিব শহরের 'মেডিন্টা' নামে ব্যবহার করতে শুরু করে। যার থেকে 'মদিনা' নামের উৎপত্তি। মক্কা থেকে ৩০০ মাইল উত্তরে হেজাজ প্রদেশে মদিনা শহর অবস্থিত।

মদিনা

সিরিয়া ও ইয়েমেনের সংযোগকারী বাণিজ্য পণ্যের উপরে ছিল মদিনার অবস্থান। এই শহরটি ছিল আসলে একটি মরূদ্যান। সেখানে প্রচুর খেজুর ও পাম চাষ হত। খেজুর চাষ ছাড়াও এটি ছিল আরব ভূখণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য কৃষিক্ষেত্র। মুলত: তিনটি গোষ্ঠীর ইহুদী এখানে বাস করত যথা - কায়নুকা, নাদির এবং কুরাইযা। নাদির ও কুরাইযা গোত্র দুটি ছিল সমৃদ্ধ জমির মালিক এবং ভূস্বামী। এদের দ্বারা শহরটি একটি অগ্রণী কৃষি কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। কায়নুকা গোত্রটি স্বর্ণকার, ব্যবসা ও কারিগরি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। ইহুদিদের পাশাপাশি কিছু আরব গোত্রের বাস ছিল এখানে। এই গোত্রগুলির মধ্যে আউস ও খযরায, তারা সবসময় নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও কলহে লিপ্ত থাকত অবশ্য এই সংঘাতে ইহুদি গোত্রগুলি জড়িয়ে পড়তো। এই অচলাবস্থা থেকে রেহাই পেতে মদিনা বাসী আমন্ত্রণ জানিয়েছিল মহানবীকে।

অন্যদিকে আবার হজরত মহম্মদ মক্কায় জন্মগ্রহণ করলেও কোরায়েশদের অত্যাচারে জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় গমন করে যা ইসলামের ইতিহাসে হিজরত নামে পরিচিত। ইসলামের প্রাথমিক পর্বে মদিনা ছিল ইসলামিক ধর্মাবলম্বীদের প্রধান আশ্রয়স্থল। বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে মদিনার অধিবাসীরাই হজরত মহম্মদকে যোগ্য সহায়তা করেছে। ইসলামকে রক্ষার জন্য মদিনার বহু আনসার প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। মদিনার নিরাপদ অবস্থান , প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মনোরম জলবায়ু এবং সর্বোপরি আনসারদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে হজরত মহম্মদ মদিনায় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই মদিনায় তিনি ধর্মীয় নেতার পাশাপাশি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। উম্মাহ সম্প্রদায়ের গঠন করেন। তাছাড়া হজরত মহম্মদের পবিত্র কবরস্থান অবস্থিত হওয়ায় প্রতি বছর বহু পূণ্যার্থীর আগমন ঘটে এই পবিত্র শহরে। প্রথম তিন খলিফার আমলে মদিনা ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী। পরে অবশ্য চতুর্থ খলিফা হজরত আলি মদিনা থেকে রাজধানী কুফায় স্থানান্তরিত করেছিল।

তবে মক্কা অপেক্ষা মদিনাই অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছিল। কারণ ঐতিহাসিক সমৃদ্ধির জন্য এখানে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নতুন সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য জ্ঞানান্বেষণকারীগণ এখানে সমবেত হতেন; কারণ এর নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাকারীগণ মদিনাতেই বাস করতেন। এই যুগের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই মদিনার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন। সমগ্র মুসলিম জগৎ থেকে ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, হাদিস ও আইনশাস্ত্রের ছাত্ররা এখানে শিক্ষালাভ করতে আসতেন। আবদুল আজিজ-বিন-মারওয়ান ও তাঁর পুত্র ওমর-বিন আবদুল আজিজকে শিক্ষালাভের জন্য মদিনায় প্রেরণ করেছিলেন।

গুরুত্বের দিক দিয়ে মক্কার পরেই মদিনার স্থান। এটি হজরতের জীবদ্দশায় শুধু ইসলামের কেন্দ্রই ছিল না, বরং তাঁর পরবর্তী তিনজন উত্তরাধিকারীর আমলেও এটি সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। মক্কা ও মদিনা এই উভয় স্থানই ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ও সঙ্গীত চর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল।

১৭.১.৫ : তায়েফ

নাজদ-এর উচ্চভূমি ও তিহামা (নিম্নভূমি) নামে পরিচিত নিম্ন উপকূল অঞ্চলের মধ্যে প্রধান প্রতিবন্ধক (হিজাজ) রূপে দাঁড়িয়েছিল আল-হিজাজের অনুর্বরভূমি। এই আল-হিজাজের একটি উল্লেখযোগ্য শহর হল তায়েফ, কুরআনে যার অর্থ কাবা প্রদক্ষিণকারী। প্রায় ৬০০০ ফুট উচ্চতায় গাছের ছায়ায় অবস্থিতি আল - তায়েফ ছিল মক্কার অভিজাত ব্যক্তিদের গ্রীষ্মকালীন আশ্রয়স্থল। একে 'সিরীয় ভূমির' একটি ছোটো অংশ বলে অভিহিত করা হত। ১৮১৪ খ্রি. বার্কহার্ড এই শহরটি পরিদর্শন করতে এসে এই শহরের দৃশ্যগুলিকে খুব মনোরম ও আনন্দদায়ক বলে উল্লেখ করেছেন।

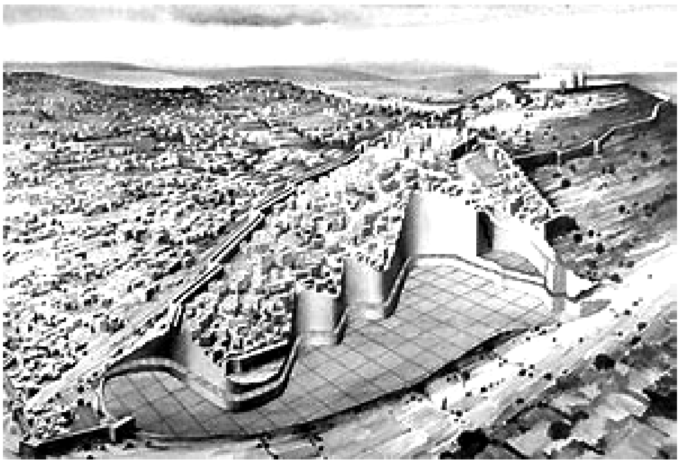

তায়েফ

এখানকার উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে ছিল মধু, তরমুজ, কলা, ডুমুর, আঙুর, চিনাবাদাম, জাম ও বেদানা। এখানকার গোলাপ ছিল আতরের জন্য বিখ্যাত এবং মক্কার প্রয়োজনীয় সুগন্ধী এখান থেকে সরবরাহ হত। তায়েফকে গোলাপ শহর বলা হত এবং এটির স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, দর্শনীয় সৌন্দর্য, ফলের গুণমান ইত্যাদি কারণে আরব উপদ্বীপের বাকী অংশের দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে। তাছাড়া কুরআন -এ এই শহরটির সৌন্দর্য বর্ণিত আছে।

১৭.১.৬ : কুফা

খলিফা দ্বিতীয় উমর সৈন্যদুর্গ (Garrison) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন যে , রাজ্য জয় অপেক্ষা রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধান অধিক জরুরী। অনেক আনুসন্ধানের পর হীরা পর্বতের নিকট কুফা নগরীর পত্তন হল। এটা ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবিস্থিত ছিল।এর সুবিধা ছিল যে, শত্রু কর্তৃক কোন সময় আক্রান্ত হলে সহজেই এই স্থান ত্যাগ করা যেত এবং সৈন্যবাহিনীকে মরুভুমিতে স্থানান্তর করা সম্ভব ছিল। শহরটি আল নাফাজের উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত। কুফা হল পাঁচটি ইরাকি শহরগুলির মধ্যে অন্যতম একটি, যা শিয়া মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

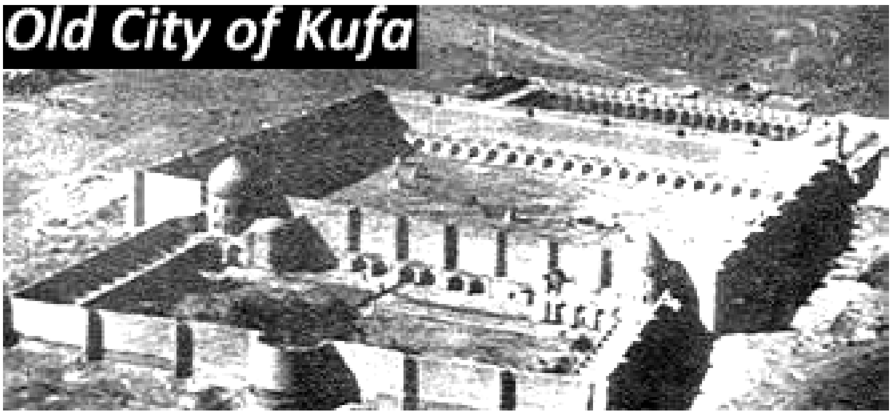

প্রাচীন কুফা

চতুর্থ খলিফা হজরত আলি ৬৫৭ খ্রি. মদিনা থেকে ইরাকের কুফায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। অধ্যাপক সৈয়দ আব্দুল কাদির এবং মহম্মদ সুজাউদ্দিন তার 'History of Islam' গ্রন্থে রাজধানী স্থানান্তরের কারণ বলেছেন।

১. হজরত আলি উটের যুদ্ধে কুফাবাসীর সহযোগিতা পেয়েছিলেন।

২. তৃতীয় খলিফা উসমানের হত্যার পর মহম্মদের শহর মদিনাকে ধ্বংসাত্মক বা অপবিত্রতার হাত থেকে রেহাই দিতে কুফায় রাজধানী নিয়ে যান।

৩. কুফার অবস্থান ছিল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে।

৪. 'History of Islam' গ্রন্থে বলা হয়েছে মুয়াবিয়ার বিদ্রোহকে মদিনা থেকে কুফায় বেশি করে নজর রাখা যেত।

সমসাময়িক তথ্য থেকে জানা যায় যে, অষ্টম শতাব্দীর সূচনায় এই নগরের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১০০,০০০ জন। কুফার বাজারে শুধু পণ্য দ্রব্যের আদান-প্রদান হত না। সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, বুদ্ধিবৃত্তিরও আদান-প্রদান হত। আরবীয় সংস্কৃতিতে কুফাবাসীদের দান বসরাবাসীদের দানের মতোই উল্লেখযোগ্য। হজরত (দঃ)-এর সাহাবাদের মধ্যে যারা কুফায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আলী-বিন-আবু-তালিব ও আবদুল্লাহবিন-মাসুদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হজরত আলির যথেষ্ট বিদ্যা থাকা সত্ত্বেও ইরাকে তাঁর রাজনৈতিক কর্মব্যস্ততার জন্য সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আবদুল্লাহবিন-মাসুদ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে মাসুদ গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। তিনি কুরআনে একজন অনুরাগী শিক্ষার্থী ও হাফিজ ছিলেন। কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের জন্য লোকে তাঁর মুখাপেক্ষী হত। হজরত উমর (রাঃ) —এর আমলে তিনি জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কুফায় প্রেরিত হয়েছিলেন। ইবনে মাসুদের গভীর পাণ্ডিত্য ও বিচারজ্ঞান ছিল। কোন বিশেষ বিষয়ের ওপর কুরআন বা হাদিসে স্পষ্ট বিধান না থাকলে, সেখানে তিনি নিজের মতামত প্রদান করতে ইতস্তত করতেন না। ইবনে মাসুদ ৮৪৮টি হাদিস সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে কুরআনের অনেক খ্যাতিমান শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করেন। তাঁদের মধ্যে আলকামা, আল-আসওয়াদ, মাসরুক, উবায়দা আল-হারিস, ইবনে কায়েস ও আমর-বিন-সুরাহ্বিল আল-সাবিহ প্রধান। এই সকল পণ্ডিত বিচারক হিসেবেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইবনে মাসুদের আরদ্ধ কর্ম সম্পন্ন করে কুফায় তাঁরা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

এই নগরের সুন্দর জলবায়ু, উর্বর ভুমি, এবং আধুনিক জীবনের সাজ-সরঞ্জাম বহু আরব গোত্রের লোককে আকৃষ্ট করেছিল। উমাইয়া ও আব্বাসীদ যুগে ব্যাবসা বাণিজ্য ও শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

১৭.১.৭: বসরা

দক্ষিণ ইরাকে সাত-আল-আরব নদীর তীরে নগর বসরা, যার একটি সমৃদ্ধ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস আছে।

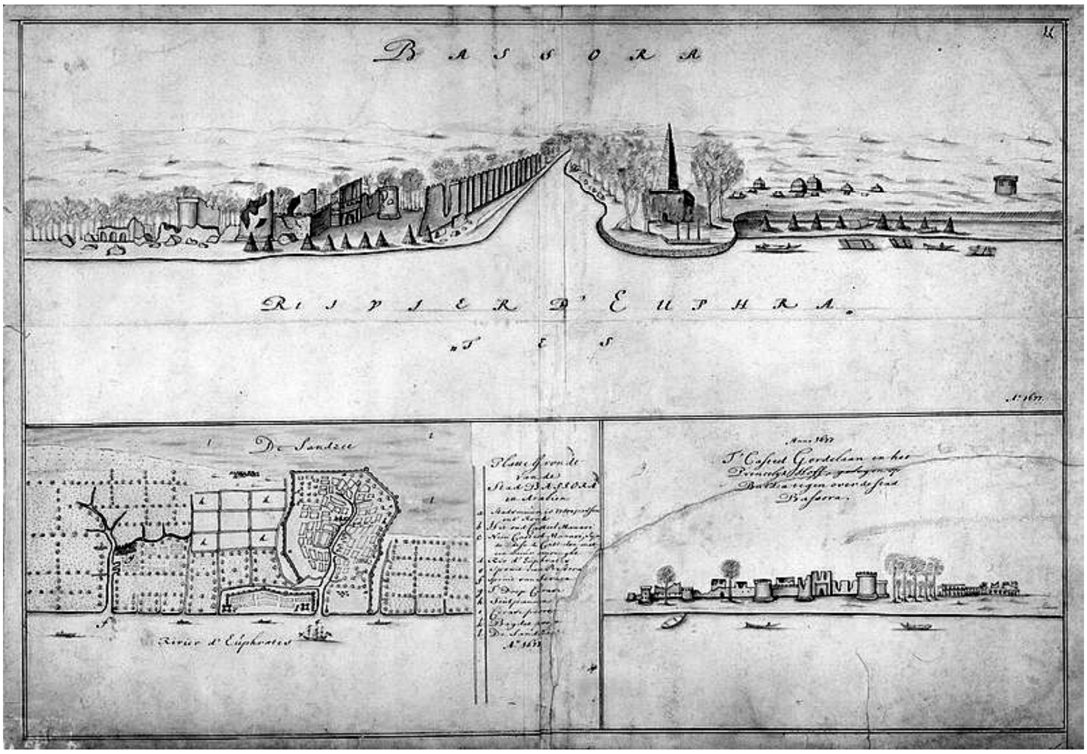

বসরা

৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা দ্বিতীয় উমর সেনা শিবির হিসেবে বসরা শহরটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আরব উপজাতিদের নিয়ে সৈন্যবাহিনী গঠনের জন্য। ইসলামিক সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও সুদৃঢ় করণের জন্য এই নগরটি ব্যবহার করা হয়েছিল। তাছাড়া খলিফাদের সামরিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে বসরা বিখ্যাত ছিল।

অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে এই শহরের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২০০,০০০। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর নিকটে অবস্থিত হওয়ায় এটি মূলতঃ এই নগরের বাণিজ্যে জোয়ার আসে। এই নগরটি মূলতঃ পারস্য উপসাগরের মুখে অবস্থিত হওয়ায় খাদ্য ও সৈন্য পরিবহনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বানিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

মক্কা ও মদিনার ন্যায় ইরাকের বসরা ও কুফা শহর দুটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্ররা আরবি উচ্চারণ ও কবিতা শিখবার জন্য এখানে সমবেত হত। কথিত আছে, এই দুটি নগরীতেই আরবি চর্চা আরম্ভ হয়েছিল। আরবি ব্যাকরণের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আসওয়াদ আল-দুয়ালি বসরায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পরে বসরার বিখ্যাত পণ্ডিত আল-খলিল-বিন আহমদ জন্মলাভ করেন এবং আনুমানিক ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। তিনিই প্রথম 'কিতাবুল আইয়ান' নামে আরবি অভিধান রচনা করেন। হজরত (দঃ)-এর সাহাবাদের মধ্যে আবু মুসা আল-আ'শআরি ও আনাস-বিন-মালিক বসরায় বাস করতেন। আবু মুসা ইয়েমেনের অধিবাসী ছিলেন। মক্কায় এসে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হজরতের শিক্ষিত সাহাবাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। পরবর্তীকালে তিনি বসরায় এসে মানুষকে কুরআন শিক্ষা দিতে থাকেন।

প্রথমে এই স্থান শুধু প্রথমে সামরিক সেনানিবাস ছিল এবং এখানে মুসলিম সৈন্যরা তাদের গোত্র ও লোকজন সহ বাস করত। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষে এবং উমাইয়া খলিফাদের আমলে এই নগরটি ব্যবসা - বাণিজ্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিনত হয়। শুধু তাই নয় বসরা ছিল বহু আরব ব্যাকরণবিদ, কবি গদ্য লেখক, সাহিত্যিক এবং ধর্মীয় পণ্ডিতদের আবাস। উমাইয়া শাসনের শেষের দিকে এবং আব্বাসীদ আমলে কুফা ও বসরা - উভয় নগর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। কুফা শহরের মতো বসরা একটি উন্মুক্ত শহর হওয়ায় আব্বাসীদ খলিফা আল মানসুর উভয় শহরের চারিদিকে পাঁচিল দিয়ে দিয়েছিলেন।

১৭.১.৮: দামাস্কাস

সিরিয়ায় অবস্থিত দামাস্কাস ছিল উমাইয়াদের রাজধানী ও প্রশাসনিক কেন্দ্র। উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া খলিফার কর্তৃত্বকে কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছিলেন দামাস্কাসে। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম বাহিনী সিরিয়া জয় করেছিল।এই সিরিয়ার সৈন্যবাহিনীরা উমাইয়াদের সামরিক শক্তির আধার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়া বিজিত অঞ্চলের ওপরে কর্তৃত্ব রাখতে এবং আরব উপজাতির বিরোধিতা মোকাবিলা করার জন্য মুয়াবিয়া দামাস্কাসকে (৬৬১ খ্রি.) রাজধানী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। সিরিয়ার এই দামাস্কাস শহরটি উমাইয়া আমলে সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছায়। এটি ছিল একটা বৃহৎ বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং অলিভ তেল, বস্ত্র, ধাতু, ওষুধ কাগজ এবং শুকনো ফল ইত্যাদি পণ্যকে কেন্দ্র করে ফুসতাত ও বাগদাদের সঙ্গে বাণিজ্য চলত।

সিরিয়া বহু নবীর জন্মভূমি। এটি বহু প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। এইখানে ফিনিসীয়, কালদীয়, মিশরীয়, হিব্রু, গ্রিক ও রোমান সভ্যতার মিলন ঘটেছিল। অ্যান্টিয়ক, বৈরুত, দামাস্কাস, হিমস প্রভৃতি সিরিয়ার নগরগুলো শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এই সকল কেন্দ্রে সিরিয়াবাসীগণ ফিনিসীয়দের কাছে বর্ণমালা, হিব্রুদের কাছে ধর্মতত্ত্ব, গ্রিকদের কাছে দর্শনশাস্ত্র ও রোমানদের নিকট বিচার পদ্ধতি শিক্ষা করেছিল। এসব শিক্ষাই পরবর্তীকালে মুসলিম সংস্কৃতিতে সিরিয়ার স্থায়ী প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। মুসলমানদের সিরিয়া বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোরায়েশদের আঞ্চলিক আরবি ভাষাই আদর্শ ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। আরামীয় ও গ্রিক ভাষাও আরবি ভাষার পাশাপাশি চলতে থাকে।

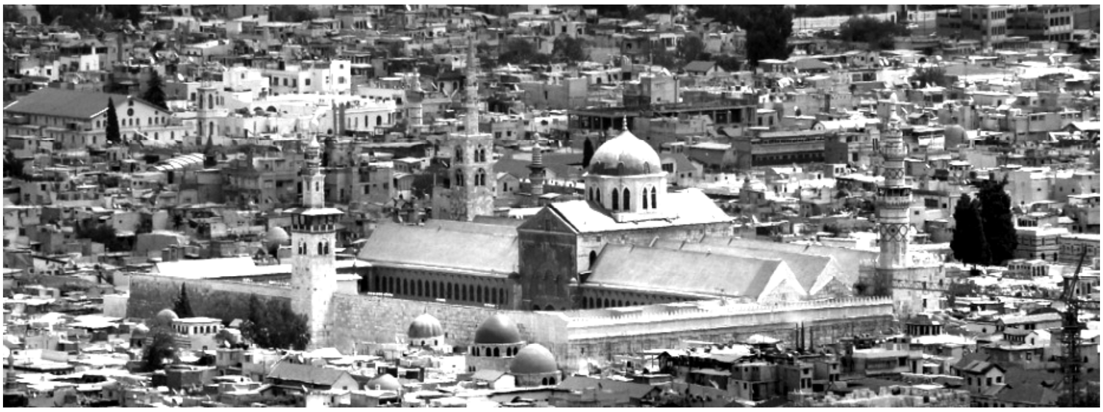

দামাস্কাসের মসজিদ

অষ্টম শতাব্দীতে আব্দুল মালিক দামাস্কাসে যে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন তা স্থাপত্য ভাস্কর্য্যের অনন্য নজির। অবশ্য পরবর্তীকালে প্রথম ওয়ালিদ এই উমাইয়া মসজিদটির পুনরায় নির্মাণ করেন। তাছাড়া দামাস্কাস শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। তবে উমাইয়াদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দামাস্কাসের গৌরব ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

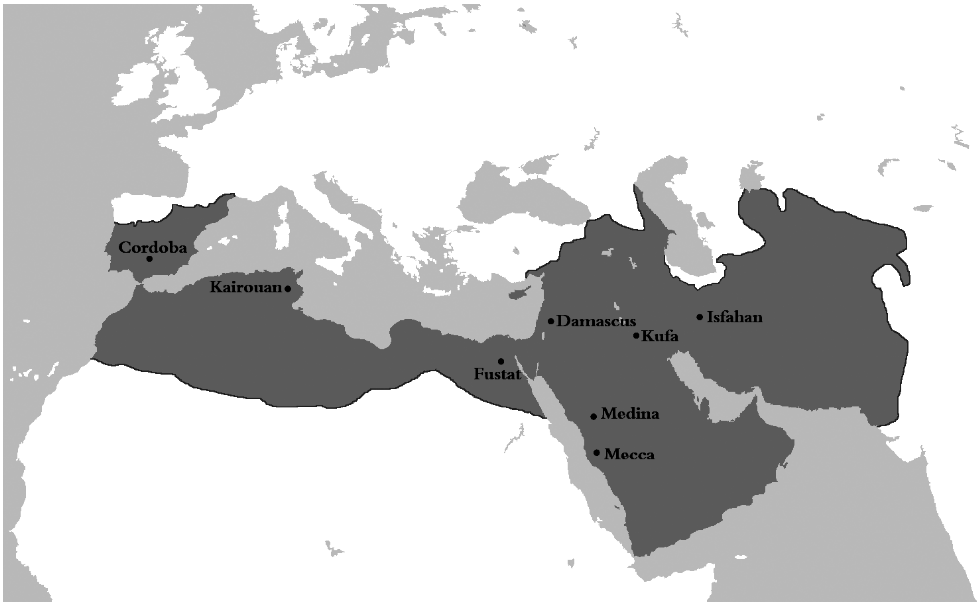

উমাইয়া আমলের গুরুত্বপূর্ণ নগর

১৭.১.৯ : উমাইয়া আমলের গুরুত্বপূর্ণ নগর

তাছাড়া উমাইয়া যুগে সিরিয়ার অ্যান্টিয়ক এবং আলেপ্পো, নগর দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল আরব জনজীবনে। অন্যদিকে প্যালেস্টাইনের জেরুজালেম শহরটি শুধু খ্রিস্টান বা ইহুদি নয় মুসলিমদের ধর্মীয় কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিল উমাইয়া আমলে। তাছাড়া উমাইয়া যুগে মিশরের ফুসতাত, মাগরিবের কায়রাবান (Qayrawan), ফেজ-নগরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। ফুসতাত শহরটি শুধু বড়ো ছিল না, এটি ছিল প্রধান ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর। তাছাড়া স্পেনের কর্ডোভা (৭১৯) নগরটি ছিল পশ্চিম ইউরোপের আরবদের প্রধান শহর।

১৭.১.১০: বাগদাদ

আব্বাসীদ খলিফা আল মানসুর ৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া এবং অন্যান্য প্রদেশ থেকে দক্ষ স্থপতি শিল্পী এবং শ্রমিক নিয়োগ করে বাগদাদ নগরের নির্মাণকার্য শেষ করেন ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে। আল-বাগদাদের যে জায়গায় রাজধানী গড়ে ওঠে, সেখানে প্রাচীন সাসানীয় আমলে 'বাগদাদ' নামে একটি গ্রাম ছিল যার অর্থ 'আল্লাহার দান'। আলমানসুর এই স্থানটিকে রাজধানী হিসেবে বেছে নেওয়ার পিছনে অবশ্য একাধিক কারণ আছে

i) ফৌজি ছাউনির পক্ষে বাগদাদ ছিল দুর্দান্ত জায়গা।

ii) চিন পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্য নজরদারি রাখার জন্য এখানে রয়েছে টাইগ্রিস নদী।

iii) বাগদাদের সঙ্গে সংযোগ ছিল পর্য্যাপ্ত খাদ্য উৎপন্নকারী দেশ মেসোপটেমিয়া, আর্মেনিয়া এবং পারিপার্শ্বিক প্রদেশের সঙ্গে, তাছাড়া সিরিয়া, আল-রাক্কাহ এবং সংলগ্ন প্রদেশের উৎপন্ন সামগ্রী নদীপথে আনা যেত।

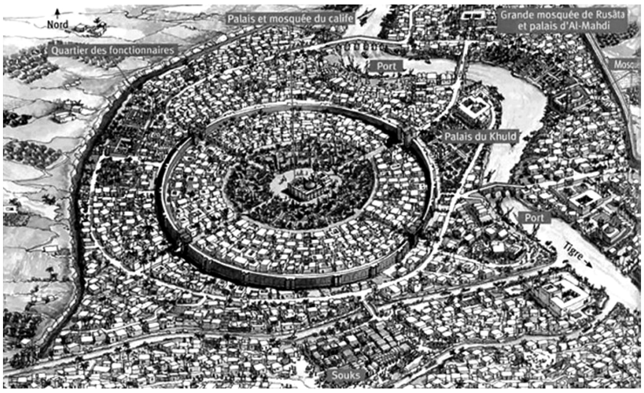

বাগদাদ শহরের গঠন কাঠামো

বাগদাদ শহরের পোশাকি নাম হয় মদিনাৎ-আল-সালাম (শান্তির শহর)। খলিফা আলমানসুর এই নাম দেন। শহরটি গড়া হয় বৃত্তের আকারে। আবার কেউ কেউ বলত, গোলাকার শহর (আল-মুদাওয়ারা)। পুরো শহরটা ঘিরে ছিল জোড়া প্রাচীর, গভীর পরিখা এবং ৯০ ফুট উঁচু আরেকটি তৃতীয় প্রাচীর, যা নগরীর অন্তঃস্থলকে বেষ্টন করেছিল। প্রাচীরগুলিতে ছিল চারটি করে সমান মাপের ফটক। ওই সমদূরত্বে চার ফটক থেকে শুরু হয়েছিল চারটি জাতীয় সড়কপথ। গোলাকার শহরের মাঝখানে খলিফার প্রাসাদ থেকে শুরু করে গোটা নগরটা ঘুরলে চাকার দণ্ডের মনে হয় হয় চারটি কোণ। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক Ira. M. Lapidus বলেছেন যে, সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে খলিফার আসন তার সার্বভৌমত্ব প্রকাশ করে সমগ্র বিশ্বের চতুর্থাংশের মধ্যে। প্রবেশ পথে সোনার ফটক এবং সবুজ গম্বুজ ছিল শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে।

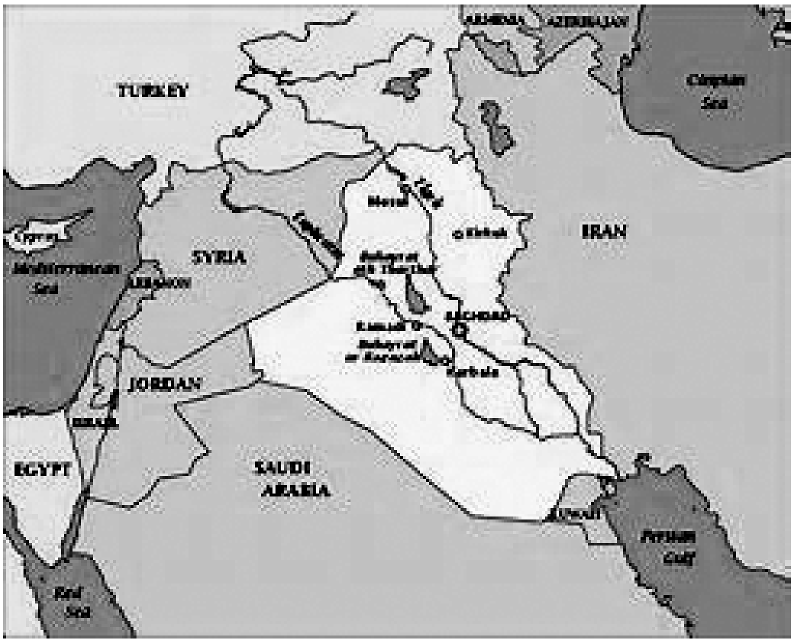

বাগদাদ ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র

বাগদাদের পণ্যশিল্প ছিল বিখ্যাত। সমুদ্র বন্দর হিসেবে বাগদাদের আলাদা গুরুত্ব ছিল। প্রায় কয়েক মাইলব্যাপী সুদীর্ঘ পোতাশ্রয় জুড়ে শত শত জাহাজ শোভা পেত। এগুলো যুদ্ধ ও নৌবহরের জন্য ব্যবহৃত হত। বাগদাদের বাজার সমূহে চিন হতে আসত চিনামাটির বাসন, সিল্কের কাপড় ও মুখোশ, ভারত এবং মালয় হতে মশলা, খনিজ পদার্থ ও রং। মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তান হতে রুবি, নীলবর্ণের মূল্যবান পাথর, উন্নত বস্ত্র এবং ক্রীতদাস, স্ক্যান্ডেনেভিয়া ও রাশিয়া হতে মধু, ভেড়ার লোম ও দাস, পূর্ব আফ্রিকা হতে হাতীর দাঁত ও কাফ্রী ক্রীতদাস আসত। আবার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলো হতেও স্থল ও জলপথে দ্রব্য সামগ্রী এসে পৌঁছাত। এগুলোর মধ্যে মিশর হতে চাল, খাদ্যশস্যও লিনেন কাপড়, সিরিয়া হতে কাঁচ ধাতব সামগ্রী ও ফলমূল, আরব হতে কিংখাব, মুক্তা ও হাতিয়ার এবং পারস্য হতে রেশমজাত সামগ্রী, সুগন্ধী ও সবজি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনটি নৌকা সেতুর সাহায্যে নগরীর পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা হত। বাগদাদ ও অন্যান্য রপ্তানি এলাকা হতে আরব বণিকগণ দূরপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং আফ্রিকার পথে পাড়ি জমাতেন। তাদের সঙ্গে থাকত স্বর্ণালংকার, বস্ত্র, মশলা ও কাঁচের পুঁতি। সম্প্রতি ফিনল্যান্ড, সুইডেন, জার্মানি এবং রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানে আরবীয় মুদ্রার যে ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। তা থেকে সে আমলের দুনিয়াব্যাপী মুসলিম বাণিজ্যের সংবাদ অনুমান করা যায় আরব বণিকগণ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্যাবসা-বাণিজ্য করে বাণিজ্যলব্ধ সম্পদ দ্বারা বাগদাদের ঐশ্বর্য্য বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, সে যুগে বাগদাদ ছিল সমগ্র বিশ্বে একটি অদ্বিতীয় শহর।

মধ্যপ্রাচ্যের এই নগরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে বিশেষত, কাগজ, বস্ত্র, চামড়া শিল্পের। বহুমাত্রিক (Cosmopolitan) চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সৈনিক, আধিকারিক, বণিক এবং বিদগ্ধ পণ্ডিতদের সমাগম ঘটেছিল। ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলিম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল এই নগরে। নবম শতাব্দীতে এই নগরের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০,০০০। মধ্যযুগে সম্ভবত কনস্ট্যান্টিনোপল ছাড়া কোনো শহর সমকক্ষ হতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক Ira. M. Lapidus বলেছেন বাগদাদ নগরী অনেকগুলো প্রাসাদ, মসজিদ, অট্টালিকা এমনকি আব্বাসীদ খলিফা হারুণ-উল-রশিদের আমলে সংগীত চর্চার কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রায় ৫০০ বছর ধরে আরবি ও ইসলামিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল রূপে বিবেচিত হলে ১২৫৮ খ্রি. মোঙ্গল নেতা হলাগু জয় করলে এই নগরের গুরুত্ব হ্রাস পায়।

১৭.১.১১: উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, নগরায়ণ প্রক্রিয়া আরব সমাজজীবন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছিল। নগরগুলিতে সমৃদ্ধি ও বসতি বিন্যাস আরব সমাজের শ্রেণি বিন্যাসকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছিল। তাছাড়া নগর কেন্দ্রগুলি দ্বারা আরব এবং অ-আরব মুসলিমদের বিভাজন দূর করতে সক্ষম হয়েছিল এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান, বিশেষত কিছু নগরে ইরানীয় সভ্যতার প্রভাবে যে আরবীয়, পারসিক সভ্যতার সমন্বয়ে এক অখণ্ড ইসলামিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা কয়েক শতক ধরে টিকেছিল।

১৭.২: বাণিজ্য

১৭.২.১ : সূচনা

আবার মরুভূমির দেশ বলে এখানকার অধিবাসীগণ কখনোই জীবিকার জন্য তাদের দেশের ওপর নির্ভর করতে পারত না, তাই তারা উন্মুক্ত বিশ্বে ভাগ্যের সন্ধানে বের হত। যেসকল কারণে তারা বহির্বিশ্বের বিভিন্ন জাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছিল

অর্থনৈতিক কারণ তার মধ্যে প্রধান। অর্থনৈতিক সমস্যা হল যে-কোনও মানুষের জীবনের প্রধান সমস্যা। এই অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলামে পরিশ্রমের নির্দেশ দিয়েছে। এই সমস্যা মেটাতে আরবগণ বিপদসঙ্কুল সমুদ্র যাত্রার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও আরবগণ পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সঙ্গে ব্যাবসা-বাণিজ্য করত। পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে তারা অনেক উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। দক্ষিণ আরব ছিল সে যুগের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র। ইহুদি লেখক জব বলেছেন, আরবগণ পশ্চিম ভারত থেকে ওষুধ, মশলা এবং সুগন্ধি নির্যাস আমদানি করে তা মিশর ও ফিলিস্তানে রফতানি করত। প্রাচীন আরবের জাহাজ লোহিত সাগর, পারস্যপোসাগর এবং ভারত মহাসাগরে যাতায়াত করত, পূর্ব আরবের ঘেরর ছিল ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। আরব বণিকগণ স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্ন, চন্দন, আবলুস কাঠ ও মশলা ফিলিস্তানে রপ্তানি করত।

ভারতের নারীরাও পুরষদের সঙ্গে ব্যাবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করত। হজরতের সঙ্গে বিবাহের পূর্বে খাদিজা আরবের এক ধনী ব্যাবসায়ী ছিলেন। আবু জেহালের মা সুগন্ধী দ্রব্যের বাণিজ্য করত। উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়ার মা হিন্দার সঙ্গে প্রতিবেশী গোত্রের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। তাছাড়াও বহু আরব মহিলা ব্যাবসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আরব বণিকগণ ইয়েমেনের মাধ্যমে ভারত ও চিনের পণ্য সিরিয়ার সীমান্ত শহরের মাধ্যমে সিরীয় ও মিশরীয় পণ্য, মেসোপটেমিয়ার মাধ্যমে ইরানের রেশম, তুলা, লিনেন, যন্ত্রপাতি, খাদ্যশস্য, তৈল প্রভৃতি পণ্য আমদানি করত। এ যুগের প্রধান রফতানি দ্রব্য ছিল চামড়া, সোনা-রূপার পিণ্ড, মশলা, রত্ন, ওষুধ প্রভৃতি।

দাউদ ও তার পুত্রের অধীনে ইসরাইলদের উত্থান এবং পশ্চিমে রোমান ও পূর্বে সাসানীয় শক্তির বিস্তারের ফলে ইয়েমেনীয়দের প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। ইয়েমেনীয়গণ সমুদ্রে তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হারায়। অবশ্য ইসলামের আবির্ভাবের পর আরবগণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার স্রোতে গা ভাসিয়েছিল।

কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ ব্যাবসা-বাণিজ্যে উৎসাহিত করেছেন। মহানবী কেবল বাণিজ্যকে উৎসাহিত করেননি তিনি নিজে ব্যবসায়িক আদর্শও প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম জীবনে তিনি শ্রদ্ধেয় চাচা আবুতালিবের সঙ্গে সিরিয়ার একটি বাণিজ্য অভিযানে গমন করেন। পরে অবশ্য তিনি খাদিজার ব্যবসার দায়িত্বভার গ্রহণ করে ব্যবসায়ী হিসেবে বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতার পরিচয় দেন। ইসলামের আবির্ভাবকালে প্রথম যুগের অধিকাংশ নব মুসলমান ব্যবসায়ী ছিলেন। আবুবকর, ওসমান ও আব্দুর রহমান বিন আউফ ছিলেন প্রথম শ্রেণির ব্যবসায়ী।

ইসলামিক শাসনের প্রথম পর্বে কুফা, বসরা, ফুস্তাদ, মক্কা ও মদিনা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। প্রাচীনকাল থেকেই মক্কা, মদিনার সঙ্গে সিরিয়া, রোম ও বাইজানটাইনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় ছিল। দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমরের সময় থেকে ইসলামিক সাম্রাজ্যের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুসলিম বণিকদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এডওয়ার্ড সাইদ তাই যথার্থ বলেছেন 'ইসলাম ও বাণিজ্যের বিকাশ হাত ধরাধরি করে এগিয়েছে।' তবে মুসলিমদের স্থল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উটচালিত ক্যারাভানগুলি ছিল একমাত্র ভরসা।

১৭.২.২: উমাইয়া আমলের বাণিজ্য

উমাইয়া খলিফাদের আমলে ইসলামিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে দামাস্কাস ও কায়রোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। যোগাযোগ কাজ করেছিল। এই সময় চট্টগ্রাম বন্দর থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের ওপর আরব বণিকদের বাণিজ্যিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই পর্বে বসরা থেকে জলপথে পণ্য যেত বাগদাদে, সেখান থেকে সিরিয়ার মরুপথ ধরে মিশর ও

আনাতোলিয়ার মধ্য দিয়ে স্থলপথে পৌঁছে যেত কনস্টানটিনোপল, ত্রেবিজোল্ড। নীচে উমাইয়াদের সাথে অনান্য সভত্যার বান্যিজিক পণ্য আদান প্রদানের তালিকা দেওয়া হল।

সভ্যতা	আমদানি দ্রব্য	রফতানি দ্রব্য
চিন	সিল্ক, চিনামাটির বাসন, বেতোঘোড়া পশম	কোবাল (চিনামাটির দ্রব্য তৈরি করতে নীল রং) মশলা, নুন, হাতির দাঁত
ভারত	গাণিতিক চিন্তাভাবনা, তামা, বস্ত্রজাত দ্রব্য	মশলা, নুন, মূল্যবান ধাতু, সোনা
ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল	অলিভ অয়েল, আঙুর, মদ	সোনা, দাস, হাতির দাঁত, দুর্লভ কাঠ, বস্ত্রজাত দ্রব্য, নুন মশলা
আফ্রিকা	সোনা, দাস, হাতির দাঁত, দুর্লভ কাঠ, ও মূল্যবান পাথর	নুন এবং মশলাজাত দ্রব্য
পূর্ব ইউরোপ	পশম, চামড়া, ধাতব দ্রব্য, বস্ত্রজাত দ্রব্য	নুন, মশলা, ধাতব দ্রব্য এবং সোনা

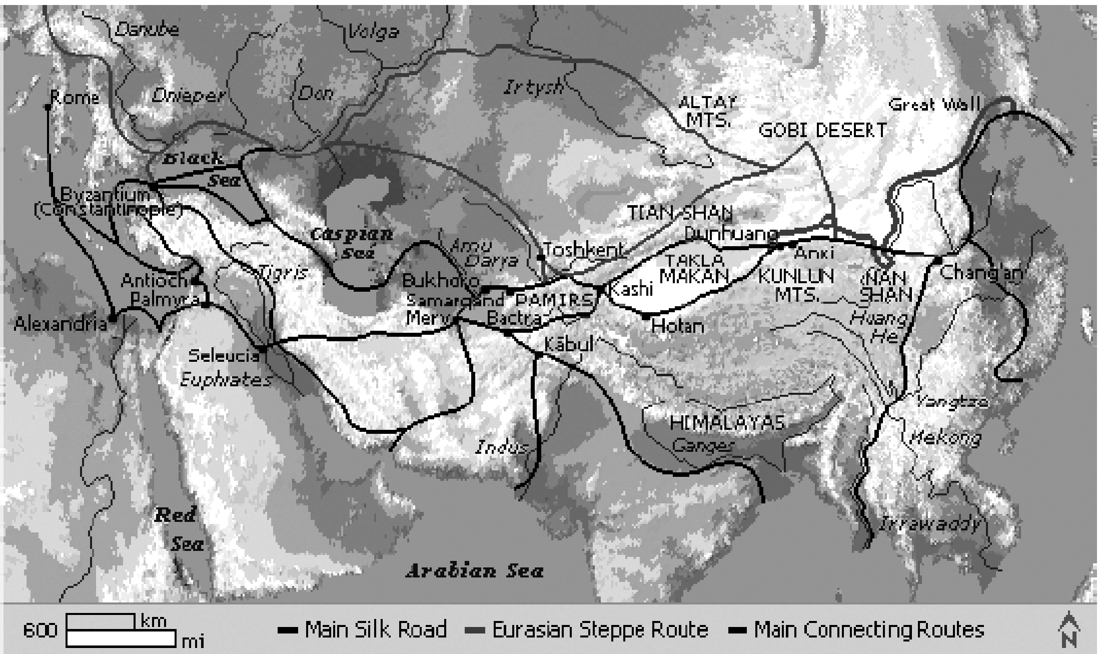

১৭.২.৩ : রেশমপথ

- রেশম পথ ধরে উমাইয়ারা চিন, ভারতবর্ষ, ভূমধ্যসাগর এবং পূর্ব ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য করত।
- উমাইয়ারা আফ্রিকা এবং অন্যান্য বাণিজ্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করত।

- উমাইয়া বণিক ও ব্যবসায়ীরা আফ্রিকার কাছ থেকে খুব সস্তা দরে পণ্যের আমদানি করত অথচ খুব চড়া দামে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছিল।
- অবশ্য এই মুনাফা তারা দীর্ঘদিন ধরে লাভ করেছিল মধ্যস্থতাকারী রূপে।
- রেশমপথের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উটচালিত ক্যারাভানগুলি ছিল একমাত্র ভরসা।

১৭.২.৪: মশলাপথ (Spice Route)

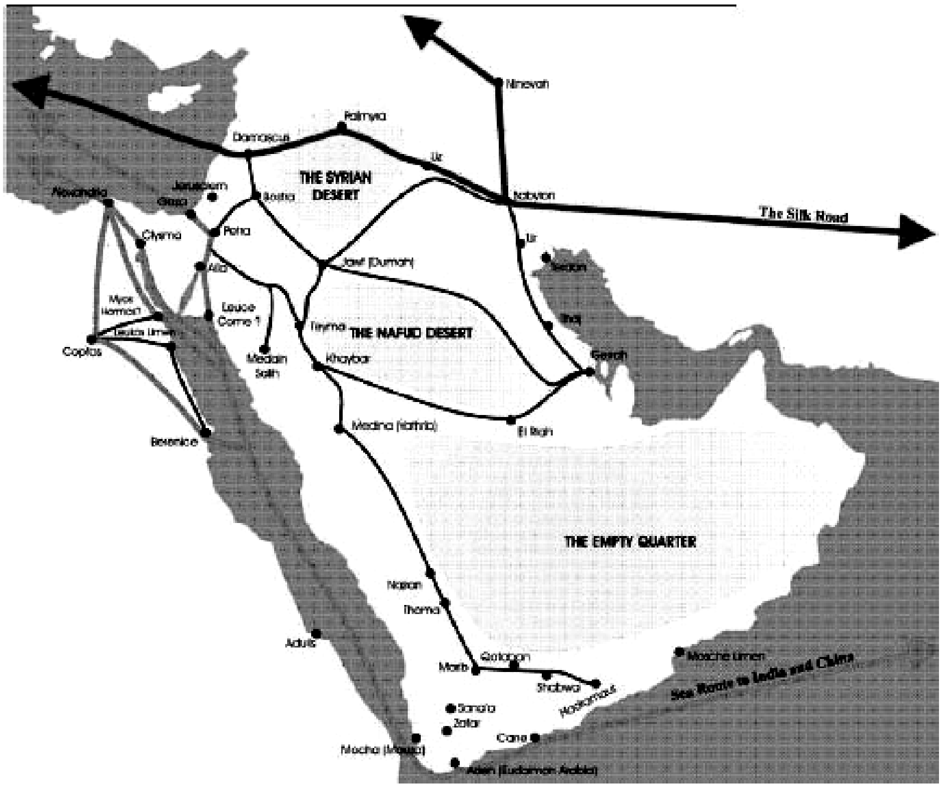

উমাইয়া সাম্রাজ্যের মশলা পথ

- রেশম পথের মতো উমাইয়ারা বাণিজ্যিক আদান প্রদান করত অবশ্য এক্ষেত্রে তারা আফ্রিকার সঙ্গে বাণিজ্য করত।
- উমাইয়ারা মশলা পথকে নিয়ন্ত্রণ করত।
- উমাইয়া সাম্রাজ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব থাকলেও কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে নুন, মশলা যেমন তেজপাতা, দারুচিনি, এলাচি, আদা ও হলুদ পাওয়া যেত। উমাইয়ারা চাহিদামতো এই মশলাদ্রব্যের জোগান দেওয়ার জন্য যথেষ্ট অতিরিক্ত মূল্য নিত।

মশলাজাত দ্রব্য (উমাইয়া সাম্রাজ্য)

- আরব বণিকদের মধ্যে করিমি গোষ্ঠীর বণিকরাই মূলত মশলার বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করত।
- উমাইয়া আমলে এই ব্যাবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি রাষ্ট্রের আর্থিক ভিত মজবুত হয়। অন্যদিকে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সমাজে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে।

১৭.২.৫ আব্বাসীদ আমলের বাণিজ্য

উমাইয়া যুগ ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রবর্তনের যুগ এবং আব্বাসীদ যুগ ছিল প্রধানত পরিকল্পনা ও প্রযোজনার যুগ। আর ব্যাবসাই ছিল তাদের পরিকল্পনা ও প্রযোজনার ফসল। এই আব্বাসীদ আমলে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের পিছনে একাধিক কারণ ছিল। যেমন:- ১) কৃষির সম্প্রসারণ, উন্নত কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন। ২) পুরানো খাল সংস্কার, নতুন খাল নির্মাণ।৩) ফুল ও ফলের উদ্যানের সংখ্যা বৃদ্ধি। ৪) কাপড়, কাচ, কাগজ ও ধাতব জাত শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি। ৫) সাম্রাজ্যের প্রসারতা। ৬) মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। ৭) বিভিন্ন বিলাস সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা। ৮) সে যুগে শান্তির পরিবেশ। ৯) দূরদূরান্তে রাজ্যের সঙ্গে আব্বাসীদ শাসকদের সুসম্পর্ক স্থাপন। ১০) জলপথ ও স্থলপথের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল বাগদাদ, বসরা, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল।

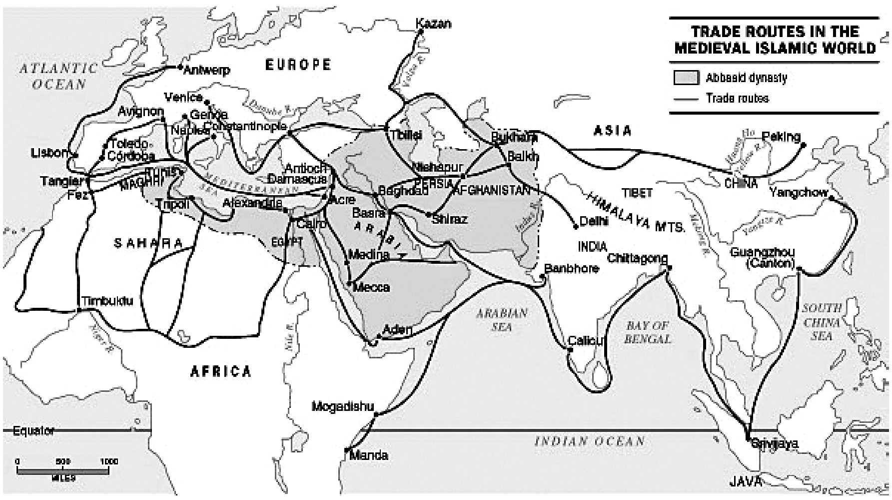

আব্বাসীদ বাণিজ্য পথ

স্থলপথে সমরখন্দ ও চিনা তুর্কিস্তান হয়ে যে বাণিজ্যপথটি ছিল, তাকে বৃহৎ রেশমপথ বলে। চিন দেশের পণ্যদ্রব্যের মধ্যে রেশম ছিল প্রধান। এই জন্য এই বাণিজ্যপথের নাম রাখা হয় 'রেশমপথ' (Silk Route) এই দীর্ঘপথ একটি কাফেলা একটানা অতিক্রম করতে পারত না তাই কাফেলার অদল-বদল চলত। চিন দেশ থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যগুলির মধ্যে ছিল রেশম, রেশমীবস্ত্র, তৈজস পত্র, কাগজ, কালি স্বর্ণ, রৌপ্য পাত্র এবং দারুচিনি প্রধান। মুসলমান সওদাগরণ খেজুর, চিনি, সুতি ও পশমীবস্ত্র, ইস্পাতের যন্ত্রপাতি ও কাচের জিনিস তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন, ভারত থেকে চন্দনকাঠ, আবলুস কাঠ, নারিকেল, চিনি, বাঘের চামড়া এমনকি হাতি ও চিতাবাঘ ও আমদানি হত।

সপ্তম শতাব্দী হতে একাদশ শতাব্দীর তারিখ অঙ্কিত হাজার হাজার মুসলিম মুদ্রা পাওয়া গেছে স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলে, বিশেষ করে সুইডেনে। এই মুদ্রাগুলি থেকে মুসলিম বাণিজ্যের বিস্তারের পরিধি পরিমাপ করা যায়। তাছাড়া ভলগা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে যে সমস্ত মুদ্রাপ্রাপ্তির কথা সে যুগের সাহিত্যে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে অনুমান করা সহজ যে, মুসলিম সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাল্টিক অঞ্চলের ব্যাবসা-বাণিজ্য কতটা প্রসার লাভ করেছিল। এই সকল অঞ্চল হতে আরবগণ চামড়া, পশম এবং আম্বার (সুগন্ধী) প্রভৃতি আমদানি করত। বার্নার্ড লুইসের মতে, আরবগণ খুব সম্ভবত স্ক্যান্ডেনেভিয়া অঞ্চল পর্যন্ত যেত না। বরং এই সকল উত্তরাঞ্চলের লোকেরা রাশিয়ার আরবদের সঙ্গে মিলিত হত, এই কাজে আরবদের ও উত্তরাঞ্চলের স্ক্যান্ডেনেভিয়ার মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থতা করত ভলগা অঞ্চলের খাজার ও বুলারগণ।

আফ্রিকার সঙ্গে আরবগণ স্থলপথে ব্যাবসা-বাণিজ্য চালাত, এই অঞ্চল হতে তারা স্বর্ণ ও ক্রীতদাস আমদানি করত। এমনকি পশ্চিম ইউরোপের সহিত আরবগণের অবাধ বাণিজ্য চলত। এই ব্যাবসায়ে ইহুদিগণ মধ্যস্থকারী রূপে কাজ করত। প্রত্যেক ইহুদি প্রায় আরবি, ফার্সি, গ্রিক, ফ্রাঙ্ক, স্পেনীয় ও স্লাভ ভাষা জানত। এরা-ও স্থলপথে পূর্ব হতে পশ্চিমে এবং পশ্চিম হতে পূর্বে যাতায়াত করত। পাশ্চাত্য হতে তারা খোজা, ক্রীতদাস, ব্রাকেড, পশম, তরবারি ইত্যাদি আমদানি করত। পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হতে জাহাজে মিশরের ফারামা নামক স্থানে অবতরণ করে উষ্ট্রযোগে লোহিত সাগর পর্যন্ত যেত, আবার সেখান থেকে জাহাজে করে সিন্ধু, দক্ষিণ ভারত ও চিনদেশে যাতায়াত করত। অন্যদল পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এশিয়াতে অবতরণ করে স্থলপথে জাবিয়া নামক স্থানে গমন করে। সেখান হতে বাগদাদ, উবুল্লা হয়ে ওমান, সিন্ধু, দক্ষিণ ভারত ও চিন দেশে চলে যেত। ধার্মিক-বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণির মানুষদের আব্বাসীয় জনগণ ইরানি ভাষার সওদাগর বলত। সমানে তাদের স্থান ছিল বহু উচ্চে।

আব্বাসীদ আমলে ব্যাবসা-বাণিজ্যের চরম উন্নতির ফলে নবম শতাব্দীতে আরবদের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। রূপার মুদ্রা 'দিরহাম' এবং স্বর্ণমুদ্রা দিনারের মধ্যে আনুপাতিক মূল্যের তারতম্য হওয়ায় এক শ্রেণির মুদ্রা বিনিময়কারীর উদ্ভব হয়। যাদেরকে সাররাফ বলা হত। নবম শতাব্দীতে এরাই ব্যাপকভাবে ব্যাংকারের ভূমিকা পালন করত। বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীগণ তাদের মূলধন এদের কাছে জমা রাখত। এই সময় বাগদাদে ব্যাংকের কেন্দ্রীয় অফিস ও অন্যান্য শহরে শাখা অফিস গড়ে ওঠে। এই সকল ব্যাংক হতে চেক ও ক্রেডিট পত্র দেওয়া হত। এই আব্বাসীদ যুগে ব্যাংক ব্যবস্থা এত সুষ্ঠভাবে গড়ে উঠেছিল যে, ব্যবসায়ীগণ বাগদাদের চেক সুদূর মরক্কোতে ভাঙাতে পারতেন। এমনকি বসরাতেও ব্যাংক ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রসারলাভ করেছিল। দশম শতাব্দীতে আমরা বাগদাদে সরকারি ব্যাংকের কথা জানতে পারি। মুসলমানদের মধ্যে সুদ দেওয়া-নেওয়া অবৈধ বলে বিবেচিত হওয়ায় এই সকল ব্যাংকের পরিচালকগণ প্রায় সকলেই ছিলেন ইহুদি ও খ্রিস্টান।

২২.২.৬ : উপসংহার

এই আব্বাসীদ আমলে ব্যাবসা-বাণিজ্য বিস্তারের ফলে সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি যেমন বৃদ্ধি পায় অপরদিকে ভাব ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান জোরালো হয়েছিল। আব্বাসীদ যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ব্যাবসা-বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করে ঐতিহাসিক ফিশার বলেন যে মধ্যপ্রাচ্যের পণ্যদ্রব্যের মান ছিল অত্যন্ত উন্নত এবং তা এত মূল্যবান ছিল যে, ইউরোপের দেশসমূহ ও তাদের বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য দিতে সম্মত ছিল না। তবে একথা ঠিক যে, শুধু বাণিজ্যিক পণ্যের আদান-প্রদান ঘটেনি, মুক্ত প্রাণে সংস্কৃতির লেনদেনও ঘটেছে।

১৭.৩ অনুশীলনী

বিভাগ — ক

(প্রশ্নের মান ৫)

১. মধ্যযুগের মুসলিম ভূখণ্ডে নগরায়ণের কারণগুলি লেখ।

২. টীকা লেখ : কুফা, বসরা, তায়েফ, দামাস্কাস

৩. উমাইয়া যুগে রেশম বাণিজ্য পথ সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

৪. উমাইয়া যুগে মশলা বাণিজ্য পথ সম্পর্কে যাহা জান লিখুন।

৫. আব্বাসীদ আমলে ব্যাবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভের কারণ।

৬. আব্বাসীদ আমলে ব্যাংকব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে কী জানা যায়?

বিভাগ — খ

(প্রশ্নের মান ১০)

১. বাগদাদ নগর সম্পর্কে যাহা জান লিখুন।

২. উমাইয়া আমলে ব্যাবসা-বাণিজ্যের বিস্তার সম্পর্কে লিখুন।

৩. আব্বাসীদ আমলের ব্যাবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে যাহা জান লিখুন।

১৭.৪ গ্রন্থপঞ্জি :

১. ফিলিপ. কে. হিট্টি, আরব জাতির ইতিহাস, পুনর্মুদ্রণ, আদি মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০১৬।

২. কে. আলী, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, পুনর্মুদ্রণ, আলেয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ২০১৯।

৩. ওসমান গনী, আব্বাসীয়া খেলাফত, পুনর্মুদ্রণ, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৮

৪. Rakesh Kumar. Ancient and Medieval World. Sage Publication. New Delhi, 2018.

website

৫. https://www.britannica.com

৬. https://www.academia.edu

NOTE

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

NOTE